আল-কুরআন

একটি সমন্বিত ইংরেজি অনুবাদের বাংলা রূপান্তর

জিয়া এইচ. শাহ, এমডি

ভূমিকা

এই অনুবাদ মহিমান্বিত কুরআন পাঠে কাটানো এক জীবনের ফসল, আর এ কাজে হাত দেওয়ার সাহস এসেছে সেই দীর্ঘ সাহচর্য থেকেই।

আইজ্যাক নিউটনের মতো আমিও নিজেকে মহীরুহদের কাঁধে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পাই। কুরআনের আশিটিরও বেশি বিদ্যমান ইংরেজি অনুবাদের শক্তি থেকে আমি আহরণ করেছি, যেগুলো অনলাইনে পাওয়া যায়, আর আমি পরিষ্কার বিবেকে বলতে পারি যে মূল পাঠের অনুবাদে আমি অন্য সুপরিচিত ও বহুল পঠিত অনুবাদকদের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা নিইনি—মাত্র তিনজনের নাম বললে, এম. এ. এস. আবদেল হালিম, মুহাম্মাদ আসাদ ও মুহাম্মাদ মারমাডিউক পিকথল।

অনুচ্ছেদ গঠনের জন্য আয়াতগুলোকে একত্র করার ক্ষেত্রে আমি এম. এ. এস. আবদেল হালিমের অনুসরণ করেছি, খুব অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় পুরোপুরিই।

এই অনুবাদের একটি শক্তি এই যে, এটি আধুনিক আমেরিকান ইংরেজিতে লেখা। পুরোনো অনুবাদগুলোর “thee” আর “thou” যতই শ্রদ্ধেয় হোক, এখন তা পাঠক ও মূল পাঠের মাঝখানে দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়; তার বদলে আমি চেষ্টা করেছি কুরআনকে সেই সহজ, জীবন্ত ভাষায় কথা বলতে দিতে, যা পাঠকেরা—বিশেষত তরুণেরা—সত্যিই ব্যবহার করেন। পূর্ণ স্বচ্ছতার খাতিরে একটি স্বীকারোক্তিও প্রয়োজন। উর্দু আমার মাতৃভাষা, আর সারা জীবনে আমি আরবীর যথেষ্ট বড় একটি শব্দভাণ্ডার আয়ত্ত করেছি; তবে আরবী ব্যাকরণে আমার জ্ঞান সীমিত। আমার বিশ্বাস, অগণিত ইংরেজি ও উর্দু অনুবাদের সাহায্য নেওয়ায় এই সীমাবদ্ধতা যথেষ্ট পরিমাণে পুষিয়ে গেছে।

আরেকটি শক্তি এই যে, কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে আমি সারা জীবনের বিজ্ঞানচর্চাকে সঙ্গে এনেছি। কোনো সত্য ও খাঁটি বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টিই সর্বজ্ঞ আল্লাহর কাছে কখনো গোপন ছিল না, আর তাঁর আক্ষরিক বাণী নানাভাবে সেই বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে। তা সত্ত্বেও আমি অনুবাদের ভিতরে জোর করে বিজ্ঞান ঢোকানোর কোনো চেষ্টা করিনি। তার বদলে পাদটীকায় টীকা হিসেবে সংক্ষিপ্ত অন্তর্দৃষ্টি যোগ করে যেতে থাকব।

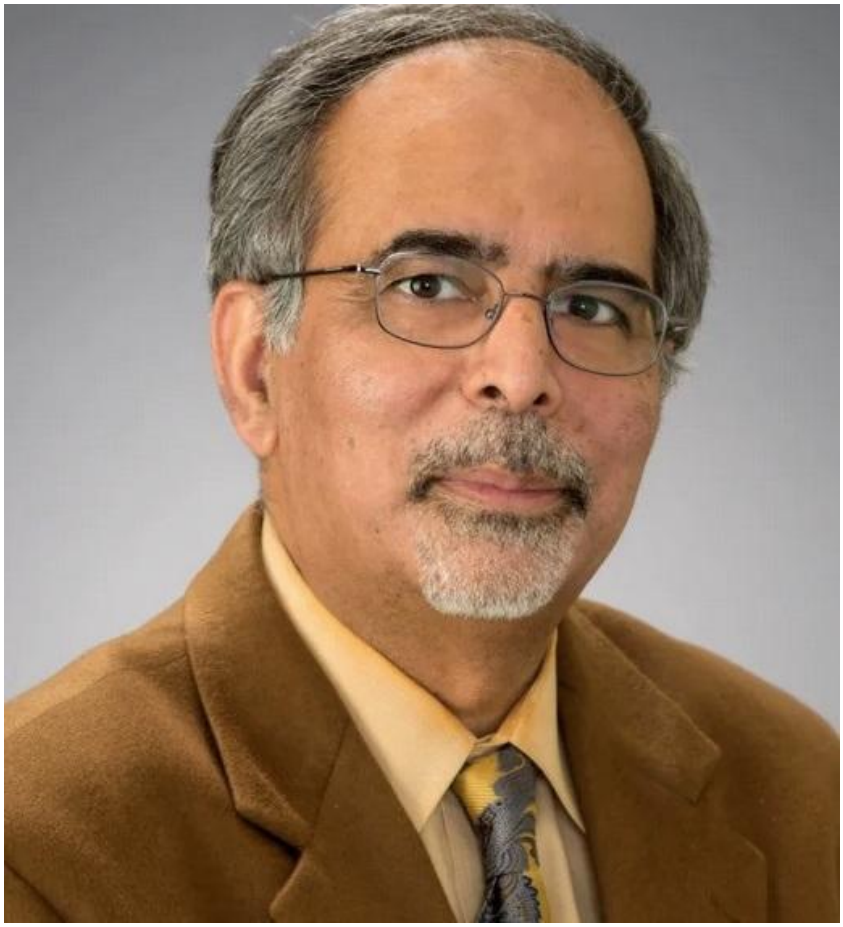
আপনাদের কাছে একে কিছুটা কম অচেনা করার জন্য আমি আমার ছবি যোগ করেছি, যাতে আরও বহু সুপরিচিত অনুবাদের উপস্থিতিতেও আপনারা এটি পড়তে আগ্রহী হন।

এই অনুবাদ শীঘ্রই আরও 32টি প্রচলিত ভাষায় অনূদিত হবে: স্প্যানিশ, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, পর্তুগিজ, ডাচ, রুশ, পোলিশ, ইউক্রেনীয়, চেক, গ্রিক, সুইডিশ, নরওয়েজীয়, ড্যানিশ, ফিনিশ, রোমানীয়, হাঙ্গেরীয়, তুর্কি, হিব্রু, ফারসি (পার্সিয়ান), উর্দু, হিন্দি, বাংলা, পাঞ্জাবি, চীনা (সরলীকৃত ও ঐতিহ্যবাহী), জাপানি, কোরীয়, ইন্দোনেশীয়, মালয়, ভিয়েতনামি, থাই, এবং ফিলিপিনো/তাগালগ।

ইংরেজি অনুবাদটি আমার নিজের, আর অন্য সব অনুবাদ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সাহায্যে আমার ইংরেজি অনুবাদ থেকে করা। সুতরাং যখনই কোনো সন্দেহ হবে, অনুগ্রহ করে মূল আরবী পাঠ কিংবা আমার ইংরেজি অনুবাদ দেখে নিন।

ইংরেজি অনুবাদটি প্রায় প্রতিদিনই হালনাগাদ ও উন্নত করা হবে, আর অন্য অনুবাদগুলো প্রতি মাসে। ইনশাআল্লাহ

আর এই ঐশী বার্তা নিরন্তর শিখে যাওয়ার জন্য আপনারা ওয়ার্ড ফাইলগুলো ব্যবহার করে একে আরও উন্নত করতে এবং নিজেদের টীকা যোগ করতে পারেন।



জিয়া এইচ শাহ এমডি: পালমোনোলজিস্ট (বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ) ও ঘুমের রোগের চিকিৎসক, আপস্টেট নিউ ইয়র্ক

সূচিপত্র

সূচিপত্র

ভূমিকা 2
সূচিপত্র 5
1. সূচনা (আল-ফাতিহা) 9
2. গাভী (আল-বাকারা) 10
3. ইমরানের পরিবার (আলে ইমরান) 37
4. নারী (আন-নিসা) 53
5. ভোজ (আল-মায়িদা) 69
6. গবাদি পশু (আল-আনআম) 82
7. উঁচু স্থানসমূহ (আল-আরাফ) 96
8. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (আল-আনফাল) 112
9. তওবা (আত-তাওবা) 118
10. ইউনুস (ইউনুস) 129
11. হূদ (হূদ) 137
12. ইউসুফ (ইউসুফ) 146
13. বজ্র (আর-রা'দ) 154
14. ইবরাহীম (ইবরাহীম) 158
15. আল-হিজর (আল-হিজর) 163
16. মৌমাছি (আন-নাহল) 167
17. রাত্রিকালীন সফর (আল-ইসরা) 175
18. গুহা (আল-কাহফ) 183
19. মারইয়াম (মারইয়াম) 191
20. ত্বা হা (ত্বা হা) 196
21. নবীগণ (আল-আম্বিয়া) 203
22. হজ (আল-হাজ্জ) 209
23. মুমিনগণ (আল-মুমিনূন) 215
24. আলো (আন-নূর) 220
25. ফুরকান (আল-ফুরকান) 226
26. কবিগণ (আশ-শুআরা) 231

27. পিঁপড়া (আন-নামল) 238
28. কাহিনি (আল-কাসাস) 244
29. মাকড়সা (আল-আনকাবূত) 251
30. রোমানরা (আর-রূম) 256
31. লুকমান (লুকমান) 260
32. সিজদা (আস-সাজদা) 263
33. সম্মিলিত বাহিনী (আল-আহযাব) 265
34. সাবা (সাবা) 271
35. স্রষ্টা (ফাতির) 275
36. ইয়া সীন (ইয়া সীন) 279
37. সারিবদ্ধ (আস-সাফফাত) 283
38. সাদ (সাদ) 288
39. দলে দলে (আয-যুমার) 292
40. ক্ষমাকারী (গাফির) 298
41. বিশদভাবে বর্ণিত (ফুসসিলাত) 304
42. পরামর্শ (আশ-শূরা) 308
43. স্বর্ণালংকার (আয-যুখরুফ) 312
44. ধোঁয়া (আদ-দুখান) 317
45. নতজানু (আল-জাসিয়া) 319
46. বালুর টিলা (আল-আহকাফ) 322
47. মুহাম্মাদ (মুহাম্মাদ) 326
48. বিজয় (আল-ফাতহ) 329
49. হুজরাসমূহ (আল-হুজুরাত) 332
50. কাফ (কাফ) 334
51. ধুলো-ওড়ানো বাতাস (আয-যারিয়াত) 336
52. পাহাড় (আত-তূর) 338
53. নক্ষত্র (আন-নাজম) 340
54. চাঁদ (আল-কামার) 342
55. পরম করুণাময় (আর-রাহমান) 344
56. অবশ্যম্ভাবী ঘটনা (আল-ওয়াকিআ) 347
57. লোহা (আল-হাদীদ) 350

58. বাদানুবাদ (আল-মুজাদিলা) 353
59. বাহিনীর সমাবেশ (আল-হাশর) 356
60. পরীক্ষিতা নারী (আল-মুমতাহিনা) 358
61. সুদৃঢ় সারি (আস-সাফ) 360
62. জুমুআর দিন (আল-জুমুআ) 362
63. মুনাফিকরা (আল-মুনাফিকূন) 363
64. পারস্পরিক উপেক্ষা (আত-তাগাবুন) 364
65. তালাক (আত-তালাক) 366
66. নিষিদ্ধকরণ (আত-তাহরীম) 368
67. রাজত্ব (আল-মুলক) 370
68. কলম (আল-কালাম) 372
69. অবশ্যম্ভাবী মুহূর্ত (আল-হাক্কা) 374
70. ঊর্ধ্বারোহণের পথসমূহ (আল-মাআরিজ) 376
71. নূহ (নূহ) 378
72. জিন (আল-জিন) 380
73. বস্ত্রাবৃত (আল-মুযযাম্মিল) 382
74. চাদরাবৃত (আল-মুদ্দাসসির) 383
75. কিয়ামত (আল-কিয়ামা) 385
76. মানুষ (আল-ইনসান) 386
77. প্রেরিতগণ (আল-মুরসালাত) 388
78. মহা সংবাদ (আন-নাবা) 389
79. সজোরে উৎপাটনকারীরা (আন-নাযিআত) 390
80. সে ভ্রু কুঁচকাল (আবাসা) 392
81. অন্ধকারে আচ্ছন্ন (আত-তাকভীর) 393
82. বিদীর্ণ (আল-ইনফিতার) 394
83. মাপে কম দানকারীরা (আল-মুতাফফিফীন) 395
84. চৌচির (আল-ইনশিকাক) 396
85. সুউচ্চ নক্ষত্রপুঞ্জ (আল-বুরূজ) 397
86. রাতে আগমনকারী (আত-তারিক) 398
87. সমুচ্চ (আল-আ'লা) 399
88. আচ্ছন্নকারী মহাঘটনা (আল-গাশিয়া) 400

89. ভোর (আল-ফাজর)....401
90. নগরী (আল-বালাদ)....402
91. সূর্য (আশ-শামস)....403
92. রাত (আল-লাইল)....404
93. সকালের উজ্জ্বল আলো (আদ-দুহা)....405
94. স্বস্তি (আশ-শারহ)....406
95. ডুমুর (আত-তীন)....407
96. ঝুলে থাকা পিণ্ড (আল-আলাক)....408
97. মহিমান্বিত রাত (আল-কদর)....409
98. সুস্পষ্ট প্রমাণ (আল-বাইয়িনা)....410
99. ভূমিকম্প (আয-যালযালা)....411
100. ধাবমান ঘোড়া (আল-আদিয়াত)....412
101. প্রচণ্ড আঘাত (আল-কারিআ)....413
102. বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা (আত-তাকাসুর)....414
103. ঢলে পড়া দিন (আল-আসর)....415
104. নিন্দুক (আল-হুমাযা)....416
105. হাতি (আল-ফীল)....417
106. কুরাইশ (কুরাইশ)....418
107. ছোটখাটো সাহায্য (আল-মাঊন)....419
108. অফুরন্ত কল্যাণ (আল-কাওসার)....420
109. অবিশ্বাসীরা (আল-কাফিরূন)....421
110. সাহায্য (আন-নাসর)....422
111. খেজুর-আঁশ (আল-মাসাদ)....423
112. একনিষ্ঠ বিশ্বাস (আল-ইখলাস)....424
113. প্রভাত (আল-ফালাক)....425
114. মানবজাতি (আন-নাস)....426

1. সূচনা (আল-ফাতিহা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক, পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু, বিচার দিনের মালিক। আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই। আমাদের সরল পথে পরিচালিত করো— তাদের পথে, যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ; তাদের পথে নয়, যারা ক্রোধের পাত্র হয়েছে, আর তাদের পথেও নয়, যারা পথ হারিয়েছে। (1–7)

2. গাভী (আল-বাকারা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আলিফ লাম মীম। (1)

এ সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই; এ পথনির্দেশ তাদের জন্য যারা আল্লাহ-সচেতন, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে; যারা বিশ্বাস করে, হে নবী, তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছিল তাতেও, আর আখিরাতের প্রতি যারা দৃঢ় প্রত্যয় রাখে। এরাই তাদের প্রতিপালকের দেওয়া হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর এরাই সফলকাম হবে। আর যারা ঈমান প্রত্যাখ্যান করে, তুমি তাদের সতর্ক করো বা না করো—তাদের কাছে উভয়ই সমান: তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের অন্তরে ও তাদের শ্রবণশক্তিতে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের উপর রয়েছে পর্দা। তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ শাস্তি। (2–7)

মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছি,' অথচ তারা আদৌ মুমিন নয়। তারা আল্লাহকে ও মুমিনদের ধোঁকা দিতে চায়, কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে ধোঁকা দেয় না—অথচ তারা তা উপলব্ধি করে না। তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি, আর আল্লাহ সেই ব্যাধি বাড়তে দিয়েছেন; তারা যে অবিরাম মিথ্যা বলত, তার জন্য তাদের অপেক্ষায় রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যখন তাদের বলা হয়, 'পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না,' তারা বলে, 'আমরা তো কেবল সংশোধনকারী।' জেনে রাখো, তারাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। যখন তাদের বলা হয়, 'অন্য লোকেরা যেমন ঈমান এনেছে তোমরাও তেমনি ঈমান আনো,' তারা বলে, 'নির্বোধেরা যেমন ঈমান এনেছে আমরাও কি তেমনি ঈমান আনব?' জেনে রাখো, তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানে না। যখন তারা মুমিনদের সঙ্গে মিলিত হয়, বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'; কিন্তু যখন তারা তাদের দুষ্ট সঙ্গীদের সঙ্গে একান্তে থাকে, তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদেরই সঙ্গে আছি; আমরা কেবল ঠাট্টা করছিলাম।' আল্লাহ তাদের ঠাট্টা তাদেরই উপর ফিরিয়ে দেন এবং তাদের অবাধ্যতার মধ্যে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন। এরাই তারা, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কিনেছে: তাদের এ ব্যবসা তাদের কোনো লাভ এনে দেয়নি, আর তারা পথও পায়নি। তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে আগুন জ্বালাল: যখন তা তার চারপাশ আলোকিত করে তুলল, তখন আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদের ছেড়ে দিলেন স্তরে স্তরে অন্ধকারে, যেখানে তারা কিছুই দেখতে পায় না—বধির, বোবা ও অন্ধ, তাই তারা ফিরে আসতে পারে না। অথবা যেন আকাশ থেকে নেমে আসা ঝড়ো মেঘ, যাতে রয়েছে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক: বজ্রনাদে মৃত্যুর ভয়ে তারা কানে আঙুল গুঁজে দেয়—আর আল্লাহ অস্বীকারকারীদের চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছেন। বিদ্যুৎচমক যেন তাদের

দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে চায়; যখনই তা তাদের জন্য ঝলসে ওঠে, তারা তার আলোয় পথ চলে, আর যখন তাদের উপর অন্ধকার নেমে আসে, তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ চাইলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতে পারতেন: আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (8–20)

হে মানবজাতি, তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাঁর সম্পর্কে সচেতন হতে পারো—যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিশ্রামস্থল আর আকাশকে করেছেন ছাদ, এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকাস্বরূপ ফলমূল উৎপন্ন করেছেন। অতএব জেনেশুনে আল্লাহর কোনো সমকক্ষ দাঁড় করিয়ো না। আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি সে সম্পর্কে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে, তবে এর মতো একটি সূরা রচনা করে আনো, এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীদের ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু যদি তা না পারো—আর তোমরা কখনোই পারবে না—তবে সেই আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা করো, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য। (21–24)

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে এমন উদ্যান, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদের সেখানকার ফল জীবিকা হিসেবে দেওয়া হবে, তারা বলবে, 'এ তো তা-ই, যা আমাদের আগে দেওয়া হয়েছিল,' কারণ তাদের দেওয়া হবে তারই সদৃশ ফল। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র সঙ্গী, আর সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।[1] (25)

আল্লাহ মশা কিংবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কিছুর উপমা দিতে লজ্জাবোধ করেন না। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, এ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য; আর যারা অস্বীকার করে তারা বলে, 'এমন উপমা দিয়ে আল্লাহ কী বোঝাতে চান?' এর দ্বারা তিনি অনেককে বিপথে যেতে দেন, আবার এর দ্বারা অনেককে পথ দেখান—আর এর দ্বারা তিনি কেবল সেই স্বেচ্ছাচারী অবাধ্যদেরই বিপথে যেতে দেন: যারা আল্লাহর অঙ্গীকার দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ যা জুড়ে রাখার আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে, এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়ায়। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। তোমরা কীভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করো, অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনিই তোমাদের জীবন দিয়েছেন? তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর আবার জীবিত করবেন, তারপর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করলেন। তিনি সব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী। (26–29)

[1] এই আয়াত জোরালো ইঙ্গিত দেয় যে জান্নাত কোনো না কোনো অর্থে আমাদের বর্তমান জগতের মতোই বস্তুগত হবে, নিছক আধ্যাত্মিক নয়।

হে নবী, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি স্থাপন করছি,' তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে স্থাপন করবেন, যে সেখানে বিপর্যয় ছড়াবে ও রক্তপাত ঘটাবে, অথচ আমরাই তো আপনার প্রশংসাসহ মহিমা বর্ণনা করি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি?' তিনি বললেন, 'আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।' আর তিনি আদমকে সমস্ত নাম শিখিয়ে দিলেন। তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বললেন, 'এগুলোর নাম আমাকে বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' তারা বলল, 'আপনি মহাপবিত্র! আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। আপনিই তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' তিনি বললেন, 'হে আদম, এদের সেগুলোর নাম জানিয়ে দাও।' যখন সে তাদের সেগুলোর নাম জানিয়ে দিল, তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের গোপন বিষয় জানি, এবং তোমরা যা প্রকাশ করো আর যা গোপন করে আসছ তাও জানি?' (30–33)

আর যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'আদমকে সিজদা করো,' তারা সিজদা করল—ইবলীস ছাড়া সবাই। সে অস্বীকার করল ও অহংকার করল, এবং অস্বীকারকারীদের একজন হয়ে গেল। আমি বললাম, 'হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস করো এবং সেখানে যেখান থেকে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার করো; কিন্তু এই গাছটির কাছে যেয়ো না, নইলে তোমরা দুজনই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' তারপর শয়তান তাদের সেখান থেকে পদস্খলিত করল এবং তারা যে অবস্থায় ছিল তা থেকে তাদের বের করে দিল। আমি বললাম, 'নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু! পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রয়েছে আবাস ও কিছু কালের জীবনোপকরণ।' তারপর আদম তার প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছু বাণী লাভ করল, আর তিনি দয়াপরবশ হয়ে তার দিকে ফিরলেন: তিনিই তওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু। আমি বললাম, 'তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। তারপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না, তারা দুঃখিতও হবে না; কিন্তু যারা অস্বীকার করবে ও আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলবে—তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানেই তারা থাকবে।' (34–39)

হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের যে অনুগ্রহ দান করেছি তা স্মরণ করো। আমার সঙ্গে করা তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে করা আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব; আর কেবল আমাকেই ভয় করো। আমি যা নাযিল করেছি তাতে ঈমান আনো, যা তোমাদের কাছে আগে থেকে থাকা কিতাবের সত্যায়নকারী, এবং তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না, এবং কেবল আমার ব্যাপারেই সচেতন থাকো। সত্যকে মিথ্যার পোশাক পরিয়ো না, আর জেনেশুনে সত্য গোপন করো না। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, এবং যারা রুকু করে তাদের সঙ্গে রুকু করো। তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের

আদেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো? তোমরা কি বুদ্ধি খাটাবে না? ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও—নিশ্চয়ই তা কঠিন কাজ, তবে বিনয়ীদের জন্য নয়, যারা জানে যে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। (40–46)

হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের যে অনুগ্রহ দান করেছি তা স্মরণ করো, আর এ কথাও যে আমি তোমাদের সকল জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। আর সেই দিন থেকে নিজেদের রক্ষা করো, যেদিন কেউ কারও কোনো কাজে আসবে না, কারও পক্ষ থেকে কোনো সুপারিশ গৃহীত হবে না, কারও কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণ নেওয়া হবে না, আর কাউকে সাহায্যও করা হবে না। স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদের ফিরআউনের লোকদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা তোমাদের ভয়ংকর যন্ত্রণা দিত, তোমাদের পুত্রদের হত্যা করত আর তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত—এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা; আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগর বিভক্ত করেছিলাম, তোমাদের রক্ষা করেছিলাম এবং তোমাদের চোখের সামনেই ফিরআউনের লোকদের ডুবিয়ে দিয়েছিলাম; আর যখন আমি মূসার জন্য চল্লিশ রাত নির্ধারণ করেছিলাম, তারপর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিলে এবং যালিম হয়ে গেলে। তবু এর পরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছিলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (47–52)

আর স্মরণ করো, যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দিয়েছিলাম, যাতে তোমরা হিদায়াত পাও; আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়, বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে তোমরা নিজেদের উপরই যুলুম করেছ। অতএব তোমাদের স্রষ্টার কাছে তওবা করো এবং নিজেদের হত্যা করো: তোমাদের স্রষ্টার দৃষ্টিতে এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।’ তারপর তিনি দয়াপরবশ হয়ে তোমাদের দিকে ফিরলেন: তিনিই তওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু। আর যখন তোমরা বললে, ‘হে মূসা, আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনো বিশ্বাস করব না,’ তখন তোমাদের চোখের সামনেই বজ্র তোমাদের পাকড়াও করল। তারপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদের পুনর্জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। আমি মেঘ দিয়ে তোমাদের উপর ছায়া দিলাম এবং তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া পাঠালাম: ‘আমি তোমাদের যে উত্তম জীবিকা দিয়েছি তা থেকে খাও।’ তারা আমার প্রতি কোনো যুলুম করেনি; তারা কেবল নিজেদের উপরই যুলুম করেছিল। (53–57)

আর যখন আমি বললাম, ‘এই জনপদে প্রবেশ করো এবং সেখানে যেখান থেকে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার করো; বিনীতভাবে নত হয়ে দরজা দিয়ে প্রবেশ করো এবং বলো, “আমাদের বোঝা লাঘব করো,” আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেব এবং সৎকর্মশীলদের আরও বেশি দান করব।’ কিন্তু যালিমরা তাদের যে কথা বলতে বলা হয়েছিল তা বদলে অন্য কথা বলল; তাই আমি

যালিমদের উপর তাদের লাগাতার অবাধ্যতার কারণে আকাশ থেকে এক মহামারি নাযিল করলাম। (58–59)

আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল, আমি বললাম, 'তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করো।' তখন তা থেকে বারোটি ঝরনা উৎসারিত হল, আর প্রত্যেক গোত্র তার পানি পানের জায়গা চিনে নিল। 'আল্লাহর দেওয়া জীবিকা থেকে খাও ও পান করো, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়িয়ো না।' আর যখন তোমরা বললে, 'হে মূসা, আমরা একই রকম খাবারে ধৈর্য ধরতে পারব না। তাই আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করো, যেন তিনি আমাদের জন্য যমীন যা উৎপন্ন করে তা বের করে দেন—তার শাকসবজি, শসা, রসুন, মসুর ও পেঁয়াজ।' সে বলল, 'তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুর বদলে নিকৃষ্ট বস্তু নিতে চাও? কোনো জনপদে নেমে যাও, সেখানে তোমরা যা চেয়েছ তা পাবে।' তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দুর্দশা চাপিয়ে দেওয়া হল, আর তারা নিজেদের উপর আল্লাহর ক্রোধ ডেকে আনল। এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতেই থাকত এবং অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করত; এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালঙ্ঘন করেই চলত। (60–61)

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, আর ইহুদী, খ্রিস্টান ও সাবেয়ীরা—যে-ই আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে—তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে পুরস্কার; তাদের কোনো ভয় থাকবে না, তারা দুঃখিতও হবে না।[2] (62)

আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমাদের উপর তূর পাহাড় তুলে ধরেছিলাম: 'আমি তোমাদের যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, এবং এতে যা আছে তা মনে রেখো, যাতে তোমরা আল্লাহ-সচেতন হতে পারো।' তবু এর পর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে; তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে। তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিল, তাদের তোমরা ভালোভাবেই জানো, আর কীভাবে আমি তাদের বলেছিলাম, 'ঘৃণিত বানর হয়ে যাও!' এভাবে আমি একে তাদের সমকালীন ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং আল্লাহ-সচেতনদের জন্য উপদেশ বানিয়ে দিলাম। (63–66)

আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী যবেহ করার আদেশ দিচ্ছেন,' তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ?' সে বলল, 'আমি এমন অজ্ঞ হওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।' তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমাদের স্পষ্ট করে বলে দেন সেটি কেমন।' সে বলল, 'তিনি বলছেন, সেটি এমন গাভী যা বৃদ্ধও নয়, অল্পবয়সীও নয়, বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি বয়সের। এখন তোমাদের যা

[2] এই মৌলিক আয়াতটি ইসলামে বহুত্ববাদ সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দেয়।

আদেশ করা হয়েছে তা পালন করো।' তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমাদের স্পষ্ট করে বলে দেন তার রং কী।' সে বলল, 'তিনি বলছেন, সেটি হলুদ রঙের গাভী, উজ্জ্বল তার রং, দর্শকদের চোখ জুড়ায়।' তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমাদের স্পষ্ট করে বলে দেন সেটি কেমন; আমাদের কাছে সব গাভী একই রকম মনে হয়। আর আল্লাহ চাইলে আমরা অবশ্যই পথ পাব।' সে বলল, 'তিনি বলছেন, সেটি এমন গাভী যাকে জমি চাষে বা খেতে পানি সেচে লাগানো হয়নি, সুস্থ ও নিখুঁত।' তারা বলল, 'এবার তুমি সত্য নিয়ে এসেছ।' তারপর তারা সেটি যবেহ করল, যদিও তারা প্রায় তা করতেই যাচ্ছিল না। আর স্মরণ করো, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করে সে বিষয়ে একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া করছিলে—আর তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেওয়ারই ছিলেন—আমি বললাম, 'এর একটি অংশ দিয়ে তাকে আঘাত করো।' এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদের তাঁর নিদর্শন দেখান, যাতে তোমরা বুদ্ধি খাটাও। তবু এত কিছুর পরও তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, যেন পাথর, বরং তার চেয়েও কঠিন—কারণ এমন পাথরও আছে যা থেকে নদী উৎসারিত হয়, এমন পাথরও আছে যা ফেটে গিয়ে তা থেকে পানি বেরিয়ে আসে, আবার এমন পাথরও আছে যা আল্লাহর ভয়ে গড়িয়ে পড়ে। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন। (67–74)

হে মুমিনগণ, তবু কি তোমরা আশা করো যে তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে, অথচ তাদের একটি দল আল্লাহর বাণী শুনত, তারপর তা বুঝে নেওয়ার পর জেনেশুনে বিকৃত করত? যখন তারা মুমিনদের সঙ্গে মিলিত হয়, বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি,' কিন্তু যখন তারা নিজেরা একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আল্লাহ তোমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন তা কি তোমরা ওদের বলে দাও, যাতে তারা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তা নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে পারে? তোমাদের কি বুদ্ধি নেই?' তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে, আল্লাহ সবই জানেন? তাদের মধ্যে কিছু নিরক্ষর লোক আছে, যারা কিতাব সম্পর্কে মনগড়া আশা-আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কিছুই জানে না; তারা কেবল অনুমানই করে। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে, তারপর বলে, 'এ আল্লাহর পক্ষ থেকে,' যাতে তুচ্ছ মূল্যে তা বিক্রি করতে পারে। তাদের হাত যা লিখেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস, আর তারা যা উপার্জন করে তার জন্যও তাদের ধ্বংস! তারা বলে, 'হাতে গোনা কয়েকটি দিন ছাড়া আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না।' বলো, 'তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়েছ—কারণ আল্লাহ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না—নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জানো না?' তা নয়: যে মন্দ উপার্জন করে এবং যার পাপ তাকে ঘিরে ফেলে—তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানেই তারা থাকবে; আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে—তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানেই তারা থাকবে। (75–82)

আর যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম: 'আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করো না; পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি সদয় হও; মানুষের সঙ্গে সুন্দর কথা বলো; নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও।' তারপর অল্প কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলে, আর এখনো তোমরা মুখ ফিরিয়েই চলেছ। আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম: 'তোমরা একে অপরের রক্তপাত করো না এবং একে অপরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়ো না।' তোমরা তা স্বীকার করেছিলে, আর তোমরা নিজেরাই এর সাক্ষী। অথচ এই তো তোমরা, একে অপরকে হত্যা করছ এবং নিজেদেরই একদল লোককে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছ, পাপ ও শত্রুতায় তাদের বিরুদ্ধে একজোট হচ্ছ—আর তারা যদি বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তোমরা মুক্তিপণ দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে নাও, অথচ তাদের বহিষ্কার করাই তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করো আর বাকি অংশ অস্বীকার করো? তোমাদের মধ্যে যারা এমন করে, তাদের প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কী হতে পারে, আর কিয়ামতের দিন তাদের কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে? তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন। এরাই তারা, যারা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন কিনেছে: তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না, আর তাদের সাহায্যও করা হবে না। (83–86)

আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার পরে একের পর এক রাসূল পাঠিয়েছিলাম; মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং পবিত্র আত্মা দিয়ে তাকে শক্তিশালী করেছিলাম। তবু কি এমন হয়নি যে, যখনই কোনো রাসূল তোমাদের কাছে এমন কিছু নিয়ে এসেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ—কাউকে মিথ্যাবাদী বলেছ, আর কাউকে হত্যা করেছ? তারা বলে, 'আমাদের অন্তর আবরণে ঢাকা।' না—বরং তাদের অস্বীকৃতির কারণে আল্লাহ তাদের অভিশাপ দিয়েছেন, তাই তারা খুব কমই ঈমান আনে। আর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে এমন এক কিতাব এল যা তাদের কাছে থাকা কিতাবের সত্যায়নকারী—অথচ এর আগে তারা সত্য অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত—যখন তাদের কাছে সেই জিনিস এল যা তারা চিনতে পারল, তখন তারা তা অস্বীকার করল। সুতরাং অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। কতই না নিকৃষ্ট সেই বস্তু, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে: তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অস্বীকার করে শুধু এই বিদ্বেষে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উপর নিজ অনুগ্রহ নাযিল করেন। এভাবে তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ ডেকে এনেছে; আর সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাতে ঈমান আনো,' তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা তাতেই ঈমান রাখি,' আর এর পরে যা এসেছে তা তারা অস্বীকার করে, অথচ তা সত্য এবং তাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারী। বলো, 'তোমরা যদি মুমিনই হতে, তবে আগে আল্লাহর নবীদের হত্যা করতে কেন?' মূসা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট

প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, তবু তার অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিলে এবং যালিম হয়ে গেলে। (87–92)

আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমাদের উপর তূর পাহাড় তুলে ধরেছিলাম: 'আমি তোমাদের যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং শোনো।' তারা বলল, 'আমরা শুনলাম, আর অমান্য করলাম'—আর তাদের অস্বীকৃতির ফলে তাদের অন্তরে বাছুরের প্রেম পান করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বলো, 'তোমরা যদি মুমিন হও, তবে তোমাদের ঈমান তোমাদের যা আদেশ করে তা কতই না মন্দ।' বলো, 'আল্লাহর কাছে আখিরাতের আবাস যদি অন্য সব মানুষকে বাদ দিয়ে কেবল তোমাদেরই জন্য হয়, তবে মৃত্যু কামনা করো—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' কিন্তু তাদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে তার কারণে তারা কখনোই তা কামনা করবে না। আল্লাহ যালিমদের ভালোভাবেই জানেন। তুমি অবশ্যই তাদের পাবে সমস্ত মানুষের মধ্যে জীবনের প্রতি সবচেয়ে লোভী—এমনকি যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে তাদের চেয়েও বেশি। তাদের প্রত্যেকে চায় যেন তাকে হাজার বছরের আয়ু দেওয়া হয়; অথচ দীর্ঘ আয়ু পেলেও তা তাকে শাস্তি থেকে দূরে সরাতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ তা সবই দেখেন। (93–96)

বলো, 'যে জিবরাঈলের শত্রু—সে-ই তো আল্লাহর অনুমতিক্রমে তোমার অন্তরে এ বাণী নামিয়ে এনেছে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ—যে আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের ও তাঁর রাসূলদের, জিবরাঈল ও মীকাঈলের শত্রু—তবে নিশ্চয়ই আল্লাহও সত্য অস্বীকারকারীদের শত্রু।' আমি তোমার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি, আর স্বেচ্ছাচারী অবাধ্যরা ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করে না। এমন কি হয়নি যে, যখনই তারা কোনো অঙ্গীকার করেছে, তাদের একদল তা ছুড়ে ফেলেছে? বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান রাখে না। (97–100)

আর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে একজন রাসূল এল, যে তাদের কাছে থাকা কিতাবের সত্যায়নকারী, তখন যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহর কিতাবকে পিঠের পিছনে ছুড়ে ফেলল, যেন তারা কিছুই জানে না, এবং তার বদলে অনুসরণ করল তা, যা সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলাইমান সত্য অস্বীকার করেনি; বরং শয়তানরাই অস্বীকার করেছিল, তারা মানুষকে জাদু শেখাত এবং তা-ও শেখাত যা বাবিলে দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের প্রতি নাযিল হয়েছিল। কিন্তু এ দুজন কাউকে কিছু শেখাত না এ কথা আগে না বলে: 'আমরা তো কেবল এক পরীক্ষা, সুতরাং সত্য অস্বীকার করো না।' তাদের কাছ থেকে লোকেরা শিখত কীভাবে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়—যদিও আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তারা এর দ্বারা কারও ক্ষতি করতে পারত না—আর তারা তা-ই শিখত যা তাদের ক্ষতি করত এবং কোনো উপকার করত না, অথচ তারা ভালোভাবেই জানত যে, যে-ই তা কিনবে আখিরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না। কতই না নিকৃষ্ট সেই বস্তু, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের

বিক্রি করেছে, যদি তারা জানত! তারা যদি ঈমান আনত ও আল্লাহ-সচেতন হত, তবে আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া প্রতিদান অনেক উত্তম হত, যদি তারা জানত! (101–103)

হে মুমিনগণ, নবীকে 'রা'ইনা' বলো না, বরং বলো 'উনযুরনা'—আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন—এবং মন দিয়ে শোনো; কারণ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আহলে কিতাবের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকার করে তারাও চায় না, মুশরিকরাও চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর কোনো কল্যাণ নাযিল হোক; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতের জন্য বিশেষভাবে বেছে নেন, আর আল্লাহ সীমাহীন অনুগ্রহের অধিকারী। আমি কোনো আয়াত রহিত করলে বা ভুলিয়ে দিলে তার চেয়ে উত্তম কিংবা তার সমতুল্য কিছু নিয়ে আসি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান? তুমি কি জানো না যে, আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই, আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবকও নেই, সাহায্যকারীও নেই? নাকি তোমরা তোমাদের রাসূলকে তেমনি প্রশ্ন করতে চাও, যেমন আগে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল? যে ঈমানের বদলে অস্বীকৃতি গ্রহণ করে, সে নিশ্চয়ই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আহলে কিতাবের অনেকেই চায়, তোমাদের ঈমান আনার পর তোমাদের আবার অস্বীকারকারী বানিয়ে ফিরিয়ে নিতে—তাদের অন্তরের হিংসাবশত, তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও। তবে তোমরা ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসেন: আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও; তোমরা নিজেদের জন্য যে কল্যাণই আগে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা করো আল্লাহ তা সবই দেখেন। (104–110)

তারা বলে, 'ইহুদী বা খ্রিস্টান না হলে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' এ তাদের মনগড়া আশা-আকাঙ্ক্ষা মাত্র। বলো, 'তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো।' তা নয়: যে নিজের সমগ্র সত্তাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে এবং সৎকর্ম করে, তার পুরস্কার তার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে; তাদের কোনো ভয় থাকবে না, তারা দুঃখিতও হবে না। ইহুদীরা বলে, 'খ্রিস্টানদের কোনো ভিত্তি নেই,' আর খ্রিস্টানরা বলে, 'ইহুদীদের কোনো ভিত্তি নেই,' অথচ উভয়েই কিতাব পাঠ করে। যাদের কোনো জ্ঞান নেই তারাও এদের মতোই কথা বলে। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। (111–113)

তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহর ইবাদতের স্থানগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলো ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়? এমন লোকদের তো ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ছাড়া সেখানে প্রবেশ করাই উচিত নয়। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা, আর আখিরাতে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই: তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহর চেহারা। আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। (114–115)

তারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি মহাপবিত্র! না—বরং আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর; সবই তাঁর অনুগত, যিনি আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে কেবল বলেন, 'হও,' আর তা হয়ে যায়।[3] যাদের কোনো জ্ঞান নেই তারা বলে, 'আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন, কিংবা আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন আসে না কেন?' তাদের পূর্ববর্তীরাও ঠিক এমন কথাই বলত: তাদের অন্তর একই রকম। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী, তাদের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে দিয়েছি। হে নবী, আমি তোমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছি, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে; জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। ইহুদীরা কখনোই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, খ্রিস্টানরাও নয়, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মমত অনুসরণ করো। বলো, 'আল্লাহর হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত।' তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো, তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না, কোনো সাহায্যকারীও না। যাদের আমি কিতাব দিয়েছি এবং যারা তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করে—তারাই এতে ঈমান রাখে। আর যারা তা অস্বীকার করে—তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (116–121)

হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের যে অনুগ্রহ দান করেছি তা স্মরণ করো, আর এ কথাও যে আমি তোমাদের সকল জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। আর সেই দিন থেকে নিজেদের রক্ষা করো, যেদিন কেউ কারও কোনো কাজে আসবে না, কারও কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণ গৃহীত হবে না, কোনো সুপারিশ কারও উপকারে আসবে না, আর কাউকে সাহায্যও করা হবে না। আর যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দিয়ে পরীক্ষা করলেন এবং সে তা পূর্ণ করল, তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা বানাচ্ছি।' ইবরাহীম জিজ্ঞাসা করল, 'আর আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও?' তিনি বললেন, 'আমার অঙ্গীকার যালিমদের পর্যন্ত পৌঁছায় না।' (122–124)

আর যখন আমি এই ঘরকে মানবজাতির জন্য প্রত্যাবর্তনস্থল ও নিরাপদ আশ্রয় বানালাম: 'ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে নামাযের জায়গা হিসেবে গ্রহণ করো।' আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিলাম: 'আমার ঘরকে পবিত্র রাখো তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে, যারা সেখানে ই'তিকাফ করে, এবং যারা রুকু ও সিজদা করে।' আর যখন ইবরাহীম বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, একে নিরাপদ নগরী বানাও এবং এর অধিবাসীদের ফলমূল দিয়ে জীবিকা দাও—তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে তাদের।' তিনি বললেন, 'আর যে সত্য

[3] পবিত্র কুরআন: আল্লাহই প্রথম এবং সব কিছুর আদি স্রষ্টা! – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স
ভিডিও: শূন্যতা নয়, কেন আল্লাহ?
ভিডিও: শূন্যতার নয়টি স্তর কী কী? | রবার্ট লরেন্স কুন – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স
চূড়ান্ত প্রশ্নগুলো যথাযথভাবে তুললেই নাস্তিক্যবাদ খণ্ডিত হয়
ভিডিও: পরম শূন্যতা কল্পনা করে আল্লাহকে খুঁজে পাওয়া

অস্বীকার করবে তাকেও আমি কিছুকাল ভোগ করতে দেব, তারপর তাকে আগুনের শাস্তির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব—কতই না মন্দ সেই গন্তব্য।' (125–126)

আর যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল এই ঘরের ভিত্তি উঁচু করছিল: 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পক্ষ থেকে এ কবুল করো; তুমিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের তোমার কাছে আত্মসমর্পণকারী বানাও, আর আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে তোমার কাছে আত্মসমর্পণকারী এক উম্মত গড়ে তোলো; আমাদের ইবাদতের নিয়মকানুন দেখিয়ে দাও এবং দয়াপরবশ হয়ে আমাদের দিকে ফেরো: তুমিই তওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠাও, যে তাদের কাছে তোমার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাদের কিতাব ও হিকমত শেখাবে এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবে: তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (127–129)

যে নিজেকে নির্বোধ বানিয়েছে সে ছাড়া আর কে ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ থেকে মুখ ফেরাবে? আমি তাকে দুনিয়ায় মনোনীত করেছিলাম, আর আখিরাতে সে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যখন তার প্রতিপালক তাকে বললেন, 'আত্মসমর্পণ করো,' সে বলল, 'আমি সকল জগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।' ইবরাহীম তার পুত্রদের এরই উপদেশ দিয়েছিল, ইয়াকূবও: 'হে আমার পুত্ররা, আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীন মনোনীত করেছেন; সুতরাং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না।' (130–132)

নাকি তোমরা উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকূবের মৃত্যু ঘনিয়ে এল, যখন সে তার পুত্রদের বলল, 'আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে?' তারা বলল, 'আমরা আপনার ইলাহ এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহের ইবাদত করব—এক ও অদ্বিতীয় ইলাহ—আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।' সে ছিল এক উম্মত, যা গত হয়ে গেছে: তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের, আর তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের; তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না। (133–134)

তারা বলে, 'ইহুদী বা খ্রিস্টান হয়ে যাও, তবেই পথ পাবে।' বলো, 'না—বরং ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ, যে ছিল একনিষ্ঠ বিশ্বাসী; সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে।' বলো, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, আর যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আর যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছিল, আর যা মূসা ও ঈসাকে দেওয়া হয়েছিল, আর যা নবীদের তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল তার প্রতি। আমরা তাদের কারও মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না, আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।' সুতরাং তোমরা যেমন ঈমান এনেছ তারাও যদি তেমনি ঈমান আনে, তবে তারা সত্যিই পথ পেয়েছে; কিন্তু যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা কেবল বিরোধিতায়ই লিপ্ত। তাদের মোকাবিলায়

তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট: তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আমাদের রং আল্লাহরই রং—আর আল্লাহর চেয়ে উত্তম রং আর কে দিতে পারে? আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি। (135–138)

বলো, 'তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে তর্ক করবে, অথচ তিনি আমাদেরও প্রতিপালক, তোমাদেরও প্রতিপালক? আমাদের কর্ম আমাদের জন্য, তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য; আর আমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই অনুরক্ত। নাকি তোমরা বলো যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধররা ইহুদী বা খ্রিস্টান ছিল?' বলো, 'তোমরা বেশি জানো, না আল্লাহ?' তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে থাকা সাক্ষ্য গোপন করে? তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন। সে ছিল এক উম্মত, যা গত হয়ে গেছে: তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের, আর তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের; তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না। (139–141)

লোকদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা বলবে, 'তারা যে কিবলার দিকে মুখ করত তা থেকে কিসে তাদের ফিরিয়ে দিল?' বলো, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই; তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।' এভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হও, আর রাসূল হন তোমাদের উপর সাক্ষী। তুমি যে কিবলার দিকে মুখ করতে, তা আমি নির্ধারণ করেছিলাম কেবল এজন্য যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে পিঠটান দেয় তা আলাদা করে দেব। এ ছিল সত্যিই কঠিন বিষয়, তবে তাদের জন্য নয় যাদের আল্লাহ পথ দেখিয়েছেন; আর আল্লাহ কখনো তোমাদের ঈমান নষ্ট হতে দেবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, দয়াময়। হে নবী, আমি তোমাকে বারবার আকাশের দিকে মুখ ফেরাতে দেখেছি; তাই আমি অবশ্যই তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে। সুতরাং তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও; আর হে মুমিনগণ, তোমরা যেখানেই থাকো, তার দিকেই মুখ ফেরাও। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা ভালোভাবেই জানে যে, এ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য; আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তুমি যদি তাদের কাছে সব নিদর্শনও নিয়ে আসো, তবু তারা তোমার কিবলা অনুসরণ করবে না, আর তুমিও তাদের কিবলা অনুসরণ করবে না; তারা নিজেরাও একে অপরের কিবলা অনুসরণ করে না। তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো, তবে তুমি অবশ্যই যালিমদের একজন হয়ে যাবে। যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তারা একে তেমনি চেনে যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদের; তবু তাদের একদল জেনেশুনে সত্য গোপন করে। সত্য তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, সুতরাং কখনো সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। প্রত্যেকেরই একটি দিক আছে, যার দিকে সে মুখ ফেরায়; সুতরাং তোমরা সৎকর্মে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করো। তোমরা যেখানেই

থাকো, আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একত্র করবেন: আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (142–148)

তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও; নিশ্চয়ই এ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন। আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও; আর তোমরা যেখানেই থাকো, তার দিকেই মুখ ফেরাও, যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষের কোনো যুক্তি না থাকে—তাদের মধ্যে যারা যালিম তারা ছাড়া; সুতরাং তাদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো—এবং যাতে আমি তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করি, আর যাতে তোমরা পথ পাও; যেমন আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াত তিলাওয়াত করে, তোমাদের পরিশুদ্ধ করে, তোমাদের কিতাব ও হিকমত শেখায়, আর শেখায় যা তোমরা জানতে না। সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব; আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (149–152)

হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও: আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের বলো না, 'তারা মৃত।' না—বরং তারা জীবিত, যদিও তোমরা তা উপলব্ধি করো না। আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে, এবং সম্পদ, প্রাণ ও ফসলের ক্ষতি দিয়ে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের—যারা তাদের উপর কোনো বিপদ এলে বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই, আর তাঁরই কাছে আমরা ফিরে যাব।' তাদের উপর রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অজস্র আশীর্বাদ ও রহমত; আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। (153–157)

সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে এই ঘরের হজ কিংবা উমরা করে, এ দুয়ের মাঝে প্রদক্ষিণ করায় তার কোনো গুনাহ নেই; আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো সৎকাজ করে—আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ। আমি যে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও হিদায়াত নাযিল করেছি, কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্ট করে দেওয়ার পরও যারা তা গোপন করে—আল্লাহ তাদের অভিশাপ দেন, অভিশাপকারীরাও সবাই অভিশাপ দেয়; তবে তারা ছাড়া, যারা তওবা করে, নিজেদের সংশোধন করে এবং সত্য প্রকাশ করে দেয়: তাদের দিকে আমি দয়াপরবশ হয়ে ফিরি, কারণ আমিই তওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু। আর যারা সত্য অস্বীকার করে এবং অস্বীকারকারী অবস্থায়ই মারা যায়—তাদের উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ। তারা এতেই চিরকাল থাকবে; তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না, আর তাদের অবকাশও দেওয়া হবে না। (158–162)

তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ: তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে; রাত ও দিনের আবর্তনে; মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরে চলাচলকারী জাহাজে; আল্লাহ আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করেন, যা দিয়ে তিনি মৃত

যমীনকে জীবিত করেন এবং তাতে সব রকম প্রাণী ছড়িয়ে দেন তাতে; বায়ুর দিক পরিবর্তনে, এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে সেবায় নিয়োজিত মেঘমালায়—বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। তবু কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে অন্যদের গ্রহণ করে, তাদের এমন ভালোবাসে যেমন ভালোবাসা আল্লাহর প্রাপ্য; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে তারা সব কিছুর চেয়ে আল্লাহকেই বেশি ভালোবাসে। যালিমরা যদি দেখতে পেত—যেমন তারা শাস্তি দেখার সময় দেখবে—যে সমস্ত শক্তি আল্লাহরই, আর আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর! যখন অনুসৃতরা তাদের অনুসারীদের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করবে, আর তারা শাস্তি দেখবে, এবং তাদের সব বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন অনুসারীরা বলবে, 'হায়, যদি আমরা আর একবার সুযোগ পেতাম, তবে আমরাও তাদের তেমনি অস্বীকার করতাম যেমন তারা আমাদের অস্বীকার করেছে।' এভাবেই আল্লাহ তাদের কাজকর্ম তাদের সামনে তিক্ত অনুশোচনা হিসেবে দেখাবেন; আর তারা কখনো আগুন থেকে বের হতে পারবে না। (163–167)

হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা হালাল ও পবিত্র তা থেকে খাও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না: সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তোমাদের কেবল মন্দ ও অশ্লীল কাজের আদেশ দেয়, আর আদেশ দেয় আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলতে যা তোমরা জানো না। যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করো,' তারা বলে, 'না—আমরা তো তারই অনুসরণ করব যা করতে আমাদের বাপ-দাদাদের দেখেছি।' কী! যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই বুঝত না এবং পথও পায়নি? যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের দৃষ্টান্ত এমন, যেন কেউ এমন কিছুকে ডাকছে যা হাঁকডাক ও চিৎকার ছাড়া আর কিছুই শোনে না: বধির, বোবা ও অন্ধ, তারা কিছুই বোঝে না। হে মুমিনগণ, আমি তোমাদের যে উত্তম জীবিকা দিয়েছি তা থেকে খাও এবং আল্লাহর শোকর আদায় করো, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাকো। তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, এবং যার উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম উচ্চারিত হয়েছে। তবে কেউ যদি নিরুপায় হয়ে পড়ে, লালসাবশত নয় এবং প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করে, তবে তার কোনো গুনাহ নেই: আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (168–173)

আল্লাহ কিতাবের যা নাযিল করেছেন তা যারা গোপন করে এবং তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে—তারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ভরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের পবিত্রও করবেন না; তাদের জন্য অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এরাই তারা, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি কিনেছে। আগুন সহ্য করতে তারা কতই না অবিচল! এর কারণ, আল্লাহ সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন; আর যারা কিতাব নিয়ে মতভেদ করে তারা নিশ্চয়ই গভীর বিরোধে লিপ্ত। (174–176)

পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই। বরং পুণ্যবান সে, যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিন, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি; যে তাঁরই ভালোবাসায় নিজের সম্পদ দান করে আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির ও সাহায্যপ্রার্থীদের এবং দাসমুক্তির জন্য; যে নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়; যে প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ করে; আর যে অভাবে, দুঃখ-কষ্টে ও সংকটকালে ধৈর্য ধারণ করে। এরাই সত্যনিষ্ঠ, আর এরাই আল্লাহ-সচেতন। (177)

হে মুমিনগণ, হত্যার ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য কিসাস—ন্যায়সঙ্গত প্রতিবিধান—বিধিবদ্ধ করা হয়েছে: স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে অপরাধীকে যদি তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কোনোভাবে ক্ষমা করা হয়, তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবি অনুসরণ করতে হবে এবং সদয়ভাবে তাকে তা পরিশোধ করতে হবে। এ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভার লাঘব ও রহমত; এর পরও যে সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। হে বোধসম্পন্ন লোকেরা, কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা আল্লাহ-সচেতন হতে পারো। তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যে, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু ঘনিয়ে আসে এবং সে সম্পদ রেখে যায়, তখন সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করে: এ আল্লাহ-সচেতনদের উপর এক কর্তব্য। এটা শোনার পর যদি কেউ তা বদলে ফেলে, তবে গুনাহ তাদেরই উপর যারা তা বদলায়: আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। তবে কেউ যদি আশঙ্কা করে যে অসিয়তকারী ভুল বা অন্যায় করেছে, আর তাই সে পক্ষগুলোর মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোনো গুনাহ নেই: আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (178–182)

হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য, যাতে তোমাদের আল্লাহ-সচেতনতা বৃদ্ধি পায়—নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের জন্য। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ বা সফরে থাকবে, সে অন্য দিনগুলোতে সমান সংখ্যক রোযা রাখবে; আর যারা কেবল কষ্টের সঙ্গেই রোযা রাখতে পারে, তাদের জন্য রয়েছে ফিদয়া: একজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়ানো। যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরও বেশি সৎকাজ করে, তা তার জন্য উত্তম; তবে রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে! রমযান মাস সেই মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানবজাতির জন্য পথনির্দেশ হিসেবে, হিদায়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণ ও ফুরকানসহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে রোযা রাখে; আর যে অসুস্থ বা সফরে থাকবে, সে অন্য দিনগুলোতে সমান সংখ্যক রোযা রাখবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না; তিনি চান তোমরা যেন সংখ্যা পূর্ণ করো, তোমাদের হিদায়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো, এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে—আমি তো কাছেই আছি। আহ্বানকারী

যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা সঠিক পথ পায়। (183–186)

রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের কাছে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে: তারা তোমাদের পোশাক, আর তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছিলে, তাই তিনি দয়াপরবশ হয়ে তোমাদের দিকে ফিরেছেন এবং তোমাদের মাফ করেছেন। সুতরাং এখন তাদের সঙ্গে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা কামনা করো। আর খাও ও পান করো যতক্ষণ না তোমাদের কাছে ভোরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে; তারপর রাত আসা পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো। মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ো না। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, সুতরাং এগুলোর কাছেও যেয়ো না। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে দেন, যাতে তারা তাঁর সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, আর জেনেশুনে পাপের সঙ্গে অন্যের সম্পদের কিছু অংশ গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকদের ঘুষ হিসেবেও দিয়ো না। (187–188)

হে নবী, তারা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'এগুলো মানুষের জন্য সময় নির্ণয়ের এবং হজের উপায়।' পিছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোনো পুণ্য নেই; বরং পুণ্যবান সে, যে আল্লাহ-সচেতন। সুতরাং ঘরে প্রবেশ করো দরজা দিয়ে, আর আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না: আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না। তাদের যেখানেই পাও হত্যা করো, এবং যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করে দিয়েছে তোমরাও সেখান থেকে তাদের বের করে দাও, কারণ নির্যাতন হত্যার চেয়েও গুরুতর। তবে মসজিদুল হারামের কাছে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে; যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে তাদের হত্যা করো—সত্য অস্বীকারকারীদের প্রতিফল এমনই। কিন্তু তারা যদি বিরত হয়, তবে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না নির্যাতনের অবসান ঘটে এবং দ্বীন কেবল আল্লাহর জন্য হয়ে যায়; তবে তারা যদি বিরত হয়, তখন যালিমদের ছাড়া আর কারও বিরুদ্ধে কোনো শত্রুতা নয়। সম্মানিত মাসের বদলে সম্মানিত মাস, আর সব পবিত্র বিষয়ের ক্ষেত্রেই রয়েছে ন্যায়সঙ্গত প্রতিবিধান। সুতরাং কেউ তোমাদের আক্রমণ করলে তোমরাও তাকে ততটুকুই আক্রমণ করো যতটুকু সে তোমাদের করেছে; তবে আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, আর জেনে রাখো, আল্লাহ তাদের সঙ্গেই আছেন যারা তাঁর সম্পর্কে সচেতন। আল্লাহর পথে ব্যয় করো, আর নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না; আর সৎকর্ম করো, কারণ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। (189–195)

আল্লাহর জন্য হজ ও উমরা পূর্ণ করো। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে সাধ্যমতো যে কুরবানীর পশু পাও তা পাঠিয়ে দাও, আর সেই পশু তার নির্ধারিত স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয় কিংবা তার মাথায় কোনো কষ্ট থাকে, তবে রোযা, সদকা বা কুরবানী দিয়ে ফিদয়া দেবে। তারপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন যে হজের আগে উমরার সুবিধা গ্রহণ করে, সে সাধ্যমতো যে কুরবানীর পশু পায় তা দেবে; আর যে তা পাবে না, সে হজের সময় তিন দিন এবং তোমরা ফিরে এলে সাত দিন রোযা রাখবে—মোট দশ দিন। এ বিধান তাদের জন্য, যাদের পরিবার মসজিদুল হারামের কাছে বাস করে না। আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, আর জেনে রাখো, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (196)

হজ হয় সুপরিচিত মাসগুলোতে। যে এ মাসগুলোতে হজের সংকল্প করে, সে হজের সময় দাম্পত্য মিলন, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকবে। তোমরা যে সৎকাজই করো, আল্লাহ তা জানেন। আর পাথেয় সঙ্গে নাও—তবে সর্বোত্তম পাথেয় হল আল্লাহ-সচেতনতা। সুতরাং হে বোধসম্পন্ন লোকেরা, আমার সম্পর্কে সচেতন থাকো। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করায় তোমাদের কোনো দোষ নেই। যখন তোমরা আরাফাত থেকে স্রোতের মতো নেমে আসবে, তখন মাশআরুল হারামের কাছে আল্লাহকে স্মরণ করো; তাঁকে স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদের পথ দেখিয়েছেন, যদিও এর আগে তোমরা পথহারাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। তারপর লোকেরা যেখান থেকে নেমে আসে তোমরাও সেখান থেকে নেমে এসো, আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও: আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। যখন তোমরা তোমাদের হজের অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো যেভাবে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ করো, বরং তার চেয়েও বেশি করে। মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এ দুনিয়াতেই তোমার অনুগ্রহ দাও,' আখিরাতে তাদের কোনো অংশ থাকবে না; আবার কেউ কেউ বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও, আর আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।' এরা যা অর্জন করেছে তার অংশ পাবে: আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত। (197–202)

নির্ধারিত দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করো। যে তাড়াতাড়ি করে দু'দিনেই চলে যায় তার কোনো গুনাহ নেই, আর যে দেরি করে তারও কোনো গুনাহ নেই—যদি সে আল্লাহ-সচেতন হয়। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, আর জেনে রাখো, তোমাদের তাঁরই কাছে একত্র করা হবে। মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথা তোমাকে মুগ্ধ করে, আর সে তার অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে—অথচ সে-ই সবচেয়ে ঝগড়াটে প্রতিপক্ষ। যখন সে ফিরে যায়, তখন পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়াতে এবং শস্য ও গবাদিপশু ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়; আর আল্লাহ বিপর্যয় ভালোবাসেন না। যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন হও,' তখন অহংকার তাকে পাপের দিকে ঠেলে দেয়। তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট—

কতই না মন্দ সেই বিশ্রামস্থল! আবার মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজেকেই বিক্রি করে দেয়; আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। হে মুমিনগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর আনুগত্যে প্রবেশ করো, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না: সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (203–209)

তারা কি এই অপেক্ষায় আছে যে, আল্লাহ মেঘের ছায়ায় ফেরেশতাদের সঙ্গে তাদের কাছে আসবেন—আর বিষয়টির ফয়সালা হয়ে যাবে? সব বিষয় আল্লাহরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করো, আমি তাদের কত সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ কারও কাছে আসার পর যে তা বদলে ফেলে—আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের কাছে পার্থিব জীবনকে মনোহর করে তোলা হয়েছে, আর তারা মুমিনদের উপহাস করে; কিন্তু যারা আল্লাহ-সচেতন, কিয়ামতের দিন তারা এদের উপরে থাকবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব জীবিকা দান করেন। মানবজাতি ছিল একই উম্মত; তারপর আল্লাহ নবীদের পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, এবং তাদের সঙ্গে সত্যসহ কিতাব নাযিল করলেন, যাতে মানুষ যে বিষয়ে মতভেদ করত সে বিষয়ে তা তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়। অথচ যাদের তা দেওয়া হয়েছিল তারাই, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর, পারস্পরিক বিদ্বেষবশত তা নিয়ে মতভেদ করল। তারপর আল্লাহ নিজ অনুমতিক্রমে মুমিনদের সেই সত্যের পথ দেখালেন যা নিয়ে তারা মতভেদ করেছিল: আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (210–213)

নাকি তোমরা মনে করো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল তেমন কিছু এখনো তোমাদের উপর আসেনি? অভাব ও দুঃখ-কষ্ট তাদের স্পর্শ করেছিল, আর তারা এমনভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল যে রাসূল ও তার সঙ্গী মুমিনরা বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই। হে নবী, তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে। বলো, 'তোমরা যে উত্তম সম্পদই ব্যয় করো, তা হওয়া উচিত পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য। তোমরা যে সৎকাজই করো, আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন।' (214–215)

তোমাদের জন্য যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। কিন্তু হতে পারে তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করো যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আবার হতে পারে তোমরা এমন কিছু পছন্দ করো যা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর: আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানো না। তারা তোমাকে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'এ মাসে যুদ্ধ করা গুরুতর বিষয়; কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা দেওয়া, তাঁকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেওয়া এবং তার অধিবাসীদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া আল্লাহর কাছে

আরও গুরুতর, আর নির্যাতন হত্যার চেয়েও গুরুতর।' তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হবে না, যতক্ষণ না পারলে তোমাদের তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়। আর তোমাদের মধ্যে যে তার দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং সত্য অস্বীকারকারী অবস্থায় মারা যায়—দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কাজকর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে; তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানেই তারা থাকবে। নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে—তারাই আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারে; আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (216–218)

তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'উভয়ের মধ্যেই রয়েছে মহাপাপ, আর মানুষের জন্য কিছু উপকারও; কিন্তু এদের পাপ এদের উপকারের চেয়ে বড়।' আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে। বলো, 'যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত।' এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে দেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে। আর তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'তাদের অবস্থার উন্নতি সাধনই উত্তম; আর যদি তোমরা তাদের সঙ্গে নিজেদের বিষয়-আশয় মিলিয়ে নাও, তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই।' কে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আর কে সংশোধনকারী, আল্লাহ তা জানেন; আল্লাহ চাইলে তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন: আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (219–220)

যে নারীরা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে, তারা ঈমান না আনা পর্যন্ত তাদের বিয়ে করো না: এমন নারীর চেয়ে একজন মুমিন দাসীও উত্তম, সে তোমাদের যতই মুগ্ধ করুক না কেন। আর যে পুরুষেরা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে, তারা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমাদের নারীদের তাদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ো না: এমন পুরুষের চেয়ে একজন মুমিন দাসও উত্তম, সে তোমাদের যতই মুগ্ধ করুক না কেন। ওরা ডাকে আগুনের দিকে, আর আল্লাহ নিজ অনুমতিক্রমে ডাকেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে; তিনি মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে দেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (221)

তারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'এ এক কষ্টকর অবস্থা; সুতরাং ঋতুকালে নারীদের থেকে দূরে থাকো, আর তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাছে যেয়ো না। যখন তারা নিজেদের পবিত্র করে নেবে, তখন আল্লাহ তোমাদের জন্য যেভাবে নির্ধারণ করেছেন সেভাবে তাদের কাছে যাও।' নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা তওবা করে তাঁর দিকে ফেরে, আর তাদেরও ভালোবাসেন যারা নিজেদের পবিত্র রাখে। তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র; সুতরাং তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো, আর নিজেদের জন্য আগেভাগে কল্যাণ পাঠাও। আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, আর জেনে রাখো, তোমরা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে; আর মুমিনদের সুসংবাদ দাও। (222–223)

তোমাদের শপথের মাধ্যমে আল্লাহকে এমন অজুহাত বানিয়ো না যা তোমাদের সৎকাজ করা, তাঁর সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা থেকে বিরত রাখে: আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। তোমাদের অনিচ্ছাকৃত শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তোমাদের অন্তর যা অর্জন করেছে তার জন্য পাকড়াও করবেন: আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, সহনশীল। যারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে না যাওয়ার শপথ করে, তাদের জন্য রয়েছে চার মাসের অপেক্ষাকাল; তারপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। আর যদি তারা তালাকের সংকল্প করে, তবে আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন ঋতুকাল পর্যন্ত নিজেদের অপেক্ষায় রাখবে; আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয়, যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে। এ সময়ের মধ্যে তাদের স্বামীরা তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বেশি হকদার, যদি তারা মীমাংসা চায়। ন্যায়সঙ্গতভাবে নারীদের তেমনি অধিকার রয়েছে যেমন রয়েছে তাদের উপর দায়িত্ব, তবে তাদের উপর পুরুষদের একটি মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (224–228)

তালাক দু'বার দেওয়া যায়; তারপর হয় স্ত্রীকে সম্মানের সঙ্গে রেখে দেবে, নয়তো সদয়ভাবে ছেড়ে দেবে। তোমরা তাদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়, যদি না উভয়ের আশঙ্কা হয় যে তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারবে না। যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারবে না, তবে স্ত্রী নিজের মুক্তির বিনিময়ে কিছু দিলে তাতে তাদের কারও কোনো দোষ নেই। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, সুতরাং এগুলো লঙ্ঘন করো না; যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে—তারাই যালিম। তারপর যদি সে তাকে তৃতীয়বার তালাক দেয়, তবে এর পর সে নারী তার জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিয়ে করে। তারপর সেই স্বামী যদি তাকে তালাক দেয়, তবে তাদের দুজনের পরস্পরের কাছে ফিরে আসায় কোনো দোষ নেই, যদি তারা মনে করে যে তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারবে। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, যা তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্ট করে দেন। (229–230)

যখন তোমরা নারীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের অপেক্ষাকালের শেষ সীমায় পৌঁছে, তখন হয় সম্মানের সঙ্গে তাদের রেখে দাও, নয়তো সম্মানের সঙ্গে ছেড়ে দাও। তাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য, তাদের প্রতি সীমালঙ্ঘন করার উদ্দেশ্যে তাদের আটকে রেখো না; যে এমন করে সে নিজের উপরই যুলুম করে। আল্লাহর আয়াতসমূহকে ঠাট্টার বিষয় বানিয়ো না। স্মরণ করো তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ, আর তিনি তোমাদের প্রতি কিতাব ও হিকমতের যা নাযিল করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের উপদেশ দেন। আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, আর জেনে রাখো, আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী। যখন তোমরা নারীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের অপেক্ষাকালের শেষ সীমায় পৌঁছে, তখন তারা যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে পরস্পর সম্মত হয়, তবে

তাদের পূর্বের স্বামীদের বিয়ে করতে তাদের বাধা দিয়ো না। এ উপদেশ তোমাদের মধ্যে তাদের জন্য, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে: এ তোমাদের জন্য অধিক শুদ্ধ ও পবিত্র। আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানো না। (231–232)

মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যে দুধপানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায় তার জন্য। পিতার দায়িত্ব ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের খাদ্য ও পোশাকের ব্যয় বহন করা। কারও উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হয় না: কোনো মাকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া যাবে না, কোনো পিতাকেও তার সন্তানের কারণে নয়; উত্তরাধিকারীর উপরও একই দায়িত্ব বর্তায়। যদি তারা দুজন পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে দুধ ছাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তাদের কোনো দোষ নেই। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের কোনো ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোনো দোষ নেই, যদি তোমরা যা দিতে সম্মত হয়েছ তা ন্যায়সঙ্গতভাবে বুঝিয়ে দাও। আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, আর জেনে রাখো, তোমরা যা করো আল্লাহ তা সবই দেখেন। (233)

তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন নিজেদের অপেক্ষায় রাখবে। যখন তারা তাদের অপেক্ষাকালের শেষ সীমায় পৌঁছবে, তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গতভাবে যা করে তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। এমন নারীদের কাছে ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দিলে কিংবা তা নিজেদের মনে গোপন রাখলে তোমাদের কোনো দোষ নেই: আল্লাহ জানেন যে তোমরা তাদের কথা ভাববে। কিন্তু তাদের সঙ্গে গোপনে কোনো প্রতিশ্রুতি করো না, তবে সম্মানজনকভাবে কথা বলা ভিন্ন কথা; আর নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহবন্ধনের সংকল্প করো না। জেনে রাখো, তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন, সুতরাং তাঁকে ভয় করো; আর জেনে রাখো, আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, সহনশীল। (234–235)

তোমরা যদি নারীদের স্পর্শ করার আগে কিংবা তাদের জন্য মোহর নির্ধারণ করার আগে তালাক দাও, তবে তোমাদের কোনো দোষ নেই। তবে তাদের কিছু সংস্থান দাও—সচ্ছল ব্যক্তি তার সাধ্য অনুযায়ী এবং অসচ্ছল ব্যক্তি তার সাধ্য অনুযায়ী—ন্যায়সঙ্গত সংস্থান: এ সৎকর্মশীলদের উপর এক কর্তব্য। আর যদি তোমরা তাদের স্পর্শ করার আগেই তালাক দাও, অথচ তাদের জন্য মোহর নির্ধারণ করে ফেলেছ, তবে যা নির্ধারণ করেছ তার অর্ধেক দাও, যদি না তারা তা ছেড়ে দেয়, কিংবা যার হাতে বিবাহবন্ধন সে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দেওয়াই আল্লাহ-সচেতনতার অধিক নিকটবর্তী। একে অপরের প্রতি উদার হতে ভুলো না: তোমরা যা করো আল্লাহ তা সবই দেখেন। নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি; আর আল্লাহর সামনে একান্ত অনুগত হয়ে দাঁড়াও। যদি তোমরা ভয়ের মধ্যে থাকো, তবে হেঁটে কিংবা আরোহী অবস্থায়

নামায পড়ো; আর যখন আবার নিরাপদ হবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো, যেভাবে তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন যা তোমরা জানতে না। (236–239)

তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা যেন তাদের স্ত্রীদের জন্য অসিয়ত করে যায়: এক বছরের ভরণপোষণ, তাদের ঘর থেকে বের না করে। তবে তারা যদি স্বেচ্ছায় চলে যায়, তবে তারা নিজেদের ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গতভাবে যা করে তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই: আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্যও ন্যায়সঙ্গত সংস্থান থাকবে: এ আল্লাহ-সচেতনদের উপর এক কর্তব্য। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে দেন, যাতে তোমরা বুদ্ধি খাটাও। (240–242)

তুমি কি তাদের কথা ভেবে দেখোনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে হাজারে হাজারে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল? আল্লাহ তাদের বললেন, 'মরে যাও,' তারপর তিনি তাদের আবার জীবিত করলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো, আর জেনে রাখো, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, যাতে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন? আল্লাহই সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রাচুর্য দান করেন, আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। (243–245)

তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী ইসরাঈলের নেতাদের কথা ভেবে দেখোনি, যখন তারা তাদের এক নবীকে বলল, 'আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করুন, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব'? সে বলল, 'এমন কি হতে পারে না যে, তোমাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হলে তোমরা যুদ্ধ করবে না?' তারা বলল, 'আমরা কেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না, যখন আমাদের ঘরবাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে আমাদের বের করে দেওয়া হয়েছে?' অথচ যখন তাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হল, তখন অল্প কয়েকজন ছাড়া তারা সবাই মুখ ফিরিয়ে নিল। আল্লাহ যালিমদের ভালোভাবেই জানেন। তাদের নবী তাদের বলল, 'আল্লাহ তালূতকে তোমাদের রাজা নিযুক্ত করেছেন।' তারা বলল, 'আমাদের উপর তার রাজত্ব কীভাবে হতে পারে, যখন রাজত্বের জন্য আমরাই তার চেয়ে বেশি হকদার, আর তাকে প্রচুর ধন-সম্পদও দেওয়া হয়নি?' সে বলল, 'আল্লাহ তোমাদের উপর তাকেই মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞানে ও দৈহিক গঠনে তাকে প্রাচুর্য দান করেছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজত্ব দান করেন: আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।' তাদের নবী তাদের বলল, 'তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে সেই সিন্দুক আসবে, যাতে রয়েছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রশান্তি এবং মূসার পরিবার ও হারূনের পরিবার যা রেখে গিয়েছিল তার অবশিষ্টাংশ; ফেরেশতারা তা বহন করে আনবে। নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হও।' (246–248)

যখন তালূত সৈন্যদল নিয়ে বের হল, সে বলল, 'আল্লাহ একটি নদী দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে তা থেকে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়, আর যে তার স্বাদ নেবে না সে আমার দলভুক্ত—তবে যে হাতে করে এক আঁজলা তুলে নেয় সে ছাড়া।' কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া তারা সবাই তা থেকে পান করল। যখন সে ও তার সঙ্গী মুমিনরা নদী পার হল, তারা বলল, 'আজ জালূত ও তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো শক্তি নেই।' কিন্তু যারা নিশ্চিত জানত যে তারা আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবে, তারা বলল, 'আল্লাহর অনুমতিক্রমে কত ছোট দল কত বড় দলকে পরাজিত করেছে! আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' আর যখন তারা জালূত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল, তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দাও, আমাদের পা অবিচল রাখো, এবং সত্য অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।' তারপর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তারা তাদের পরাস্ত করল, আর দাঊদ জালূতকে হত্যা করল; আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং যা তিনি চাইলেন তা তাকে শিখিয়ে দিলেন। আল্লাহ যদি কিছু মানুষকে অন্য কিছু মানুষ দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী অবশ্যই বিপর্যস্ত হয়ে যেত; কিন্তু আল্লাহ সকল জগতের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। (249–251)

এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমার কাছে, হে নবী, যথাযথভাবে তিলাওয়াত করি; আর তুমি নিশ্চয়ই রাসূলদের একজন। এই রাসূলদের কাউকে আমি কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি: তাদের মধ্যে এমনও আছে যার সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কাউকে তিনি মর্যাদায় উন্নীত করেছেন; আর মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে আমি দিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং পবিত্র আত্মা দিয়ে তাকে শক্তিশালী করেছি। আল্লাহ চাইলে তাদের পরবর্তীরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর পরস্পর যুদ্ধ করত না; কিন্তু তারা মতভেদ করল—তাদের কেউ ঈমান আনল আর কেউ অস্বীকার করল। আল্লাহ চাইলে তারা পরস্পর যুদ্ধ করত না; কিন্তু আল্লাহ যা চান তা-ই করেন। (252–253)

হে মুমিনগণ, আমি তোমাদের যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো সেই দিন আসার আগে, যেদিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না, কোনো বন্ধুত্ব থাকবে না, কোনো সুপারিশও থাকবে না। যারা সত্য অস্বীকার করে তারাই যালিম। (254)

আল্লাহ: তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, সকলের ধারক। তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না, নিদ্রাও নয়। আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে তিনি সবই জানেন, আর তিনি যা চান তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা

আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসী আসমান ও যমীন জুড়ে পরিব্যাপ্ত, আর এ দুয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনিই সুউচ্চ, মহামহিম।[4] (255)

দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই: সঠিক পথ ভ্রান্তি থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে গেছে। সুতরাং যে মিথ্যা উপাস্যদের প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে এমন এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরেছে যা কখনো ভাঙে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক: তিনি তাদের গভীর অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের অভিভাবক মিথ্যা উপাস্যরা, যারা তাদের আলো থেকে বের করে গভীর অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানেই তারা থাকবে। (256–257)

তুমি কি সেই ব্যক্তির কথা ভেবে দেখোনি, যে ইবরাহীমের সঙ্গে তার প্রতিপালক সম্পর্কে তর্ক করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন? যখন ইবরাহীম বলল, 'আমার প্রতিপালক তিনিই, যিনি জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান,' সে বলল, 'আমিও তো জীবন দিই ও মৃত্যু ঘটাই।' ইবরাহীম বলল, 'আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন; তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো।' তখন সেই সত্য অস্বীকারকারী হতভম্ব হয়ে গেল। আল্লাহ যালিমদের পথ দেখান না। (258)

অথবা সেই ব্যক্তির কথা, যে এমন এক জনপদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যা তার ছাদের উপর ধসে পড়ে ছিল, আর সে বলল, 'এর মৃত্যুর পর আল্লাহ একে কীভাবে জীবিত করবেন?' তখন আল্লাহ তাকে একশ বছর মৃত রাখলেন, তারপর তাকে পুনরুত্থিত করলেন। তিনি বললেন, 'তুমি কতকাল অবস্থান করেছ?' সে বলল, 'আমি একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি।' তিনি বললেন, 'না—বরং তুমি একশ বছর অবস্থান করেছ। তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে তাকাও: সেগুলো নষ্ট হয়নি। আর তোমার গাধাটির দিকে তাকাও। আমি এ করেছি তোমাকে মানবজাতির জন্য এক নিদর্শন বানানোর জন্য। আর হাড়গুলোর দিকে তাকাও, কীভাবে আমি সেগুলো জোড়া লাগিয়ে উঠাই, তারপর সেগুলোকে মাংস দিয়ে ঢেকে দিই।' যখন বিষয়টি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, সে বলল, 'আমি জানি, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।' (259)

আর যখন ইবরাহীম বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দেখাও তুমি কীভাবে মৃতকে জীবিত করো।' তিনি বললেন, 'তবে কি তুমি বিশ্বাস করো না?' সে বলল, 'অবশ্যই করি, তবে আমার অন্তর যাতে প্রশান্ত হয় সেজন্য।' তিনি বললেন, 'তবে চারটি পাখি নাও এবং সেগুলোকে তোমার পোষ মানিয়ে নাও; তারপর তাদের এক এক অংশ এক একটি পাহাড়ের উপর রেখে দাও, তারপর

[4] একে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠ আয়াত বলে গণ্য করা হয়। অকেশনালিজম (উপলক্ষবাদ) – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স

তাদের ডাকো: তারা উড়ে তোমার কাছে চলে আসবে। আর জেনে রাখো, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (260)

যারা আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত একটি শস্যদানার মতো, যা থেকে সাতটি শিষ জন্মায়, প্রতিটি শিষে একশ দানা। আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন; আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। যারা আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, তারপর যা ব্যয় করেছে তার পিছনে খোঁটা দেয় না, কষ্টদায়ক কথাও বলে না—তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে পুরস্কার; তাদের কোনো ভয় থাকবে না, তারা দুঃখিতও হবে না। একটি সুন্দর কথা ও ক্ষমা সেই দানের চেয়ে উত্তম, যার পরে কষ্ট দেওয়া হয়; আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, সহনশীল। হে মুমিনগণ, খোঁটা ও কষ্টদায়ক কথার মাধ্যমে তোমাদের দান নষ্ট করে দিয়ো না, সেই ব্যক্তির মতো যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য, অথচ আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না। তার দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মতো, যার উপর কিছু মাটি আছে: প্রবল বৃষ্টি তার উপর আঘাত হানে আর তাকে নগ্ন করে রেখে যায়। তারা যা উপার্জন করেছে তার কিছুর উপরই তাদের কোনো ক্ষমতা নেই; আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং নিজেদের আত্মাকে সুদৃঢ় করার জন্য সম্পদ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত উঁচু ভূমিতে অবস্থিত একটি বাগানের মতো: প্রবল বৃষ্টি তার উপর পড়ে আর তা দ্বিগুণ ফল দেয়; আর প্রবল বৃষ্টি না পড়লে হালকা বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যা করো আল্লাহ তা সবই দেখেন। তোমাদের কেউ কি চাইবে যে, তার খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান থাকুক, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, যাতে তার জন্য রয়েছে সব রকম ফল—তারপর যখন বার্ধক্য তাকে পেয়ে বসেছে আর তার রয়েছে দুর্বল সন্তান-সন্ততি, তখন আগুনভরা এক ঘূর্ণিঝড় তাতে আঘাত হানল আর তা পুড়ে ছাই হয়ে গেল? এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে দেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো। (261–266)

হে মুমিনগণ, তোমরা যা উপার্জন করেছ তার উৎকৃষ্ট বস্তু থেকে এবং আমি তোমাদের জন্য যমীন থেকে যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে ব্যয় করো। দান করার জন্য তার নিকৃষ্ট অংশ বেছে নিয়ো না, অথচ তোমরা নিজেরাই চোখ বন্ধ না করে তা গ্রহণ করতে না। আর জেনে রাখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসার যোগ্য। শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়, আর আল্লাহ তোমাদের তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন; আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন, আর যাকে হিকমত দেওয়া হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বোধসম্পন্ন লোকেরা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। তোমরা যা-ই ব্যয় করো আর যে মানতই করো, আল্লাহ তা জানেন; আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তা ভালো; কিন্তু যদি তা গোপন করো এবং দরিদ্রদের দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম, আর তা তোমাদের কিছু মন্দ

কাজের কাফফারা হবে। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। হে নবী, তাদের পথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা পথ দেখান। তোমরা যে উত্তম সম্পদই ব্যয় করো তা তোমাদের নিজেদেরই জন্য, যতক্ষণ তোমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই ব্যয় করো; আর তোমরা যে উত্তম সম্পদই ব্যয় করো তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে, তোমাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না। দান করো সেই দরিদ্রদের, যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে আছে, দেশে চলাফেরা করতে পারে না; তাদের সংযমের কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদের ধনী মনে করে। তুমি তাদের লক্ষণ দেখেই চিনতে পারবে: তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে উত্তম সম্পদই ব্যয় করো, আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। (267–273)

যারা নিজেদের সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে পুরস্কার; তাদের কোনো ভয় থাকবে না, তারা দুঃখিতও হবে না। যারা সুদ খায় তারা দাঁড়াবে কেবল সেই ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। এর কারণ, তারা বলে, 'ব্যবসা তো সুদেরই মতো,' অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ আসার পর সে বিরত হয়, আগে যা হয়ে গেছে তা তারই থাকবে, আর তার বিষয়টি আল্লাহর হাতে; কিন্তু যারা আবার তাতে ফিরে যায়—তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানেই তারা থাকবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন আর দানকে বাড়িয়ে দেন; আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে পুরস্কার; তাদের কোনো ভয় থাকবে না, তারা দুঃখিতও হবে না। হে মুমিনগণ, আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো এবং সুদের যা বাকি আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তা না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা জেনে নাও। কিন্তু যদি তওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে: তোমরা যুলুম করবে না, তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না। ঋণগ্রহীতা যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও; আর যদি ঋণ সদকা হিসেবে মাফ করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম, যদি তোমরা জানতে! আর সেই দিন থেকে নিজেদের রক্ষা করো, যেদিন তোমাদের আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে; তারপর প্রত্যেককে তার অর্জনের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে, আর কারও প্রতি যুলুম করা হবে না। (274–281)

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের লেনদেন করো, তখন তা লিখে রাখো। তোমাদের মধ্যে একজন লেখক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেয়; আল্লাহ যেভাবে শিখিয়েছেন সেভাবে লিখতে কোনো লেখক যেন অস্বীকার না করে। সুতরাং সে যেন লেখে, আর যার উপর ঋণের দায় সে যেন লেখার বিষয় বলে দেয়; সে যেন তার প্রতিপালক আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং তা থেকে কিছু কম না করে। যার উপর ঋণের দায় সে যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয়, কিংবা

নিজে বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে বলে দেয়। তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষী রাখো; যদি দুজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে তোমরা যাদের সাক্ষী হিসেবে পছন্দ করো তাদের মধ্য থেকে একজন পুরুষ ও দুজন নারী, যাতে নারীদ্বয়ের একজন ভুল করলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। সাক্ষীদের যখন ডাকা হয়, তারা যেন অস্বীকার না করে। ঋণ ছোট হোক বা বড়, মেয়াদসহ তা লিখে রাখতে অনীহা করো না: আল্লাহর কাছে এটাই অধিক ন্যায়সঙ্গত, সাক্ষ্যের জন্য অধিক সুদৃঢ়, আর তোমাদের মধ্যে সন্দেহ দূর করার অধিক উপযোগী—তবে যদি তা হয় নগদ পণ্য যা তোমরা নিজেদের মধ্যে হাতে হাতে লেনদেন করো, তাহলে তা না লিখলে তোমাদের কোনো দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পর বেচাকেনা করো তখন সাক্ষী রাখো, আর লেখক বা সাক্ষী কারও যেন ক্ষতি করা না হয়; যদি করো, তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপাচার। আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো: আল্লাহই তোমাদের শিক্ষা দেন, আর আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী। যদি তোমরা সফরে থাকো এবং কোনো লেখক না পাও, তবে হাতে বন্ধক রাখা যেতে পারে। আর তোমাদের একজন যদি অন্যজনকে বিশ্বাস করে কিছু আমানত রাখে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে সে যেন তার আমানত ফিরিয়ে দেয়, আর সে যেন তার প্রতিপালক আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকে। সাক্ষ্য গোপন করো না; যে তা গোপন করে তার অন্তর পাপী। তোমরা যা করো আল্লাহ তা সবই জানেন। আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ করো বা গোপন রাখো, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের কাছ থেকে নেবেন; তারপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (282–284)

রাসূল ঈমান এনেছে তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে তাতে, মুমিনরাও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি: 'আমরা তাঁর রাসূলদের কারও মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না।' আর তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার ক্ষমা চাই; তোমারই কাছে শেষ প্রত্যাবর্তন।' আল্লাহ কারও উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না: সে যা ভালো অর্জন করেছে তা তারই পক্ষে, আর সে যা মন্দ কামাই করেছে তা তারই বিপক্ষে। 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুল করি, তবে আমাদের পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ো না যেমন চাপিয়েছিলে আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। হে আমাদের প্রতিপালক, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই তার ভার আমাদের উপর চাপিয়ো না। আমাদের মাফ করো, আমাদের ক্ষমা করো, আমাদের প্রতি দয়া করো। তুমিই আমাদের অভিভাবক, সুতরাং সত্য অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।' (285–286)

3. ইমরানের পরিবার (আলে ইমরান)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আলিফ লাম মীম। আল্লাহ: তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, সকলের ধারক। হে নবী, তিনি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী; আর এর আগে তিনি মানুষের পথনির্দেশের জন্য তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছিলেন, এবং তিনি ফুরকান নাযিল করেছেন। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি: আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। পৃথিবীতে কিংবা আকাশে কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়। তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (1–6)

তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন। এতে কিছু আয়াত ও নিদর্শন রয়েছে যা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন—সেগুলোই কিতাবের মূল—আর অন্যগুলো ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এর ব্যাখ্যাসাপেক্ষ অংশের পিছনে লেগে থাকে; অথচ এর প্রকৃত ব্যাখ্যা কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া এবং তারা ছাড়া যারা জ্ঞানে সুগভীর। তারা বলে, 'আমরা এতে ঈমান এনেছি; এর সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।' আর বোধসম্পন্ন লোকেরা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।[5] (7)

'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের হিদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরকে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান করো: তুমিই মহাদাতা। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি অবশ্যই মানবজাতিকে এমন এক দিনে একত্র করবে যাতে কোনো সন্দেহ নেই: আল্লাহ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।' (8–9)

যারা সত্য অস্বীকার করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের কোনো কাজেই আসবে না: তারাই আগুনের ইন্ধন—ঠিক ফিরআউনের লোকদের এবং তাদের পূর্ববর্তীদের মতো, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিল। আল্লাহ তাদের পাপের কারণে তাদের পাকড়াও করেছিলেন; আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের বলো, 'তোমরা পরাভূত হবে এবং জাহান্নামে একত্র করা হবে—কতই না মন্দ সেই বিশ্রামস্থল।' বদরে যে দুটি দল মুখোমুখি হয়েছিল, তাতে তোমাদের জন্য ছিল এক নিদর্শন: একদল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল, আর অন্যদল ছিল সত্য অস্বীকারকারী, যারা স্বচক্ষে তাদের নিজেদের দ্বিগুণ

[5] এটি কুরআনের মৌলিক আয়াতগুলোর একটি। প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কুরআন থেকে কী আহরণ করে, এ আয়াত তা তুলে ধরে। এ আমাকে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক গ্যোটের একটি উক্তি মনে করিয়ে দেয়: "আমরা যতবারই কুরআনের কাছে যাই, প্রতিবারই তা নতুন করে বিরূপ ঠেকে; কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা আকর্ষণ করে, বিস্মিত করে, এবং শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা আদায় করে নেয়।" — ইয়োহান ভল্‌ফগাং ফন গ্যোটে

দেখছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করেন: নিশ্চয়ই এতে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। (10–13)

মানুষের কাছে মনোহর করে তোলা হয়েছে কামনার বস্তুগুলোর প্রতি আসক্তি: নারী, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রুপার স্তূপীকৃত ভাণ্ডার, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদিপশু ও খেত-খামার। এসব পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রী; কিন্তু আল্লাহরই কাছে রয়েছে সর্বোত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল। বলো, 'আমি কি তোমাদের এসবের চেয়ে উত্তম কিছুর সংবাদ দেব? যারা আল্লাহ-সচেতন, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এমন উদ্যান, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আর রয়েছে পবিত্র সঙ্গী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি।' আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন—যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদের গুনাহ ক্ষমা করো এবং আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো,' যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, আল্লাহর পথে ব্যয়কারী, এবং ভোরের আগের প্রহরে ক্ষমাপ্রার্থী। (14–17)

আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, ফেরেশতারা ও জ্ঞানীরাও সাক্ষ্য দেয়—তিনি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর কাছে প্রকৃত দ্বীন হল তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই কেবল পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষবশত মতভেদ করেছিল। যে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে—আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত। সুতরাং তারা যদি তোমার সঙ্গে তর্ক করে, তবে বলো, 'আমি আমার সমগ্র সত্তাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছি, আর যারা আমার অনুসরণ করে তারাও।' আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং নিরক্ষরদের বলো, 'তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ?' যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে তারা পথ পেয়েছে; আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমার দায়িত্ব কেবল বার্তা পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। (18–20)

যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে, এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়ের আদেশ দেয় তাদের হত্যা করে—তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। এরাই তারা, যাদের কাজকর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল হয়ে যায়, আর তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। তুমি কি তাদের কথা ভেবে দেখোনি, যাদের কিতাবের একটি অংশ দেওয়া হয়েছিল? তাদের আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হয় যাতে তা তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়, তারপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে সরে পড়ে—এর কারণ, তারা বলে, 'হাতে গোনা কয়েকটি দিন ছাড়া আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না।' তারা যা মনগড়া রচনা করেছে তা-ই তাদের দ্বীনের ব্যাপারে তাদের ধোঁকায় ফেলেছে। তখন কী অবস্থা হবে, যখন আমি তাদের এমন এক দিনে একত্র করব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, যখন প্রত্যেককে তার অর্জনের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে, আর কারও প্রতি যুলুম করা হবে না? (21–25)

বলো, 'হে আল্লাহ, সমস্ত রাজত্বের মালিক: তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও; যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করো এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করো। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে: তুমি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তুমি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করাও; তুমি মৃত থেকে জীবিতকে বের করো এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করো; আর তুমি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব জীবিকা দান করো।' (26–27)

মুমিনরা যেন মুমিনদের ছেড়ে সত্য অস্বীকারকারীদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ না করে—যে এমন করে আল্লাহর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই—তবে সতর্কতা হিসেবে তাদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ তোমাদের তাঁর নিজের সম্পর্কে সতর্ক করছেন: আল্লাহরই কাছে শেষ প্রত্যাবর্তন। বলো, 'তোমাদের অন্তরে যা আছে তা গোপন করো বা প্রকাশ করো, আল্লাহ তা জানেন; আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে তিনি সবই জানেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।' যেদিন প্রত্যেকে নিজের করা ভালো কাজ সামনে উপস্থিত পাবে, আর নিজের করা মন্দ কাজও, সেদিন সে কামনা করবে, যদি তার ও সেই মন্দের মধ্যে বিরাট দূরত্ব থাকত! আল্লাহ তোমাদের তাঁর নিজের সম্পর্কে সতর্ক করছেন; আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। বলো, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো: আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।' বলো, 'আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো।' কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়—তবে আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের ভালোবাসেন না। (28–32)

আল্লাহ আদম ও নূহকে, ইবরাহীমের পরিবার ও ইমরানের পরিবারকে সমস্ত মানুষের উপর মনোনীত করেছেন, তারা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। স্মরণ করো, যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার গর্ভে যা আছে তা আমি তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম, তোমার সেবায় নিবেদিত; সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করো। তুমিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' কিন্তু যখন সে তাকে প্রসব করল, বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি তো কন্যা প্রসব করেছি'—সে কী প্রসব করেছে আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানতেন; ছেলে তো মেয়ের মতো নয়—'আর আমি তার নাম রেখেছি মারইয়াম, আর আমি তাকে ও তার বংশধরদের বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করছি।' তার প্রতিপালক তাকে সাদরে কবুল করলেন, তাকে উত্তমভাবে বড় করে তুললেন, এবং তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে দিলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবে তার কাছে যেত, তার কাছে খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেত। সে বলল, 'হে মারইয়াম, এ তোমার কাছে কোথা থেকে আসে?' সে বলল, 'এ আল্লাহর পক্ষ থেকে: আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব জীবিকা দান করেন।' সেখানেই যাকারিয়া তার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করল। সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, তোমার পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম সন্তান দান করো: তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী।' তারপর সে যখন মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল, ফেরেশতারা তাকে ডেকে বলল,

‘আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এক বাণীর সত্যায়ন করবে, আর হবে মহান, সংযমী এবং সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে একজন নবী।’ সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক, আমার পুত্র হবে কীভাবে, যখন বার্ধক্য আমাকে পেয়ে বসেছে আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা?’ তিনি বললেন, ‘এভাবেই: আল্লাহ যা চান তা-ই করেন।’ সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক, আমাকে একটি নিদর্শন দাও।’ তিনি বললেন, ‘তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন মানুষের সঙ্গে ইশারা ছাড়া কথা বলবে না। তোমার প্রতিপালককে বেশি বেশি স্মরণ করো, আর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো।’ (33–41)

আর যখন ফেরেশতারা বলল, ‘হে মারইয়াম, আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন, তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং সমস্ত জগতের নারীদের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন। হে মারইয়াম, তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও, সিজদা করো, এবং যারা রুকু করে তাদের সঙ্গে রুকু করো।’ হে নবী, এ অদৃশ্যের সংবাদের অংশ, যা আমি তোমার কাছে ওহী করছি। তুমি তাদের কাছে ছিলে না, যখন তারা কে মারইয়ামের তত্ত্বাবধান করবে তা স্থির করতে লটারি হিসেবে তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল, আর তুমি তাদের কাছে ছিলে না যখন তারা বাদানুবাদ করছিল। (42–44)

যখন ফেরেশতারা বলল, ‘হে মারইয়াম, আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হবে মসীহ, মারইয়ামের পুত্র ঈসা; সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন। সে দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সেও মানুষের সঙ্গে কথা বলবে, আর সে হবে সৎকর্মশীলদের একজন।’ সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক, আমার পুত্র হবে কীভাবে, যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি?’ তিনি বললেন, ‘এভাবেই: আল্লাহ যা চান তা-ই সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে কেবল বলেন, “হও,” আর তা হয়ে যায়।’ আর তিনি তাকে কিতাব ও হিকমত এবং তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দেবেন, এবং তাকে বনী ইসরাঈলের কাছে রাসূল করে পাঠাবেন, সে বলবে, ‘আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করব; তারপর তাতে ফুঁ দেব, আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তা পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করব এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবিত করব; আর তোমরা যা খাও এবং তোমাদের ঘরে যা জমা করে রাখো তা আমি তোমাদের বলে দেব। নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হও। আর আমি এসেছি আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী হিসেবে, এবং তোমাদের জন্য যা হারাম করা হয়েছিল তার কিছু হালাল করে দিতে। আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক নিদর্শন নিয়ে এসেছি, সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো এবং আমার আনুগত্য করো। আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো: এটাই সরল পথ।’ (45–51)

যখন ঈসা তাদের অস্বীকৃতি টের পেল, সে বলল, 'আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে?' হাওয়ারীরা বলল, 'আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী: আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি; আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি যা নাযিল করেছ আমরা তাতে ঈমান এনেছি এবং রাসূলের অনুসরণ করেছি, সুতরাং আমাদের সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে লিখে নাও।' আর তারা চক্রান্ত করল, আল্লাহও কৌশল করলেন; আর আল্লাহই শ্রেষ্ঠ কৌশলী। (52–54)

যখন আল্লাহ বললেন, 'হে ঈসা, আমি তোমাকে আমার কাছে নিয়ে নেব এবং আমার দিকে তুলে নেব, যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের থেকে তোমাকে মুক্ত করব, আর যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সত্য অস্বীকারকারীদের উপরে রাখব। তারপর আমারই কাছে তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন, তখন তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ করতে সে সম্পর্কে আমি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেব। আর যারা সত্য অস্বীকার করে, আমি তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোর শাস্তি দেব, আর তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।' আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তিনি তাদের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ যালিমদের ভালোবাসেন না। (55–57)

হে নবী, এ হল আয়াতসমূহ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ থেকে যা আমি তোমার কাছে তিলাওয়াত করছি। আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের মতো: তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন, তারপর তাকে বললেন, 'হও,' আর সে হয়ে গেল। এ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য, সুতরাং সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর কেউ যদি এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করে, তবে বলো, 'এসো, আমরা ডেকে আনি আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের; তারপর আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ কামনা করি।' এটাই সত্য বিবরণ; আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আর আল্লাহই প্রকৃত পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়—তবে আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালোভাবেই জানেন। বলো, 'হে আহলে কিতাব, এসো এমন এক কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন: আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করব না, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করব না, আর আমাদের কেউ আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করবে না।' যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলো, 'তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী।' (58–64)

হে আহলে কিতাব, তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে কেন তর্ক করো, অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তার পরেই নাযিল হয়েছে? তোমরা কি বুদ্ধি খাটাবে না? এই তো তোমরা, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান আছে সে বিষয়ে তর্ক করেছ—কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই সে বিষয়ে

কেন তর্ক করছ? আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানো না। ইবরাহীম ইহুদীও ছিল না, খ্রিস্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী, আর সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না যারা তাঁর সঙ্গে শরীক করে। ইবরাহীমের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মানুষ তারাই, যারা তার অনুসরণ করেছিল, আর এই নবী, এবং যারা ঈমান এনেছে; আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। (65–68)

আহলে কিতাবের একদল তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে চায়; কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে পথভ্রষ্ট করে না, যদিও তারা তা উপলব্ধি করে না। হে আহলে কিতাব, তোমরা কেন আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করো, অথচ তোমরা নিজেরাই তার সাক্ষী? হে আহলে কিতাব, তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার পোশাক পরাও এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো? আহলে কিতাবের একদল বলে, 'মুমিনদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে দিনের শুরুতে ঈমান আনো আর দিনের শেষে তা অস্বীকার করো, যাতে তারা ফিরে আসে; আর যারা তোমাদের ধর্মের অনুসারী তাদের ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করো না।' হে নবী, বলো, 'প্রকৃত হিদায়াত আল্লাহরই হিদায়াত'—তারা ভয় পায়, পাছে তোমাদের যা দেওয়া হয়েছিল তার অনুরূপ কিছু অন্য কাউকে দেওয়া হয়, কিংবা তারা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখায়। বলো, 'সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে: তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ; তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতের জন্য বিশেষভাবে বেছে নেন, আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।' (69–74)

আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার কাছে তুমি স্বর্ণের স্তূপ আমানত রাখলেও সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে; আবার এমন লোকও আছে, যার কাছে তুমি একটি মাত্র মুদ্রা আমানত রাখলেও সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে না, যদি না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে থেকে তাগাদা দাও। এর কারণ, তারা বলে, 'নিরক্ষরদের ব্যাপারে আমাদের উপর কোনো দায় নেই'—আর তারা জেনেশুনে আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে। না, তা নয়! যে তার অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং আল্লাহ-সচেতন হয়—আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে সচেতনদের ভালোবাসেন। যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ও নিজেদের শপথ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে, আখিরাতে তাদের কোনো অংশ থাকবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাদের মধ্যে একদল আছে, যারা কিতাব পাঠ করার সময় জিহ্বা বাঁকায়, যাতে তোমরা মনে করো তা কিতাবেরই অংশ, অথচ তা কিতাবের অংশ নয়; আর তারা বলে, 'এ আল্লাহর পক্ষ থেকে,' অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়—আর তারা জেনেশুনে আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে। (75–78)

কোনো মানুষের পক্ষে এ সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করবেন, তারপর সে মানুষকে বলবে, 'আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও।' বরং সে বলবে, 'তোমরা প্রতিপালকের একনিষ্ঠ বান্দা হও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং যেহেতু তোমরা

তা অধ্যয়ন করো।' সে তোমাদের এ আদেশও দেবে না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করো। তোমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর সে কি তোমাদের সত্য অস্বীকার করার আদেশ দেবে? (79–80)

যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন: 'আমি তোমাদের কিতাব ও হিকমতের যা-ই দিই, তারপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারী কোনো রাসূল তোমাদের কাছে এলে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি এ স্বীকার করলে এবং এ বিষয়ে আমার অঙ্গীকারের দায়িত্ব গ্রহণ করলে?' তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে সাক্ষী থাকো, আর আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত।' এর পরও যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়—তারাই অবাধ্য। তারা কি আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য কিছু চায়, অথচ আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, আর তাঁরই কাছে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে? (81–83)

বলো, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, আর যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আর যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছিল, আর যা মূসা, ঈসা ও নবীদের তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল তার প্রতি। আমরা তাদের কারও মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না, আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।' যে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন চায়, তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না, আর আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ কীভাবে এমন সম্প্রদায়কে পথ দেখাবেন, যারা ঈমান আনার পর, রাসূল সত্য বলে সাক্ষ্য দেওয়ার পর এবং তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর সত্য অস্বীকার করেছে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। তাদের প্রতিফল এই যে, তাদের উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ, যার মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে। তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না, আর তাদের অবকাশও দেওয়া হবে না—তবে তারা ছাড়া, যারা এর পর তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয়, কারণ আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। যারা ঈমান আনার পর সত্য অস্বীকার করে, তারপর অস্বীকৃতিতে আরও বেড়ে যায়—তাদের তওবা কখনো কবুল করা হবে না: তারাই পথভ্রষ্ট। যারা সত্য অস্বীকার করে এবং অস্বীকারকারী অবস্থায় মারা যায়—তাদের কারও কাছ থেকে পৃথিবী ভরা স্বর্ণও গ্রহণ করা হবে না, যদি সে তা মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চায়। তাদের জন্য অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, আর তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনো প্রকৃত পুণ্য লাভ করতে পারবে না; আর তোমরা যা-ই ব্যয় করো, আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। (84–92)

তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে ইসরাঈল নিজের জন্য যা হারাম করে নিয়েছিল তা ছাড়া বনী ইসরাঈলের জন্য সব খাদ্যই হালাল ছিল। বলো, 'তোমরা সত্যবাদী হলে তাওরাত নিয়ে এসো এবং

তা পাঠ করো।' এর পরও যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে—তারাই যালিম। বলো, 'আল্লাহ সত্য বলেছেন। সুতরাং ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ করো, যে ছিল একনিষ্ঠ বিশ্বাসী; সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে।' মানবজাতির জন্য প্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় অবস্থিত ঘরটিই, যা বরকতময় এবং সকল জগতের জন্য পথনির্দেশ। তাতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শন—মাকামে ইবরাহীম—আর যে তাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। যে সব মানুষ সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, তাদের উপর আল্লাহর জন্য এই ঘরের হজ করা কর্তব্য। আর যারা অস্বীকার করে—আল্লাহ সকল জগৎ থেকে অমুখাপেক্ষী। বলো, 'হে আহলে কিতাব, তোমরা কেন আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করো, অথচ তোমরা যা করো আল্লাহ তার সবকিছুর সাক্ষী?' বলো, 'হে আহলে কিতাব, যারা ঈমান এনেছে তাদের তোমরা কেন আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখো, তাকে বাঁকা করতে চেয়ে, অথচ তোমরা নিজেরাই তার সত্যতার সাক্ষী? তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।' (93–99)

হে মুমিনগণ, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের কোনো দলের আনুগত্য করলে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর আবার অস্বীকারকারী বানিয়ে ছাড়বে। তোমরা কীভাবে সত্য অস্বীকার করতে পারো, অথচ তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয় এবং তাঁর রাসূল তোমাদের মধ্যেই রয়েছে? যে আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে, সে সরল পথে পরিচালিত হয়েছে। হে মুমিনগণ, আল্লাহ সম্পর্কে তেমনি সচেতন থাকো যেমন সচেতন থাকা তাঁর প্রাপ্য, আর তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, আর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো: তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তিনি তোমাদের অন্তরগুলো জুড়ে দিলেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে; আর তোমরা ছিলে এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারায়, তিনি তা থেকে তোমাদের রক্ষা করলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে দেন, যাতে তোমরা পথ পাও। তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে: তারাই সফলকাম হবে। তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল; তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ শাস্তি, সেই দিন যেদিন কিছু মুখ উজ্জ্বল হবে আর কিছু মুখ কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হবে তাদের বলা হবে: 'তোমরা কি ঈমান আনার পর সত্য অস্বীকার করেছিলে? তবে তোমাদের অস্বীকৃতির কারণে শাস্তির স্বাদ নাও।' আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে আল্লাহর রহমতের মধ্যে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমার কাছে যথাযথভাবে তিলাওয়াত করি; আল্লাহ জগৎবাসীর কারও প্রতি কোনো অবিচার চান না। আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর, আর সব বিষয় আল্লাহরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। (100–109)

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য যাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে: তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ করো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো। আহলে কিতাব যদি ঈমান আনত, তবে তা তাদের জন্য উত্তম হত; তাদের কিছু লোক মুমিন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অবাধ্য। সামান্য কষ্ট দেওয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না; আর যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে পিঠ দেখিয়ে পালাবে, তারপর তাদের সাহায্যও করা হবে না। তাদের যেখানেই পাওয়া যাক, তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে যেখানে তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো বন্ধন এবং মানুষের সঙ্গে কোনো বন্ধন ধারণ করে তা ভিন্ন। তারা নিজেদের উপর আল্লাহর ক্রোধ ডেকে এনেছে, আর তাদের উপর দুর্দশা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে: এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত এবং অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করত; এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালঙ্ঘনে অটল ছিল। তারা সবাই এক রকম নয়: আহলে কিতাবের মধ্যে একটি ন্যায়নিষ্ঠ দল আছে, যারা রাতের প্রহরে প্রহরে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, এবং সৎকর্মে ছুটে যায়: তারাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। তারা যে সৎকাজই করুক, তার প্রতিদান থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে না; যারা আল্লাহ-সচেতন, আল্লাহ তাদের ভালোভাবেই জানেন। (110–115)

যারা সত্য অস্বীকার করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের কোনো কাজেই আসবে না: তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানেই তারা থাকবে। পার্থিব জীবনে তারা যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত সেই বাতাসের মতো, যা তীব্র হিম বয়ে আনে: তা এমন এক সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেতে আঘাত হানে যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে, আর তাকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুম করেননি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে। (116–117)

হে মুমিনগণ, তোমাদের নিজেদের লোক ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না: তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে কোনো ত্রুটি করবে না, আর তোমরা কষ্টে পড়ো এটাই তারা কামনা করে। তাদের মুখ থেকেই বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়ে গেছে, আর তাদের অন্তর যা গোপন রাখে তা আরও গুরুতর। আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে দিয়েছি, যদি তোমরা বুদ্ধি খাটাও। এই তো তোমরা, তাদের ভালোবাসো অথচ তারা তোমাদের ভালোবাসে না, যদিও তোমরা সমগ্র কিতাবে ঈমান রাখো। যখন তারা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়, বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি,' কিন্তু যখন একান্তে থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশে আঙুলের ডগা কামড়ায়। বলো, 'তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মরো!' অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। তোমাদের কোনো কল্যাণ হলে তা তাদের কষ্ট দেয়; আর তোমাদের কোনো অকল্যাণ হলে তারা তাতে আনন্দিত হয়। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো ও আল্লাহ-সচেতন থাকো, তবে তাদের

চক্রান্ত তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না: তারা যা করে আল্লাহ তা সবই ঘিরে রেখেছেন। (118–120)

হে নবী, স্মরণ করো, যখন তুমি ভোরবেলা তোমার পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে বের হয়েছিলে মুমিনদের যুদ্ধের জন্য তাদের অবস্থানে মোতায়েন করতে—আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ—যখন তোমাদের মধ্যে দুটি দল সাহস হারানোর উপক্রম করেছিল, অথচ আল্লাহ ছিলেন তাদের অভিভাবক; আর মুমিনরা যেন আল্লাহরই উপর ভরসা করে। আল্লাহ তো বদরে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, যখন তোমরা ছিলে দুর্বল ও অল্পসংখ্যক; সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। যখন তুমি মুমিনদের বলছিলে, 'তোমাদের জন্য কি এ যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন?' হ্যাঁ, অবশ্যই—যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো ও আল্লাহ-সচেতন থাকো, আর শত্রু হঠাৎ তোমাদের উপর এসে পড়ে, তবে তোমাদের প্রতিপালক চিহ্নধারী পাঁচ হাজার ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ এ নির্ধারণ করেছেন কেবল তোমাদের জন্য সুসংবাদ হিসেবে, এবং যাতে এর দ্বারা তোমাদের অন্তর আশ্বস্ত হয়—কারণ সাহায্য আসে কেবল আল্লাহরই কাছ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়—এবং যাতে তিনি সত্য অস্বীকারকারীদের একটি অংশ কেটে দেন, কিংবা তাদের লাঞ্ছিত করেন, ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। এ বিষয়ে তোমার কোনো এখতিয়ার নেই: তিনি দয়াপরবশ হয়ে তাদের দিকে ফিরবেন, না তাদের শাস্তি দেবেন, কারণ তারা যালিম। আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর: তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (121–129)

হে মুমিনগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে, দ্বিগুণ-বহুগুণ করে সুদ খেয়ো না; আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। সেই আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা করো, যা সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। ছুটে চলো তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং এমন জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের সমান, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ-সচেতনদের জন্য—যারা সচ্ছলতায় ও অভাবে তাঁর পথে ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে; আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন—আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেদের উপর যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়—আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে?—এবং তারা যা করে ফেলেছে জেনেশুনে তাতে অটল থাকে না। এদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং এমন উদ্যান, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। যারা পরিশ্রম করে তাদের পুরস্কার কতই না উত্তম! (130–136)

তোমাদের আগে বহু জীবনধারা গত হয়ে গেছে; সুতরাং পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, যারা সত্য অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছিল। এ মানবজাতির জন্য এক স্পষ্ট বিবৃতি, আর আল্লাহ-সচেতনদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ। তোমরা হতাশ হয়ো না, দুঃখও করো না: তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমাদের কোনো আঘাত লেগে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত তো অপর পক্ষেরও লেগেছে। এমন দিনগুলো আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন করি, যাতে আল্লাহ জেনে নেন কারা ঈমান এনেছে এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করেন—আল্লাহ যালিমদের ভালোবাসেন না—এবং যাতে আল্লাহ মুমিনদের পরিশুদ্ধ করেন আর সত্য অস্বীকারকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেন। নাকি তোমরা মনে করেছিলে যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনো জেনে নেননি তোমাদের মধ্যে কারা কঠোর সংগ্রাম করে আর কারা ধৈর্যশীল? তোমরা তো মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার আগে তা কামনা করতে: এখন তোমরা তা স্বচক্ষে দেখে নিয়েছ। (137–143)

মুহাম্মাদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নয়; তার আগে বহু রাসূল গত হয়ে গেছে। সে যদি মারা যায় কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা উল্টো পায়ে ফিরে যাবে? যে উল্টো পায়ে ফিরে যায় সে আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ মরতে পারে না, তা এক লিখিত নির্ধারিত মেয়াদে ঘটে। যে দুনিয়ার পুরস্কার চায়, আমি তাকে তা থেকে দিই; আর যে আখিরাতের পুরস্কার চায়, আমি তাকে তা থেকে দিই; আর আমি কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করব। কত নবী যুদ্ধ করেছে, তাদের পাশে ছিল বহু আল্লাহভক্ত মানুষ! আল্লাহর পথে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল তাতে তারা সাহস হারায়নি, দুর্বল হয়নি, নতিও স্বীকার করেনি। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন। তাদের কথা ছিল কেবল এই: 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের গুনাহ এবং আমাদের কাজে আমাদের বাড়াবাড়ি ক্ষমা করো; আমাদের পা অবিচল রাখো, এবং সত্য অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।' তাই আল্লাহ তাদের দুনিয়ার পুরস্কার এবং আখিরাতের উত্তম পুরস্কার দান করলেন। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। (144–148)

হে মুমিনগণ, যারা সত্য অস্বীকার করে তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো, তবে তারা তোমাদের উল্টো পায়ে ফিরিয়ে দেবে, আর তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। না: বরং আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। যারা সত্য অস্বীকার করে আমি তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করব, কারণ তারা আল্লাহর সঙ্গে এমন কিছুকে শরীক করে যার পক্ষে তিনি কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। তাদের আবাস আগুন—যালিমদের জন্য কতই না মন্দ আবাস! আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন, যখন তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের পরাস্ত করছিলে—যতক্ষণ না তোমরা সাহস হারালে, নির্দেশ নিয়ে বিবাদ করলে, এবং তিনি তোমাদের যা তোমরা ভালোবাসতে তা দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কেউ দুনিয়া চাইছিল,

আর কেউ আখিরাত চাইছিল। তারপর তিনি তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন; আর এখন তিনি তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন, কারণ আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। স্মরণ করো, যখন তোমরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠছিলে, কারও দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিলে না, অথচ রাসূল পিছন থেকে তোমাদের ডাকছিল। তাই তিনি তোমাদের দুঃখের উপর দুঃখ দিলেন, যাতে তোমাদের যা হাতছাড়া হয়েছে এবং তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য তোমরা দুঃখ না করো। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। তারপর দুঃখের পর তিনি তোমাদের উপর নাযিল করলেন প্রশান্তি—এক তন্দ্রা, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করল, আর আরেক দল, যারা কেবল নিজেদের চিন্তায় ব্যস্ত ছিল, আল্লাহ সম্পর্কে অন্যায় ধারণা করছিল, জাহিলিয়াতের ধারণা; তারা বলছিল, 'এ বিষয়ে আমাদের কি কোনো এখতিয়ার আছে?' বলো, 'সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ আল্লাহরই এখতিয়ারে।' তারা তাদের অন্তরে এমন কিছু লুকিয়ে রাখে যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে, 'এ বিষয়ে আমাদের কোনো এখতিয়ার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।' বলো, 'তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে, তবু যাদের জন্য মৃত্যু অবধারিত ছিল তারা নিজেদের মৃত্যুশয্যার স্থানে বেরিয়ে আসত'—যাতে আল্লাহ তোমাদের বুকে যা আছে তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশুদ্ধ করেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। যেদিন দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়েছিল, সেদিন তোমাদের মধ্যে যারা পিঠ ফিরিয়েছিল—তাদের কোনো কৃতকর্মের কারণে শয়তানই তাদের পদস্খলিত করেছিল; তবে আল্লাহ এখন তাদের মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, সহনশীল। (149–155)

হে মুমিনগণ, তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা সত্য অস্বীকার করে এবং তাদের ভাইয়েরা যখন দেশে সফর করে কিংবা যুদ্ধে বের হয় তখন তাদের সম্পর্কে বলে, 'তারা যদি আমাদের কাছে থাকত, তবে মারা যেত না, নিহতও হত না'—ফলে আল্লাহ একে তাদের অন্তরে মনস্তাপের কারণ বানিয়ে দেন। আল্লাহই জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান; তোমরা যা করো আল্লাহ তা সবই দেখেন। তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মারা যাও, তবে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত নিশ্চয়ই তারা যা কিছু জমা করে তার চেয়ে উত্তম। আর তোমরা মারা যাও বা নিহত হও, আল্লাহরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে। (156–158)

হে নবী, আল্লাহর রহমতেই তুমি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলে। তুমি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয়ের হতে, তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। সুতরাং তাদের মাফ করো, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, এবং কাজকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো; তারপর যখন সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করো। যারা তাঁর উপর ভরসা করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করলে কেউ তোমাদের পরাভূত করতে পারবে না; আর

তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করলে তাঁর পরে আর কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে? সুতরাং মুমিনরা যেন আল্লাহরই উপর ভরসা করে। (159–160)

কোনো নবীর পক্ষে গনীমতের মালে খিয়ানত করা সম্ভব নয়; যে খিয়ানত করবে সে যা আত্মসাৎ করেছে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে হাজির হবে। তারপর প্রত্যেককে তার অর্জনের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে, আর কারও প্রতি যুলুম করা হবে না। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, সে কি তার মতো, যে নিজের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডেকে এনেছে, যার আবাস জাহান্নাম? কতই না মন্দ সেই গন্তব্য! আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন স্তরের; আর তারা যা করে আল্লাহ তা সবই দেখেন। (161–163)

আল্লাহ মুমিনদের উপর অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াত তিলাওয়াত করে, তাদের পরিশুদ্ধ করে, এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শেখায়; অথচ এর আগে তারা ছিল সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে। কী ব্যাপার, যখন তোমাদের উপর এক বিপদ এল, অথচ তোমরা তো তোমাদের শত্রুকে এর দ্বিগুণ আঘাত করেছিলে, তখন তোমরা বললে, 'এ কোথা থেকে এল?' বলো, 'এ তোমাদের নিজেদেরই পক্ষ থেকে।' আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। যেদিন দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়েছিল সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল, তা আল্লাহর অনুমতিক্রমেই হয়েছিল, যাতে তিনি মুমিনদের জেনে নেন, আর জেনে নেন মুনাফিকদেরও, যাদের বলা হয়েছিল, 'এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো, কিংবা অন্তত আত্মরক্ষা করো,' তখন তারা বলেছিল, 'আমরা যদি জানতাম যে যুদ্ধ হবে, তবে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম।' সেদিন তারা ঈমানের চেয়ে অস্বীকৃতিরই বেশি নিকটবর্তী ছিল; তারা মুখে এমন কথা বলছিল যা তাদের অন্তরে ছিল না। তারা যা গোপন করে আল্লাহ তা সবচেয়ে ভালো জানেন। (164–167)

এরাই তারা, যারা নিজেরা ঘরে বসে থেকে তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলেছিল, 'তারা যদি আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না।' বলো, 'তবে তোমরা নিজেদের থেকে মৃত্যুকে হটিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না: না, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের কাছে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত; আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত, আর যারা এখনো তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি বরং পিছনে রয়ে গেছে, তাদের জন্যও তারা খুশি যে তাদের কোনো ভয় থাকবে না, তারা দুঃখিতও হবে না—তারা খুশি আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহে, এবং এজন্য যে আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট হতে দেন না। আঘাত পাওয়ার পরও যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে—তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে ও আল্লাহ-সচেতন থেকেছে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার—যাদের লোকেরা বলেছিল, 'লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, সুতরাং তাদের ভয় করো,' কিন্তু এতে তাদের ঈমান আরও বেড়ে গেল, আর তারা বলল, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট: তিনি কতই

না উত্তম কর্মবিধায়ক।' তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এল; কোনো অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি, আর তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল। আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী। এ তো কেবল শয়তান, যে তোমাদের তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং তাদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হও। (168–175)

যারা অস্বীকৃতির দিকে ছুটে যায় তারা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়: তারা আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চান আখিরাতে তাদের কোনো অংশ না দিতে; তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ শাস্তি। যারা ঈমানের বিনিময়ে অস্বীকৃতি কিনে নেয়, তারা আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না; তাদের জন্য অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যারা সত্য অস্বীকার করে তারা যেন মনে না করে যে, আমি তাদের যে অবকাশ দিই তা তাদের জন্য কল্যাণকর: আমি তাদের অবকাশ দিই কেবল এজন্য যে, তারা যেন পাপে আরও বেড়ে যায়। তাদের জন্য অপেক্ষা করছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ মুমিনদের সে অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না, যতক্ষণ না তিনি মন্দকে ভালো থেকে আলাদা করেন; আর আল্লাহ তোমাদের অদৃশ্যের খবরও জানাবেন না। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তা প্রকাশ করার জন্য মনোনীত করেন। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনো: যদি তোমরা ঈমান আনো ও আল্লাহ-সচেতন হও, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যাদের যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে তা তাদের জন্য কল্যাণকর; না, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যে বিষয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি করে পরিয়ে দেওয়া হবে। আসমান ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই; আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। (176–180)

আল্লাহ অবশ্যই তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে, 'আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা ধনী।' তারা যা বলেছে এবং অন্যায়ভাবে তাদের নবীদের হত্যা করাও আমি লিখে রাখব, আর বলব, 'দহনকারী আগুনের শাস্তির স্বাদ নাও! এ তারই ফল, যা তোমাদের নিজেদের হাত আগে পাঠিয়েছে—আর আল্লাহ কখনো তাঁর বান্দাদের প্রতি অবিচার করেন না।' এরাই তারা, যারা বলে, 'আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমরা কোনো রাসূলের প্রতি ঈমান আনব না, যতক্ষণ না সে আমাদের কাছে এমন কুরবানী নিয়ে আসে যা আগুন গ্রাস করে নেয়।' বলো, 'আমার আগে তোমাদের কাছে বহু রাসূল সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, আর তোমরা যার কথা বলছ তা নিয়েও; তবে তোমরা সত্যবাদী হলে তাদের হত্যা করেছিলে কেন?' হে নবী, তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তোমার আগেও বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, যারা এসেছিল সুস্পষ্ট প্রমাণ, সহীফা ও আলোকদানকারী কিতাব নিয়ে। প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে, আর কেবল কিয়ামতের দিনই তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। যাকে আগুন থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই প্রকৃত সফল; পার্থিব জীবন প্রতারণার ভোগসামগ্রী

ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমাদের অবশ্যই তোমাদের ধন-সম্পদে ও নিজেদের জীবনে পরীক্ষা করা হবে, আর তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের কাছ থেকে এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে তাদের কাছ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো ও আল্লাহ-সচেতন থাকো, তবে তা অবশ্যই দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (181–186)

যখন আল্লাহ তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল: 'তোমরা অবশ্যই তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না।' কিন্তু তারা তা পিঠের পিছনে ছুড়ে ফেলল এবং তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে দিল—কতই না মন্দ তাদের সেই কেনাবেচা! যারা নিজেদের কৃতকর্মে উল্লসিত হয় এবং যা করেনি তার জন্য প্রশংসিত হতে ভালোবাসে—মনে করো না যে তারা শাস্তি থেকে নিরাপদ: তাদের জন্য অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (187–188)

আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই; আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে—যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে: 'হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি এ অনর্থক সৃষ্টি করোনি। তুমি মহাপবিত্র! সুতরাং আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।' 'হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করাও, তাকে তো তুমি লাঞ্ছিতই করলে; আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে ডাকতে শুনেছি, "তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো," আর আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের গুনাহ ক্ষমা করো, আমাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দাও, এবং আমাদের মৃত্যু দাও পুণ্যবানদের সঙ্গে। হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার রাসূলদের মাধ্যমে তুমি আমাদের যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদের দাও, আর কিয়ামতের দিন আমাদের লাঞ্ছিত করো না: তুমি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।' তখন তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিলেন: 'আমি তোমাদের কোনো কর্মীর কর্ম কখনো নষ্ট হতে দেব না, সে পুরুষ হোক বা নারী—তোমরা একে অপরের অংশ। যারা হিজরত করেছে, যাদের নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, যারা আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে, যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে—আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দেব এবং তাদের প্রবেশ করাব এমন উদ্যানে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত: এ আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার, আর আল্লাহরই কাছে রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার।' (189–195)

হে নবী, যারা সত্য অস্বীকার করে দেশে দেশে তাদের অবাধ চলাফেরা যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে: এ সামান্য ভোগমাত্র, তারপর তাদের আবাস জাহান্নাম—কতই না মন্দ সেই বিশ্রামস্থল!

কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে সচেতন, তাদের জন্য রয়েছে এমন উদ্যান, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে: এ আল্লাহর পক্ষ থেকে আতিথেয়তা; আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা পুণ্যবানদের জন্য সর্বোত্তম। (196–198)

আহলে কিতাবের মধ্যে অবশ্যই এমন লোক আছে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, আর যা তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তাতে এবং যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছিল তাতেও, আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত হয়ে: তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে না। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে পুরস্কার; আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত। হে মুমিনগণ, ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যে অন্যদের ছাড়িয়ে যাও, অবিচল থাকো, এবং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (199–200)

4. নারী (আন-নিসা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হে মানবজাতি, তোমাদের সেই প্রতিপালক সম্পর্কে সচেতন থাকো, যিনি তোমাদের একটি মাত্র প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তা থেকেই তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে দাবি জানাও, আর আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কেও: আল্লাহ সর্বদা তোমাদের উপর দৃষ্টি রাখেন।[6] (1)

ইয়াতীমদের তাদের সম্পদ দিয়ে দাও; ভালোর সঙ্গে মন্দ বদল করো না, আর তাদের সম্পদ নিজেদের সম্পদের সঙ্গে মিলিয়ে গ্রাস করো না—নিশ্চয়ই তা মহাপাপ। যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে অন্য নারীদের মধ্যে যাদের তোমাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করো—দুই, তিন কিংবা চার; কিন্তু যদি আশঙ্কা হয় যে তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে কেবল একজনকে, কিংবা দাসীদের। অবিচার থেকে বেঁচে থাকার এটাই অধিক সম্ভাবনাময় পথ। নারীদের তাদের মোহর খুশিমনে উপহার হিসেবে দিয়ে দাও; তবে তারা যদি স্বেচ্ছায় তার কিছু অংশ তোমাদের ছেড়ে দেয়, তবে তা স্বচ্ছন্দে তৃপ্তির সঙ্গে ভোগ করো। (2–4)

আল্লাহ যে সম্পদকে তোমাদের জীবনধারণের অবলম্বন বানিয়েছেন, তা নির্বোধদের হাতে তুলে দিয়ো না; তবে তা থেকে তাদের খাওয়াও, পরাও, এবং তাদের সঙ্গে সদয়ভাবে কথা বলো। ইয়াতীমদের পরীক্ষা করতে থাকো, যতক্ষণ না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে; তারপর যদি তাদের মধ্যে বিচারবুদ্ধি দেখতে পাও, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে তুলে দাও। তারা বড় হয়ে যাবে এই ভয়ে অপচয় করে তাড়াহুড়ো করে তা খেয়ে ফেলো না। যে অভিভাবক সচ্ছল সে যেন তা থেকে কিছু নেওয়া থেকে বিরত থাকে, আর যে অভাবী সে ন্যায়সঙ্গত পরিমাণে তা থেকে নিতে পারে। যখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে তুলে দেবে, তখন তাদের উপস্থিতিতে সাক্ষী রাখো—যদিও হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (5–6)

পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে যায় তাতে পুরুষদের অংশ আছে, আর পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে যায় তাতে নারীদেরও অংশ আছে, তা অল্প হোক বা বেশি: এক নির্ধারিত অংশ। বণ্টনের সময় যদি অন্য আত্মীয়, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্তরা উপস্থিত থাকে, তবে তা থেকে

[6] এটি কুরআনের একটি মৌলিক আয়াত, যা নিকাহ বা মুসলিম বিবাহের সময় সর্বদা তিলাওয়াত করা হয়। আয়াতটিতে নির্দেশিত বিবর্তনের প্রতি একটি সূক্ষ্ম অথচ অত্যন্ত নাটকীয় ইঙ্গিত রয়েছে। হাওয়া আদমের পাঁজর থেকে এসেছেন—বাইবেলের এই দাবির বিপরীতে কুরআন বলে যে প্রথম জোড়া এসেছিল এক নারী-সত্তা থেকে, যা বিবর্তনের আদি পর্বে প্রথম যৌন প্রজননের আবির্ভাবের দিকে ইঙ্গিত করে।

তাদেরও কিছু দাও এবং তাদের সঙ্গে সদয়ভাবে কথা বলো। যারা নিজেদের অসহায় সন্তানদের পিছনে রেখে গেলে তাদের জন্য শঙ্কিত হত, তারা যেন অন্যদের ব্যাপারেও তেমনি শঙ্কিত হয়: তারা যেন আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং সোজা কথা বলে। যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের সম্পদ গ্রাস করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ভরে না; তারা জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হবে। (7–10)

আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন: এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। যদি কেবল কন্যাই থাকে, দুই বা তার বেশি, তবে তাদের জন্য মৃত ব্যক্তি যা রেখে গেছে তার দুই-তৃতীয়াংশ; আর যদি একজন মাত্র থাকে, তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্য সে যা রেখে গেছে তার ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি তার সন্তান থাকে; যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার পিতা-মাতাই তার উত্তরাধিকারী হয়, তবে তার মায়ের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ; যদি তার ভাই বা বোন থাকে, তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ—সে যে অসিয়ত করে গেছে তা পূরণ করার কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা-মাতা ও তোমাদের সন্তান—তোমরা জানো না তাদের মধ্যে কে উপকারের দিক থেকে তোমাদের অধিক নিকটবর্তী। এ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীরা যা রেখে যায় তার অর্ধেক তোমাদের, যদি তাদের সন্তান না থাকে; যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তারা যা রেখে যায় তার চার ভাগের এক ভাগ তোমাদের—তারা যে অসিয়ত করে গেছে তা পূরণ করার কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। আর তোমরা যা রেখে যাও তার চার ভাগের এক ভাগ তাদের, যদি তোমাদের সন্তান না থাকে; যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তোমরা যা রেখে যাও তার আট ভাগের এক ভাগ তাদের—তোমরা যে অসিয়ত করে গেছ তা পূরণ করার কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। যদি কোনো পুরুষ বা নারী সরাসরি কোনো উত্তরাধিকারী না রেখে যায়, কিন্তু তার এক ভাই বা এক বোন থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ; যদি তারা এর চেয়ে বেশি হয়, তবে তারা তিন ভাগের এক ভাগে অংশীদার হবে—যে অসিয়ত করা হয়েছে তা পূরণ করার কিংবা ঋণ পরিশোধের পর, কারও ক্ষতি না করে। এ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে সে চিরকাল থাকবে; এটাই মহাসাফল্য। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে; আর তার জন্য অপেক্ষা করছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (11–14)

তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা অশ্লীল কাজ করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী তলব করো; যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের ঘরে আটকে রাখো, যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের তুলে নেয় কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য কোনো পথ করে দেন। তোমাদের মধ্যে যে দুজন তা করে,

তাদের উভয়কে শাস্তি দাও; কিন্তু তারা যদি তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের ছেড়ে দাও। আল্লাহ তওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু। আল্লাহ কেবল তাদেরই তওবা কবুল করেন, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে ফেলে, তারপর অবিলম্বে তওবা করে; এদের দিকেই আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে ফেরেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। কিন্তু তাদের তওবা কবুল হয় না, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, অবশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, 'এখন আমি তওবা করলাম,' আর তাদের তওবাও নয়, যারা সত্য অস্বীকারকারী অবস্থায় মারা যায়: তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (15–18)

হে মুমিনগণ, নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়; আর তোমরা তাদের যা দিয়েছ তার কিছু অংশ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করো না, যদি না তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো; যদি তোমরা তাদের অপছন্দ করো, তবে হতে পারে তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছ যার মধ্যে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন। যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও, আর তাদের একজনকে তোমরা বিপুল সম্পদও দিয়ে থাকো, তবু তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিয়ো না। তোমরা কি অপবাদ দিয়ে ও প্রকাশ্য পাপের মাধ্যমে তা নেবে? আর কীভাবেই বা তোমরা তা নেবে, যখন তোমরা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়েছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছে? (19–21)

তোমাদের পিতারা যে নারীদের বিয়ে করেছিল, তাদের তোমরা বিয়ে করো না—তবে যা আগে হয়ে গেছে তা ভিন্ন: এ ছিল অশ্লীল, ঘৃণ্য কাজ এবং নিকৃষ্ট পন্থা। তোমাদের জন্য বিয়ে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, তোমাদের সেই মায়েরা যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, এবং তোমাদের তত্ত্বাবধানে থাকা সৎ-মেয়েরা, যারা তোমাদের সেই স্ত্রীদের গর্ভজাত যাদের সঙ্গে তোমরা মিলিত হয়েছ—তবে যদি তোমরা তাদের সঙ্গে মিলিত না হয়ে থাকো, তাহলে তোমাদের কোনো দোষ নেই—এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীরা; আর দুই বোনকে একসঙ্গে গ্রহণ করাও তোমাদের জন্য হারাম, তবে যা আগে হয়ে গেছে তা ভিন্ন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। বিবাহিতা নারীরাও হারাম, তবে তাদের দাসীরা ভিন্ন: এ তোমাদের জন্য আল্লাহর বিধান। এদের ছাড়া আর সবাই তোমাদের জন্য হালাল, যদি তোমরা নিজেদের সম্পদের বিনিময়ে তাদের চাও সৎ বিবাহবন্ধনের জন্য, ব্যভিচারের জন্য নয়। তাদের কাছ থেকে তোমরা যে সম্ভোগ লাভ করেছ, তার জন্য তাদের প্রাপ্য নির্ধারিত দায় হিসেবে দিয়ে দাও; নির্ধারণের পর তোমরা পারস্পরিক সম্মতিতে যা স্থির করো তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (22–24)

তোমাদের মধ্যে কারও যদি স্বাধীন মুমিন নারীদের বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকে, তবে সে যেন মুমিন দাসীদের মধ্য থেকে বিয়ে করে। তোমাদের ঈমান সম্পর্কে আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন: তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং তাদের মালিকদের অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে করো, এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের মোহর দিয়ে দাও, সতী-সাধ্বী নারী হিসেবে, যারা ব্যভিচারিণী নয় এবং গোপন প্রণয়ীও গ্রহণ করে না। তারপর বিবাহিতা হওয়ার পর যদি তারা অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদের শাস্তি হবে স্বাধীন নারীদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির অর্ধেক। এ তোমাদের মধ্যে তাদের জন্য, যারা পাপে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করে; তবে ধৈর্য ধারণ করাই তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। আল্লাহ চান তোমাদের কাছে বিষয়গুলো স্পষ্ট করে দিতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথে তোমাদের পরিচালিত করতে, এবং দয়াপরবশ হয়ে তোমাদের দিকে ফিরতে: আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ চান দয়াপরবশ হয়ে তোমাদের দিকে ফিরতে, কিন্তু যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা যেন বহুদূরে বিচ্যুত হয়ে যাও। আল্লাহ চান তোমাদের বোঝা হালকা করতে, কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। (25–28)

হে মুমিনগণ, তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, বরং পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা করো; আর তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি অসীম দয়ালু। যে সীমালঙ্ঘন ও অন্যায়ভাবে তা করবে, আমি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করব; আর তা আল্লাহর পক্ষে সহজ। তোমাদের যে বড় বড় পাপ থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা যদি তোমরা এড়িয়ে চলো, তবে আমি তোমাদের ছোটখাটো মন্দ কাজগুলো মুছে দেব এবং তোমাদের সম্মানের দরজা দিয়ে প্রবেশ করাব। আল্লাহ যা দিয়ে তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তার লোভ করো না: পুরুষরা যা অর্জন করেছে তাতে তাদের অংশ আছে, আর নারীরা যা অর্জন করেছে তাতে তাদের অংশ আছে। আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো; আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী। পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে যায়, তার জন্য আমি প্রত্যেকের উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি; আর যাদের সঙ্গে তোমরা শপথের মাধ্যমে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছ, তাদের তাদের অংশ দিয়ে দাও। আল্লাহ সব কিছুর সাক্ষী। (29–33)

পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, কারণ আল্লাহ একজনকে অন্যজনের চেয়ে বেশি দিয়েছেন, এবং কারণ তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং সৎকর্মশীলা নারীরা অনুগত হয়, স্বামীদের অনুপস্থিতিতে তা-ই হেফাযত করে যা আল্লাহ হেফাযত করাতে চান। আর যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা তোমরা করো, তাদের উপদেশ দাও, তারপর শয্যায় তাদের একা ছেড়ে দাও, তারপর তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও; কিন্তু তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ খুঁজো না। আল্লাহ সুউচ্চ, সুমহান। যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করো, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালিস এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত

করো; তারা উভয়ে যদি মীমাংসা চায়, তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলমিশ করে দেবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। (34–35)

আল্লাহর ইবাদত করো, আর তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করো না। সদয় ব্যবহার করো পিতা-মাতার সঙ্গে, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্তদের সঙ্গে, নিকট প্রতিবেশী ও অনাত্মীয় প্রতিবেশীর সঙ্গে, পাশের সঙ্গীর সঙ্গে, মুসাফিরের সঙ্গে এবং দাস-দাসীদের সঙ্গে। আল্লাহ অহংকারী ও দাম্ভিকদের ভালোবাসেন না—যারা কৃপণতা করে এবং অন্যদেরও কৃপণতার নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে। যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি—আর তারাও, যারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য, অথচ আল্লাহর প্রতিও ঈমান রাখে না, শেষ দিনের প্রতিও না। শয়তান যার সঙ্গী হয়—কতই না মন্দ সেই সঙ্গী! তাদের কী ক্ষতি হত, যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনত, এবং আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করত? আল্লাহ তাদের ভালোভাবেই জানেন। আল্লাহ কারও প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করেন না; আর কোনো সৎকাজ হলে তিনি তাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার দান করেন। তখন কী অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী হাজির করব, আর হে নবী, তোমাকে এদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে হাজির করব? সেদিন যারা সত্য অস্বীকার করেছিল এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছিল, তারা কামনা করবে, যদি মাটি তাদের উপর সমান করে দেওয়া হত! আর তারা আল্লাহর কাছ থেকে একটি কথাও গোপন করতে পারবে না। (36–42)

হে মুমিনগণ, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়ো না, যতক্ষণ না বুঝতে পারো তোমরা কী বলছ; আর বড় অপবিত্রতার অবস্থায়ও নয়—তবে পথ অতিক্রমকারী হলে ভিন্ন কথা—যতক্ষণ না গোসল করে নাও। যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ শৌচকর্ম সেরে আসে, কিংবা তোমরা নারীদের স্পর্শ করে থাকো, আর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি নাও এবং তা দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মুছে নাও। আল্লাহ অতিশয় মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল। (43)

তুমি কি তাদের কথা ভেবে দেখোনি, যাদের কিতাবের একটি অংশ দেওয়া হয়েছিল? তারা ভ্রষ্টতা কিনে নেয়, আর চায় তোমরাও যেন পথ হারাও। তোমাদের শত্রু কারা, তা আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন; অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট। ইহুদীদের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা কথাগুলোকে তার স্থান থেকে সরিয়ে দেয় এবং বলে, ‘আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম,’ এবং ‘শোনো, তুমি যেন না শুনতে পাও,’ এবং ‘রা‘ইনা’—জিহ্বা বাঁকিয়ে এবং দ্বীনের উপর আঘাত করে। তারা যদি বলত, ‘আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম,’ এবং ‘শুনুন,’ এবং ‘উনযুরনা,’ তবে তা তাদের জন্য উত্তম ও অধিক সঠিক হত; কিন্তু তাদের অস্বীকৃতির কারণে আল্লাহ তাদের অভিশাপ দিয়েছেন, তাই তারা অল্পই ঈমান আনে। (44–46)

হে কিতাবপ্রাপ্তগণ, আমি যা নাযিল করেছি তাতে ঈমান আনো, যা তোমাদের কাছে আগে থেকে থাকা কিতাবের সত্যায়নকারী, তার আগে যে আমি চেহারাগুলো মুছে দিয়ে সেগুলোকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দিই, কিংবা তাদের অভিশাপ দিই যেমন অভিশাপ দিয়েছিলাম শনিবারওয়ালাদের। আল্লাহর নির্দেশ সর্বদাই কার্যকর হয়। আল্লাহ তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করা ক্ষমা করেন না, তবে এর চেয়ে নিম্নতর যা কিছু আছে তা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করে, সে এক ভয়ংকর পাপ রচনা করে। তুমি কি তাদের কথা ভেবে দেখোনি, যারা নিজেদের পবিত্র বলে দাবি করে? না—বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন, আর তাদের প্রতি খেজুর-আঁটির সুতা পরিমাণও যুলুম করা হবে না। দেখো, তারা কীভাবে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে; প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এ-ই যথেষ্ট। তুমি কি তাদের কথা ভেবে দেখোনি, যাদের কিতাবের একটি অংশ দেওয়া হয়েছিল? তারা প্রতিমা ও মিথ্যা উপাস্যে বিশ্বাস করে, আর যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে বলে, 'মুমিনদের চেয়ে এরাই অধিক সঠিক পথে আছে।' এরাই তারা, যাদের আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন; আর আল্লাহ যাকে অভিশাপ দেন, তুমি তার কোনো সাহায্যকারী পাবে না। নাকি রাজত্বে তাদের কোনো অংশ আছে? থাকলেও তারা মানুষকে খেজুর-আঁটির বিন্দু পরিমাণও দিত না। নাকি আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন তার জন্য তারা তাদের হিংসা করে? আমি তো ইবরাহীমের পরিবারকে কিতাব ও হিকমত দিয়েছিলাম, এবং তাদের দিয়েছিলাম বিশাল রাজত্ব। তাদের কেউ তাতে ঈমান এনেছিল আর কেউ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল; জ্বলন্ত আগুন হিসেবে জাহান্নামই যথেষ্ট। যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তাদের আমি আগুনে নিক্ষেপ করব: যখনই তাদের চামড়া পুড়ে গলে যাবে, আমি তার বদলে নতুন চামড়া দেব, যাতে তারা শাস্তির স্বাদ নিতে থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের আমি প্রবেশ করাব এমন উদ্যানে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র সঙ্গী, আর আমি তাদের প্রবেশ করাব ঘন স্নিগ্ধ ছায়ায়। (47–57)

আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন, আমানত তার মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিতে, আর যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করতে। আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কতই না উত্তম! আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। হে মুমিনগণ, আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদেরও। কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হলে তা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে পেশ করো, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো: এটাই উত্তম এবং পরিণামের দিক থেকে সবচেয়ে সুন্দর। তুমি কি তাদের কথা ভেবে দেখোনি, যারা দাবি করে যে তারা তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছিল তাতে ঈমান রাখে? তারা নিজেদের বিবাদ মিথ্যা বিচারকদের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল তাদের প্রত্যাখ্যান করতে; আর শয়তান চায় তাদের বহুদূরে পথভ্রষ্ট করতে। যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং

রাসূলের দিকে এসো,' তখন তুমি মুনাফিকদের দেখো, তারা বিতৃষ্ণায় তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন কী অবস্থা হবে, যখন তাদের নিজেদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে তার কারণে তাদের উপর কোনো বিপদ আসবে? তখন তারা আল্লাহর নামে শপথ করতে করতে তোমার কাছে আসবে, 'আমরা তো কল্যাণ ও মীমাংসা ছাড়া আর কিছুই চাইনি।' এদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন; সুতরাং তাদের উপেক্ষা করো, তাদের উপদেশ দাও, আর তাদের নিজেদের সম্পর্কে তাদের এমন কথা বলো যা মর্ম স্পর্শ করে। (58–63)

আমি কোনো রাসূল পাঠাইনি এ উদ্দেশ্য ছাড়া যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার আনুগত্য করা হবে। হে নবী, তারা যখন নিজেদের উপর যুলুম করেছিল, তখন যদি তারা তোমার কাছে আসত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত, আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত—তবে তারা আল্লাহকে পেত তওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু। কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবাদে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দাও সে ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনো দ্বিধা না পায়, বরং সম্পূর্ণরূপে মেনে নেয়। আমি যদি তাদের জন্য বিধান দিতাম, 'নিজেদের জীবন বিলিয়ে দাও,' কিংবা 'নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাও,' তবে তাদের অল্প কয়েকজনই তা করত। তাদের যা উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যদি তা করত, তবে তা তাদের জন্য উত্তম হত এবং তাদের অধিক দৃঢ়তা দিত; তখন আমি নিজের পক্ষ থেকে তাদের মহাপুরস্কার দিতাম, এবং তাদের সরল পথে পরিচালিত করতাম। যে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, সে তাদের সঙ্গী হবে যাদের আল্লাহ অনুগ্রহ দান করেছেন: নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মশীলগণ—আর কতই না উত্তম সঙ্গী এরা! এ আল্লাহর অনুগ্রহ; আর সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (64–70)

হে মুমিনগণ, তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করো; তারপর দলে দলে ভাগ হয়ে বের হও, কিংবা সবাই একসঙ্গে বের হও। তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে পিছনে পড়ে থাকে; তারপর তোমাদের উপর কোনো বিপদ এলে সে বলে, 'আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম না।' আর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো অনুগ্রহ আসে, তখন সে বলে—যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোনো বন্ধুত্বই ছিল না—'হায়, আমি যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম, তবে বিরাট সাফল্য লাভ করতাম!' যারা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রি করে দেয়, তারা যেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে; যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক, আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব। তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে না, আর সেই নিপীড়িত পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্যও নয়, যারা ফরিয়াদ করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এই জনপদ থেকে বের করে নাও যার অধিবাসীরা যালিম, আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক নিযুক্ত করো, এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করো'? যারা ঈমান এনেছে তারা যুদ্ধ করে

আল্লাহর পথে, আর যারা সত্য অস্বীকার করে তারা যুদ্ধ করে মিথ্যা উপাস্যদের পথে। সুতরাং শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো: শয়তানের কৌশল নিশ্চয়ই দুর্বল। (71–76)

তুমি কি তাদের কথা ভেবে দেখোনি, যাদের বলা হয়েছিল, 'তোমাদের হাত সংযত রাখো, নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও'? তারপর যখন তাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হল, তখন তাদের একদল মানুষকে তেমনি ভয় করতে লাগল যেমন ভয় করা উচিত আল্লাহকে, বরং তার চেয়েও বেশি, আর বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করলে? যদি আমাদের আরও কিছুকাল অবকাশ দিতে!' বলো, 'দুনিয়ার ভোগ সামান্য, আর যারা আল্লাহ-সচেতন তাদের জন্য আখিরাতই উত্তম; আর তোমাদের প্রতি খেজুর-আঁটির সুতা পরিমাণও যুলুম করা হবে না।' তোমরা যেখানেই থাকো, মৃত্যু তোমাদের ধরে ফেলবেই, তোমরা সুউচ্চ দুর্গে থাকলেও। তাদের কোনো কল্যাণ হলে তারা বলে, 'এ আল্লাহর পক্ষ থেকে'; আর তাদের কোনো অকল্যাণ হলে তারা বলে, 'হে নবী, এ তোমার কারণে।' বলো, 'সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।' এই লোকদের কী হয়েছে যে, তারা একটি কথাও প্রায় বুঝতে পারে না? তোমার যে কল্যাণ হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তোমার যে অকল্যাণ হয় তা তোমার নিজের কারণে। আমি তোমাকে মানবজাতির জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছি, আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল; আর যে মুখ ফিরিয়ে নিল—আমি তোমাকে তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তারা বলে, 'আমরা মেনে নিলাম,' কিন্তু যখন তারা তোমার কাছ থেকে চলে যায়, তখন তাদের একদল রাতে তুমি যা বলো তার বিপরীত পরিকল্পনা আঁটে; তারা রাতে যা পরিকল্পনা করে আল্লাহ তা লিখে রাখেন। সুতরাং তাদের উপেক্ষা করো এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো; কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (77–81)

তারা কি কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না? এ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে হত, তবে তারা এতে অনেক অসঙ্গতি পেত।[7] (82)

যখনই তাদের কাছে নিরাপত্তা বা ভয়ের কোনো সংবাদ আসে, তারা তা প্রচার করে বেড়ায়; অথচ তারা যদি তা রাসূলের কাছে এবং তাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের কাছে পেশ করত, তবে তাদের মধ্যে যারা এর মর্ম উদ্ঘাটন করতে পারে তারা তা জেনে নিত। তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না থাকলে অল্প কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে। (83)

---

[7] একটি মৌলিক আয়াত: মহিমান্বিত কুরআন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক বা ধর্মতাত্ত্বিক স্ববিরোধ থেকে মুক্ত
কুরআন 3:7 ও 4:82 – বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের আলোকে একটি সমন্বিত ভাষ্য
কুরআন 4:82 নিয়ে ভাবনা – ঐশী সংগতির মনস্তত্ত্ব, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব

সুতরাং হে নবী, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো; তুমি কেবল নিজের জন্যই দায়ী। আর মুমিনদের উদ্‌বুদ্ধ করো: হতে পারে আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর, শাস্তিদানেও কঠোরতর। (84)

যে ভালো কাজের জন্য সুপারিশ করে, তাতে তার অংশ থাকবে, আর যে মন্দ কাজের জন্য সুপারিশ করে, তার বোঝার একটি অংশ সে বহন করবে; আল্লাহ সব কিছুর উপর দৃষ্টি রাখেন। যখন তোমাদের কোনো অভিবাদন জানানো হয়, তখন তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন জানাও, কিংবা অনুরূপই ফিরিয়ে দাও; আল্লাহ সব কিছুর হিসাব গ্রহণকারী।[৪] (85–86)

আল্লাহ: তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি অবশ্যই তোমাদের কিয়ামতের দিনে একত্র করবেন, যাতে কোনো সন্দেহ নেই; আর কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে? (87)

তোমাদের কী হল যে, মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেলে, অথচ তাদের উপার্জনের কারণে আল্লাহ তাদের অস্বীকৃতির দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন? আল্লাহ যাদের বিপথে যেতে দিয়েছেন, তোমরা কি তাদের পথ দেখাতে চাও? আল্লাহ যাকে বিপথে যেতে দেন, তুমি তার জন্য কখনো কোনো পথ পাবে না। তারা চায়, তারা যেমন সত্য অস্বীকার করেছে তোমরাও তেমনি অস্বীকার করো, যাতে তোমরা সবাই সমান হয়ে যাও। সুতরাং তারা আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কাউকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করো না; আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদের যেখানেই পাও পাকড়াও করো ও হত্যা করো, আর তাদের কাউকে মিত্র বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না—তবে তারা ছাড়া, যারা এমন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হয় যাদের সঙ্গে তোমাদের চুক্তি রয়েছে, কিংবা যারা তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আসে যে তাদের অন্তর তোমাদের সঙ্গে বা নিজেদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সংকুচিত। আল্লাহ চাইলে তাদের তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতে পারতেন, তখন তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করত। সুতরাং তারা যদি তোমাদের থেকে সরে থাকে, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তির প্রস্তাব দেয়, তবে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য কোনো পথ রাখেননি। তোমরা আরও কিছু লোক পাবে, যারা তোমাদের থেকেও নিরাপদ থাকতে চায়, নিজেদের সম্প্রদায় থেকেও নিরাপদ থাকতে চায়; যখনই তাদের ফিতনার দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তারা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুতরাং তারা যদি তোমাদের থেকে সরে না থাকে, তোমাদের কাছে শান্তির প্রস্তাব না দেয় এবং নিজেদের হাত সংযত না রাখে, তবে তাদের যেখানেই পাও পাকড়াও করো ও হত্যা করো: এদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব দিয়েছি। (88–91)

[৪] এই মৌলিক আয়াতগুলো মুমিনদের মধ্যে উদারতার চেতনা সৃষ্টি করে, কারণ তাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে তাদের ক্ষুদ্রতম ভালো কাজটিও বৃথা যাচ্ছে না। সেগুলো লিপিবদ্ধ হচ্ছে এবং পুরস্কৃত হবে। তেমনি আমাদের সতর্ক থাকা এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকা দরকার, পাছে আমরা দোষী সাব্যস্ত হই।

কোনো মুমিনের জন্য এ সংগত নয় যে, সে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তবে ভুলবশত হলে ভিন্ন কথা। যে ভুলবশত কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তাকে একজন মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে এবং নিহতের পরিবারকে রক্তপণ দিতে হবে, যদি না তারা তা সদকা হিসেবে মাফ করে দেয়। নিহত ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের লোক হয় অথচ সে মুমিন, তবে একজন মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে; আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ের লোক হয় যাদের সঙ্গে তোমাদের চুক্তি রয়েছে, তবে তার পরিবারকে রক্তপণ দিতে হবে এবং একজন মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে। যে এর সামর্থ্য পায় না, তাকে একটানা দু'মাস রোযা রাখতে হবে: এ আল্লাহর পক্ষ থেকে তওবার বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তার প্রতিফল জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে: তার উপর আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপ, আর তিনি তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ভয়াবহ শাস্তি। হে মুমিনগণ, যখন তোমরা আল্লাহর পথে বের হও, তখন ভালোভাবে যাচাই করে নিয়ো, আর যে তোমাদের শান্তির অভিবাদন জানায় তাকে পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী সম্পদের লোভে বলো না, 'তুমি মুমিন নও'—আল্লাহর কাছে রয়েছে প্রচুর গনীমত। আগে তোমরাও তো এমনই ছিলে, তারপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন; সুতরাং ভালোভাবে যাচাই করে নিয়ো। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। (92–94)

মুমিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে—অক্ষমকারী আঘাত যাদের আছে তারা ছাড়া—তারা তাদের সমান নয়, যারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। যারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে সংগ্রাম করে, আল্লাহ তাদের ঘরে বসে থাকা লোকদের উপর এক স্তর মর্যাদা দিয়েছেন। প্রত্যেককেই আল্লাহ উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; তবে আল্লাহ সংগ্রামকারীদের ঘরে বসে থাকা লোকদের উপর মহাপুরস্কার দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন—তাঁর পক্ষ থেকে মর্যাদার নানা স্তর, ক্ষমা ও রহমত। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (95–96)

যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে, ফেরেশতারা যখন তাদের প্রাণ হরণ করে, তখন তারা বলবে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তারা উত্তর দেবে, 'আমরা দেশে নিপীড়িত ছিলাম।' ফেরেশতারা বলবে, 'আল্লাহর যমীন কি এত প্রশস্ত ছিল না যে তোমরা তাতে হিজরত করতে পারতে?' এদের আবাস জাহান্নাম—কতই না মন্দ সেই গন্তব্য!—তবে সেই প্রকৃত অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুরা ছাড়া, যাদের কোনো উপায় নেই এবং যারা কোনো পথও পায় না; এদের আল্লাহ হয়তো মাফ করে দেবেন: আল্লাহ অতিশয় মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল। যে আল্লাহর পথে হিজরত করে, সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য পাবে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশে মুহাজির হয়ে নিজের ঘর থেকে বের হয়, তারপর মৃত্যু তাকে পেয়ে বসে, তার পুরস্কার আল্লাহর যিম্মায় অবধারিত হয়ে যায়; আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (97–100)

যখন তোমরা দেশে সফর করো, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে সত্য অস্বীকারকারীরা তোমাদের আক্রমণ করতে পারে: সত্য অস্বীকারকারীরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। হে নবী, যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকো এবং তাদের নামাযে ইমামতি করো, তখন তাদের একদল যেন অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে তোমার সঙ্গে দাঁড়ায়। তারা সিজদা সম্পন্ন করলে যেন পিছনে সরে যায়, আর অন্য দল, যারা এখনো নামায পড়েনি, এগিয়ে এসে তোমার সঙ্গে নামায পড়ে, তারাও যেন সতর্কতা অবলম্বন করে ও অস্ত্র সঙ্গে রাখে। সত্য অস্বীকারকারীরা চায়, তোমরা যেন তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও মালপত্র সম্পর্কে অসতর্ক হও, যাতে তারা এক ঝটকায় তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। বৃষ্টির কারণে কষ্ট হলে কিংবা তোমরা অসুস্থ হলে অস্ত্র রেখে দেওয়ায় তোমাদের কোনো দোষ নেই; তবে সতর্কতা অবলম্বন করো। আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। যখন তোমরা নামায শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করো। তারপর যখন নিরাপদ হবে, তখন পূর্ণরূপে নামায কায়েম করো: নির্ধারিত সময়ে নামায মুমিনদের উপর ফরয করা হয়েছে। শত্রুর পিছু ধাওয়ায় দুর্বলতা দেখিয়ো না: তোমরা যদি কষ্ট পাও, তবে তারাও তো তোমাদের মতোই কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু তোমরা আল্লাহর কাছে এমন কিছুর আশা করো যার আশা তারা করে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (101–104)

হে নবী, আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যা দেখিয়েছেন সে অনুযায়ী তুমি মানুষের মধ্যে বিচার করো; সুতরাং বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে উকিল হয়ো না। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও: আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। যারা নিজেদের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের পক্ষে ওকালতি করো না: যে বিশ্বাসঘাতক ও পাপী, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন না। তারা মানুষের কাছ থেকে লুকায়, কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে লুকাতে পারে না: তিনি তাদের সঙ্গেই থাকেন, যখন তারা রাতে এমন কথার পরিকল্পনা করে যা তিনি পছন্দ করেন না; তারা যা করে আল্লাহ তা সবই ঘিরে রেখেছেন। এই তো তোমরা, পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষে ওকালতি করছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে কে তাদের পক্ষে ওকালতি করবে, কিংবা কে তাদের কর্মবিধায়ক হবে? যে মন্দ কাজ করে কিংবা নিজের উপর যুলুম করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে পাবে পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। যে পাপ কামাই করে, সে তা কেবল নিজের বিরুদ্ধেই কামাই করে; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর যে কোনো অপরাধ বা পাপ করে তা কোনো নির্দোষ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়, সে নিজের উপর অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা চাপিয়ে নেয়। (105–112)

হে নবী, তোমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না থাকলে তাদের একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল; কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে পথভ্রষ্ট করে না, আর তারা তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত

নাযিল করেছেন এবং তোমাকে শিখিয়েছেন যা তুমি জানতে না: তোমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ সত্যিই বিরাট। তাদের গোপন পরামর্শের অধিকাংশে কোনো কল্যাণ নেই, তবে যে দান-খয়রাতের, সৎকাজের কিংবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার নির্দেশ দেয় তার কথা ভিন্ন; যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এ কাজ করে, আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব। আর যে তার কাছে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করে, সে যেদিকে মুখ ফিরিয়েছে আমি তাকে সেদিকেই ছেড়ে দেব, এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব—কতই না মন্দ সেই গন্তব্য! (113–115)

আল্লাহ তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করা ক্ষমা করেন না, তবে এর চেয়ে নিম্নতর যা কিছু আছে তা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; যে আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করে, সে বহুদূরে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাঁকে ছেড়ে তারা কেবল কিছু নারী-দেবীকেই ডাকে; তারা কেবল এক অবাধ্য শয়তানকেই ডাকে, যাকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন। সে বলেছিল, 'আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে নেব; আমি তাদের পথভ্রষ্ট করব এবং তাদের মিথ্যা আশায় ভরিয়ে দেব; আমি তাদের আদেশ দেব, আর তারা গবাদিপশুর কান ছেদন করবে; আমি তাদের আদেশ দেব, আর তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে।' যে আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, সে স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের মিথ্যা আশায় ভরিয়ে দেয়; কিন্তু শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এদের আবাস জাহান্নাম, আর তারা তা থেকে পালানোর কোনো পথ পাবে না। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের আমি প্রবেশ করাব এমন উদ্যানে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল, অনন্তকাল থাকবে: এ আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি—আর কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে? বিষয়টি তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ীও নয়, আহলে কিতাবের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ীও নয়: যে মন্দ কাজ করবে তাকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে, আর সে আল্লাহ ছাড়া নিজের জন্য কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবে না। আর যে সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, এবং সে মুমিন—তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর তাদের প্রতি খেজুর-আঁটির বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। দ্বীনের দিক থেকে তার চেয়ে উত্তম কে, যে নিজের সমগ্র সত্তাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে, সৎকর্ম করে, এবং একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর; আল্লাহ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। (116–126)

হে নবী, তারা তোমার কাছে নারীদের সম্পর্কে বিধান জানতে চায়। বলো, 'আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদের বিধান দিচ্ছেন, আর কিতাবে তোমাদের কাছে যা তিলাওয়াত করা হয় তা-ও বিধান দিচ্ছে সেই ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে, যাদের জন্য যা নির্ধারিত তা তোমরা তাদের দাও না, অথচ

তাদের বিয়ে করতে চাও, আর অসহায় শিশুদের সম্পর্কে, এবং এ বিষয়ে যে তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করবে। তোমরা যে সৎকাজই করো, আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন।' (127)

কোনো নারী যদি তার স্বামীর পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার বা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তারা দুজন নিজেদের মধ্যে কোনো আপস-মীমাংসা করে নিলে তাদের কোনো দোষ নেই; আর আপস-মীমাংসাই উত্তম। মানুষের মন লোভের দিকে ঝুঁকে থাকে; কিন্তু তোমরা যদি সৎকর্ম করো ও আল্লাহ-সচেতন থাকো, তবে তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। তোমরা যতই চাও না কেন, স্ত্রীদের মধ্যে কখনো পুরোপুরি সমতা রক্ষা করতে পারবে না; তবে একজনের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়ে অন্যজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় ফেলে রেখো না। যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন করে নাও ও আল্লাহ-সচেতন থাকো, তবে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। আর যদি দুজন পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ নিজ প্রাচুর্য থেকে প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করে দেবেন: আল্লাহ সর্বব্যাপী, প্রজ্ঞাময়। আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম, আর তোমাদেরও নির্দেশ দিচ্ছি: আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো। আর যদি তোমরা সত্য অস্বীকার করো—তবে আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর; আল্লাহ অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসার যোগ্য। আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর; কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। হে মানবজাতি, তিনি চাইলে তোমাদের সম্পূর্ণ সরিয়ে দিয়ে তোমাদের জায়গায় অন্যদের নিয়ে আসতে পারেন: আল্লাহ তা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। যে দুনিয়ার পুরস্কার চায়—তবে আল্লাহরই কাছে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের পুরস্কার; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (128–134)

হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষী হিসেবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়; সে ব্যক্তি ধনী হোক বা দরিদ্র, আল্লাহ উভয়েরই অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং তোমরা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, পাছে ন্যায় থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ো; আর যদি তোমরা সাক্ষ্য বিকৃত করো কিংবা এড়িয়ে যাও, তবে তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। হে মুমিনগণ, ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, আর সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন, এবং সেই কিতাবের প্রতিও যা তিনি আগে নাযিল করেছিলেন। যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিনকে অস্বীকার করে, সে বহুদূরে পথভ্রষ্ট হয়েছে। যারা ঈমান আনে, তারপর সত্য অস্বীকার করে, আবার ঈমান আনে, আবার অস্বীকার করে, তারপর অস্বীকৃতিতে আরও বেড়ে যায়—আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না, তাদের কোনো পথও দেখাবেন না। মুনাফিকদের সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি— (135–138)

যারা মুমিনদের ছেড়ে সত্য অস্বীকারকারীদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে। তারা কি তাদের কাছে সম্মান খোঁজে? সমস্ত সম্মান তো আল্লাহরই। তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি আগেই নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে ও তা নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তখন তারা অন্য কথায় না যাওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে বসবে না—নইলে তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। আল্লাহ অবশ্যই মুনাফিকদের ও সত্য অস্বীকারকারীদের সবাইকে একসঙ্গে জাহান্নামে একত্র করবেন—যারা তোমাদের ব্যাপারে অপেক্ষায় ওত পেতে থাকে: যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় আসে, তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' আর যদি সত্য অস্বীকারকারীদের কিছু অংশ জোটে, তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের উপর প্রাধান্য পাইনি, আর মুমিনদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করিনি?' কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন, আর আল্লাহ কখনো সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য মুমিনদের বিরুদ্ধে কোনো পথ রাখবেন না। (139–141)

মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়, অথচ তিনিই তাদের ধোঁকায় ফেলেন। যখন তারা নামাযে দাঁড়ায়, দাঁড়ায় অলসভাবে, লোক দেখানোর জন্য, আর আল্লাহকে তারা খুব কমই স্মরণ করে—এ দুয়ের মাঝখানে দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে। আল্লাহ যাকে বিপথে যেতে দেন, তুমি তার জন্য কখনো কোনো পথ পাবে না। হে মুমিনগণ, মুমিনদের ছেড়ে সত্য অস্বীকারকারীদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর হাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে চাও? মুনাফিকরা থাকবে আগুনের সর্বনিম্ন স্তরে, আর তুমি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না—তবে তারা ছাড়া, যারা তওবা করে, নিজেদের সংশোধন করে নেয়, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং নিজেদের দ্বীনকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য করে নেয়: তারা মুমিনদের সঙ্গে থাকবে, আর আল্লাহ মুমিনদের মহাপুরস্কার দেবেন। তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও ও ঈমান আনো, তবে আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দিয়ে কী করবেন? আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ। মন্দ কথার প্রকাশ্য প্রচার আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে যার উপর যুলুম করা হয়েছে তার কথা ভিন্ন; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। তোমরা সৎকাজ প্রকাশ্যে করো বা গোপনে করো, কিংবা কোনো মন্দ আচরণ মাফ করে দাও—আল্লাহ অতিশয় মার্জনাকারী, সর্বশক্তিমান। (142–149)

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের অস্বীকার করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায়, বলে, 'আমরা কাউকে মানি আর কাউকে মানি না,' এবং এর মাঝামাঝি একটি পথ বেছে নিতে চায়—তারাই প্রকৃত অস্বীকারকারী; আর অস্বীকারকারীদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনে এবং তাদের কারও মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না—তাদের তিনি তাদের পুরস্কার দেবেন; আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (150–152)

আহলে কিতাব তোমার কাছে দাবি করে, তুমি যেন তাদের উপর আসমান থেকে একটি কিতাব নামিয়ে আনো। তারা তো মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবি করেছিল: তারা বলেছিল, 'আমাদের আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখাও,' তখন তাদের অন্যায়ের কারণে বজ্র তাদের আঘাত করেছিল। তারপর তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও তারা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিল; তবু আমি তা মাফ করে দিলাম, এবং মূসাকে দিলাম সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব। তাদের অঙ্গীকার নেওয়ার সময় আমি তাদের উপর তূর পাহাড় তুলে ধরেছিলাম, আর তাদের বলেছিলাম, 'বিনীতভাবে দরজা দিয়ে প্রবেশ করো,' আর বলেছিলাম, 'শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না,' এবং তাদের কাছ থেকে নিয়েছিলাম সুদৃঢ় অঙ্গীকার। তারপর আমি তাদের শাস্তি দিয়েছি তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে, আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করার কারণে, অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করার কারণে, এবং তাদের এই কথার কারণে, 'আমাদের অন্তর আবরণে ঢাকা'—না, বরং তাদের অস্বীকৃতির কারণে আল্লাহ সেগুলোর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন, তাই তারা অল্পই ঈমান আনে—এবং তাদের অস্বীকৃতির কারণে, মারইয়ামের বিরুদ্ধে তাদের জঘন্য অপবাদ উচ্চারণের কারণে, আর তাদের এই কথার কারণে, 'আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়ামের পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি।' অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি, বরং তাদের কাছে তেমনই প্রতীয়মান করা হয়েছিল। যারা এ নিয়ে মতভেদ করে তারা এ বিষয়ে সন্দেহে পড়ে আছে: এ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, কেবল অনুমানের অনুসরণ; আর নিশ্চিতভাবেই তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আহলে কিতাবের এমন কেউ নেই, যে তার মৃত্যুর আগে তার প্রতি ঈমান আনবে না; আর কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। সুতরাং ইহুদীদের যুলুমের কারণে আমি তাদের জন্য সেই উত্তম বস্তুগুলো হারাম করে দিয়েছিলাম যা তাদের জন্য হালাল ছিল, আর এ কারণে যে তারা বহু লোককে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখত, সুদ গ্রহণ করত অথচ তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস করত। তাদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুগভীর, আর মুমিনরা, হে নবী, তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছিল তাতে ঈমান রাখে; আর যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, এবং আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে—তাদের আমি মহাপুরস্কার দেব। (153–162)

হে নবী, আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের প্রতি; আর আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের প্রতি; আর দাঊদকে দিয়েছিলাম যাবূর। আর এমন রাসূলও আছে যাদের কথা আমি তোমাকে আগে বলেছি, আর এমন রাসূলও যাদের কথা তোমাকে বলিনি—আর মূসার সঙ্গে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছিলেন। রাসূলগণ ছিল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী, যাতে রাসূলদের আগমনের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো

যুক্তি না থাকে: আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন তার, যা তিনি তোমার প্রতি নাযিল করেছেন: তিনি তা নাযিল করেছেন নিজ জ্ঞানসহ; ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দিচ্ছে—যদিও সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। যারা সত্য অস্বীকার করে এবং অন্যদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তারা বহুদূরে পথভ্রষ্ট হয়েছে। যারা সত্য অস্বীকার করে ও যুলুম করে—আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না, তাদের কোনো পথও দেখাবেন না, জাহান্নামের পথ ছাড়া, সেখানে তারা চিরকাল, অনন্তকাল থাকবে; আর তা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (163–169)

হে মানবজাতি, রাসূল তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে এসেছে, সুতরাং ঈমান আনো: তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি অস্বীকার করো—তবে আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। হে আহলে কিতাব, তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, আর আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু বলো না। মারইয়ামের পুত্র ঈসা মসীহ তো কেবল আল্লাহর একজন রাসূল, এবং তাঁর বাণী যা তিনি মারইয়ামের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন, আর তাঁর পক্ষ থেকে আসা এক রূহ। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনো, আর বলো না, 'তিন।' বিরত হও: তা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ তো একমাত্র ইলাহ; তিনি মহাপবিত্র—তাঁর সন্তান থাকবে, এ থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে! আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর; কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। মসীহ কখনো আল্লাহর বান্দা হওয়াকে হেয় মনে করে না, নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারাও নয়। যে তাঁর ইবাদত করাকে হেয় মনে করে ও অহংকার করে—তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে একত্র করবেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তিনি তাদের পূর্ণ পুরস্কার দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দেবেন; কিন্তু যারা হেয় মনে করে ও অহংকার করে, তিনি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন, আর তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের জন্য কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবে না। (170–173)

হে মানবজাতি, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসেছে, আর আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি এক সুস্পষ্ট আলো। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে, তিনি তাদের নিজের পক্ষ থেকে রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন, এবং সরল পথে তাদের নিজের দিকে পরিচালিত করবেন। (174–175)

হে নবী, তারা তোমার কাছে বিধান জানতে চায়। বলো, 'আল্লাহ তোমাদের সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বিধান দিচ্ছেন, যে পিতা-মাতা বা সন্তান কাউকেই রেখে যায় না: যদি কোনো পুরুষ মারা যায় এবং তার কোনো সন্তান না থাকে, কিন্তু একজন বোন থাকে, তবে সে যা রেখে গেছে তার অর্ধেক বোনের; আর বোনের কোনো সন্তান না থাকলে সে তার উত্তরাধিকারী হবে। যদি দুই বোন থাকে, তবে সে যা রেখে গেছে তার দুই-তৃতীয়াংশ তাদের; আর যদি ভাই-বোন উভয়ই থাকে, তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। আল্লাহ তোমাদের জন্য এ স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, পাছে তোমরা পথভ্রষ্ট হও; আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী।' (176)

5. ভোজ (আল-মায়িদা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হে মুমিনগণ, তোমাদের অঙ্গীকারগুলো পূর্ণ করো। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ গবাদিপশু, তবে যা এখন তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করা হবে তা ছাড়া; কিন্তু ইহরাম অবস্থায় শিকার বৈধ নয়। আল্লাহ যা চান তা-ই বিধান দেন। হে মুমিনগণ, আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অবমাননা করো না, সম্মানিত মাসেরও নয়, কুরবানীর পশুরও নয়, তাদের চিহ্নস্বরূপ গলার মালারও নয়, আর তাদেরও নয় যারা তাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র ঘরের উদ্দেশে চলেছে। যখন তোমরা ইহরাম থেকে মুক্ত হবে, তখন শিকার করতে পারো। যে সম্প্রদায় একদা তোমাদের মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দিয়েছিল, তাদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকাজ ও আল্লাহ-সচেতনতায় একে অপরকে সাহায্য করো; পাপ ও শত্রুতায় একে অপরকে সাহায্য করো না। আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো: আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (1–2)

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, আঘাতে মৃত জন্তু, উঁচু থেকে পড়ে মৃত জন্তু, শিংয়ের গুঁতোয় মৃত জন্তু, এবং যাকে হিংস্র পশু খেয়েছে—তবে যা তোমরা জীবিত থাকতে যবেহ করে নিতে পেরেছ তা ছাড়া—আর যা পাথরের বেদিতে বলি দেওয়া হয়েছে; আর ভাগ্য-নির্ণায়ক তীর দিয়ে মাংস বণ্টন করাও হারাম: এ অবাধ্যতার কাজ। আজ যারা সত্য অস্বীকার করে তারা তোমাদের দ্বীনকে উল্টে দেওয়ার ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে, সুতরাং তাদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকে—ইসলামকে—দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। তবে কেউ যদি ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়, পাপের দিকে কোনো ঝোঁক ছাড়া—তবে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (3)

তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাদের জন্য কী হালাল। বলো, ‘তোমাদের জন্য হালাল সমস্ত উত্তম বস্তু, আর তোমরা যে শিকারি প্রাণীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছ তারা তোমাদের জন্য যা ধরে আনে তা-ও—আল্লাহ তোমাদের যা শিখিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদের কিছু শেখাও—সুতরাং তারা তোমাদের জন্য যা ধরে আনে তা থেকে খাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। আর আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো: আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।’ আজ তোমাদের জন্য সমস্ত উত্তম বস্তু হালাল করা হল। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল, আর তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। আর তোমাদের জন্য হালাল মুমিনদের মধ্যকার সতী-সাধ্বী নারীরা এবং তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যকার সতী-সাধ্বী নারীরা,

যখন তোমরা তাদের মোহর দিয়ে দাও, তাদের সম্মানজনক বিবাহবন্ধনে গ্রহণ করে, ব্যভিচারের জন্য নয় এবং গোপন প্রণয়িনী হিসেবেও নয়। যে ঈমান প্রত্যাখ্যান করে, তার কাজকর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে, আর আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (4–5)

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে নাও, মাথা মাসেহ করো, এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধুয়ে নাও। যদি তোমরা বড় অপবিত্রতার অবস্থায় থাকো, তবে নিজেদের পবিত্র করে নাও। কিন্তু যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ শৌচকর্ম সেরে আসে, কিংবা তোমরা নারীদের সংস্পর্শে এসে থাকো, আর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি নাও এবং তা দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মুছে নাও। আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো কষ্ট চাপাতে চান না; বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তোমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। স্মরণ করো তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ, আর সেই অঙ্গীকার যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের আবদ্ধ করেছিলেন, যখন তোমরা বলেছিলে, 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।' আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো: বুকের ভিতরে যা আছে আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। (6–7)

হে মুমিনগণ, আল্লাহর জন্য অবিচল থাকো, ন্যায়ের সাক্ষী হিসেবে, আর কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের ন্যায়বিচার থেকে সরিয়ে না দেয়। ন্যায়বিচার করো: এটাই আল্লাহ-সচেতনতার অধিক নিকটবর্তী। আর আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো: তোমরা যা করো আল্লাহ তার সবই জানেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার; কিন্তু যারা সত্য অস্বীকার করে ও আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে—তারাই জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী। (8–10)

হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াতে উদ্যত হয়েছিল, আর তিনি তাদের হাত তোমাদের থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলেন। আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, আর মুমিনরা যেন আল্লাহরই উপর ভরসা করে। (11)

আল্লাহ বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আর আমি তাদের মধ্য থেকে বারোজন নেতা নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যতক্ষণ তোমরা নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখবে ও তাদের পাশে দাঁড়াবে, এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, আমি অবশ্যই তোমাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দেব এবং তোমাদের প্রবেশ করাব এমন উদ্যানে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। কিন্তু এর পর তোমাদের মধ্যে যে সত্য অস্বীকার করবে, সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।' তারপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদের অভিশাপ দিলাম এবং তাদের অন্তর কঠিন করে দিলাম।

তারা কথাগুলোকে তার সঠিক স্থান থেকে বিকৃত করে, আর তাদের যা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার একটি অংশ তারা ভুলে গেছে। তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া তুমি সর্বদাই তাদের কোনো না কোনো বিশ্বাসঘাতকতার খবর পেতে থাকবে; সুতরাং তাদের মাফ করো ও উপেক্ষা করো: আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। আর যারা বলে, 'আমরা খ্রিস্টান,' তাদের কাছ থেকেও আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, কিন্তু তাদেরও যা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার একটি অংশ তারা ভুলে গেল; তাই আমি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে দিলাম, আর তারা যা করত আল্লাহ তা তাদের জানিয়ে দেবেন। (12–14)

হে আহলে কিতাব, আমার রাসূল তোমাদের কাছে এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তার অনেক কিছু সে তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে দিচ্ছে, আর অনেক কিছু উপেক্ষা করে যাচ্ছে। তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এক আলো ও এক সুস্পষ্ট কিতাব, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি খোঁজে, নিজ অনুমতিক্রমে তাদের গভীর অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন, এবং তাদের সরল পথে পরিচালিত করেন। যারা বলে, 'মারইয়ামের পুত্র মসীহই আল্লাহ,' তারা অবশ্যই সত্য অস্বীকার করেছে। বলো, 'আল্লাহ যদি মারইয়ামের পুত্র মসীহকে, তার মাকে এবং পৃথিবীর সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে কার কিছু করার ক্ষমতা আছে?' আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার রাজত্ব আল্লাহরই: তিনি যা চান তা-ই সৃষ্টি করেন, আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, 'আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র।' বলো, 'তবে তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেন কেন? না—বরং তোমরা তাঁর সৃষ্ট মানুষদেরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন।' আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার রাজত্ব আল্লাহরই, আর তাঁরই কাছে শেষ প্রত্যাবর্তন। হে আহলে কিতাব, রাসূলদের আগমনে বিরতির পর আমার রাসূল তোমাদের কাছে এসেছে, সে তোমাদের কাছে বিষয়গুলো স্পষ্ট করে দিচ্ছে, পাছে তোমরা বলো, 'আমাদের কাছে কোনো সুসংবাদদাতা বা সতর্ককারী আসেনি।' এখন তো তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসে গেছে। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (15–19)

আর স্মরণ করো, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবী সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের রাজা বানিয়েছেন, এবং তোমাদের এমন কিছু দিয়েছেন যা জগতের আর কোনো জাতিকে দেননি। হে আমার সম্প্রদায়, সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আর পিছন ফিরে যেয়ো না, নইলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরবে।' তারা বলল, 'হে মূসা, সেখানে তো এক প্রবল পরাক্রান্ত সম্প্রদায় রয়েছে, তারা সেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনো সেখানে প্রবেশ করব না। তারা সেখান থেকে বের হয়ে গেলে তবেই আমরা প্রবেশ

করব।' যারা আল্লাহকে ভয় করত তাদের মধ্য থেকে দুজন, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, বলল, 'তোমরা দরজা দিয়ে তাদের উপর চড়াও হও; একবার প্রবেশ করলেই তোমরা বিজয়ী হবে। আর আল্লাহরই উপর ভরসা করো, যদি তোমরা মুমিন হও।' তারা বলল, 'হে মূসা, তারা যতক্ষণ সেখানে আছে আমরা কখনোই সেখানে প্রবেশ করব না। তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ করো—আমরা এখানেই বসে রইলাম।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি নিজের ও আমার ভাইয়ের ছাড়া আর কারও উপর ক্ষমতা রাখি না; সুতরাং আমাদের ও এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দাও।' তিনি বললেন, 'তবে এ ভূমি চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ থাকবে, তারা যমীনে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না।' (20–26)

তাদের কাছে আদমের দুই পুত্রের কাহিনি যথাযথভাবে তিলাওয়াত করো: যখন তারা প্রত্যেকে একটি করে কুরবানী পেশ করল, তখন তাদের একজনের কাছ থেকে তা কবুল হল, কিন্তু অন্যজনের কাছ থেকে কবুল হল না। সে বলল, 'আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব।' অপরজন বলল, 'আল্লাহ কেবল তাদের কাছ থেকেই কবুল করেন যারা তাঁর সম্পর্কে সচেতন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে হাত বাড়াও, আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে হাত বাড়াব না: আমি সকল জগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। আমি বরং চাই, তুমি আমার পাপ ও তোমার নিজের পাপ উভয়ই বহন করো এবং আগুনের অধিবাসীদের একজন হও—কারণ যালিমদের প্রতিফল এটাই।' তারপর তার প্রবৃত্তি তাকে তার ভাইকে হত্যা করতে প্ররোচিত করল, আর সে তাকে হত্যা করল, এবং ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হয়ে গেল। তারপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যা মাটি খুঁড়ছিল, তাকে দেখানোর জন্য কীভাবে সে তার ভাইয়ের অনাবৃত লাশ ঢেকে রাখবে। সে বলল, 'হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি কি এই কাকটির মতোও হতে পারলাম না যে, আমার ভাইয়ের লাশ ঢেকে রাখি?' আর সে অনুতপ্তদের একজন হয়ে গেল। এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের জন্য বিধান দিয়েছিলাম যে, যে কোনো মানুষকে হত্যা করে—হত্যার শাস্তি হিসেবে কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়ানোর শাস্তি হিসেবে ছাড়া—সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করল; আর যে একটি প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতির প্রাণ রক্ষা করল। আমার রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, তবু এর পরও তাদের অনেকেই পৃথিবীতে বাড়াবাড়ি করেই চলেছে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়াতে সচেষ্ট হয়, তাদের প্রতিফল কেবল এই যে, তাদের হত্যা করা হবে, কিংবা শূলে চড়ানো হবে, কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে, কিংবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এ তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা, আর আখিরাতে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ শাস্তি—তবে তারা ছাড়া, যারা তোমরা তাদের কাবু করার আগেই তওবা করে। সুতরাং জেনে রাখো, আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (27–34)

হে মুমিনগণ, আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করো, এবং তাঁর পথে সংগ্রাম করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। যারা সত্য অস্বীকার করে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবই যদি তাদের থাকত এবং তার সঙ্গে আরও সমপরিমাণ, যাতে তারা কিয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে মুক্তিপণ হিসেবে তা দিতে পারে, তবু তা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হত না: তাদের জন্য অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না: তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি। (35–37)

আর চোর, পুরুষ হোক বা নারী, তাদের হাত কেটে দাও তারা যা উপার্জন করেছে তার প্রতিফল হিসেবে—এ আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তবে যে তার অন্যায়ের পর তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ অবশ্যই দয়াপরবশ হয়ে তার দিকে ফিরবেন: আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। তুমি কি জানো না যে, আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই? তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (38–40)

হে রাসূল, যারা অস্বীকৃতির দিকে প্রতিযোগিতা করে ছুটে যায় তারা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়—তাদের মধ্য থেকে যারা মুখে বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি,' অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনেনি, আর ইহুদীদের মধ্য থেকেও—যারা মিথ্যা শোনার জন্য কান পেতে থাকে এবং এমন অন্য লোকদের জন্য কান পেতে থাকে যারা তোমার কাছে আসেনি। তারা কথাগুলোকে তার সঠিক স্থান থেকে বিকৃত করে, বলে, 'তোমাদের যদি এটা দেওয়া হয় তবে গ্রহণ করো; আর যদি এটা না দেওয়া হয় তবে সাবধান থেকো।' আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলতে চান, আল্লাহর মোকাবিলায় তার জন্য তোমার কিছুই করার নেই। এরাই তারা, যাদের অন্তর আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি: তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা, আর আখিরাতে ভয়াবহ শাস্তি। তারা মিথ্যা শোনার জন্য কান পেতে থাকে এবং হারাম গোগ্রাসে খায়। তারা যদি তোমার কাছে আসে, তবে তাদের মধ্যে বিচার করো কিংবা তাদের উপেক্ষা করো; যদি তুমি তাদের উপেক্ষা করো, তবে তারা তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার করো, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করো: আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। কিন্তু তারা তোমার কাছে বিচারের জন্য আসে কীভাবে, যখন তাদের কাছে রয়েছে তাওরাত, যাতে আল্লাহর বিধান আছে, তারপর এর পরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়? এরা আদৌ মুমিন নয়। আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে ছিল হিদায়াত ও আলো। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী নবীরা এর মাধ্যমে ইহুদীদের বিচার-মীমাংসা করত, রাব্বানী ও পণ্ডিতরাও করত, কারণ তাদের আল্লাহর কিতাবের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, আর তারা ছিল এর সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো, আর আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার করে না—তারাই সত্য অস্বীকারকারী। আমি তাতে তাদের জন্য বিধান দিয়েছিলাম: প্রাণের বদলে প্রাণ,

চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত, আর জখমের বদলে অনুরূপ প্রতিশোধ। তবে যে তা সদকা হিসেবে ছেড়ে দেয়, তা তার জন্য কাফফারা হবে। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার করে না—তারাই যালিম। (41–45)

আর তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছিলাম, তার পূর্বে আসা তাওরাতের সত্যায়নকারী হিসেবে। আমি তাকে ইনজীল দিয়েছিলাম, যাতে ছিল হিদায়াত ও আলো, তার পূর্বে আসা তাওরাতের সত্যায়নকারী, আর আল্লাহ-সচেতনদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ। ইনজীলের অনুসারীরা যেন আল্লাহ তাতে যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার করে। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার করে না—তারাই অবাধ্য। (46–47)

আর হে নবী, তোমার প্রতি আমি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং তার উপর তত্ত্বাবধায়ক। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার করো, আর তোমার কাছে যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি একটি শরীয়ত ও একটি পথ নির্ধারণ করেছি। আল্লাহ চাইলে তোমাদের একই উম্মত বানাতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা চাননি, যাতে তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন; সুতরাং সৎকর্মে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহরই কাছে তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন, তখন তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ করতে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার করো, তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না; আর তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকো, পাছে আল্লাহ তোমার প্রতি যা নাযিল করেছেন তার কোনো অংশ থেকে তারা তোমাকে প্রলুব্ধ করে সরিয়ে দেয়। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ তাদের কিছু পাপের কারণে তাদের বিপদে ফেলতে চান; আর নিশ্চয়ই মানুষের অনেকেই অবাধ্য। তবে কি তারা জাহিলিয়াতের বিচার-ফয়সালা চায়? দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহর চেয়ে উত্তম আর কে? (48–50)

হে মুমিনগণ, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করো না: তারা একে অপরের মিত্র। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সঙ্গে মিত্রতা করে, সে তাদেরই একজন। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। তুমি দেখো, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা তাদের দিকে ছুটে যাচ্ছে, বলছে, ‘আমাদের আশঙ্কা হয়, ভাগ্যের কোনো বিপর্যয় আমাদের উপর এসে পড়তে পারে।’ কিন্তু হতে পারে আল্লাহ বিজয় কিংবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা নিয়ে আসবেন, তখন তারা নিজেদের মনে যা গোপন রেখেছিল তার জন্য অনুতাপে ভরে যাবে। আর মুমিনরা বলবে, ‘এরাই কি তারা, যারা আল্লাহর নামে কঠিনতম শপথ করে বলেছিল যে তারা তোমাদের সঙ্গে আছে?’ তাদের কাজকর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে, আর তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। (51–53)

হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে তার দ্বীন থেকে ফিরে যায়—আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন, যাদের তিনি ভালোবাসেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসে, যারা মুমিনদের প্রতি বিনম্র, সত্য অস্বীকারকারীদের প্রতি কঠোর, যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং কারও নিন্দার ভয় করে না। এ আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন; আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। তোমাদের মিত্র তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনরা—যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং ইবাদতে নত হয়। যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে—আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে। (54–56)

হে মুমিনগণ, যারা তোমাদের দ্বীনকে ঠাট্টা ও খেলার বস্তু বানায় তাদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে হোক কিংবা সত্য অস্বীকারকারীদের মধ্য থেকে; আর আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, যদি তোমরা মুমিন হও। যখন তোমরা নামাযের জন্য ডাকো, তারা তাকে ঠাট্টা ও খেলার বস্তু বানায়: এর কারণ, তারা এমন সম্প্রদায় যারা বোঝে না। বলো, 'হে আহলে কিতাব, তোমরা কি আমাদের প্রতি এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে ক্ষুব্ধ যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, আর যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা আগে নাযিল হয়েছিল তার প্রতি, আর তোমাদের অধিকাংশই অবাধ্য?' বলো, 'আমি কি তোমাদের জানাব আল্লাহর কাছে প্রতিফলের দিক থেকে এর চেয়েও নিকৃষ্ট কারা? যাদের আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন এবং যাদের উপর তিনি ক্রুদ্ধ, যাদের কাউকে তিনি বানর ও শূকর বানিয়েছেন, আর যারা মিথ্যা উপাস্যদের উপাসনা করেছে—মর্যাদায় তারাই নিকৃষ্টতর এবং সঠিক পথ থেকে অধিকতর বিচ্যুত।' (57–60)

যখন তারা তোমাদের কাছে আসে, বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি,' অথচ তারা অস্বীকৃতি নিয়েই প্রবেশ করে এবং তা নিয়েই বেরিয়ে যায়; আর তারা যা গোপন করে আল্লাহ তা সবচেয়ে ভালো জানেন। তুমি তাদের অনেককে দেখবে পাপ, শত্রুতা ও হারাম ভক্ষণে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। তারা যা করে তা কতই না মন্দ! তাদের রাব্বানী ও পণ্ডিতরা কেন তাদের পাপের কথা বলতে ও হারাম খেতে নিষেধ করে না? তারা যা করে চলেছে তা কতই না মন্দ! ইহুদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত শৃঙ্খলিত।' তাদের নিজেদের হাতই শৃঙ্খলিত, আর তাদের এ কথার জন্য তারা অভিশপ্ত। না—বরং তাঁর উভয় হাতই প্রসারিত; তিনি যেভাবে ইচ্ছা দান করেন। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও অস্বীকৃতি অবশ্যই বাড়িয়ে দেবে। আমি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিয়েছি। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায়, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়াতে সচেষ্ট থাকে, আর আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না। আহলে কিতাব যদি ঈমান আনত ও আল্লাহ-সচেতন হত, তবে আমি তাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দিতাম এবং তাদের নিয়ামতপূর্ণ উদ্যানে প্রবেশ করাতাম। তারা যদি তাওরাত, ইনজীল এবং তাদের

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছিল তা প্রতিষ্ঠিত রাখত, তবে তারা তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ থেকে আহার পেত। তাদের মধ্যে একটি দল আছে যারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে; কিন্তু তাদের অনেকেই—তারা যা করে তা মন্দ। (61–66)

হে রাসূল, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করো; যদি তা না করো, তবে তুমি তাঁর বার্তা পৌঁছালে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন: আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের পথ দেখান না। বলো, 'হে আহলে কিতাব, তোমরা কোনো ভিত্তির উপরই নেই, যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত, ইনজীল এবং তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করো।' হে নবী, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও অস্বীকৃতি অবশ্যই বাড়িয়ে দেবে; সুতরাং সত্য অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না। যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহুদী, আর সাবেয়ী ও খ্রিস্টানরা—যে-ই আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে—তাদের কোনো ভয় থাকবে না, তারা দুঃখিতও হবে না। (67–69)

আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম। যখনই কোনো রাসূল তাদের কাছে এমন কিছু নিয়ে এসেছে যা তাদের মনঃপূত নয়, তখন কাউকে তারা মিথ্যাবাদী বলেছে আর কাউকে হত্যা করেছে। তারা ভেবেছিল কোনো পরীক্ষা আসবে না, তাই তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। তারপর আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে তাদের দিকে ফিরলেন; তবু আবার তাদের অনেকে অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। তারা যা করে আল্লাহ তা সবই দেখেন। যারা বলে, 'মারইয়ামের পুত্র মসীহই আল্লাহ,' তারা অবশ্যই সত্য অস্বীকার করেছে। অথচ মসীহ নিজেই বলেছিল, 'হে বনী ইসরাঈল, আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক।' যে আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন, আর তার আশ্রয়স্থল আগুন; আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। (70–72)

যারা বলে, 'আল্লাহ তিনজনের তৃতীয়জন,' তারা অবশ্যই সত্য অস্বীকার করেছে: এক ইলাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তারা যা বলে তা থেকে যদি বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের উপর অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে। তারা কি আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে না? আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। মারইয়ামের পুত্র মসীহ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু ছিল না; তার আগে বহু রাসূল গত হয়ে গেছে। তার মা ছিল সত্যনিষ্ঠা নারী। তারা উভয়েই খাদ্য গ্রহণ করত। দেখো, আমি কীভাবে তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে দিই, তারপর দেখো তারা কীভাবে বিমুখ হয়ে যায়! বলো, 'তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর ইবাদত করো, যার তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার কোনো ক্ষমতা নেই, অথচ আল্লাহই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ?' বলো, 'হে আহলে কিতাব, তোমাদের দ্বীনের

ব্যাপারে সত্যের সীমা ছাড়িয়ে যেয়ো না, আর এমন সম্প্রদায়ের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, যারা আগেই পথভ্রষ্ট হয়েছে, বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।' (73–77)

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকার করেছিল, তারা দাঊদ ও মারইয়ামের পুত্র ঈসার মুখে অভিশপ্ত হয়েছিল, কারণ তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালঙ্ঘন করেই চলত। তারা যে অন্যায় করত তা থেকে একে অপরকে বিরত রাখত না। তারা যা করত তা কতই না মন্দ ছিল! তুমি তাদের অনেককে দেখবে সত্য অস্বীকারকারীদের সঙ্গে মিত্রতা করছে। তাদের প্রবৃত্তি তাদের জন্য যা আগে পাঠিয়েছে তা কতই না মন্দ, ফলে আল্লাহ তাদের উপর ক্রুদ্ধ, আর তারা শাস্তির মধ্যে চিরকাল থাকবে। তারা যদি আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি এবং তার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান রাখত, তবে তাদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করত না; কিন্তু তাদের অনেকেই অবাধ্য। (78–81)

তুমি অবশ্যই দেখবে, মুমিনদের প্রতি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শত্রুভাবাপন্ন হল ইহুদীরা এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে; আর তুমি অবশ্যই দেখবে, মুমিনদের প্রতি ভালোবাসায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী তারা, যারা বলে, 'আমরা খ্রিস্টান।' এর কারণ, তাদের মধ্যে রয়েছে পাদরি ও সংসারত্যাগী সাধক, আর তারা অহংকার করে না। রাসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা যখন তারা শোনে, তখন তুমি দেখবে, যে সত্য তারা চিনতে পেরেছে তার কারণে তাদের চোখ অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদের সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে লিখে নাও। আমরা কেন আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তার প্রতি ঈমান আনব না, যখন আমরা আকুলভাবে কামনা করি যে আমাদের প্রতিপালক আমাদের সৎকর্মশীল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন?' তাই তাদের এ কথার জন্য আল্লাহ তাদের পুরস্কার দিয়েছেন এমন উদ্যান, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ-ই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার; কিন্তু যারা সত্য অস্বীকার করে ও আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে—তারাই জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী। (82–86)

হে মুমিনগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে উত্তম বস্তুগুলো হালাল করেছেন তা হারাম করো না, আর সীমালঙ্ঘন করো না: আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না। আল্লাহ তোমাদের যে হালাল ও উত্তম জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও, আর সেই আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, যাঁর প্রতি তোমরা ঈমান রাখো। তোমরা যে শপথ না ভেবে উচ্চারণ করো তার জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যে শপথের মাধ্যমে তোমরা নিজেদের আবদ্ধ করেছ তার জন্য পাকড়াও করবেন। তা ভঙ্গের কাফফারা হল দশজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়ানো, তোমরা নিজেদের পরিবারকে যা খাওয়াও তার মাঝারি মানের খাবার, কিংবা তাদের পোশাক দেওয়া, কিংবা একজন দাস মুক্ত করা; যে এর সামর্থ্য পায় না, সে যেন তিন দিন রোযা রাখে। তোমরা শপথ করলে এ-ই

তোমাদের শপথের কাফফারা। তবে তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে দেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (87–89)

হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য-নির্ণায়ক তীর শয়তানের ঘৃণ্য কাজ; সুতরাং এগুলো বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান তো কেবল চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে, এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে ফিরিয়ে রাখতে। তবে কি তোমরা বিরত হবে না? আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো, এবং সতর্ক থাকো। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখো, আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছে দেওয়া। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা আগে যা খেয়েছে তার জন্য তাদের কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ তারা আল্লাহ-সচেতন থাকে, ঈমান রাখে ও সৎকর্ম করে, তারপর আল্লাহ-সচেতন থাকে ও ঈমান রাখে, তারপর আল্লাহ-সচেতন থাকে ও সৎকাজ করে। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। (90–93)

হে মুমিনগণ, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের এমন কিছু শিকার দিয়ে পরীক্ষা করবেন যা তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালে আসে, যাতে আল্লাহ জানিয়ে দেন কে না দেখেও তাঁকে ভয় করে। এর পরও যে সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। হে মুমিনগণ, ইহরাম অবস্থায় শিকার হত্যা করো না। তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করে, তার বিনিময় হল সে যা হত্যা করেছে তার সমতুল্য একটি গবাদিপশু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যকার দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, যা কুরবানী হিসেবে কা'বায় পৌঁছাতে হবে; কিংবা কাফফারা হিসেবে অভাবগ্রস্তদের খাওয়ানো, অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখা, যাতে সে নিজের কৃতকর্মের পরিণাম আস্বাদন করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ তা মাফ করেছেন; কিন্তু যে পুনরায় তা করবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য, তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য; কিন্তু যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকো, ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, যাঁর কাছে তোমাদের একত্র করা হবে। (94–96)

আল্লাহ কা'বাকে, এই পবিত্র ঘরকে, মানবজাতির জন্য স্থিতির অবলম্বন বানিয়েছেন, তেমনি সম্মানিত মাস, কুরবানীর পশু ও গলার মালাকেও। এ এজন্য যে, তোমরা যেন জানো, আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ সবই জানেন, আর আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞানী। জেনে রাখো, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর, আবার আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। রাসূলের দায়িত্ব কেবল বার্তা পৌঁছে দেওয়া; আর তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা গোপন করো আল্লাহ তা জানেন। (97–99)

বলো, 'মন্দ ও ভালো সমান নয়, যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে। সুতরাং হে বোধসম্পন্ন লোকেরা, আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' হে মুমিনগণ, এমন বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তোমাদের কষ্ট দেবে; তবে কুরআন নাযিল হওয়ার সময় যদি সে সম্পর্কে প্রশ্ন করো, তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ তোমাদের অতীতের প্রশ্নগুলো মাফ করেছেন; আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, সহনশীল। তোমাদের আগে এক সম্প্রদায় এমন বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল, তারপর তারা তা অস্বীকার করে বসেছিল। আল্লাহ বাহীরা, সায়িবা, ওয়াসীলা কিংবা হাম—কোনোটিই নির্ধারণ করেননি; বরং যারা সত্য অস্বীকার করে তারাই আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে, আর তাদের অধিকাংশই বুদ্ধি খাটায় না। যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো,' তারা বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যা করতে দেখেছি তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' কী—যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই জানত না এবং পথও পায়নি? হে মুমিনগণ, তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের নিজেদেরই উপর; তোমরা যদি সঠিক পথে থাকো, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহরই কাছে তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন, তখন তোমরা যা করতে তিনি তা তোমাদের জানিয়ে দেবেন। (100–105)

হে মুমিনগণ, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু ঘনিয়ে আসে এবং সে অসিয়ত করে, তখন তোমাদের মধ্যে সাক্ষী থাকবে—তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, কিংবা বাইরের অন্য দুজন, যদি তোমরা দেশে সফররত থাকো আর মৃত্যুর বিপদ তোমাদের উপর এসে পড়ে। নামাযের পর তাদের দুজনকে আটকে রাখো, আর যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, 'আমরা কোনো মূল্যেই আমাদের শপথ বিক্রি করব না, সে নিকটাত্মীয় হলেও, আর আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে তো আমরা অবশ্যই পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব।' তবে যদি জানা যায় যে, তারা দুজন পাপে লিপ্ত হয়েছে, তাহলে প্রথম দুজন যাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে তাদের মধ্য থেকে অন্য দুজন তাদের স্থানে দাঁড়াবে এবং আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, 'আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্যের চেয়ে অধিক সত্য, আর আমরা সীমালঙ্ঘন করিনি, করলে তো আমরা অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব।' এতে অধিক সম্ভাবনা থাকে যে, তারা সাক্ষ্য যথাযথভাবে দেবে, কিংবা ভয় করবে যে তাদের শপথের পর অন্য শপথ নেওয়া হবে। আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো এবং শোনো: আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (106–108)

যেদিন আল্লাহ রাসূলদের একত্র করবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমাদের কী জবাব দেওয়া হয়েছিল?' তারা বলবে, 'আমাদের কোনো জ্ঞান নেই; তুমিই তো সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তোমার ও তোমার মায়ের উপর আমার অনুগ্রহ স্মরণ করো: কীভাবে আমি পবিত্র আত্মা দিয়ে তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম, ফলে তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সেও মানুষের সঙ্গে কথা বলতে; কীভাবে আমি

তোমাকে কিতাব ও হিকমত, তাওরাত ও ইনজীল শিখিয়েছিলাম; কীভাবে তুমি আমার অনুমতিক্রমে কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতি গড়তে, তাতে ফুঁ দিতে, আর আমার অনুমতিক্রমে তা পাখি হয়ে যেত; কীভাবে তুমি আমার অনুমতিক্রমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করতে; কীভাবে তুমি আমার অনুমতিক্রমে মৃতকে বের করে আনতে; আর কীভাবে আমি বনী ইসরাঈলকে তোমার থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিলে আর তাদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকার করেছিল তারা বলেছিল, এ তো স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।' আর স্মরণ করো, যখন আমি হাওয়ারীদের অন্তরে এ প্রেরণা দিয়েছিলাম, 'আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো,' তারা বলেছিল, 'আমরা ঈমান আনলাম; তুমি সাক্ষী থাকো যে, আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী।' (109–111)

আর যখন হাওয়ারীরা বলল, 'হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যে সাজানো একটি দস্তরখান নামিয়ে দিতে পারেন?' সে বলল, 'আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, যদি তোমরা মুমিন হও।' তারা বলল, 'আমরা তা থেকে খেতে চাই, যাতে আমাদের অন্তর প্রশান্ত হয়, আর আমরা জানতে পারি যে তুমি আমাদের সত্য বলেছ, এবং আমরা এর সাক্ষী হতে পারি।' মারইয়ামের পুত্র ঈসা বলল, 'হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যে সাজানো একটি দস্তরখান নামিয়ে দাও, যা আমাদের জন্য হবে ঈদ—আমাদের প্রথম ও শেষ সকলের জন্য—আর তোমার পক্ষ থেকে এক নিদর্শন। আর আমাদের জীবিকা দাও, তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।' আল্লাহ বললেন, 'আমি তা তোমাদের জন্য নামিয়ে দেব; কিন্তু এর পর তোমাদের মধ্যে যে সত্য অস্বীকার করবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব যেমন শাস্তি জগৎবাসীর আর কাউকে দেব না।' (112–115)

আর যখন আল্লাহ বলবেন, 'হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তুমি কি মানুষকে বলেছিলে: আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাকে দুই ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো?' সে বলবে, 'তুমি মহাপবিত্র! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি যদি তা বলতাম, তবে তুমি তা অবশ্যই জানতে। আমার অন্তরে যা আছে তুমি তা জানো, কিন্তু তোমার অন্তরে যা আছে আমি তা জানি না। তুমিই তো সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী। তুমি আমাকে যা আদেশ করেছ তা ছাড়া আমি তাদের কিছুই বলিনি: আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম; আর যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই ছিলে তাদের তত্ত্বাবধায়ক। তুমি সব কিছুর সাক্ষী। তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা; আর যদি তাদের ক্ষমা করো, তবে তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' আল্লাহ বলবেন, 'এ সেই দিন, যেদিন সত্যবাদীরা তাদের সত্যবাদিতার সুফল পাবে। তাদের জন্য রয়েছে এমন উদ্যান, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল, অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর

প্রতি সন্তুষ্ট: এটাই মহাসাফল্য।' আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার রাজত্ব আল্লাহরই, আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (116–120)

6. গবাদি পশু (আল-আনআম)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকাররাশি ও আলো বানিয়েছেন; তবু যারা সত্য অস্বীকার করে তারা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়। তিনিই তোমাদের কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন—আর তাঁর কাছে রয়েছে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ; তবু তোমরা সন্দেহ করো। আসমানসমূহে ও যমীনে তিনিই আল্লাহ। তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো তিনি তা জানেন, আর তোমরা যা উপার্জন করো তাও জানেন। তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের এমন কোনো নিদর্শন তাদের কাছে আসে না, যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় না। সত্য যখন তাদের কাছে এসেছে তখন তারা তা অস্বীকার করেছে; তবে যা নিয়ে তারা উপহাস করত তার খবর শীঘ্রই তাদের কাছে পৌঁছবে। (1–5)

তারা কি দেখে না, তাদের আগে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি? আমি তাদের পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেভাবে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করিনি, তাদের উপর আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, আর তাদের তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত করেছিলাম; তারপর তাদের পাপের কারণে আমি তাদের ধ্বংস করে দিলাম, এবং তাদের পরে অন্য প্রজন্ম সৃষ্টি করলাম। হে নবী, আমি যদি তোমার প্রতি কাগজে লেখা কোনো কিতাবও নাযিল করতাম, আর তারা নিজ হাতে তা স্পর্শও করত, তবু যারা সত্য অস্বীকার করে তারা বলত, ‘এ তো স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।’ তারা বলে, ‘তার কাছে কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হল না কেন?’ আমি যদি ফেরেশতা নাযিল করতাম, তবে বিষয়টির ফয়সালাই হয়ে যেত, তখন তাদের আর কোনো অবকাশ দেওয়া হত না। আর আমি যদি তাকে ফেরেশতা বানাতাম, তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই বানাতাম, আর তারা এখন যে বিভ্রান্তিতে আছে তাদের সেই বিভ্রান্তিতেই ফেলে রাখতাম। (6–9)

তোমার আগেও রাসূলদের নিয়ে উপহাস করা হয়েছিল; কিন্তু যারা তাদের ঠাট্টা করত, তারা যা নিয়ে উপহাস করত তা-ই তাদের ঘিরে ফেলেছিল। বলো, ‘পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, যারা অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছিল।’ বলো, ‘আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা কার?’ বলো, ‘আল্লাহরই।’ তিনি নিজের উপর দয়াকে অবধারিত করে নিয়েছেন। তিনি অবশ্যই তোমাদের কিয়ামতের দিনে একত্র করবেন, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরই ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবে না। রাতে ও দিনে যা কিছু বাস করে সবই তাঁর, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। বলো, ‘আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করব, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, যিনি আহার দেন অথচ তাঁকে আহার দেওয়া হয় না?’ বলো, ‘আমাকে

আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম হই, আর কখনো যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই যারা তাঁর সঙ্গে শরীক করে।' বলো, 'আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি এক ভয়াবহ দিনের শাস্তির ভয় করি।' সেদিন যাকে তা থেকে রেহাই দেওয়া হবে, তার প্রতি তিনি দয়াই করলেন; আর এটাই সুস্পষ্ট সাফল্য। (10–16)

আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো কষ্ট দিয়ে স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই; আর যদি তিনি তোমাকে কল্যাণ দিয়ে স্পর্শ করেন—তবে তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি তাঁর বান্দাদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল, আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত। বলো, 'সাক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে বড় কী?' বলো, 'আল্লাহই আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। এই কুরআন আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদের সতর্ক করি, আর যার কাছে তা পৌঁছায় তাকেও। তোমরা কি সত্যিই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহও আছে?' বলো, 'আমি এ সাক্ষ্য দিই না।' বলো, 'তিনি তো একমাত্র ইলাহ, আর তোমরা তাঁর সঙ্গে যা শরীক করো তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।' যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তারা একে তেমনি চেনে যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদের; কিন্তু যারা নিজেদেরই ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবে না। তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে? নিশ্চয়ই যালিমরা সফলকাম হবে না। যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্র করব, সেদিন যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করেছিল তাদের বলব, 'কোথায় তোমাদের সেই শরীকরা, যাদের তোমরা দাবি করতে?' তখন তাদের আর কোনো অজুহাত থাকবে না এ কথা বলা ছাড়া, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা কখনো তাঁর সঙ্গে কিছুকে শরীক করিনি।' দেখো, তারা কীভাবে নিজেদের বিরুদ্ধেই মিথ্যা বলছে, আর তারা যা মনগড়া রচনা করত তা কীভাবে তাদের ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে। (17–24)

তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার কথা কান পেতে শোনে; কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি, যাতে তারা তা বুঝতে না পারে, আর তাদের কানে রেখেছি বধিরতা। তারা যদি সব নিদর্শনও দেখে, তবু তাতে ঈমান আনবে না—এমনকি যখন তারা তোমার সঙ্গে বিতর্ক করতে তোমার কাছে আসে, তখন যারা সত্য অস্বীকার করে তারা বলে, 'এ তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।' তারা অন্যদের এ থেকে বারণ করে এবং নিজেরাও এ থেকে দূরে থাকে; কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে ধ্বংস করে না, অথচ তারা তা উপলব্ধি করে না। তুমি যদি দেখতে পেতে, যখন তাদের আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে আর তারা বলবে, 'হায়, যদি আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হত! তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করতাম না, বরং মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' না—বরং তারা আগে যা গোপন করত তা তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে; আর তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হলেও তারা আবার তা-ই করত যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল: তারা নিশ্চিতই মিথ্যাবাদী। তারা বলে, 'আমাদের এই পার্থিব জীবন

ছাড়া আর কিছু নেই, আর আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে না।' তুমি যদি দেখতে পেতে, যখন তাদের তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে! তিনি বলবেন, 'এ কি সত্য নয়?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ অবশ্যই, আমাদের প্রতিপালকের শপথ।' তিনি বলবেন, 'তবে সত্য অস্বীকার করার কারণে শাস্তির স্বাদ নাও।' যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে তারা সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত; অবশেষে যখন কিয়ামত হঠাৎ তাদের উপর এসে পড়বে, তারা বলবে, 'হায় আফসোস, আমরা এ ব্যাপারে কত অবহেলা করেছি!' তারা নিজেদের বোঝা পিঠে বহন করবে—তারা যা বহন করবে তা কতই না মন্দ! পার্থিব জীবন খেলা ও তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়; আর যারা আল্লাহ-সচেতন তাদের জন্য আখিরাতের আবাসই উত্তম। তবে কি তোমরা বুদ্ধি খাটাবে না? (25–32)

হে নবী, আমি ভালোভাবেই জানি যে, তারা যা বলে তা তোমাকে দুঃখ দেয়। তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না; বরং যালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকেই প্রত্যাখ্যান করে। তোমার আগেও রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, তবু তারা সেই মিথ্যারোপ ও নির্যাতন ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করেছিল, যতক্ষণ না তাদের কাছে আমার সাহায্য এসেছিল। আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই, আর রাসূলদের কিছু সংবাদ তো তোমার কাছে এসেই গেছে। তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যদি তোমার কাছে কষ্টকর হয়, তবে পারলে মাটির ভিতরে কোনো সুড়ঙ্গ কিংবা আকাশে ওঠার কোনো সিঁড়ি খুঁজে নিয়ে তাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে এসো। আল্লাহ চাইলে তাদের সবাইকে হিদায়াতের উপর একত্র করতেন; সুতরাং তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। কেবল তারাই সাড়া দেয় যারা শোনে; আর মৃতদের আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন, তারপর তাঁরই কাছে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। (33–36)

তারা বলে, 'তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার কাছে কোনো নিদর্শন নাযিল করা হল না কেন?' বলো, 'আল্লাহ নিদর্শন নাযিল করতে সক্ষম,' কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই, আর দুই ডানায় ভর করে ওড়া এমন কোনো পাখি নেই, যারা তোমাদেরই মতো একেকটি সম্প্রদায় নয়। আমি কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দিইনি; তারপর তাদের প্রতিপালকের কাছেই তাদের একত্র করা হবে। যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারা বধির ও বোবা, স্তরে স্তরে অন্ধকারে নিমজ্জিত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথে যেতে দেন; আর যাকে ইচ্ছা সরল পথে স্থাপন করেন। বলো, 'আমাকে বলো তো: যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে, কিংবা কিয়ামত এসে পড়ে, তবে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে—যদি তোমরা সত্যবাদী হও?' না—বরং তোমরা তাঁকেই ডাকবে, আর তোমরা যে জন্য তাঁকে ডাকবে তিনি চাইলে তা দূর করে দেবেন, আর তোমরা তাঁর সঙ্গে যা শরীক করো তা ভুলে যাবে। (37–41)

তোমার আগে আমি বহু উম্মতের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি, আর তাদের অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করেছি, যাতে তারা বিনীত হয়। যখন আমার শাস্তি তাদের উপর এসেছিল,

তখন তারা কেন বিনীত হল না? বরং তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, আর শয়তান তারা যা করছিল তা তাদের কাছে শোভন করে দেখাল। তারপর তাদের যা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য সব কিছুর দরজা খুলে দিলাম, অবশেষে তাদের যা দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে তারা যখন উল্লাসে মত্ত, তখন আমি হঠাৎ তাদের পাকড়াও করলাম, আর তখনই তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ল। এভাবে যালিম সম্প্রদায়ের মূল কেটে দেওয়া হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক। (42–45)

বলো, 'আমাকে বলো তো: আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ আছে যে তোমাদের তা ফিরিয়ে দেবে?' দেখো, আমি কীভাবে নানাভাবে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করি; তবু তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলো, 'আমাকে বলো তো: যদি আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর হঠাৎ কিংবা প্রকাশ্যে এসে পড়ে, তবে যালিম সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ কি ধ্বংস হবে?' আমি রাসূলদের পাঠাই কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। যে ঈমান আনে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয়—তাদের কোনো ভয় থাকবে না, তারা দুঃখিতও হবে না; কিন্তু যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে—তাদের অবাধ্যতার কারণে শাস্তি তাদের স্পর্শ করবে। বলো, 'আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে, আমি অদৃশ্যও জানি না, আর তোমাদের এ কথাও বলি না যে আমি ফেরেশতা। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি ওহী করা হয়।' বলো, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তবে কি তোমরা চিন্তা-ভাবনা করবে না?' (46–50)

এর মাধ্যমে তাদের সতর্ক করো, যারা ভয় করে যে তাদের তাদের প্রতিপালকের কাছে একত্র করা হবে এমন অবস্থায় যে তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না, কোনো সুপারিশকারীও না, যাতে তারা আল্লাহ-সচেতন হতে পারে। যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায়, তাদের তাড়িয়ে দিয়ো না। তাদের কোনো হিসাবের দায় তোমার উপর নেই, আর তোমার কোনো হিসাবের দায়ও তাদের উপর নেই যে তুমি তাদের তাড়িয়ে দেবে, আর এভাবে যালিমদের একজন হয়ে যাবে। এভাবেই আমি তাদের কাউকে কাউকে দিয়ে পরীক্ষা করেছি, ফলে তারা বলে, 'আমাদের মধ্যে কি এদের উপরই আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন?' কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে আল্লাহ কি সবচেয়ে ভালো জানেন না? (51–53)

যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান রাখে তারা যখন তোমার কাছে আসে, তখন বলো, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক নিজের উপর দয়াকে অবধারিত করে নিয়েছেন: তোমাদের মধ্যে যে অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে ফেলে, তারপর তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয়—তবে তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।' এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি, যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়। বলো, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকো, তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।' বলো, 'আমি তোমাদের খেয়াল-

খুশির অনুসরণ করব না, করলে তো আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।' বলো, 'আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, অথচ তোমরা তা অস্বীকার করছ। তোমরা যা তাড়াতাড়ি চাইছ তা আমার ক্ষমতায় নেই; ফয়সালা কেবল আল্লাহরই। তিনি সত্য বর্ণনা করেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।' বলো, 'তোমরা যা তাড়াতাড়ি চাইছ তা যদি আমার ক্ষমতায় থাকত, তবে আমার ও তোমাদের মধ্যে বিষয়টির ফয়সালা হয়েই যেত; তবে যালিম কারা, আল্লাহই তা সবচেয়ে ভালো জানেন।' (54–58)

অদৃশ্যের চাবিগুলো তাঁরই কাছে; তিনি ছাড়া কেউ তা জানে না। স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে তিনি সবই জানেন। এমন একটি পাতাও ঝরে না যা তিনি জানেন না; মাটির অন্ধকারে এমন কোনো শস্যদানা নেই, কিংবা সজীব বা শুষ্ক এমন কিছু নেই, যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নয়।[9] (59)

তিনিই রাতে তোমাদের প্রাণ তুলে নেন এবং দিনে তোমরা যা উপার্জন করো তা জানেন; তারপর দিনে তোমাদের আবার জাগিয়ে তোলেন, যাতে নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হয়। তারপর তাঁরই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তোমরা যা করতে তিনি তা তোমাদের জানিয়ে দেবেন। তিনি তাঁর বান্দাদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল। (60)

তিনি তোমাদের উপর রক্ষক পাঠান, অবশেষে যখন তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত দূতেরা তার প্রাণ হরণ করে, আর তারা কোনো ত্রুটি করে না। তারপর তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হয় আল্লাহর কাছে, যিনি তাদের প্রকৃত মালিক। জেনে রাখো, ফয়সালা তাঁরই, আর তিনি সবচেয়ে দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (61–62)

বলো, 'কে তোমাদের স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন, যখন তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তাঁকে ডাকো: তিনি যদি আমাদের এ থেকে উদ্ধার করেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব?' বলো, 'আল্লাহই তোমাদের এ থেকে এবং সব রকম দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন; তবু তোমরা তাঁর সঙ্গে শরীক করো।' বলো, 'তিনি তোমাদের উপর থেকে কিংবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে তোমাদের উপর শাস্তি পাঠাতে সক্ষম, কিংবা তোমাদের দলে দলে বিভক্ত করে বিভ্রান্ত করতে এবং একদলকে অন্যদলের হিংস্রতার স্বাদ আস্বাদন করাতে সক্ষম।' দেখো, আমি কীভাবে নানাভাবে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করি, যাতে তারা বুঝতে পারে। তোমার সম্প্রদায় একে অস্বীকার করেছে, অথচ এ সত্য। বলো, 'আমি তোমাদের উপর কর্মবিধায়ক নই। প্রত্যেক সংবাদের একটি নির্ধারিত সময় আছে, আর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।' (63–67)

[9] অকেশনালিজম (উপলক্ষবাদ) – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স

যখন তুমি তাদের দেখো, যারা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে উপহাসমূলক কথাবার্তায় লিপ্ত, তখন তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসো না। যারা আল্লাহ-সচেতন, তাদের উপর ওদের কোনো হিসাবের দায় নেই; তাদের কাজ কেবল স্মরণ করিয়ে দেওয়া, যাতে ওরাও আল্লাহ-সচেতন হতে পারে। যারা নিজেদের দ্বীনকে খেলা ও তামাশা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদের ধোঁকায় ফেলেছে, তাদের ছেড়ে দাও; তবে এর মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দাও, পাছে কেউ নিজের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংসের হাতে সমর্পিত হয়। আল্লাহ ছাড়া তার কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না, আর সে সব রকম মুক্তিপণ দিতে চাইলেও তার কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করা হবে না। এরাই তারা, যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংসের হাতে সমর্পিত হয়েছে: সত্য অস্বীকার করার কারণে তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (68–70)

বলো, 'আমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে ডাকব, যা আমাদের উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না, আর আল্লাহ আমাদের পথ দেখানোর পর আমরা কি উল্টো পায়ে ফিরে যাব—সেই ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তানরা প্রলুব্ধ করে যমীনে দিশেহারা করে ফেলেছে, অথচ তার সঙ্গীরা তাকে সঠিক পথের দিকে ডাকছে: আমাদের কাছে এসো?' বলো, 'আল্লাহর হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত, আর আমাদের আদেশ করা হয়েছে সকল জগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে, নামায কায়েম করতে এবং তাঁর সম্পর্কে সচেতন থাকতে। তিনিই সেই সত্তা, যাঁর কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।' তিনিই আসমান ও যমীন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেন, 'হও,' তা হয়ে যাবে। তাঁর কথাই সত্য, আর যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিন রাজত্ব তাঁরই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা, প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত। (71–73)

আর যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলল, 'আপনি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেন? আমি তো দেখছি আপনি ও আপনার সম্প্রদায় সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছেন।' এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আসমান ও যমীনের রাজত্ব দেখিয়েছিলাম, যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের একজন হয়। যখন রাত তাকে আচ্ছন্ন করল, সে একটি তারা দেখল। সে বলল, 'এ-ই আমার প্রতিপালক।' কিন্তু যখন তা অস্ত গেল, সে বলল, 'যা অস্ত যায় তা আমি ভালোবাসি না।' তারপর যখন সে চাঁদকে উদিত হতে দেখল, বলল, 'এ-ই আমার প্রতিপালক।' কিন্তু যখন তা অস্ত গেল, সে বলল, 'আমার প্রতিপালক যদি আমাকে পথ না দেখান, তবে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের একজন হয়ে যাব।' তারপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখল, বলল, 'এ-ই আমার প্রতিপালক; এ তো আরও বড়।' কিন্তু যখন তা অস্ত গেল, সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে যা শরীক করো তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফিরিয়েছি তাঁর দিকে, যিনি

আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে।' (74–79)

তার সম্প্রদায় তার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হল। সে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমার সঙ্গে বিতর্ক করছ, অথচ তিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন? তোমরা তাঁর সঙ্গে যা শরীক করো আমি তাকে ভয় করি না, তবে আমার প্রতিপালক কিছু চাইলে ভিন্ন কথা। আমার প্রতিপালক জ্ঞানে সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তোমরা যাকে তাঁর সঙ্গে শরীক করো আমি তাকে কীভাবে ভয় করব, যখন তোমরা আল্লাহর সঙ্গে এমন কিছুকে শরীক করতে ভয় করো না যার পক্ষে তিনি তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি? তবে দুই দলের মধ্যে কে নিরাপত্তার বেশি হকদার, যদি তোমরা জানো?' যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুমের সঙ্গে মিশ্রিত করেনি—নিরাপত্তা তাদেরই জন্য, আর তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত। এ ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দিয়েছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি; তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (80–83)

আর আমি তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব, তাদের প্রত্যেককে আমি পথ দেখিয়েছিলাম; আর এর আগে নূহকে পথ দেখিয়েছিলাম, এবং তার বংশধরদের মধ্যে দাঊদ, সুলাইমান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে—এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি—আর যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে—তাদের প্রত্যেকেই ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত—আর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে—তাদের প্রত্যেককে আমি সকল জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম—আর তাদের পিতৃপুরুষ, বংশধর ও ভাইদের কাউকে কাউকেও। আমি তাদের মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। এ আল্লাহর হিদায়াত, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ দেখান। তারা যদি তাঁর সঙ্গে শরীক করত, তবে তারা যা কিছু করেছিল সবই নিষ্ফল হয়ে যেত। এরাই তারা, যাদের আমি কিতাব, বিচারবুদ্ধি ও নবুওয়াত দান করেছিলাম। এখন এই লোকেরা যদি এগুলো অস্বীকার করে, তবে আমি এগুলোর দায়িত্ব এমন এক সম্প্রদায়ের উপর অর্পণ করেছি যারা এগুলো অস্বীকার করবে না। এরাই তারা, যাদের আল্লাহ পথ দেখিয়েছেন, সুতরাং তাদের পথ অনুসরণ করো। বলো, 'আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না: এ তো সকল জগতের জন্য উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়।' (84–90)

তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি, যখন তারা বলে, 'আল্লাহ কোনো মানুষের প্রতি কিছুই নাযিল করেননি।' বলো, 'তবে কে নাযিল করেছিলেন সেই কিতাব, যা মূসা নিয়ে এসেছিল মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশ হিসেবে, যাকে তোমরা পৃথক পৃথক পাতায় লিখে রাখো, কিছু প্রকাশ করো আর অনেক কিছু গোপন করো, অথচ তোমাদের শেখানো হয়েছিল যা না তোমরা জানতে, না তোমাদের পূর্বপুরুষরা?' বলো, 'আল্লাহই নাযিল করেছেন।' তারপর তাদের ছেড়ে

দাও, তারা তাদের অনর্থক কথাবার্তায় মেতে থাকুক। আর এ এক কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি, বরকতময়, তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, যাতে তুমি জনপদসমূহের জননীকে এবং তার চারপাশের লোকদের সতর্ক করো। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে তারা এতে ঈমান রাখে, আর তারা তাদের নামাযের হেফাযত করে। তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে, কিংবা বলে, 'আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে,' অথচ তার প্রতি কিছুই ওহী করা হয়নি, কিংবা বলে, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন আমিও তার অনুরূপ নাযিল করব'? তুমি যদি দেখতে পেতে, যখন যালিমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় থাকবে আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে: 'তোমাদের প্রাণ বের করে দাও! আজ তোমাদের লাঞ্ছনার শাস্তি দেওয়া হবে, কারণ তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য বলতে এবং অহংকার করে তাঁর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করতে। এখন তোমরা আমার কাছে একাকী এসেছ, যেমন আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, আর আমি তোমাদের যা দান করেছিলাম তা তোমরা পিছনে ফেলে এসেছ। তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরও দেখছি না, যাদের তোমরা দাবি করতে যে তারা তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর শরীক। তোমাদের মধ্যকার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে, আর তোমরা যা দাবি করতে তা তোমাদের ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে।' (91–94)

আল্লাহই শস্যদানা ও খেজুর-আঁটি বিদীর্ণ করেন। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন, আর তিনিই জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। তিনিই আল্লাহ—তবে তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছ? তিনিই প্রভাতের উন্মেষকারী; তিনি রাতকে করেছেন বিশ্রামের জন্য, আর সূর্য ও চাঁদকে হিসাবের জন্য। এ পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নির্ধারণ। তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তা দিয়ে স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ খুঁজে পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। তিনিই তোমাদের একটি মাত্র প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের দিয়েছেন একটি অবস্থানস্থল ও একটি গচ্ছিত থাকার স্থান। বোধসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, আর তা দিয়ে আমি সব রকম উদ্ভিদ উদ্গত করি: তা থেকে বের করি সবুজ চারা, যা থেকে বের করি ঘনসন্নিবিষ্ট শস্যদানা; আর খেজুর গাছের মোচা থেকে ঝুলন্ত খেজুরের কাঁদি; আর আঙুরের বাগান, যায়তুন ও ডালিম, যা পরস্পর সদৃশ আবার বিসদৃশও। তার ফলের দিকে তাকাও যখন তা ফলবান হয়, আর তার পেকে ওঠার দিকেও: নিশ্চয়ই এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তবু তারা জিনদের আল্লাহর শরীক বানায়, অথচ তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন; আর তারা অজ্ঞতাবশত তাঁর জন্য পুত্র-কন্যা আরোপ করে। তিনি মহাপবিত্র! তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। তিনি আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক—তাঁর সন্তান হবে কীভাবে, যখন তাঁর কোনো সঙ্গিনী নেই? তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি সব বিষয়ে জ্ঞানী। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক: তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি সব কিছুর

স্রষ্টা, সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো। তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। কোনো দৃষ্টি তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, কিন্তু তিনি সমস্ত দৃষ্টিকে আয়ত্ত করেন; তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত। (95–103)

'তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি এসে গেছে। যে দেখবে, তা তার নিজেরই কল্যাণে; আর যে অন্ধ থাকবে, তা তার নিজেরই ক্ষতি। আমি তোমাদের রক্ষক নই।' এভাবেই আমি নানাভাবে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করি, যাতে তারা বলে, 'তুমি পড়ে শিখেছ,' এবং যাতে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তা স্পষ্ট করে দিই। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তার অনুসরণ করো—তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই—আর যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। আল্লাহ চাইলে তারা শরীক করত না। আমি তোমাকে তাদের রক্ষক বানাইনি, আর তুমি তাদের কর্মবিধায়কও নও। (104–107)

তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকে, তোমরা তাদের গালি দিয়ো না, পাছে তারা শত্রুতাবশত অজ্ঞতার সঙ্গে আল্লাহকে গালি দেয়। এভাবেই আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে তাদের কাজকর্ম শোভন করে দিয়েছি; তারপর তাদের প্রতিপালকের কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তারা যা করত তিনি তা তাদের জানিয়ে দেবেন। তারা আল্লাহর নামে কঠিনতম শপথ করে বলে যে, তাদের কাছে কোনো নিদর্শন এলে তারা অবশ্যই তাতে ঈমান আনবে। বলো, 'নিদর্শনসমূহ কেবল আল্লাহরই এখতিয়ারে।' আর কীসে তোমাদের বোঝাবে যে, তা এলেও তারা ঈমান আনবে না? আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ফিরিয়ে দিই, যেমন তারা প্রথমবার এতে ঈমান আনেনি, আর তাদের ছেড়ে দিই তাদের অবাধ্যতার মধ্যে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াতে। আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল করতাম, মৃতরা তাদের সঙ্গে কথা বলত, আর সব কিছু তাদের সামনে মুখোমুখি এনে জমা করতাম, তবু তারা ঈমান আনত না, যদি না আল্লাহ চাইতেন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ। এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানিয়েছি: মানুষ ও জিনের মধ্যকার শয়তানদের, যারা ধোঁকা দেওয়ার জন্য একে অপরকে চাকচিক্যময় কথার প্ররোচনা দেয়। তোমার প্রতিপালক চাইলে তারা তা করত না; সুতরাং তাদের ও তাদের মনগড়া রচনাকে ছেড়ে দাও। তারা এমন করে যাতে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর এর দিকে ঝুঁকে পড়ে, তারা এতে সন্তুষ্ট থাকে, এবং তারা যা উপার্জন করছে তা-ই উপার্জন করে যায়। (108–113)

বলো, 'আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো বিচারক খুঁজব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিশদভাবে বর্ণিত এই কিতাব নাযিল করেছেন?' যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, এ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ নাযিল হয়েছে; সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্যতা ও ন্যায়ের দিক থেকে পূর্ণতা লাভ করেছে; তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চলো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। তারা কেবল অনুমানের

অনুসরণ করে; তারা কেবল আন্দাজেই কথা বলে।[10] তোমার প্রতিপালক সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, আর তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত। (114–117)

সুতরাং যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে তা থেকে খাও, যদি তোমরা তাঁর আয়াতসমূহে ঈমান রাখো। তোমাদের কী হল যে, যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে তা থেকে তোমরা খাবে না, অথচ তিনি তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন, তবে যা খেতে তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়ো তা ভিন্ন? অনেকেই জ্ঞান ছাড়া নিজেদের খেয়াল-খুশি দিয়ে অন্যদের পথভ্রষ্ট করে। তোমার প্রতিপালক সীমালঙ্ঘনকারীদের সবচেয়ে ভালো জানেন। প্রকাশ্য ও গোপন সব পাপ বর্জন করো: যারা পাপ উপার্জন করে তারা যা করত তার প্রতিফল তাদের দেওয়া হবে। আর যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি তা থেকে খেয়ো না, কারণ তা অবাধ্যতা। শয়তানরা তাদের বন্ধুদের প্ররোচনা দেয় তোমাদের সঙ্গে বিতর্ক করতে; আর যদি তোমরা তাদের কথা মেনে চলো, তবে তোমরাও অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে। যে ছিল মৃত, তারপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য এমন এক আলো বানিয়েছি যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি তার মতো, যে স্তরে স্তরে অন্ধকারে রয়েছে, যা থেকে সে বের হতে পারে না? এভাবেই যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের কাছে তাদের কাজকর্ম শোভন করে দেওয়া হয়েছে। আর এভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে তার প্রধান অপরাধীদের রেখেছি, যাতে তারা সেখানে চক্রান্ত করে; কিন্তু তারা কেবল নিজেদের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করে, অথচ তারা তা উপলব্ধি করে না। যখন তাদের কাছে কোনো নিদর্শন আসে, তারা বলে, 'আল্লাহর রাসূলদের যা দেওয়া হয়েছিল আমাদেরও অনুরূপ না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনো ঈমান আনব না।' আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন তাঁর রিসালাত কোথায় রাখবেন। অপরাধীরা যে চক্রান্ত করত তার কারণে তাদের উপর আল্লাহর কাছে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি আপতিত হবে। আল্লাহ যাকে পথ দেখাতে চান, তার বুক তিনি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের জন্য প্রশস্ত করে দেন; আর যাকে তিনি বিপথে যেতে দিতে চান, তার বুক তিনি সংকীর্ণ ও সংকুচিত করে দেন, যেন সে কষ্ট করে আকাশে আরোহণ করছে। এভাবেই যারা ঈমান আনে না তাদের উপর আল্লাহ কলুষ চাপিয়ে দেন। (118–125)

এ-ই তোমার প্রতিপালকের পথ, সরল-সোজা। যারা উপদেশ গ্রহণ করে সেই সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে শান্তির আবাস, আর তারা যা করত তার কারণে তিনিই তাদের অভিভাবক। (126–127)

যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন: 'হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষের অনেককে বিভ্রান্ত করেছ।' আর মানুষের মধ্যে তাদের বন্ধুরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা একে

[10] **নাস্তিক্যবাদ অনুমানের (যান) উপর প্রতিষ্ঠিত: একটি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য**

অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি, আর এখন আমরা সেই মেয়াদে পৌঁছে গেছি যা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলে।' তিনি বলবেন, 'আগুনই তোমাদের আবাস, সেখানে তোমরা থাকবে—তবে আল্লাহ যা চান তা ভিন্ন।' তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। এভাবেই আমি যালিমদের একজনকে অন্যজনের উপর ক্ষমতা দিই, তারা যা উপার্জন করত তার কারণে। 'হে জিন ও মানুষের দল, তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াত বর্ণনা করত এবং তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করত?' তারা বলবে, 'আমরা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি।' পার্থিব জীবন তাদের ধোঁকায় ফেলেছিল, আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে যে তারা সত্য অস্বীকার করেছিল। এ এজন্য যে, তোমার প্রতিপালক কখনো জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেন না, যখন তার অধিবাসীরা অনবহিত থাকে। প্রত্যেকের জন্য তাদের কর্ম অনুযায়ী মর্যাদার স্তর রয়েছে; আর তারা যা করে সে সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক বেখবর নন। তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়ার অধিকারী। তিনি চাইলে তোমাদের সরিয়ে দিতে পারেন এবং তোমাদের জায়গায় যাকে ইচ্ছা স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তিনি তোমাদের অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে, আর তোমরা তা এড়াতে পারবে না। বলো, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের অবস্থানে থেকে কাজ করে যাও; আমিও কাজ করে যাচ্ছি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে শেষ আবাস কার হবে। নিশ্চয়ই যালিমরা সফলকাম হবে না।' (128–135)

আল্লাহ যে শস্য ও গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে তারা আল্লাহর জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করে, আর বলে, 'এটা আল্লাহর জন্য'—তাদের ধারণা অনুযায়ী—'আর এটা আমাদের শরীকদের জন্য।' যা তাদের শরীকদের জন্য তা আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, কিন্তু যা আল্লাহর জন্য তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছে যায়। কতই না মন্দ তাদের এ ফয়সালা! তেমনিভাবে তাদের শরীকরা আল্লাহর সঙ্গে শরীককারীদের অনেকের কাছে তাদের সন্তান হত্যাকে শোভন করে দিয়েছে, তাদের ধ্বংস করার জন্য এবং তাদের দ্বীনকে তাদের কাছে বিভ্রান্তিকর করে তোলার জন্য। আল্লাহ চাইলে তারা তা করত না; সুতরাং তাদের ও তাদের মনগড়া রচনাকে ছেড়ে দাও। তারা বলে, 'এই গবাদিপশু ও শস্য নিষিদ্ধ; আমরা যাকে চাই সে ছাড়া কেউ তা খেতে পারবে না'—তাদের ধারণা অনুযায়ী—'আর কিছু গবাদিপশু আছে যাদের পিঠ হারাম করা হয়েছে, আর কিছু গবাদিপশু আছে যাদের উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না'—তাঁর নামে মিথ্যা রচনা করে। তারা যে মিথ্যা রচনা করত তার প্রতিফল তিনি তাদের দেবেন। তারা বলে, 'এই গবাদিপশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম; তবে তা যদি মৃত জন্মায়, তাহলে সবাই তাতে অংশীদার।' তাদের এ বর্ণনার প্রতিফল তিনি তাদের দেবেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। যারা নির্বুদ্ধিতাবশত, জ্ঞান ছাড়া নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে, আর

আল্লাহ তাদের যে জীবিকা দিয়েছেন তা আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে হারাম করে নেয়, তারা সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত। তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত নয়। (136–140)

তিনিই সৃষ্টি করেছেন বাগানসমূহ, মাচায় তোলা ও মাচাহীন, আর খেজুর গাছ, নানা স্বাদের শস্য, যায়তুন ও ডালিম, যা পরস্পর সদৃশ আবার বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল খাও, আর ফসল কাটার দিন তার হক আদায় করো; আর অপচয় করো না: তিনি অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না। আর গবাদিপশুর মধ্যে কিছু ভারবাহী, কিছু যবেহের জন্য। আল্লাহ তোমাদের যে জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না: সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আটটি জোড়ায় জোড়ায়: ভেড়ার দুটি ও ছাগলের দুটি। বলো, 'তিনি কি নর দুটিকে হারাম করেছেন, না মাদি দুটিকে, নাকি মাদি দুটির গর্ভে যা আছে তাকে? তোমরা সত্যবাদী হলে জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে বলো।' আর উটের দুটি ও গরুর দুটি। বলো, 'তিনি কি নর দুটিকে হারাম করেছেন, না মাদি দুটিকে, নাকি মাদি দুটির গর্ভে যা আছে তাকে? নাকি আল্লাহ যখন তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন তোমরা উপস্থিত ছিলে?' তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে জ্ঞান ছাড়া মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (141–144)

বলো, 'আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে আমি কোনো আহারকারীর জন্য এমন কিছু হারাম পাই না যা সে খেতে চায়, তবে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, কিংবা শূকরের মাংস ছাড়া—কারণ তা অপবিত্র—অথবা এমন পাপের বস্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে কেউ যদি নিরুপায় হয়ে পড়ে, লালসাবশত নয় এবং প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করে—তবে তোমার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।' যারা ইহুদী ছিল তাদের জন্য আমি নখরযুক্ত সব প্রাণী হারাম করেছিলাম; আর গরু ও ভেড়ার চর্বি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, তবে যা তাদের পিঠে বা অন্ত্রে লেগে থাকে কিংবা হাড়ের সঙ্গে মিশে থাকে তা ছাড়া। এভাবে আমি তাদের অবাধ্যতার প্রতিফল দিয়েছিলাম; আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী। তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে বলো, 'তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার অধিকারী, কিন্তু অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর থেকে তাঁর শাস্তি ফিরিয়ে নেওয়া হয় না।' যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে তারা বলবে, 'আল্লাহ চাইলে আমরা শরীক করতাম না, আমাদের পূর্বপুরুষরাও করত না, আর আমরা কোনো কিছু হারামও করতাম না।' তাদের পূর্ববর্তীরাও এভাবেই অস্বীকার করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তির স্বাদ নিয়েছিল। বলো, 'তোমাদের কাছে কি কোনো জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের সামনে পেশ করতে পারো? তোমরা তো কেবল অনুমানের অনুসরণ করো; তোমরা কেবল আন্দাজেই কথা বলো।' বলো, 'চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই। তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে অবশ্যই পথ দেখাতেন।' বলো, 'তোমাদের সেই সাক্ষীদের নিয়ে এসো, যারা সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ এটা হারাম করেছেন।' তারপর তারা যদি সাক্ষ্য দেয়, তবে তুমি তাদের সঙ্গে সাক্ষ্য

দিয়ো না, আর তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়। (145–150)

বলো, 'এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা আমি পড়ে শোনাই: তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করো না; পিতা-মাতার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করো; দারিদ্র্যের ভয়ে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করো না—আমিই তোমাদের ও তাদের জীবিকা দিই; অশ্লীল কাজের কাছেও যেয়ো না, তা প্রকাশ্য হোক বা গোপন; আল্লাহ যে প্রাণকে পবিত্র করেছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না। এ নির্দেশ তিনি তোমাদের দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুদ্ধি খাটাও। ইয়াতীমের সম্পদের কাছে যেয়ো না, সর্বোত্তম পন্থায় ছাড়া, যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে পৌঁছে। মাপ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করো—আমি কারও উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাই না। যখন কথা বলবে, ন্যায়সঙ্গত কথা বলো, যদিও তা কোনো আত্মীয়ের ব্যাপারে হয়। আর আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো। এ নির্দেশ তিনি তোমাদের দিয়েছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। আর এ-ই আমার পথ, সরল-সোজা, সুতরাং এর অনুসরণ করো; অন্য পথগুলোর অনুসরণ করো না, করলে সেগুলো তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ নির্দেশ তিনি তোমাদের দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহ-সচেতন হতে পারো।' (151–153)

তারপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যে সৎকর্ম করেছিল তার উপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করার জন্য, সব কিছুর বিশদ বিবরণ হিসেবে, এবং পথনির্দেশ ও রহমত হিসেবে, যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে বিশ্বাস স্থাপন করে। আর এ এক কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি, বরকতময়; সুতরাং এর অনুসরণ করো এবং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়, পাছে তোমরা বলো, 'কিতাব তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দুটি দলের প্রতিই নাযিল হয়েছিল, আর তারা যা অধ্যয়ন করত সে সম্পর্কে আমরা অনবহিত ছিলাম,' কিংবা পাছে তোমরা বলো, 'আমাদের প্রতি যদি কিতাব নাযিল করা হত, তবে আমরা তাদের চেয়ে অধিক সঠিক পথে থাকতাম।' এখন তো তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসে গেছে সুস্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশ ও রহমত। তবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে আমি তাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দেব। তারা কি এই অপেক্ষায় আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে, কিংবা তোমার প্রতিপালক আসবেন, কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে? যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে, সেদিন কারও ঈমান তার কোনো উপকারে আসবে না, যদি সে আগে ঈমান না এনে থাকে, কিংবা তার ঈমানের মাধ্যমে কোনো কল্যাণ অর্জন না করে থাকে। বলো, 'তবে অপেক্ষা করো; আমরাও অপেক্ষায় আছি।' (154–158)

যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই; তাদের বিষয়টি আল্লাহর হাতে, তারপর তারা যা করত তিনি তা তাদের জানিয়ে দেবেন। যে একটি সৎকাজ নিয়ে আসবে সে তার দশগুণ পাবে; আর যে একটি মন্দ কাজ নিয়ে আসবে তাকে কেবল তার সমান প্রতিফলই দেওয়া হবে, আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। বলো, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথে পরিচালিত করেছেন, এক সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীনে, একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ইবরাহীমের ধর্মাদর্শে; সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে।' বলো, 'আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহরই জন্য, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক; তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এরই আদেশ দেওয়া হয়েছে, আর আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম।' বলো, 'আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো প্রতিপালক খুঁজব, অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক? প্রত্যেকে যা উপার্জন করে তার দায় তারই উপর বর্তায়, আর কোনো ভারবহনকারী অন্যের ভার বহন করবে না। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ করতে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।' তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন, এবং তোমাদের কাউকে কারও উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, যাতে তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন। তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে দ্রুত, আর তিনি অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (159–165)

7. উঁচু স্থানসমূহ (আল-আরাফ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আলিফ লাম মীম সাদ। (1)

হে নবী, এ এক কিতাব, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে—সুতরাং এর কারণে তোমার বুকে যেন কোনো সংকোচ না থাকে—যাতে তুমি এর মাধ্যমে সতর্ক করো, আর এ মুমিনদের জন্য উপদেশ। তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করো, আর তাঁকে ছেড়ে অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। তোমরা কত অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো! (2–3)

কত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি! আমার শাস্তি তাদের উপর এসেছিল রাতে, কিংবা দুপুরে যখন তারা বিশ্রাম করছিল। যখন আমার শাস্তি তাদের উপর এল, তখন তাদের একমাত্র আর্তনাদ ছিল, 'আমরা সত্যিই যালিম ছিলাম।' যাদের কাছে রাসূল পাঠানো হয়েছিল আমি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করব, আর রাসূলদেরও অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব। তারপর আমি জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের কাছে সব বর্ণনা করব, কারণ আমি কখনো অনুপস্থিত ছিলাম না। সেদিনের ওজন হবে যথার্থ। যাদের পাল্লা ভারী হবে—তারাই সফলকাম হবে; আর যাদের পাল্লা হালকা হবে—তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, কারণ তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি অবিচার করত। (4–9)

আমি তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং সেখানে তোমাদের জন্য জীবিকার উপকরণ রেখেছি। তোমরা কত অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদের আকৃতি দিয়েছি, তারপর ফেরেশতাদের বলেছি, 'আদমকে সিজদা করো।' তারা সিজদা করল—ইবলীস ছাড়া সবাই; সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না। তিনি বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম, তখন কিসে তোমাকে সিজদা করতে বাধা দিল?' সে বলল, 'আমি তার চেয়ে উত্তম: তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ, আর তাকে সৃষ্টি করেছ কাদামাটি থেকে।' তিনি বললেন, 'এখান থেকে নেমে যাও! এখানে থেকে অহংকার করার অধিকার তোমার নেই। বেরিয়ে যাও: তুমি লাঞ্ছিতদের একজন।' সে বলল, 'যেদিন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।' তিনি বললেন, 'তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।' সে বলল, 'যেহেতু তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছ, আমি অবশ্যই তোমার সরল পথে তাদের জন্য ওত পেতে বসে থাকব। তারপর আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে ও পিছন থেকে, তাদের ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে, আর তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।' তিনি বললেন, 'এখান থেকে বেরিয়ে যাও, ধিক্কৃত ও বিতাড়িত হয়ে! তাদের মধ্যে যে তোমার অনুসরণ করবে, আমি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেব। আর হে আদম,

তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস করো, এবং যেখান থেকে ইচ্ছা আহার করো; কিন্তু এই গাছটির কাছে যেয়ো না, নইলে তোমরা দুজনই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (10–19)

তারপর শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল, তাদের লজ্জাস্থানের যা তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের সামনে প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য। সে বলল, 'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের এই গাছ থেকে নিষেধ করেছেন কেবল এজন্য যে, পাছে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাও, কিংবা চিরঞ্জীব হয়ে যাও।' আর সে তাদের কাছে শপথ করে বলল, 'আমি অবশ্যই তোমাদের একজন আন্তরিক হিতাকাঙ্ক্ষী।' এভাবে সে প্রতারণা করে তাদের পতন ঘটাল। যখন তারা সেই গাছের স্বাদ নিল, তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল, আর তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢাকতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদের ডেকে বললেন, 'আমি কি তোমাদের ওই গাছ থেকে নিষেধ করিনি, আর বলিনি যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?' তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি দয়া না করো, তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' তিনি বললেন, 'নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু! পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রয়েছে আবাস ও কিছু কালের জীবনোপকরণ।' তিনি বললেন, 'সেখানেই তোমরা জীবনযাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে, আর সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে।' (20–25)

হে আদম-সন্তান, আমি তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি, তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য এবং সাজসজ্জা হিসেবে; তবে আল্লাহ-সচেতনতার পোশাক—সেটাই সর্বোত্তম। এ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। হে আদম-সন্তান, শয়তান যেন তোমাদের প্রলুব্ধ করে বিপদে না ফেলে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল, তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য তাদের পোশাক খুলে ফেলেছিল। সে ও তার দলবল তোমাদের এমন জায়গা থেকে দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না, আমি শয়তানদের তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি। (26–27)

যখন তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে, তখন বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এমন করতে দেখেছি, আর আল্লাহই আমাদের এর আদেশ দিয়েছেন।' বলো, 'আল্লাহ অশ্লীলতার আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জানো না?' বলো, 'আমার প্রতিপালক ন্যায়ের আদেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক ইবাদতের স্থানে তোমাদের মুখ তাঁরই দিকে স্থির রাখো, আর দ্বীনকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে তাঁকে ডাকো। তিনি যেভাবে তোমাদের প্রথম সৃষ্টি করেছেন, সেভাবেই তোমরা ফিরে আসবে।' একদলকে তিনি পথ দেখিয়েছেন, আর একদলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে: তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে, আর মনে করে তারাই সঠিক পথে আছে। হে আদম-সন্তান, প্রত্যেক ইবাদতের স্থানে তোমাদের সুন্দর পোশাক পরিধান করো; খাও ও পান করো, কিন্তু অপচয় করো না: তিনি অপচয়কারীদের

ভালোবাসেন না। বলো, 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সাজসজ্জা সৃষ্টি করেছেন এবং উত্তম জীবিকার বস্তুগুলো, তা কে হারাম করেছে?' বলো, 'এগুলো পার্থিব জীবনে তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে, আর কিয়ামতের দিন বিশেষভাবে কেবল তাদেরই জন্য।' এভাবেই আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি। (28–32)

বলো, 'আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন কেবল অশ্লীল কাজগুলো, তা প্রকাশ্য হোক বা গোপন, আর পাপ, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আর এ যে তোমরা আল্লাহর সঙ্গে এমন কিছুকে শরীক করবে যার পক্ষে তিনি কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি, আর এ যে তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলবে যা তোমরা জানো না।' প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে একটি নির্ধারিত মেয়াদ। যখন তাদের মেয়াদ এসে যায়, তখন তারা তা এক মুহূর্ত পিছাতেও পারে না, এগিয়েও আনতে পারে না। (33–34)

হে আদম-সন্তান, যখনই তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ তোমাদের কাছে আসবে, তোমাদের কাছে আমার আয়াত বর্ণনা করবে—তখন যে আল্লাহ-সচেতন হবে ও নিজেকে সংশোধন করে নেবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না, তারা দুঃখিতও হবে না; কিন্তু যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং তা থেকে অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নেয়—তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানেই তারা থাকবে। তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে? এমন লোকেরা কিতাবে লিখিত তাদের অংশ পেয়ে যাবে; অবশেষে যখন আমার প্রেরিত দূতেরা তাদের প্রাণ হরণ করতে তাদের কাছে আসবে, তারা বলবে, 'আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা ডাকতে তারা কোথায়?' তারা বলবে, 'তারা আমাদের ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে,' আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে যে তারা সত্য অস্বীকারকারী ছিল। তিনি বলবেন, 'তোমাদের আগে জিন ও মানুষের যে সম্প্রদায়গুলো গত হয়েছে, তাদের সঙ্গে আগুনে প্রবেশ করো।' যখনই একটি সম্প্রদায় প্রবেশ করবে, সে তার সহযোগী সম্প্রদায়কে অভিশাপ দেবে; অবশেষে যখন তারা সবাই একের পর এক সেখানে জমা হবে, তখন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, এরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, সুতরাং এদের আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি দাও।' তিনি বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা জানো না।' আর তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের বলবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না; সুতরাং তোমরা যা উপার্জন করেছ তার জন্য শাস্তির স্বাদ নাও।' (35–39)

যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং তা থেকে অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নেয়—তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না, আর তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। এভাবেই আমি অপরাধীদের প্রতিফল দিই। জাহান্নাম হবে তাদের শয্যা, আর তাদের উপরে থাকবে আগুনের আচ্ছাদন। এভাবেই আমি যালিমদের প্রতিফল দিই। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে—আমি কারও উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাই

না—তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানেই তারা থাকবে। তাদের অন্তরে যে বিদ্বেষ থাকবে আমি তা দূর করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে, আর তারা বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদের এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের পথ না দেখালে আমরা কখনোই পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্য নিয়েই এসেছিল।' আর তাদের ডেকে বলা হবে, 'এ-ই সেই জান্নাত, তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে তোমাদের এর উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।' জান্নাতের অধিবাসীরা আগুনের অধিবাসীদের ডেকে বলবে, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরাও কি তা সত্য পেয়েছ?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ।' তখন একজন ঘোষক তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে, 'যালিমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, যারা অন্যদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখত এবং তাকে বাঁকা করতে চাইত, আর যারা আখিরাতকে অস্বীকার করত।' (40–45)

উভয়ের মাঝে থাকবে একটি পর্দা, আর আ'রাফের উপর থাকবে কিছু লোক, যারা প্রত্যেক দলকে তাদের চিহ্ন দেখে চিনবে। তারা জান্নাতের অধিবাসীদের ডেকে বলবে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' তারা তখনো তাতে প্রবেশ করেনি, যদিও তারা আকুলভাবে তা কামনা করে। আর যখন তাদের দৃষ্টি আগুনের অধিবাসীদের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করো না।' আ'রাফের লোকেরা এমন কিছু লোককে ডেকে বলবে যাদের তারা চিহ্ন দেখে চিনবে, 'তোমাদের সঞ্চয় ও তোমাদের অহংকার তোমাদের কোনো কাজেই এল না। এরাই কি তারা, যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে আল্লাহ এদের প্রতি কখনো দয়া করবেন না?' তাদের বলা হবে, 'জান্নাতে প্রবেশ করো: তোমাদের কোনো ভয় নেই, তোমরা দুঃখিতও হবে না।' (46–49)

আগুনের অধিবাসীরা জান্নাতের অধিবাসীদের ডেকে বলবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, কিংবা আল্লাহ তোমাদের যে জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দাও।' তারা বলবে, 'আল্লাহ এ দুটিই হারাম করেছেন তাদের জন্য যারা সত্য অস্বীকার করে, যারা নিজেদের দ্বীনকে তামাশা ও খেলা হিসেবে গ্রহণ করেছিল, আর পার্থিব জীবন যাদের ধোঁকায় ফেলেছিল।' সুতরাং আজ আমি তাদের ভুলে যাব, যেমন তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল, আর যেমন তারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করত। (50–51)

আমি তাদের কাছে এমন এক কিতাব নিয়ে এসেছি, যা আমি জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত হিসেবে। তারা কি কেবল এর চূড়ান্ত পরিণতির অপেক্ষায় আছে? যেদিন এর চূড়ান্ত পরিণতি প্রকাশ পাবে, সেদিন যারা আগে একে ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্য নিয়েই এসেছিল। এখন কি আমাদের জন্য কোনো সুপারিশকারী আছে, যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে? কিংবা

আমাদের কি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যাতে আমরা আগে যা করতাম তা থেকে ভিন্ন কাজ করতে পারি?' তারা নিজেদেরই ক্ষতি করেছে, আর তারা যা মনগড়া রচনা করত তা তাদের ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে। (52–53)

তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীন ছয়টি মহাকালে সৃষ্টি করেছেন, তারপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি রাতকে দিনের উপর পর্দার মতো টেনে দেন, যা দ্রুতগতিতে তার পিছু ধাওয়া করে; আর সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজি তাঁরই নির্দেশে অনুগত। জেনে রাখো, সৃষ্টি তাঁরই, নির্দেশও তাঁরই। বরকতময় আল্লাহ, সকল জগতের প্রতিপালক! তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো বিনীতভাবে ও গোপনে: তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না। পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, আর তাঁকে ডাকো ভয় ও আশা নিয়ে: আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। তিনিই বাতাস পাঠান তাঁর রহমতের আগাম সুসংবাদ হিসেবে; অবশেষে যখন তা ভারী মেঘ বয়ে আনে, তখন আমি তাকে কোনো মৃত ভূখণ্ডের দিকে চালিয়ে নিই, তারপর তা থেকে পানি বর্ষণ করি, আর তা দিয়ে সব রকম ফল উৎপন্ন করি। এভাবেই আমি মৃতদের বের করে আনব, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। উৎকৃষ্ট ভূমি তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে তার ফসল উৎপন্ন করে; আর নিকৃষ্ট ভূমি থেকে যৎসামান্য ছাড়া কিছুই জন্মায় না। এভাবেই আমি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নানাভাবে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করি। (54–58)

আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত করো; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য এক ভয়াবহ দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।' তার সম্প্রদায়ের নেতারা বলল, 'আমরা তো তোমাকে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।' সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোনো ভ্রান্তি নেই; বরং আমি সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন রাসূল। আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি এবং তোমাদের আন্তরিক উপদেশ দিচ্ছি, আর আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জানো না। তোমরা কি এতে বিস্মিত যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে, আর তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও এবং রহমত লাভ করো?' কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল; তাই আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের নৌকায় রক্ষা করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল তাদের ডুবিয়ে দিলাম। তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়। (59–64)

আর আদ জাতির কাছে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই হূদকে। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত করো; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তবে কি তোমরা তাঁর সম্পর্কে সচেতন হবে না?' তার সম্প্রদায়ের যে নেতারা সত্য অস্বীকার করেছিল তারা বলল, 'আমরা তো তোমাকে নির্বোধ দেখছি, আর আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন।' সে বলল, 'হে

আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোনো নির্বুদ্ধিতা নেই; বরং আমি সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন রাসূল। আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি, আর আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। তোমরা কি এতে বিস্মিত যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে? স্মরণ করো, তিনি নূহের সম্প্রদায়ের পর তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং দৈহিক গঠনে তোমাদের অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করব আর আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের উপাসনা করত তাদের ত্যাগ করব? তবে তুমি আমাদের যে হুমকি দিচ্ছ তা আমাদের উপর নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।' সে বলল, 'তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের উপর এসেই পড়েছে। তোমরা কি আমার সঙ্গে এমন কিছু নাম নিয়ে বিতর্ক করছ, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা বানিয়ে নিয়েছ, যার পক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি? তবে অপেক্ষা করো; আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় রইলাম।' তারপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের আমার রহমতে রক্ষা করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং মুমিন ছিল না তাদের মূল কেটে দিলাম। (65–72)

আর সামূদ জাতির কাছে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালিহকে। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত করো; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে: এ আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য এক নিদর্শন। একে আল্লাহর যমীনে চরে খেতে দাও, আর এর কোনো ক্ষতি করো না, করলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করবে। স্মরণ করো, তিনি আদ জাতির পর তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং যমীনে তোমাদের বসতি দিয়েছেন: তোমরা তার সমতলে প্রাসাদ নির্মাণ করো আর পাহাড় কেটে ঘর বানাও। আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করো, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়িয়ো না।' তার সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা যাদের দুর্বল মনে করা হত তাদের—তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদের—বলল, 'তোমরা কি জানো যে সালিহ তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত?' তারা বলল, 'তাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তাতে ঈমান রাখি।' অহংকারীরা বলল, 'তোমরা যাতে ঈমান রাখো আমরা তা অস্বীকার করি।' তারপর তারা উটনীটির পায়ের রগ কেটে দিল এবং তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল, আর বলল, 'হে সালিহ, তুমি আমাদের যে হুমকি দিচ্ছ তা আমাদের উপর নিয়ে এসো, যদি তুমি রাসূলদের একজন হও।' তখন ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল, আর সকালে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের আন্তরিক উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা হিতাকাঙ্ক্ষীদের ভালোবাসো না।' (73–79)

আর লূতকেও পাঠিয়েছিলাম, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, 'তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের আগে জগতের কেউ করেনি? তোমরা নারীদের ছেড়ে কামবশত পুরুষদের কাছে যাও। তোমরা তো সব সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।' তার সম্প্রদায়ের একমাত্র জবাব ছিল এ কথা বলা, 'এদের তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও: এরা তো এমন লোক যারা নিজেদের খুব পবিত্র রাখে।' তাই আমি তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম—তার স্ত্রী ছাড়া, সে ছিল পিছনে রয়ে যাওয়া লোকদের একজন—আর তাদের উপর বর্ষণ করলাম পাথরের বৃষ্টি। দেখো, অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল! (80–84)

আর মাদইয়ানের কাছে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই শুআইবকে। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত করো; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং মাপ ও ওজন পূর্ণ করো, মানুষকে তাদের প্রাপ্য জিনিস কম দিয়ো না, আর পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এ-ই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা মুমিন হও। আর প্রতিটি পথে ওত পেতে বসে থেকো না, যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে তাদের হুমকি দিয়ে এবং আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রেখে, তাকে বাঁকা করতে চেয়ে। স্মরণ করো, তোমরা ছিলে অল্পসংখ্যক, তিনি তোমাদের বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন; আর দেখো, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল। আমাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তাতে যদি তোমাদের একদল ঈমান আনে আর একদল ঈমান না আনে, তবে ধৈর্য ধরো যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন: তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।' (85–87)

তার সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা বলল, 'হে শুআইব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদের আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব, যদি না তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসো।' সে বলল, 'আমরা তা ঘৃণা করলেও কি? আল্লাহ আমাদের তা থেকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই, তবে তো আমরা আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করলাম। তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, যদি না আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা চান। আমাদের প্রতিপালক জ্ঞানে সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন; আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যথাযথভাবে ফয়সালা করে দাও, তুমিই তো শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।' তার সম্প্রদায়ের যে নেতারা সত্য অস্বীকার করেছিল তারা বলল, 'তোমরা যদি শুআইবের অনুসরণ করো, তবে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' তখন ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল, আর সকালে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। যারা শুআইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল—যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করেনি। যারা শুআইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল—তারাই ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের

বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের আন্তরিক উপদেশ দিয়েছিলাম। তবে সত্য অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি কীভাবে দুঃখ করব?' (88–93)

আমি যখনই কোনো জনপদে কোনো নবী পাঠিয়েছি, তার অধিবাসীদের অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করেছি, যাতে তারা বিনীত হয়। তারপর আমি তাদের দুরবস্থাকে সচ্ছলতায় বদলে দিয়েছি, অবশেষে তারা বেড়ে উঠেছে এবং বলেছে, 'আমাদের পূর্বপুরুষদেরও তো দুঃখ ও সুখ স্পর্শ করত।' তখন আমি তাদের হঠাৎ পাকড়াও করেছি, অথচ তারা টেরও পায়নি। জনপদগুলোর অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত ও আল্লাহ-সচেতন হত, তবে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতের দরজা খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল, তাই তারা যা উপার্জন করত তার জন্য আমি তাদের পাকড়াও করলাম। (94–96)

জনপদগুলোর অধিবাসীরা কি এ থেকে নিশ্চিন্ত যে, আমার শাস্তি তাদের উপর রাতে আসবে না, যখন তারা ঘুমিয়ে থাকবে? কিংবা জনপদগুলোর অধিবাসীরা কি এ থেকে নিশ্চিন্ত যে, আমার শাস্তি তাদের উপর প্রকাশ্য দিবালোকে আসবে না, যখন তারা খেলাধুলায় মত্ত থাকবে? তারা কি আল্লাহর কৌশল থেকে নিশ্চিন্ত? ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউ আল্লাহর কৌশল থেকে নিশ্চিন্ত হয় না। পৃথিবীর পূর্ববর্তী অধিবাসীদের পর যারা তার উত্তরাধিকারী হয়, তাদের কাছে কি এ স্পষ্ট হয়নি যে, আমি চাইলে তাদের পাপের কারণে তাদের শাস্তি দিতে পারি এবং তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিতে পারি, ফলে তারা আর শুনবে না? এগুলো সেই জনপদ, যাদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি। তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা আগে যা অস্বীকার করেছিল তাতে আর ঈমান আনার ছিল না। এভাবেই আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের অন্তরে মোহর মেরে দেন। আমি তাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকার পালনকারী পাইনি; বরং তাদের অধিকাংশকে পেয়েছি অবাধ্য। (97–102)

তারপর তাদের পরে আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ দিয়ে ফিরআউন ও তার সভাসদদের কাছে পাঠালাম, কিন্তু তারা সেগুলোর প্রতি অবিচার করল। দেখো, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল! মূসা বলল, 'হে ফিরআউন, আমি সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন রাসূল, আমার কর্তব্য আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু না বলা। আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি, সুতরাং বনী ইসরাঈলকে আমার সঙ্গে যেতে দাও।' সে বলল, 'তুমি যদি কোনো নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো, তবে তা পেশ করো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।' তখন সে তার লাঠি নিক্ষেপ করল, আর তৎক্ষণাৎ তা এক স্পষ্ট অজগর হয়ে গেল; আর সে তার হাত বের করল, আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের সামনে শুভ্র উজ্জ্বল দেখাল। ফিরআউনের সম্প্রদায়ের সভাসদরা বলল, 'এ তো নিশ্চয়ই এক দক্ষ জাদুকর, সে তোমাদের তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এখন তোমরা কী পরামর্শ দাও?' তারা বলল, 'তাকে ও

তার ভাইকে কিছুকাল অবকাশ দিন, আর শহরে শহরে সংগ্রাহক পাঠান, যারা আপনার কাছে সব দক্ষ জাদুকরকে নিয়ে আসবে।' (103–112)

জাদুকররা ফিরআউনের কাছে এল এবং বলল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?' সে বলল, 'হ্যাঁ, আর তোমরা আমার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' তারা বলল, 'হে মূসা, তুমিই কি আগে নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করব?' সে বলল, 'তোমরাই নিক্ষেপ করো।' যখন তারা নিক্ষেপ করল, তারা লোকদের চোখে জাদু করল, তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল, এবং এক বিরাট জাদু দেখাল। তখন আমি মূসাকে ওহী করলাম, 'তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো,' আর তৎক্ষণাৎ তা তাদের মিথ্যা সৃষ্টিগুলো গিলে ফেলতে লাগল। এভাবে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল, আর তারা যা করছিল তা নিষ্ফল হয়ে গেল। সেখানেই তারা পরাজিত হল এবং লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেল। আর জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল, 'আমরা সকল জগতের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম, যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।' ফিরআউন বলল, 'আমি তোমাদের অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? এ নিশ্চয়ই এক চক্রান্ত, যা তোমরা এ শহরে এঁটেছ এর অধিবাসীদের এখান থেকে বের করে দেওয়ার জন্য। তবে শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আমি অবশ্যই বিপরীত দিক থেকে তোমাদের হাত ও পা কেটে ফেলব, তারপর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব।' তারা বলল, 'আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যাব। তুমি আমাদের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছ কেবল এ কারণে যে, আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ যখন আমাদের কাছে এল, আমরা তাতে ঈমান আনলাম। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও তোমার কাছে আত্মসমর্পণকারী হিসেবে।' (113–126)

ফিরআউনের সম্প্রদায়ের সভাসদরা বলল, 'আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে ছেড়ে দেবেন, যাতে তারা দেশে বিপর্যয় ছড়ায় এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদের বর্জন করে?' সে বলল, 'আমরা তাদের পুত্রদের হত্যা করব আর তাদের নারীদের জীবিত রাখব; তাদের উপর আমাদের পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।' মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধরো। যমীন আল্লাহরই; তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন, আর শুভ পরিণাম আল্লাহ-সচেতনদেরই জন্য।' তারা বলল, 'তুমি আমাদের কাছে আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি, তুমি আসার পরও।' সে বলল, 'হতে পারে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদের যমীনে স্থলাভিষিক্ত করবেন, তারপর দেখবেন তোমরা কেমন কাজ করো।' (127–129)

আমি ফিরআউনের লোকদের বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ঘাটতি দিয়ে পাকড়াও করেছিলাম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু যখন তাদের কোনো কল্যাণ হত, তারা বলত, 'এ তো আমাদের প্রাপ্য'; আর যখন কোনো অকল্যাণ হত, তখন তারা তাকে মূসা ও তার সঙ্গীদের

অশুভ লক্ষণ বলে গণ্য করত। জেনে রাখো, তাদের অশুভ লক্ষণ তো আল্লাহরই কাছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। তারা বলল, 'আমাদের জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই আমাদের কাছে নিয়ে আসো, আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব না।' তাই আমি তাদের উপর পাঠালাম প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত—পৃথক পৃথক সুস্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তারা অহংকার করল, আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়। যখনই তাদের উপর শাস্তি আপতিত হত, তারা বলত, 'হে মূসা, তোমার প্রতিপালক তোমার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছেন তার ভিত্তিতে আমাদের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। তুমি যদি আমাদের থেকে এ শাস্তি দূর করে দাও, তবে আমরা অবশ্যই তোমার প্রতি ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলকে তোমার সঙ্গে যেতে দেব।' কিন্তু যখন আমি তাদের থেকে শাস্তি দূর করে দিতাম এমন এক মেয়াদ পর্যন্ত যাতে তাদের পৌঁছারই ছিল, তখন তৎক্ষণাৎ তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। তাই আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সাগরে ডুবিয়ে দিলাম, কারণ তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং সে সম্পর্কে গাফিল ছিল। আর যে সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হত, তাদের আমি সেই ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করলাম যাতে আমি বরকত দিয়েছিলাম। বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী পূর্ণ হল তাদের ধৈর্যের কারণে, আর ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় যা নির্মাণ করেছিল এবং যা উঁচু করে তুলেছিল, আমি তা ধ্বংস করে দিলাম। (130–137)

আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম, তারপর তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে এল যারা তাদের মূর্তিগুলোর পূজায় নিবিষ্ট ছিল। তারা বলল, 'হে মূসা, আমাদের জন্যও একটি ইলাহ বানিয়ে দাও, যেমন এদের ইলাহ আছে।' সে বলল, 'তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়। এরা যাতে লিপ্ত আছে তা ধ্বংস হবেই, আর এরা যা করছে তা নিষ্ফল।' সে বলল, 'আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ খুঁজব, অথচ তিনিই তোমাদের সকল জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন?' স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদের ফিরআউনের লোকদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা তোমাদের নিকৃষ্টতম যন্ত্রণা দিত, তোমাদের পুত্রদের হত্যা করত আর তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত—এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা। (138–141)

আমি মূসার জন্য ত্রিশ রাত নির্ধারণ করেছিলাম, তারপর আরও দশ দিয়ে তা পূর্ণ করেছিলাম, ফলে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাতে পূর্ণ হল। মূসা তার ভাই হারূনকে বলল, 'আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্ত হও; সঠিকভাবে কাজ করো, আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করো না।' যখন মূসা আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সঙ্গে কথা বললেন, সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দেখা দাও, যাতে আমি তোমাকে দেখতে পাই।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনো দেখতে পাবে না; তবে

পাহাড়টির দিকে তাকাও: যদি তা নিজ স্থানে স্থির থাকে, তবে তুমি আমাকে দেখতে পাবে।' যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ের উপর নিজ জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন, আর মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। যখন তার জ্ঞান ফিরল, সে বলল, 'তুমি মহাপবিত্র! আমি তোমার কাছে তওবা করছি, আর আমি মুমিনদের মধ্যে প্রথম।' তিনি বললেন, 'হে মূসা, আমি আমার রিসালাত ও আমার বাক্যালাপ দিয়ে তোমাকে সমস্ত মানুষের উপর মনোনীত করেছি। সুতরাং আমি তোমাকে যা দিয়েছি তা গ্রহণ করো, এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।' (142–144)

আমি তার জন্য ফলকগুলোতে লিখে দিয়েছিলাম সব বিষয়ে উপদেশ এবং সব কিছুর বিশদ বিবরণ: 'এগুলো দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, আর তোমার সম্প্রদায়কে আদেশ দাও এগুলোর উত্তম বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরতে। আমি শীঘ্রই তোমাদের অবাধ্যদের আবাস দেখাব।' যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে, আমি তাদের আমার নিদর্শনসমূহ থেকে ফিরিয়ে রাখব। তারা সব নিদর্শন দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না; সঠিক আচরণের পথ দেখলেও তাকে নিজেদের পথ হিসেবে গ্রহণ করবে না; কিন্তু ভ্রান্তির পথ দেখলে তাকেই নিজেদের পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। এর কারণ, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং সে সম্পর্কে গাফিল ছিল। যারা আমার আয়াতসমূহ ও আখিরাতের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে—তাদের কাজকর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। তারা যা করত তা ছাড়া অন্য কিছুর প্রতিফল কি তাদের দেওয়া হবে? (145–147)

মূসার অনুপস্থিতিতে তার সম্প্রদায় নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি বাছুর বানিয়ে নিল—একটি দেহমাত্র, যা থেকে হাম্বা রব বের হত। তারা কি দেখল না যে, তা তাদের সঙ্গে কথাও বলতে পারে না, তাদের কোনো পথও দেখাতে পারে না? তারা তাকে উপাস্য বানিয়ে নিল, আর তারা ছিল যালিম। তারপর যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং দেখল যে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তারা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন এবং আমাদের ক্ষমা না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' যখন মূসা ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এল, সে বলল, 'আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা আমার স্থলে কতই না মন্দ কাজ করেছ! তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করলে?' সে ফলকগুলো ফেলে দিল এবং তার ভাইয়ের মাথা ধরে তাকে নিজের দিকে টানতে লাগল। হারূন বলল, 'হে আমার মায়ের পুত্র, লোকেরা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল। সুতরাং আমার শত্রুদের আমাকে নিয়ে উল্লাস করার সুযোগ দিয়ো না, আর আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করো না।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো, আর আমাদের তোমার রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাও, তুমিই তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' যারা বাছুরকে উপাস্য বানিয়েছিল—তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ আপতিত হবে, আর পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা। এভাবেই আমি মিথ্যা

রচনাকারীদের প্রতিফল দিই। আর যারা মন্দ কাজ করে, তারপর তওবা করে ও ঈমান আনে—নিশ্চয়ই এর পর তোমার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (148–153)

যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হল, সে ফলকগুলো তুলে নিল, যার লেখায় ছিল পথনির্দেশ ও রহমত তাদের জন্য যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। মূসা আমার নির্ধারিত সময়ের জন্য তার সম্প্রদায়ের সত্তরজন লোককে বাছাই করল; তারপর যখন প্রচণ্ড কম্পন তাদের পাকড়াও করল, সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি চাইলে এর আগেই এদের ধ্বংস করে দিতে পারতে, আমাকেও। আমাদের মধ্যে নির্বোধরা যা করেছে তার জন্য কি তুমি আমাদের ধ্বংস করবে? এ তো তোমার পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়, যার মাধ্যমে তুমি যাকে ইচ্ছা বিপথে যেতে দাও এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখাও। তুমিই আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আমাদের ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো: তুমিই শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী। আমাদের জন্য এ দুনিয়ায় ও আখিরাতে কল্যাণ লিখে দাও: আমরা তোমার দিকেই ফিরে এসেছি।' তিনি বললেন, 'আমার শাস্তি—আমি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে থাকি; কিন্তু আমার রহমত সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা আল্লাহ-সচেতন থাকে ও যাকাত দেয়, আর যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান রাখে—যারা অনুসরণ করে এই রাসূলের, নিরক্ষর নবীর, যার বর্ণনা তারা নিজেদের কাছে থাকা তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত পায়। সে তাদের সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে; তাদের জন্য উত্তম বস্তুগুলো হালাল করে এবং নিকৃষ্ট বস্তুগুলো হারাম করে; আর তাদের উপর থেকে তাদের বোঝা ও সেই শৃঙ্খলগুলো নামিয়ে দেয় যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে, এবং তার সঙ্গে যে আলো নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করে—তারাই সফলকাম হবে।' বলো, 'হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল—তাঁর, যাঁর জন্য আসমান ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনিই জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, নিরক্ষর নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহে ঈমান রাখে, আর তার অনুসরণ করো, যাতে তোমরা পথ পাও।' (154–158)

মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দল আছে, যারা সত্যের ভিত্তিতে পথ দেখায় এবং তারই ভিত্তিতে ন্যায়বিচার করে। আমি তাদের বারোটি গোত্রে, পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছিলাম। যখন তার সম্প্রদায় তার কাছে পানি চাইল, আমি মূসাকে ওহী করলাম, 'তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করো,' আর তা থেকে বারোটি ঝরনা উৎসারিত হল; প্রত্যেক দল তার পানি পানের জায়গা চিনে নিল। আমি মেঘ দিয়ে তাদের উপর ছায়া দিলাম, এবং তাদের কাছে মান্না ও সালওয়া পাঠালাম: 'আমি তোমাদের যে উত্তম জীবিকা দিয়েছি তা থেকে খাও।' তারা আমার প্রতি কোনো যুলুম করেনি; তারা কেবল নিজেদের উপরই যুলুম করেছিল। আর যখন তাদের বলা হল, 'এই জনপদে বাস করো, সেখানে যেখান থেকে ইচ্ছা খাও, আর বলো, আমাদের বোঝা লাঘব করো,

এবং বিনীতভাবে দরজা দিয়ে প্রবেশ করো: আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেব, আর সৎকর্মশীলদের আরও বেশি দান করব'—কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যুলুম করেছিল তারা তাদের যে কথা বলতে বলা হয়েছিল তা বদলে অন্য কথা বলল; তাই তাদের যুলুমের কারণে আমি তাদের উপর আসমান থেকে শাস্তি পাঠালাম। (159–162)

তাদের সেই জনপদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো, যা সাগরের তীরে অবস্থিত ছিল, যখন তারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করত: তাদের শনিবারের দিন তাদের মাছ প্রকাশ্যে ভেসে তাদের কাছে আসত, কিন্তু যেদিন তারা শনিবার পালন করত না সেদিন আসত না। এভাবেই আমি তাদের অবাধ্যতার কারণে তাদের পরীক্ষা করতাম। আর যখন তাদের একদল বলল, 'তোমরা এমন সম্প্রদায়কে কেন উপদেশ দিচ্ছ, যাদের আল্লাহ ধ্বংস করে দেবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন?' তারা বলল, 'তোমাদের প্রতিপালকের কাছে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য, আর যাতে তারা আল্লাহ-সচেতন হতে পারে।' তারপর তাদের যা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন যারা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করত আমি তাদের রক্ষা করলাম, আর যারা যুলুম করেছিল তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদের কঠিন শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করলাম। আর যখন তারা যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল তাতে ঔদ্ধত্য দেখাল, আমি তাদের বললাম, 'ঘৃণিত বানর হয়ে যাও!' আর স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করলেন যে, তিনি অবশ্যই কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে এমন লোকদের পাঠাতে থাকবেন যারা তাদের ভয়ংকর যন্ত্রণা দেবে। তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে দ্রুত, আর তিনি অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (163–167)

আমি তাদের পৃথিবীতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম, তাদের কেউ সৎকর্মশীল আর কেউ ভিন্ন রকম, আর আমি তাদের ভালো ও মন্দ অবস্থা দিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে। তারপর তাদের পরে এমন উত্তরসূরিরা এল যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হল: তারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সামগ্রী গ্রহণ করে আর বলে, 'আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে'; আর অনুরূপ সামগ্রী আবার তাদের কাছে এলে তারা তা-ও গ্রহণ করে। তাদের কাছ থেকে কি কিতাবের অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু বলবে না? আর তাতে যা আছে তা তো তারা অধ্যয়নও করেছে। যারা আল্লাহ-সচেতন তাদের জন্য আখিরাতের আবাসই উত্তম। তবে কি তোমরা বুদ্ধি খাটাবে না? আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও নামায কায়েম করে—আমি সংশোধনকারীদের প্রতিদান নষ্ট হতে দিই না। আর যখন আমি পাহাড়কে তাদের উপর তুলে ধরেছিলাম, যেন তা এক ছাউনি, আর তারা ভেবেছিল তা তাদের উপর পড়ে যাবে: 'আমি তোমাদের যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, এবং এতে যা আছে তা স্মরণ রাখো, যাতে তোমরা আল্লাহ-সচেতন হতে পারো।' (168–171)

আর যখন তোমার প্রতিপালক আদম-সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কেই তাদের সাক্ষী বানালেন: 'আমি কি তোমাদের

প্রতিপালক নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।' এ এজন্য যে, কিয়ামতের দিন তোমরা যেন না বলো, 'আমরা তো এ সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম,' কিংবা যেন না বলো, 'আমাদের আগে আমাদের পূর্বপুরুষরাই তো আল্লাহর সঙ্গে শরীক করেছিল, আর আমরা তো ছিলাম কেবল তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি বাতিলপন্থীরা যা করেছে তার জন্য তুমি আমাদের ধ্বংস করবে?' এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি, যাতে তারা ফিরে আসে। (172–174)

তাদের কাছে সেই ব্যক্তির কাহিনি পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার নিদর্শনসমূহ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে খোলসের মতো তা ছেড়ে বেরিয়ে গেল; তখন শয়তান তার পিছু নিল, আর সে পথভ্রষ্টদের একজন হয়ে গেল। আমি চাইলে এগুলোর মাধ্যমে তাকে উন্নীত করতাম; কিন্তু সে মাটিকেই আঁকড়ে ধরল এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। তার দৃষ্টান্ত কুকুরের মতো: তুমি তাকে তাড়া করলে সে জিহ্বা বের করে হাঁপায়, আবার ছেড়ে দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তাদের দৃষ্টান্ত এমনই। সুতরাং এ কাহিনি বর্ণনা করো, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তাদের দৃষ্টান্ত কতই না মন্দ; তারা নিজেদের উপরই যুলুম করেছে। আল্লাহ যাকে পথ দেখান সে-ই সঠিক পথপ্রাপ্ত; আর যাদের তিনি বিপথে যেতে দেন—তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি বহু জিন ও মানুষকে: তাদের অন্তর আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না, তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা গবাদিপশুর মতো—না, বরং তার চেয়েও বেশি পথভ্রষ্ট। তারাই গাফিল। (175–179)

সবচেয়ে সুন্দর নামগুলো আল্লাহরই, সুতরাং সেই নামগুলো দিয়েই তাঁকে ডাকো, আর যারা তাঁর নামসমূহের অবমাননা করে তাদের ছেড়ে দাও: তারা যা করত তার প্রতিফল তাদের দেওয়া হবে। আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একটি দল আছে, যারা সত্যের ভিত্তিতে পথ দেখায় এবং তারই ভিত্তিতে ন্যায়বিচার করে। আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, আমি তাদের ধাপে ধাপে এমনভাবে টেনে নিয়ে যাব যে তারা টেরও পাবে না। আমি তাদের অবকাশ দিই; আমার কৌশল অত্যন্ত মজবুত। তারা কি ভেবে দেখেনি? তাদের সঙ্গীর মধ্যে কোনো উন্মাদনা নেই; সে তো কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। তারা কি আসমান ও যমীনের রাজত্বের দিকে এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার দিকে তাকায়নি, আর ভেবে দেখেনি যে হয়তো তাদের নিজেদের মেয়াদ নিকটে এসে গেছে? এর পর তবে তারা আর কোন বাণীতে ঈমান আনবে? আল্লাহ যাকে বিপথে যেতে দেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই; তিনি তাদের ছেড়ে দেন তাদের অবাধ্যতার মধ্যে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াতে। (180–186)

হে নবী, তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে: 'তা কখন ঘটবে?' বলো, 'এর জ্ঞান কেবল আমার প্রতিপালকেরই কাছে; তিনি ছাড়া কেউ তার নির্ধারিত সময়ে তা প্রকাশ করবে না। আসমান ও যমীনে তা অত্যন্ত ভারী বিষয়; তা তোমাদের উপর হঠাৎ করেই আসবে।' তারা

তোমাকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করে যেন তুমি এ সম্পর্কে জানতে খুব আগ্রহী। বলো, 'এর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' বলো, 'আল্লাহ যা চান তা ছাড়া আমি আমার নিজের কোনো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি না। আমি যদি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতাম, তবে প্রচুর কল্যাণ অর্জন করে নিতাম, আর কোনো অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা, ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য।' (187–188)

তিনিই তোমাদের একটি মাত্র প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তা থেকেই তার জোড়া বানিয়েছেন, যাতে সে তার কাছে প্রশান্তি পায়। যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করল, সে এক হালকা বোঝা ধারণ করল এবং তা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল; তারপর যখন তা ভারী হয়ে উঠল, তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ডাকল: 'তুমি যদি আমাদের একটি সুস্থ সন্তান দাও, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।' কিন্তু যখন তিনি তাদের একটি সুস্থ সন্তান দিলেন, তখন তিনি তাদের যা দিয়েছেন তাতে তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করল। তারা যা শরীক করে আল্লাহ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে! তারা কি এমন কিছুকে শরীক করে যা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং নিজেরাই সৃষ্ট, যারা না তাদের কোনো সাহায্য করতে পারে, না নিজেদের সাহায্য করতে পারে? (189–192)

তোমরা যদি তাদের সঠিক পথের দিকে ডাকো, তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না। তোমরা তাদের ডাকো বা চুপ থাকো, তোমাদের জন্য উভয়ই সমান। তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকো তারা তো তোমাদেরই মতো বান্দা। তবে তাদের ডাকো, তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তাদের কি পা আছে যা দিয়ে তারা চলে, কিংবা হাত আছে যা দিয়ে তারা ধরে, কিংবা চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখে, কিংবা কান আছে যা দিয়ে তারা শোনে? বলো, 'তোমাদের শরীকদের ডাকো, তারপর আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো এবং আমাকে কোনো অবকাশ দিয়ো না। আমার অভিভাবক তো আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন; তিনিই সৎকর্মশীলদের অভিভাবকত্ব করেন। আর তোমরা তাঁকে ছেড়ে যাদের ডাকো তারা না তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারে, না নিজেদের সাহায্য করতে পারে।' তোমরা যদি তাদের সঠিক পথের দিকে ডাকো, তারা শোনে না। তুমি দেখো তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা দেখে না। ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করো, সৎকাজের আদেশ দাও, এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলো। আর যদি শয়তানের কোনো কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর আশ্রয় চাও: তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। যারা আল্লাহ-সচেতন, শয়তানের কোনো কুমন্ত্রণা যখন তাদের স্পর্শ করে, তারা তাঁকে স্মরণ করে, আর তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়। কিন্তু তাদের ভাই শয়তানরা তাদের ভ্রান্তির মধ্যে আরও গভীরে টেনে নিয়ে যায়, আর তারা কোনো ত্রুটি করে না। (193–202)

যখন তুমি তাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসো না, তারা বলে, 'তুমি নিজেই একটা বেছে নিলে না কেন?' বলো, 'আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমার প্রতি ওহী করা হয়। এ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি, আর

ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত।' যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন মনোযোগ দিয়ে তা শোনো এবং নীরব থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো মনে মনে, বিনয় ও ভয়ের সঙ্গে, উচ্চ স্বর না করে, সকাল ও সন্ধ্যায়; আর গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে আছে, তারা তাঁর ইবাদত করতে অহংকার করে না: তারা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, আর তাঁরই জন্য সিজদা করে। (203–206)

৪. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (আল-আনফাল)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হে নবী, তারা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও রাসূলের। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক করে নাও, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মুমিন হও।' মুমিন তো কেবল তারাই, আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করা হলে যাদের ঈমান আরও বেড়ে যায়, আর যারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা করে; যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। এরাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে মর্যাদার নানা স্তর, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। (1–4)

যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে সত্যের জন্য তোমার ঘর থেকে বের করে এনেছিলেন, যদিও মুমিনদের একদল তা অপছন্দ করছিল; সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তারা সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে বিতর্ক করছিল, যেন তাদের চোখের সামনেই তাদের মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, দুই দলের একটি তোমাদের হাতে আসবে, আর তোমরা চাইছিলে নিরস্ত্র দলটিই যেন তোমাদের ভাগে পড়ে; কিন্তু আল্লাহ চাইছিলেন তাঁর বাণীর মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সত্য অস্বীকারকারীদের মূল কেটে দিতে, যাতে তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রমাণিত করেন, অপরাধীরা তা যতই অপছন্দ করুক। যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করছিলে, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিলেন: 'আমি সারি সারি এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করব।' আল্লাহ এ করেছিলেন কেবল সুসংবাদ হিসেবে, এবং যাতে এর দ্বারা তোমাদের অন্তর প্রশান্ত হয়—কারণ সাহায্য আসে কেবল আল্লাহরই কাছ থেকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। স্মরণ করো, যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে নিরাপত্তাস্বরূপ তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেছিলেন, আর আকাশ থেকে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করেছিলেন, তা দিয়ে তোমাদের পবিত্র করার জন্য, তোমাদের থেকে শয়তানের কলুষ দূর করার জন্য, তোমাদের অন্তর সুদৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পা অবিচল রাখার জন্য। যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের ওহী করলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি: সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তাদের অবিচল রাখো। যারা সত্য অস্বীকার করে আমি তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করব। সুতরাং তাদের ঘাড়ের উপরে আঘাত করো, আর তাদের প্রতিটি আঙুলের ডগায় আঘাত করো।' এ এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছিল; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা

করে—আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। 'এ-ই তোমাদের জন্য—সুতরাং এর স্বাদ নাও!' আর যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি।[11] (5–14)

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সত্য অস্বীকারকারীদের সদলবলে অগ্রসর হতে দেখে তাদের মুখোমুখি হও, তখন তাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ো না। সেদিন যে তাদের দিকে পিঠ ফেরাবে—আবার যুদ্ধের জন্য ঘুরে দাঁড়ানো কিংবা অন্য দলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সরে যাওয়া ছাড়া—সে নিজের উপর আল্লাহর ক্রোধ ডেকে আনল, আর তার আশ্রয়স্থল জাহান্নাম: কতই না মন্দ সেই গন্তব্য। (15-16)

তোমরা তাদের হত্যা করোনি, বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন; আর হে নবী, তুমি যখন অবিশ্বাসীদের দিকে বালু নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করোনি, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন—যাতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে এক উত্তম পরীক্ষার মাধ্যমে মুমিনদের অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[12] (17)

এ তো হল; আর আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের কৌশল দুর্বল করে দেন। হে সত্য অস্বীকারকারীরা, তোমরা যদি ফয়সালা চেয়ে থাকো, তবে ফয়সালা তো তোমাদের কাছে এসেই গেছে। যদি তোমরা বিরত হও, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম; কিন্তু যদি তোমরা আবার ফিরে আসো, আমিও ফিরে আসব, আর তোমাদের দল যত বড়ই হোক, তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ মুমিনদের সঙ্গে আছেন। (18–19)

হে মুমিনগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, আর তোমরা যখন শুনছ তখন তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বলে, 'আমরা শুনলাম,' অথচ তারা শোনে না। আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব তারা, যারা বধির ও বোবা, যারা বুদ্ধি খাটায় না। আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ দেখতেন, তবে তাদের শোনাতেন; আর তিনি তাদের শোনালেও তারা বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিত। হে মুমিনগণ, আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন সে তোমাদের এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদের জীবন দান করবে। (20–23)

আর জেনে রাখো, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে এসে দাঁড়ান, আর তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।[13] (24)

আর এমন ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো, যা কেবল তোমাদের মধ্যকার যালিমদের উপরই আপতিত হবে না; আর জেনে রাখো, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (25)

---

[11] অকেশনালিজম (উপলক্ষবাদ) – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স
[12] অকেশনালিজম (উপলক্ষবাদ) – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স
[13] অকেশনালিজম (উপলক্ষবাদ) – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স

স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে অল্পসংখ্যক, দেশে তোমাদের দুর্বল মনে করা হত, তোমরা ভয় করতে যে লোকেরা তোমাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে; তারপর তিনি তোমাদের আশ্রয় দিলেন, নিজ সাহায্য দিয়ে তোমাদের শক্তিশালী করলেন, এবং তোমাদের উত্তম জীবিকা দিলেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। হে মুমিনগণ, আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো না, আর জেনেশুনে তোমাদের কাছে রাখা আমানতেরও খিয়ানত করো না। আর জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল এক পরীক্ষা, আর আল্লাহরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। হে মুমিনগণ, তোমরা যদি আল্লাহ-সচেতন থাকো, তবে তিনি তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার মানদণ্ড দান করবেন, তোমাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দেবেন, এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী। (26–29)

আর স্মরণ করো, যখন সত্য অস্বীকারকারীরা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছিল, তোমাকে বন্দী করার, কিংবা হত্যা করার, কিংবা বের করে দেওয়ার জন্য। তারা চক্রান্ত করছিল, আল্লাহও কৌশল করছিলেন; আর আল্লাহই শ্রেষ্ঠ কৌশলী। যখন তাদের কাছে আমার আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তারা বলে, 'আমরা শুনেছি। আমরা চাইলে এর মতো কথা আমরাও বলতে পারি—এ তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।' আর যখন তারা বলেছিল, 'হে আল্লাহ, এ যদি সত্যিই তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো, কিংবা আমাদের উপর কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিয়ে এসো।' কিন্তু তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদের শাস্তি দেওয়ার ছিলেন না, আর তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকা অবস্থায়ও আল্লাহ তাদের শাস্তি দেওয়ার ছিলেন না। তবু তাদের কী অজুহাত আছে যে, আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না, যখন তারা মানুষকে মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়, অথচ তারা তার তত্ত্বাবধায়ক নয়? তার তত্ত্বাবধায়ক তো কেবল আল্লাহ-সচেতনরাই—কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। এই ঘরের কাছে তাদের নামায শিস দেওয়া ও হাততালি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। 'সুতরাং সত্য অস্বীকার করার কারণে শাস্তির স্বাদ নাও।' যারা সত্য অস্বীকার করে তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা দেওয়ার জন্য নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে। তারা তা ব্যয় করতেই থাকবে, তারপর তা তাদের জন্য মনস্তাপের কারণ হবে, তারপর তারা পরাভূত হবে; আর যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের জাহান্নামে একত্র করা হবে—যাতে আল্লাহ মন্দকে ভালো থেকে আলাদা করেন, আর মন্দদের একের উপর আরেককে রেখে সবাইকে স্তূপীকৃত করেন, তারপর তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের বলো, তারা যদি বিরত হয়, তবে যা গত হয়েছে তা তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে; কিন্তু তারা যদি আবার ফিরে আসে, তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো গত হয়েই গেছে। আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না নির্যাতনের অবসান ঘটে এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়, তবে তারা যা করে আল্লাহ তা ভালোভাবেই দেখেন; আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখো, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক: কতই না উত্তম অভিভাবক, আর কতই না উত্তম সাহায্যকারী! (30–40)

আর জেনে রাখো, তোমরা যুদ্ধে যা কিছু লাভ করো, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের—যদি তোমরা ঈমান রাখো আল্লাহর প্রতি এবং তার প্রতি যা আমি আমার বান্দার উপর নাযিল করেছিলাম মীমাংসার দিনে, যেদিন দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়েছিল। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে আর তারা ছিল দূর প্রান্তে, আর কাফেলা ছিল তোমাদের নিচের দিকে। তোমরা যদি পরস্পর সাক্ষাতের সময় ঠিক করে নিতে, তবে নির্ধারিত সময় রক্ষা করতে পারতে না; কিন্তু তা ঘটল যাতে আল্লাহ এমন এক বিষয় সম্পন্ন করেন যা আগেই স্থির হয়ে ছিল—যাতে যে ধ্বংস হওয়ার সে সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ধ্বংস হয়, আর যে বেঁচে থাকার সে সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে বেঁচে থাকে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (41–42)

স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে তাদের অল্পসংখ্যক দেখিয়েছিলেন। তিনি যদি তোমাকে তাদের অধিক সংখ্যায় দেখাতেন, তবে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং বিষয়টি নিয়ে বিবাদ করতে; কিন্তু আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করেছেন। বুকের ভিতরে যা আছে তিনি তা ভালোভাবেই জানেন। আর যখন তোমরা মুখোমুখি হলে, তিনি তোমাদের চোখে তাদের অল্পসংখ্যক দেখালেন এবং তাদের চোখে তোমাদের অল্পসংখ্যক দেখালেন, যাতে আল্লাহ এমন এক বিষয় সম্পন্ন করেন যা আগেই স্থির হয়ে ছিল। সব বিষয় আল্লাহরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। (43–44)

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোনো বাহিনীর মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাকো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করো না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। ধৈর্য ধারণ করো: আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা নিজেদের ঘর থেকে বের হয়েছিল দম্ভভরে, লোক দেখানোর জন্য, এবং অন্যদের আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিতে। তারা যা করে আল্লাহ তা সবই ঘিরে রেখেছেন। আর স্মরণ করো, যখন শয়তান তাদের কাজকর্ম তাদের কাছে শোভন করে দেখিয়েছিল এবং বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউ তোমাদের পরাভূত করতে পারবে না, আমি তো তোমাদের পাশেই আছি।' কিন্তু যখন দুই বাহিনী পরস্পরের দৃষ্টিসীমায় এল, সে উল্টো পায়ে সরে পড়ল এবং বলল, 'তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি এমন কিছু দেখছি যা তোমরা দেখছ না। আমি আল্লাহকে ভয় করি—আর আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।' (45–48)

মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা বলেছিল, 'এদের দ্বীন এদের ধোঁকায় ফেলেছে।' কিন্তু যে আল্লাহর উপর ভরসা করে—আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তুমি যদি দেখতে পেতে, যখন ফেরেশতারা সত্য অস্বীকারকারীদের প্রাণ হরণ করে, তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করতে করতে: 'দহনের শাস্তির স্বাদ নাও!' 'এ তারই ফল, যা তোমাদের নিজেদের হাত আগে পাঠিয়েছে—আর আল্লাহ কখনো তাঁর বান্দাদের প্রতি অবিচার করেন না।' এদের অবস্থা ফিরআউনের

লোকদের এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার মতো: তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল, তাই আল্লাহ তাদের পাপের কারণে তাদের পাকড়াও করেছিলেন। আল্লাহ শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর। এ এজন্য যে, আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়কে যে নিয়ামত দান করেছেন তা তিনি বদলান না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের ভিতরের অবস্থা বদলে ফেলে; আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। এদের অবস্থা ফিরআউনের লোকদের এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার মতো: তারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিল, তাই আমি তাদের পাপের কারণে তাদের ধ্বংস করেছিলাম এবং ফিরআউনের লোকদের ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। তারা সবাই ছিল যালিম। (49–54)

আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব তারা, যারা সত্য অস্বীকার করে এবং ঈমান আনে না: যাদের সঙ্গে তুমি চুক্তি করেছ, তারপর তারা প্রতিবারই তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে, আর তারা আল্লাহ-সচেতন নয়। সুতরাং যদি তুমি যুদ্ধে তাদের নাগাল পাও, তবে তাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে তাদের পিছনে যারা আছে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দাও, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। আর যদি তুমি কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করো, তবে সমান সমান অবস্থায় তাদের চুক্তি তাদের দিকে ছুড়ে দাও: আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ভালোবাসেন না। যারা সত্য অস্বীকার করে তারা যেন মনে না করে যে তারা আমাকে ছাড়িয়ে গেছে; তারা কখনো আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। তাদের মোকাবিলার জন্য যতটা শক্তি তোমরা জোগাড় করতে পারো এবং সুসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো, যাতে এর দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে ভীত করতে পারো, আর তাদের ছাড়া অন্যদেরও, যাদের তোমরা জানো না কিন্তু আল্লাহ জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা-ই ব্যয় করো তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে, আর তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। আর তারা যদি শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও তার দিকে ঝুঁকে পড়ো, এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো: তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে শক্তিশালী করেছেন নিজ সাহায্য দিয়ে ও মুমিনদের দিয়ে, আর তিনি তাদের অন্তরগুলো জুড়ে দিয়েছেন। তুমি পৃথিবীর সব কিছু ব্যয় করলেও তাদের অন্তরগুলো জুড়ে দিতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহই তাদের জুড়ে দিয়েছেন। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। হে নবী, তোমার জন্য এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। হে নবী, মুমিনদের যুদ্ধের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করো। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে; আর তোমাদের মধ্যে যদি একশ জন থাকে, তারা সত্য অস্বীকারকারীদের এক হাজার জনের উপর বিজয়ী হবে, কারণ তারা এমন সম্প্রদায় যারা বোঝে না। এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন, তিনি জানেন যে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যদি একশ জন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে; আর তোমাদের মধ্যে যদি এক হাজার জন থাকে, তারা আল্লাহর অনুমতিক্রমে দু'হাজার জনের উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (55–66)

কোনো নবীর জন্য এ সংগত নয় যে, দেশে পুরোপুরি শত্রু দমন না করা পর্যন্ত তার কাছে বন্দী থাকবে। তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সামগ্রী চাও, অথচ আল্লাহ তোমাদের জন্য আখিরাত চান। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগে থেকেই একটি বিধান লেখা না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের ভয়াবহ শাস্তি স্পর্শ করত। সুতরাং তোমরা যুদ্ধে যা লাভ করেছ তা হালাল ও উত্তম হিসেবে ভোগ করো, আর আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো: আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (67–69)

হে নবী, তোমাদের হাতে যে বন্দীরা আছে তাদের বলো, 'আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোনো কল্যাণ দেখেন, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম কিছু তিনি তোমাদের দেবেন, এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।' আর তারা যদি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়, তবে তারা তো এর আগে আল্লাহর সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাই তিনি তোমাকে তাদের উপর ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (70–71)

যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে—তারা একে অপরের অভিভাবক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের কোনো দায় তোমাদের নেই; তবে তারা যদি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের কাছে সাহায্য চায়, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, কিন্তু এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের সঙ্গে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। তোমরা যা করো আল্লাহ তা সবই দেখেন। (72)

যারা সত্য অস্বীকার করে তারা একে অপরের অভিভাবক। তোমরা যদি অনুরূপ না করো, তবে দেশে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে। যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে—তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করেছে—তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তবে আল্লাহর কিতাবে রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়রা একে অপরের বেশি হকদার। আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী। (73–75)

৯. তওবা (আত-তাওবা)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা সেই চুক্তি থেকে, যা তোমরা তাদের সঙ্গে করেছিলে যারা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে: 'তোমরা চার মাস দেশে অবাধে চলাফেরা করো, তবে জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের লাঞ্ছিত করবেন।' আর মহান হজের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এ ঘোষণা: আল্লাহ মুশরিকদের প্রতি দায়মুক্ত, তাঁর রাসূলও। যদি তোমরা তওবা করো, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম; আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও—তবে সেই মুশরিকরা ছাড়া, যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তি করেছ এবং যারা তোমাদের সঙ্গে চুক্তি পালনে কোনো ত্রুটি করেনি, তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি। তাদের সঙ্গে চুক্তি তার মেয়াদের শেষ পর্যন্ত পূর্ণ করো: আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে সচেতনদের ভালোবাসেন। (1–4)

তারপর যখন সম্মানিত মাসগুলো অতিবাহিত হবে, তখন মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা করো; তাদের পাকড়াও করো, অবরোধ করো, আর প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওত পেতে থাকো। কিন্তু তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও: আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়; তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও। এ এজন্য যে, তারা এমন সম্প্রদায় যারা জানে না। মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে চুক্তি থাকবে কীভাবে—তবে তাদের কথা ভিন্ন, যাদের সঙ্গে তোমরা মসজিদুল হারামের কাছে চুক্তি করেছিলে? যতক্ষণ তারা তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তোমরাও তাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকো: আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে সচেতনদের ভালোবাসেন। কীভাবে তা হতে পারে, যখন তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের ব্যাপারে আত্মীয়তারও তোয়াক্কা করত না, অঙ্গীকারেরও না? তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, অথচ তাদের অন্তর অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই অবাধ্য। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করেছে এবং অন্যদের তাঁর পথ থেকে বাধা দিয়েছে। তারা যা করে আসছে তা কতই না মন্দ! কোনো মুমিনের ব্যাপারে তারা আত্মীয়তারও তোয়াক্কা করে না, অঙ্গীকারেরও না। তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। কিন্তু তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে দিই। আর যদি তারা চুক্তির পর নিজেদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীনকে কটাক্ষ করে, তবে অস্বীকৃতির নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো—তাদের কাছে শপথের কোনো মূল্য নেই—যাতে তারা বিরত হয়। তোমরা কি এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করেছে, রাসূলকে বের করে দেওয়ার চক্রান্ত

করেছে, এবং তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করেছে? তোমরা কি তাদের ভয় করো? অথচ আল্লাহই ভয়ের অধিক হকদার, যদি তোমরা মুমিন হও। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন, মুমিন সম্প্রদায়ের বুক জুড়িয়ে দেবেন, এবং তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা দয়াপরবশ হয়ে ফেরেন: আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। নাকি তোমরা মনে করেছিলে যে তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে, অথচ আল্লাহ এখনো জানিয়ে দেননি তোমাদের মধ্যে কারা সংগ্রাম করে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ছাড়া কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না? তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। (5–16)

মুশরিকদের জন্য এ সংগত নয় যে, তারা আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সত্য অস্বীকারের সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের কাজকর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে, আর তারা আগুনেই থাকবে। আল্লাহর মসজিদসমূহ কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, এরাই সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণকে সেই ব্যক্তির কাজের সমান গণ্য করো, যে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে? আল্লাহর কাছে তারা সমান নয়। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে, তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় অনেক উঁচু। তারাই সফলকাম হবে। তাদের প্রতিপালক তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন নিজের পক্ষ থেকে রহমত ও সন্তুষ্টির, আর এমন উদ্যানের যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী সুখ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। (17–22)

হে মুমিনগণ, তোমাদের পিতা ও ভাইয়েরা যদি ঈমানের চেয়ে সত্য অস্বীকার করাকে বেশি পছন্দ করে, তবে তাদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে—তারাই যালিম। বলো, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, যে ব্যবসায় মন্দা পড়ার ভয় তোমরা করো, আর যে বাসস্থান তোমাদের প্রিয়—এগুলো যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে সংগ্রাম করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসেন।' আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। আল্লাহ তোমাদের বহু রণক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন, আর হুনাইনের দিনেও, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের মুগ্ধ করেছিল কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজেই আসেনি, আর যমীন তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তারপর তোমরা পিঠ ফিরিয়ে পালিয়েছিলে। তারপর আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর ও মুমিনদের উপর নিজ প্রশান্তি নাযিল করলেন, এমন বাহিনী নাযিল করলেন যা তোমরা দেখতে

পাওনি, এবং যারা সত্য অস্বীকার করেছিল তাদের শাস্তি দিলেন: অস্বীকারকারীদের প্রতিফল এমনই। তারপর এর পরও আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা দয়াপরবশ হয়ে ফেরেন: আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (23–27)

হে মুমিনগণ, মুশরিকরা তো অপবিত্র, সুতরাং তাদের এই বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের কাছে না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কা করো, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন: আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আহলে কিতাবের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না, শেষ দিনের প্রতিও না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না, এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো—যতক্ষণ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে নিজ হাতে জিযিয়া দেয়। ইহুদীরা বলে, 'উযাইর আল্লাহর পুত্র,' আর খ্রিস্টানরা বলে, 'মসীহ আল্লাহর পুত্র।' এ তাদের মুখের কথা, তাদের আগে যারা সত্য অস্বীকার করেছিল তাদের কথারই প্রতিধ্বনি। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন! তারা কীভাবে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে! তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত ও সংসারত্যাগী সাধকদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে, আর মারইয়ামের পুত্র মসীহকেও; অথচ তাদের আদেশ করা হয়েছিল এক ইলাহ ছাড়া কারও ইবাদত না করতে—তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি মহাপবিত্র! তারা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণতা দান করা ছাড়া অন্য কিছুই মানবেন না, সত্য অস্বীকারকারীরা তা যতই অপছন্দ করুক। তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি একে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, মুশরিকরা তা যতই অপছন্দ করুক। হে মুমিনগণ, বহু ধর্মীয় পণ্ডিত ও সংসারত্যাগী সাধক অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস করে এবং তাদের আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়। আর যারা সোনা ও রুপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না—তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও, সেই দিনের যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে: 'এ-ই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে—সুতরাং যা জমা করতে তার স্বাদ নাও!' (28–35)

আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা বারো, যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকেই আল্লাহর কিতাবে তা লিপিবদ্ধ; তার মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটাই সঠিক দ্বীন, সুতরাং এ মাসগুলোতে নিজেদের উপর যুলুম করো না। আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সবাই মিলে যুদ্ধ করো, যেমন তারা সবাই মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর জেনে রাখো, আল্লাহ তাদের সঙ্গেই আছেন যারা তাঁর সম্পর্কে সচেতন। সম্মানিত মাসকে পিছিয়ে দেওয়া তো অস্বীকৃতিতে আরও এক ধাপ বৃদ্ধি মাত্র, যার মাধ্যমে সত্য অস্বীকারকারীদের পথভ্রষ্ট করা হয়: তারা এক বছর তাকে হালাল করে আর অন্য বছর হারাম করে, যাতে আল্লাহ যে মাসগুলো সম্মানিত করেছেন তার সংখ্যা মিলিয়ে নিতে পারে, আর এভাবে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করে নেয়। তাদের

মন্দ কাজগুলো তাদের কাছে শোভন করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (36–37)

হে মুমিনগণ, তোমাদের কী হল যে, যখন তোমাদের বলা হয়, 'আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়ো,' তখন তোমরা ভারী হয়ে মাটি আঁকড়ে থাকো? তোমরা কি আখিরাতের বদলে পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগ নিতান্তই সামান্য। যদি তোমরা বের না হও, তবে তিনি তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের বদলে অন্য এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন, আর তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। যদি তোমরা তাকে সাহায্য না করো, তবে আল্লাহ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন: যখন সত্য অস্বীকারকারীরা তাকে বের করে দিয়েছিল, সে ছিল দুজনের একজন, যখন তারা দুজন গুহায় ছিল, যখন সে তার সঙ্গীকে বলছিল, 'দুঃখ করো না; আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।' তখন আল্লাহ তার উপর নিজ প্রশান্তি নাযিল করলেন, এমন বাহিনী দিয়ে তাকে শক্তিশালী করলেন যা তোমরা দেখতে পাওনি, এবং যারা সত্য অস্বীকার করেছিল তাদের কথাকে নিচু করে দিলেন, আর আল্লাহর কথাই তো সমুন্নত। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। বেরিয়ে পড়ো, হালকা অবস্থায় হোক বা ভারী অবস্থায়, এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো। এ-ই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে! যদি তা হত হাতের কাছের লাভ আর সহজ সফর, তবে তারা অবশ্যই তোমার অনুসরণ করত; কিন্তু দূরত্ব তাদের কাছে দীর্ঘ মনে হল। তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, 'আমরা যদি পারতাম, তবে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে বের হতাম,' তারা নিজেদেরই ধ্বংস করছে; আর আল্লাহ জানেন যে তারা মিথ্যাবাদী। (38–42)

হে নবী, আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন! কারা সত্যবাদী তা তোমার কাছে স্পষ্ট হওয়ার আগে এবং মিথ্যাবাদীদের তুমি জেনে নেওয়ার আগে তুমি তাদের পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দিলে কেন? যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে সংগ্রাম করা থেকে অব্যাহতির জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায় না। যারা তাঁর সম্পর্কে সচেতন, আল্লাহ তাদের ভালোভাবেই জানেন। তোমার কাছে অনুমতি চায় কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না, আর যাদের অন্তর সন্দেহে ভরা, ফলে তারা নিজেদের সন্দেহের মধ্যে দোদুল্যমান। তারা যদি বের হওয়ার ইচ্ছা রাখত, তবে তার জন্য কিছু প্রস্তুতি নিত। কিন্তু আল্লাহ তাদের যাত্রা অপছন্দ করলেন, তাই তিনি তাদের আটকে রাখলেন, আর বলা হল, 'যারা বসে থাকে তাদের সঙ্গে বসে থাকো।' তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হত, তবে তোমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই বাড়াত না, আর তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছোটাছুটি করত; আর তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা তাদের কথা কান পেতে শুনত। আল্লাহ যালিমদের ভালোভাবেই জানেন। তারা আগেও ফিতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং তোমার জন্য বিষয়গুলো

ওলট-পালট করে দিয়েছিল, অবশেষে সত্য এসে গেল এবং আল্লাহর নির্দেশ বিজয়ী হল, যদিও তারা তা অপছন্দ করছিল। তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে, 'আমাকে অনুমতি দিন, আর আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না।' জেনে রাখো, তারা তো ফিতনাতেই পড়ে গেছে! আর জাহান্নাম নিশ্চয়ই সত্য অস্বীকারকারীদের ঘিরে রেখেছে। তোমার কোনো কল্যাণ হলে তা তাদের কষ্ট দেয়; আর তোমার উপর কোনো বিপদ এলে তারা বলে, 'আমরা তো আগেই নিজেদের সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম,' আর তারা উল্লসিত হয়ে ফিরে যায়। বলো, 'আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া আমাদের উপর কিছুই আপতিত হবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক; আর মুমিনরা যেন আল্লাহরই উপর ভরসা করে।' বলো, 'তোমরা কি আমাদের ব্যাপারে দুটি সর্বোত্তম বিষয়ের একটি ছাড়া অন্য কিছুর অপেক্ষা করছ? আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করছি যে, আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে কিংবা আমাদের হাতে তোমাদের শাস্তি দেবেন। সুতরাং অপেক্ষা করো—আমরাও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় আছি।' বলো, 'তোমরা স্বেচ্ছায় ব্যয় করো বা অনিচ্ছায়, তোমাদের কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না, কারণ তোমরা এক অবাধ্য সম্প্রদায়।' তাদের দান গৃহীত হওয়ার পথে বাধা কেবল এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, নামাযে আসে কেবল অলসভাবে, আর ব্যয় করে কেবল অনিচ্ছায়। সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে মুগ্ধ না করে। আল্লাহ তো কেবল চান এগুলো দিয়েই পার্থিব জীবনে তাদের শাস্তি দিতে, আর চান তাদের প্রাণ যেন বের হয় সত্য অস্বীকারকারী অবস্থায়। (43–55)

তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তারা এক ভীতু সম্প্রদায়। তারা যদি কোনো আশ্রয়স্থল, কিংবা গুহা, কিংবা ঢুকে পড়ার মতো কোনো গর্ত পেত, তবে তারা দড়ি ছিঁড়ে সেদিকেই ছুটে পালাত। তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা সদকার ব্যাপারে তোমার দোষ ধরে: তা থেকে তাদের কিছু দেওয়া হলে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর কিছু না দেওয়া হলে তৎক্ষণাৎ ক্ষুব্ধ হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের যা দিয়েছেন তাতে যদি তারা সন্তুষ্ট থাকত এবং বলত, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাদের দেবেন, তাঁর রাসূলও; আমরা আল্লাহরই দিকে আগ্রহভরে ফিরি।' সদকা তো কেবল দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের জন্য, তা আদায়ের কাজে নিয়োজিতদের জন্য, যাদের অন্তর জয় করা প্রয়োজন তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে, এবং মুসাফিরদের জন্য—এ আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (56–60)

তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয়, বলে, 'সে তো কানসর্বস্ব।' বলো, 'তোমাদের জন্য যা কল্যাণকর তারই কান: সে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং মুমিনদের বিশ্বাস করে, আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য সে রহমত।' যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের

কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে; অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এর বেশি হকদার যে তারা তাঁকে সন্তুষ্ট করবে, যদি তারা মুমিন হয়। তারা কি জানে না যে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে থাকবে? এটাই মহালাঞ্ছনা। (61–63)

মুনাফিকরা ভয় করে, পাছে তাদের বিরুদ্ধে এমন কোনো সূরা নাযিল হয় যা তাদের অন্তরে যা আছে তা জানিয়ে দেবে। বলো, 'উপহাস করতে থাকো: তোমরা যা ভয় করছ আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন।' তুমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করো, তারা বলবে, 'আমরা তো কেবল গল্পগুজব ও খেলা-তামাশা করছিলাম।' বলো, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে উপহাস করছিলে?' অজুহাত দেখিয়ো না: তোমরা ঈমান আনার পর সত্য অস্বীকার করেছ। আমি তোমাদের একদলকে মাফ করলেও অন্যদলকে শাস্তি দেব, কারণ তারা অপরাধী ছিল। মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী সবাই একই রকম: তারা অসৎকাজের আদেশ দেয় ও সৎকাজে নিষেধ করে, আর নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। মুনাফিকরাই তো অবাধ্য। আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী এবং সত্য অস্বীকারকারীদের জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে তারা থাকবে। তাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট। আল্লাহ তাদের অভিশাপ দিয়েছেন, আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি। তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো: তারা শক্তিতে তোমাদের চেয়ে প্রবল ছিল, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতেও ছিল অধিক। তারা তাদের ভাগের অংশ ভোগ করেছে, আর তোমরাও তোমাদের ভাগের অংশ ভোগ করেছ, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অংশ ভোগ করেছিল; আর তোমরাও অনর্থক কথাবার্তায় মেতেছ, যেমন তারা মেতেছিল। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কাজকর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে, আর তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের কাছে কি তাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ পৌঁছেনি—নূহের সম্প্রদায়, আদ ও সামূদ, ইবরাহীমের সম্প্রদায়, মাদইয়ানের অধিবাসী এবং উল্টে দেওয়া জনপদগুলোর? তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুম করার ছিলেন না; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করত। (64–70)

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের অভিভাবক: তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদের প্রতি আল্লাহ দয়া করবেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন উদ্যানের, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা থাকবে, আর চিরস্থায়ী সুখের উদ্যানে উত্তম বাসস্থানের; আর আল্লাহর সন্তুষ্টি তো সবচেয়ে বড়। এটাই মহাসাফল্য। (71–72)

হে নবী, যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো, এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম—কতই না মন্দ সেই গন্তব্য। তারা আল্লাহর নামে শপথ

করে বলে যে তারা কিছু বলেনি, অথচ তারা অস্বীকৃতির কথা বলেছে এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর সত্য অস্বীকার করেছে; আর তারা এমন কিছুর চক্রান্ত করেছিল যা তারা অর্জন করতে পারেনি। তাদের ক্ষোভের একমাত্র কারণ এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিজ অনুগ্রহে তাদের ধনী করে দিয়েছেন। তারা যদি তওবা করে, তবে তা তাদের জন্য উত্তম; আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন, আর পৃথিবীতে তাদের কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী থাকবে না। (73–74)

তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল: 'তিনি যদি নিজ অনুগ্রহে আমাদের দান করেন, তবে আমরা অবশ্যই সদকা দেব এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব।' কিন্তু যখন তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের দান করলেন, তারা তা নিয়ে কৃপণতা করল এবং বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিল। তাই তিনি এর পরিণামে তাদের অন্তরে নিফাক বসিয়ে দিলেন সেই দিন পর্যন্ত যেদিন তারা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে, কারণ তারা আল্লাহর সঙ্গে করা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল এবং মিথ্যা বলত। তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাদের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ জানেন, আর আল্লাহ সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী? যারা সেই মুমিনদের দোষ ধরে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয়, আর তাদেরও যাদের নিজেদের শ্রম ছাড়া দেওয়ার কিছুই নেই, এবং তাদের নিয়ে ঠাট্টা করে—আল্লাহ তাদের ঠাট্টার জবাব দেন, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা চাও বা না চাও: তুমি তাদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা চাইলেও আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। এ এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে; আর আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (75–80)

যাদের পিছনে ফেলে রাখা হয়েছিল তারা আল্লাহর রাসূলের পিছনে ঘরে বসে থাকতে পেরে আনন্দিত হল, আর নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা তারা অপছন্দ করল। তারা বলল, 'এই গরমে বের হয়ো না।' বলো, 'জাহান্নামের আগুন আরও বেশি গরম'—যদি তারা বুঝত! সুতরাং তারা অল্প কিছু হেসে নিক; তারা যা উপার্জন করেছে তার প্রতিফল হিসেবে তাদের অনেক কাঁদতে হবে। আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের কোনো দলের কাছে ফিরিয়ে আনেন, আর তারা বের হওয়ার জন্য তোমার অনুমতি চায়, তবে বলো, 'তোমরা কখনো আমার সঙ্গে বের হবে না, আর আমার পাশে থেকে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবে না। তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকতেই সন্তুষ্ট ছিলে, সুতরাং এখন যারা পিছনে থাকে তাদের সঙ্গেই বসে থাকো।' (81–83)

তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কখনো তার জানাযার নামায পড়বে না, তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না: তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং অবাধ্য অবস্থায় মারা গেছে। তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে মুগ্ধ না করে। আল্লাহ তো কেবল চান এগুলো দিয়েই দুনিয়ায় তাদের শাস্তি দিতে, আর চান তাদের প্রাণ যেন বের হয় সত্য অস্বীকারকারী অবস্থায়। যখন কোনো সূরা নাযিল হয় এই বলে যে, 'আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো এবং তাঁর

রাসূলের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করো,' তখন তাদের মধ্যকার সামর্থ্যবানরা তোমার কাছে অব্যাহতি চায়, বলে, 'আমাদের ছেড়ে দিন, আমরা যারা বসে থাকে তাদের সঙ্গে থাকি।' তারা পিছনে থেকে যাওয়া নারীদের সঙ্গে থাকতেই সন্তুষ্ট। তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে, তাই তারা বোঝে না। কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সঙ্গে ঈমান এনেছে তারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে সংগ্রাম করে। সমস্ত কল্যাণ তাদেরই জন্য, আর তারাই সফলকাম হবে। আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন উদ্যান, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য। (84–89)

মরুবাসী বেদুঈনদের কেউ কেউ অজুহাত নিয়ে এল, অব্যাহতি চাইতে, আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে মিথ্যা বলেছিল তারা ঘরে বসে রইল। তাদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে। দুর্বলদের উপর কোনো দোষ নেই, অসুস্থদের উপরও না, আর তাদের উপরও না যাদের ব্যয় করার মতো কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আন্তরিক হয়। সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো পথ নেই: আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। তাদের উপরও কোনো দোষ নেই, যারা তোমার কাছে বাহন চাইতে এসেছিল, আর তুমি যখন বললে, 'তোমাদের বহন করার মতো কিছু আমি পাচ্ছি না,' তখন তারা ফিরে গেল এমন অবস্থায় যে, ব্যয় করার মতো কিছু না থাকার দুঃখে তাদের চোখ অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছিল। অভিযোগের পথ তো কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা ধনী হয়েও তোমার কাছে অব্যাহতি চায়। তারা পিছনে থেকে যাওয়া নারীদের সঙ্গে থাকতেই সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন, তাই তারা জানে না। (90–93)

তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের কাছে অজুহাত পেশ করবে। বলো, 'অজুহাত দেখিয়ো না; আমরা তোমাদের বিশ্বাস করব না। আল্লাহ তোমাদের খবর আমাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম দেখবেন, তাঁর রাসূলও; তারপর তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতার কাছে, তখন তোমরা যা করতে তিনি তা তোমাদের জানিয়ে দেবেন।' তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের উপেক্ষা করো। সুতরাং তাদের উপেক্ষা করো: তারা অপবিত্র, আর তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, তারা যা উপার্জন করেছে তার প্রতিফল হিসেবে। তারা তোমাদের কাছে শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও; কিন্তু তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন না। (94–96)

মরুবাসী বেদুঈনরা অস্বীকৃতি ও নিফাকে সবচেয়ে বেশি কঠোর, আর আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর যা নাযিল করেছেন তার সীমারেখা না জানারই তারা অধিক উপযুক্ত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। বেদুঈনদের মধ্যে কেউ কেউ যা ব্যয় করে তাকে জরিমানা মনে করে, আর তোমাদের উপর ভাগ্যের বিপর্যয় নেমে আসার অপেক্ষায় থাকে। মন্দ বিপর্যয় তাদেরই উপর আসুক! আল্লাহ

সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আবার বেদুঈনদের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, আর যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের এবং রাসূলের দোয়া পাওয়ার উপায় মনে করে। জেনে রাখো, তা সত্যিই তাদের জন্য নৈকট্য লাভের উপায়: আল্লাহ তাদের নিজ রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (97–99)

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী, আর যারা সৎকর্মে তাদের অনুসরণ করেছে: আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন উদ্যান, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল, অনন্তকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য। (100)

তোমাদের আশেপাশের বেদুঈনদের মধ্যে কিছু মুনাফিক আছে, মদীনাবাসীদের মধ্যেও; তারা নিফাকে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। তুমি তাদের জানো না; আমি তাদের জানি। আমি তাদের দু'বার শাস্তি দেব, তারপর তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে ভয়াবহ শাস্তির দিকে। আরও কিছু লোক আছে, যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করেছে, তারা একটি ভালো কাজের সঙ্গে আরেকটি মন্দ কাজ মিশিয়ে ফেলেছে। আশা করা যায়, আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে তাদের দিকে ফিরবেন: আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করো, যার মাধ্যমে তুমি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে, আর তাদের জন্য দোয়া করো: তোমার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তি। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। তারা কি জানে না যে, আল্লাহই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং সদকা গ্রহণ করেন, আর আল্লাহই তওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু? বলো, 'কাজ করে যাও! আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম দেখবেন, তাঁর রাসূল ও মুমিনরাও। তারপর তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতার কাছে, তখন তোমরা যা করতে তিনি তা তোমাদের জানিয়ে দেবেন।' আরও কিছু লোক আছে, যাদের বিষয়টি আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় স্থগিত রাখা হয়েছে: তিনি তাদের শাস্তি দেবেন, না দয়াপরবশ হয়ে তাদের দিকে ফিরবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (101–106)

আর এমন লোকও আছে, যারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতি সাধনের জন্য, অস্বীকৃতির জন্য, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য, এবং সেই ব্যক্তির ঘাঁটি হিসেবে যে এর আগে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে, 'আমরা তো কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই চাইনি'; কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা মিথ্যাবাদী। তুমি কখনো তাতে নামাযের জন্য দাঁড়াবে না। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই আল্লাহ-সচেতনতার উপর স্থাপিত, সেটিই এর বেশি হকদার যে তুমি তাতে দাঁড়াবে। তাতে এমন লোক আছে যারা পবিত্র হতে ভালোবাসে; আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। কে উত্তম: যে তার ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহ-সচেতনতা ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর, না সে, যে তার ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে এক ধসে পড়া গর্তের কিনারায়, ফলে তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে ধসে

পড়ল? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। তারা যে ইমারত নির্মাণ করেছে তা তাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হয়েই থাকবে, যতক্ষণ না তাদের অন্তর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (107–110)

আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন: তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, তারা হত্যা করে ও নিহত হয়—এ তাঁর উপর এক সত্য প্রতিশ্রুতি, তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আর আল্লাহর চেয়ে বেশি অঙ্গীকার পালনকারী কে? সুতরাং তোমরা তাঁর সঙ্গে যে কেনাবেচা করেছ তার জন্য আনন্দিত হও: এটাই মহাসাফল্য। তারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, তাঁর পথে সফরকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজে নিষেধকারী, এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমার সংরক্ষণকারী। আর মুমিনদের সুসংবাদ দাও। (111–112)

নবী ও মুমিনদের জন্য এ সংগত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তারা নিকটাত্মীয় হলেও, তাদের কাছে এ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী। ইবরাহীম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল কেবল একটি প্রতিশ্রুতির কারণে, যা সে তাকে দিয়েছিল; কিন্তু যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে সে আল্লাহর শত্রু, তখন সে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল। ইবরাহীম ছিল কোমলহৃদয়, সহনশীল। আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়কে পথ দেখানোর পর তাদের বিপথে যেতে দেন না, যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেন কী থেকে তাদের বেঁচে থাকা উচিত। আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী। আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই; তিনিই জীবন দেন ও মৃত্যু দেন। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই। (113–116)

আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে ফিরেছেন নবীর দিকে, আর মুহাজির ও আনসারদের দিকে, যারা সংকটের মুহূর্তে তার অনুসরণ করেছিল, তাদের একদলের অন্তর প্রায় বক্র হয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়ার পর। তারপর তিনি দয়াপরবশ হয়ে তাদের দিকে ফিরলেন: তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, অসীম দয়ালু। আর সেই তিনজনের দিকেও, যাদের পিছনে ফেলে রাখা হয়েছিল: যখন যমীন তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল, তাদের নিজেদের প্রাণও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে উঠল, আর তারা উপলব্ধি করল যে আল্লাহর কাছ থেকে তাঁরই দিকে ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই, তখন তিনি দয়াপরবশ হয়ে তাদের দিকে ফিরলেন, যাতে তারা তওবা করে। আল্লাহই তওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু। (117–118)

হে মুমিনগণ, আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, আর সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো। মদীনাবাসী ও তাদের আশেপাশের বেদুঈনদের জন্য এ সংগত ছিল না যে, তারা আল্লাহর রাসূলের পিছনে থেকে যাবে, কিংবা তার জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে বেশি প্রিয় মনে করবে। এ এজন্য যে, আল্লাহর পথে তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি বা ক্ষুধাই লাগে, কিংবা তারা এমন যে পদক্ষেপই ফেলে

যা সত্য অস্বীকারকারীদের ক্রুদ্ধ করে, কিংবা শত্রুর কাছ থেকে যা কিছুই অর্জন করে, তার বিনিময়ে তাদের জন্য একটি সৎকর্ম লেখা হয়। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট হতে দেন না। আর তারা ছোট বা বড় যা-ই ব্যয় করে, কিংবা যে উপত্যকাই অতিক্রম করে, তা তাদের অনুকূলে লিখে রাখা হয়, যাতে আল্লাহ তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান তাদের দেন। (119–121)

মুমিনদের জন্য এ সংগত নয় যে, তারা সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়বে। তাদের প্রতিটি দল থেকে একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করে, এবং নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে তাদের সতর্ক করে, যাতে তারা সাবধান হয়? হে মুমিনগণ, সত্য অস্বীকারকারীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, আর তারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা দেখতে পায়। আর জেনে রাখো, আল্লাহ তাদের সঙ্গেই আছেন যারা তাঁর সম্পর্কে সচেতন। (122–123)

যখনই কোনো সূরা নাযিল হয়, তাদের কেউ কেউ বলে, ‘এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বাড়িয়ে দিল?’ যারা ঈমান এনেছে, এটা তাদের ঈমানই বাড়িয়ে দিয়েছে, আর তারা আনন্দিত হয়। কিন্তু যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এটা তাদের কলুষের সঙ্গে আরও কলুষ যোগ করে, আর তারা সত্য অস্বীকারকারী অবস্থায়ই মারা যায়। তারা কি দেখে না যে, প্রতি বছর তাদের একবার বা দু’বার পরীক্ষায় ফেলা হয়? তবু তারা তওবা করে না, উপদেশও গ্রহণ করে না। যখনই কোনো সূরা নাযিল হয়, তারা একে অপরের দিকে তাকায়: ‘কেউ কি তোমাদের দেখছে?’ তারপর তারা সরে পড়ে। আল্লাহ তাদের অন্তর ফিরিয়ে দিয়েছেন, কারণ তারা এমন সম্প্রদায় যারা বোঝে না। (124–127)

তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল এসেছে। তোমাদের কষ্ট পাওয়া তার কাছে অত্যন্ত দুঃসহ; সে তোমাদের কল্যাণের জন্য ব্যাকুল, আর মুমিনদের প্রতি সে স্নেহশীল, দয়াময়। তবু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলো, ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি, আর তিনিই মহান আরশের অধিপতি।’ (128–129)

10. ইউনুস (ইউনুস)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আলিফ লাম রা। এগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের আয়াত ও নিদর্শন। মানুষের কাছে কি এ বিস্ময়ের বিষয় যে, আমি তাদেরই মধ্য থেকে একজনের কাছে ওহী পাঠিয়েছি: 'মানবজাতিকে সতর্ক করো, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে সত্যের মর্যাদাপূর্ণ আসন'? যারা সত্য অস্বীকার করে তারা বলে, 'এ তো স্পষ্টতই এক জাদুকর।' (1–2)

তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীন ছয়টি মহাকালে সৃষ্টি করেছেন, তারপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি সমস্ত বিষয় পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি লাভের পর ছাড়া কোনো সুপারিশকারী নেই। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক: সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো। তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তাঁরই কাছে তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন—আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তার পুনরাবৃত্তি করেন, যাতে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের ন্যায়সঙ্গতভাবে পুরস্কৃত করেন। আর যারা সত্য অস্বীকার করে, তাদের অস্বীকৃতির কারণে তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (3–4)

তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় আর চাঁদকে আলোকময়, এবং তার জন্য মনযিল নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা বছরের সংখ্যা ও সময়ের হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ এসব যথাযথভাবে ছাড়া সৃষ্টি করেননি। তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। রাত ও দিনের আবর্তনে, এবং আল্লাহ আসমান ও যমীনে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে তাঁর সম্পর্কে সচেতন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট এবং তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে গাফিল—তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের আশ্রয়স্থল আগুন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে—তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমানের কারণে তাদের পথ দেখাবেন; নিয়ামতপূর্ণ উদ্যানে তাদের তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। সেখানে তাদের ধ্বনি হবে, 'হে আল্লাহ, তুমি মহাপবিত্র!' আর সেখানে তাদের অভিবাদন হবে, 'সালাম!'; আর তাদের শেষ ধ্বনি হবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।' (5–10)

মানুষ যেভাবে কল্যাণ তাড়াতাড়ি পেতে চায়, আল্লাহ যদি সেভাবে তাদের জন্য অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতেন, তবে তাদের মেয়াদ কবেই শেষ করে দেওয়া হত। কিন্তু যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, আমি তাদের ছেড়ে দিই তাদের অবাধ্যতার মধ্যে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াতে। মানুষকে

যখন কোনো কষ্ট স্পর্শ করে, সে আমাকে ডাকে শুয়ে, বসে কিংবা দাঁড়িয়ে; কিন্তু যখন আমি তার কষ্ট দূর করে দিই, সে এমনভাবে চলে যায় যেন তাকে যে কষ্ট স্পর্শ করেছিল তার জন্য সে কখনো আমাকে ডাকেইনি। এভাবেই সীমালঙ্ঘনকারীদের কাছে তাদের কাজকর্ম শোভন করে দেওয়া হয়েছে। তোমাদের আগে বহু প্রজন্মকে আমি ধ্বংস করেছি, যখন তারা যুলুম করেছিল: তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা ঈমান আনার ছিল না। এভাবেই আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিই। তারপর আমি তাদের পরে তোমাদের পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি, দেখার জন্য তোমরা কেমন কাজ করো। (11–14)

যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না তারা বলে, 'এ ছাড়া অন্য কোনো কুরআন নিয়ে এসো, কিংবা একে বদলে দাও।' বলো, 'নিজের পক্ষ থেকে একে বদলে দেওয়া আমার কাজ নয়। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি এক ভয়াবহ দিনের শাস্তির ভয় করি।' বলো, 'আল্লাহ চাইলে আমি তোমাদের কাছে এ তিলাওয়াত করতাম না, তিনিও তোমাদের এ সম্পর্কে জানাতেন না। এর আগে আমি তো তোমাদের মধ্যে এক জীবনকাল কাটিয়েছি। তবে কি তোমরা বুদ্ধি খাটাবে না?' (15–16)

তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে? অপরাধীরা কখনো সফলকাম হবে না। তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর ইবাদত করে যা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না, আর তারা বলে, 'এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।' বলো, 'তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি আসমানসমূহে কিংবা যমীনে জানেন না?' তিনি মহাপবিত্র! তারা যা কিছু শরীক করে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। মানবজাতি একসময় একই উম্মত ছিল; তারপর তারা মতভেদে লিপ্ত হল। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগেই একটি কথা স্থির হয়ে না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করছে তার ফয়সালা তাদের মধ্যে হয়েই যেত। তারা বলে, 'তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার কাছে কোনো নিদর্শন নাযিল করা হল না কেন?' বলো, 'অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই। সুতরাং অপেক্ষা করো: আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় আছি।' মানুষকে কোনো দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর যখন আমি তাদের রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তৎক্ষণাৎ তারা আমার আয়াতসমূহের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে। বলো, 'কৌশলে আল্লাহ আরও দ্রুত।' তোমরা যা চক্রান্ত করো আমার প্রেরিত দূতেরা তা সবই লিখে রাখছে। (17–21)

তিনিই তোমাদের স্থলে ও সমুদ্রে ভ্রমণ করান, অবশেষে যখন তোমরা নৌযানে থাকো আর সেগুলো অনুকূল বাতাসে আরোহীদের নিয়ে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়, তখন এক প্রচণ্ড ঝড় তাদের উপর এসে পড়ে, চারদিক থেকে ঢেউ তাদের দিকে ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে যে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। তখন তারা দ্বীনকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে

আল্লাহকে ডাকে: 'তুমি যদি আমাদের এ থেকে উদ্ধার করো, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।' কিন্তু যখন তিনি তাদের উদ্ধার করেন, তখন তৎক্ষণাৎ তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য দেখাতে থাকে। হে মানবজাতি, তোমাদের ঔদ্ধত্য তো তোমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে—এ পার্থিব জীবনের ক্ষণিকের ভোগমাত্র; তারপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তোমরা যা করতে আমি তা তোমাদের জানিয়ে দেব। (22–23)

পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত এমন: যেন পানি, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি, তারপর তা দিয়ে যমীনের উদ্ভিদ, যা থেকে মানুষ ও গবাদিপশু খায়, ঘন হয়ে জড়াজড়ি করে গজিয়ে ওঠে, অবশেষে যখন যমীন তার সাজসজ্জা ধারণ করে এবং মনোরম হয়ে ওঠে, আর তার অধিবাসীরা মনে করে যে তারা তার উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল, তখন রাতে কিংবা দিনে আমার নির্দেশ তার উপর এসে পড়ে, আর আমি তাকে এমন কাটা-খেতে পরিণত করি যেন গতকালও সেখানে কিছুই ছিল না। এভাবেই আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি। (24)

আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে ডাকেন, আর যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার, এবং আরও অধিক। তাদের মুখমণ্ডলকে না কালিমা আচ্ছন্ন করবে, না লাঞ্ছনা। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর যারা মন্দ কাজ উপার্জন করেছে, মন্দ কাজের প্রতিফল তার অনুরূপই, আর লাঞ্ছনা তাদের আচ্ছন্ন করবে। আল্লাহর হাত থেকে তাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না: যেন তাদের মুখমণ্ডল রাতের অন্ধকারের টুকরো দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (25–27)

যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্র করব, সেদিন যারা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছিল তাদের বলব, 'তোমরা ও তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকো।' তারপর আমি তাদের পরস্পর থেকে আলাদা করে দেব, আর তাদের শরীকরা বলবে, 'তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না।' 'আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট: তোমাদের ইবাদত সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম।' সেখানে প্রত্যেকে যা আগে পাঠিয়েছিল তা যাচাই করে নেবে। তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে আল্লাহর কাছে, যিনি তাদের প্রকৃত অভিভাবক, আর তারা যা মনগড়া রচনা করত তা তাদের ছেড়ে উধাও হয়ে যাবে। (28–30)

বলো, 'কে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে জীবিকা দেন? শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মালিক কে? কে মৃত থেকে জীবিতকে এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? আর কে সমস্ত বিষয় পরিচালনা করেন?' তারা বলবে, 'আল্লাহ।' তখন বলো, 'তবে কি তোমরা তাঁর সম্পর্কে সচেতন হবে না?' তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক। আর সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী থাকে? তবে তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছ? এভাবেই যারা অবাধ্য তাদের বিরুদ্ধে তোমার

প্রতিপালকের এ বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না। বলো, 'তোমাদের শরীকদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সৃষ্টির সূচনা করে, তারপর তার পুনরাবৃত্তি করে?' বলো, 'আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তার পুনরাবৃত্তি করেন। তবে তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ?' বলো, 'তোমাদের শরীকদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সত্যের পথ দেখায়?' বলো, 'আল্লাহই সত্যের পথ দেখান। তবে যিনি সত্যের পথ দেখান তিনি অনুসরণের বেশি হকদার, না সে, যাকে পথ না দেখালে নিজেই পথ পায় না? তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেমন ফয়সালা করছ?' তাদের অধিকাংশই কেবল অনুমানের অনুসরণ করে; আর অনুমান সত্যের মোকাবিলায় কোনোই কাজে আসে না। তারা যা করে আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন।[14] (31–36)

এই কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তা রচনা করতে পারে। বরং এ তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন, এবং কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা, এতে কোনো সন্দেহ নেই, এ সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। নাকি তারা বলে, 'সে এটা নিজে রচনা করেছে'? বলো, 'তবে তোমরা এর মতো একটি সূরা নিয়ে এসো, আর আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' না: বরং তারা এমন বিষয়কে অস্বীকার করেছে যা তারা তাদের জ্ঞান দিয়ে আয়ত্ত করতে পারেনি, আর যার চূড়ান্ত পরিণতি এখনো তাদের সামনে আসেনি। তাদের পূর্ববর্তীরাও এভাবেই সত্য অস্বীকার করেছিল; সুতরাং দেখো, যালিমদের পরিণাম কী হয়েছিল। (37–39)

তাদের মধ্যে কেউ এতে ঈমান রাখে, আর কেউ রাখে না; আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক সবচেয়ে ভালো জানেন। তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে বলো, 'আমার কাজ আমার, আর তোমাদের কাজ তোমাদের। আমি যা করি তার দায় তোমাদের নয়, আর তোমরা যা করো তার দায়ও আমার নয়।' তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার কথা কান পেতে শোনে। কিন্তু তুমি কি বধিরদের শোনাতে পারবে, তারা না বুঝলেও? আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে তাকায়। কিন্তু তুমি কি অন্ধদের পথ দেখাতে পারবে, তারা না দেখলেও? আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো যুলুম করেন না; বরং মানুষই নিজেদের উপর যুলুম করে। (40–44)

যেদিন তিনি তাদের একত্র করবেন, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়ায় দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি, তারা একে অপরকে চিনবে। যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছিল এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না, তারা সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দিই, কিংবা তার আগেই তোমাকে তুলে নিই, সর্বাবস্থায় আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন; আর তারা যা করে আল্লাহ তার সাক্ষী। প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রাসূল আছে; যখন তাদের রাসূল আসে, তখন তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করে দেওয়া হয়, আর তাদের প্রতি যুলুম করা হয় না। তারা বলে, 'তোমরা সত্যবাদী হলে এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?'

[14] নাস্তিক্যবাদ অনুমানের (যান্) উপর প্রতিষ্ঠিত: একটি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য

বলো, 'আল্লাহ যা চান তা ছাড়া আমি আমার নিজেরও কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখি না। প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি নির্ধারিত মেয়াদ আছে; যখন তাদের মেয়াদ এসে যায়, তখন তারা তা এক মুহূর্ত পিছাতেও পারে না, এগিয়েও আনতে পারে না।' বলো, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ: যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের উপর রাতে কিংবা দিনে এসে পড়ে, তবে অপরাধীরা তার কোন অংশ তাড়াতাড়ি চাইবে?' তবে কি তা ঘটে যাওয়ার পর তোমরা তাতে ঈমান আনবে? 'এখন?—অথচ এর আগে তোমরা তো একেই তাড়াতাড়ি চাইছিলে!' তারপর যারা যুলুম করেছিল তাদের বলা হবে, 'চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ নাও! তোমরা যা উপার্জন করতে তা ছাড়া অন্য কিছুর প্রতিফল কি তোমাদের দেওয়া হচ্ছে?' (45–52)

তারা তোমার কাছে জানতে চায়, 'এ কি সত্য?' বলো, 'হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ, এ অবশ্যই সত্য—আর তোমরা তা এড়াতে পারবে না।' যুলুম করেছে এমন প্রত্যেকের কাছে যদি পৃথিবীর সব কিছু থাকত, তবে সে তা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিত। যখন তারা শাস্তি দেখবে তখন তারা মনে মনে অনুতাপ গোপন করবে; আর তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করে দেওয়া হবে, তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। জেনে রাখো, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। জেনে রাখো, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য—কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। তিনিই জীবন দেন ও মৃত্যু দেন, আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। (53–56)

হে মানবজাতি, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে এক উপদেশ, বুকের ভিতরে যা আছে তার নিরাময়, আর মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত। বলো, 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতে—এতেই তারা আনন্দিত হোক: তারা যা কিছু জমা করে তার চেয়ে এ উত্তম।' বলো, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে জীবিকা নাযিল করেছেন, তার কিছু তোমরা হারাম আর কিছু হালাল করে নিয়েছ?' বলো, 'আল্লাহ কি তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করছ?' যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে, কিয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদের কী ধারণা? আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (57–60)

তুমি যে অবস্থাতেই থাকো, কুরআনের যে অংশই তিলাওয়াত করো, আর তোমরা যে কাজই করো, তোমরা যখন তাতে মগ্ন থাকো তখন আমি তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি। যমীনে কিংবা আসমানে অণু পরিমাণ কিছুও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে থাকে না, তার চেয়ে ছোট কিংবা বড় কিছুও নয়, বরং তা এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ। জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখিতও হবে না: যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ-সচেতন থেকেছে। তাদের জন্য পার্থিব জীবনে ও আখিরাতে রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহর বাণীতে কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই মহাসাফল্য। তাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই সমস্ত শক্তি আল্লাহরই: তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। জেনে রাখো, আসমানসমূহে যারা আছে এবং যমীনে যারা আছে সবাই

আল্লাহরই। যারা আল্লাহকে ছেড়ে শরীকদের ডাকে তারা কোনো কিছুরই অনুসরণ করছে না; তারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে, আর কেবল আন্দাজেই কথা বলে। তিনিই তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম নাও, আর দিনকে বানিয়েছেন আলোকময়। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা শোনে। (61–67)

তারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি মহাপবিত্র! তিনি অভাবমুক্ত; আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জানো না? বলো, 'যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবে না।' দুনিয়ায় ক্ষণিকের ভোগ; তারপর আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন; তারপর সত্য অস্বীকার করার কারণে আমি তাদের কঠোর শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব। (68–70)

তাদের কাছে নূহের বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতসমূহ দিয়ে তোমাদের উপদেশ দেওয়া যদি তোমাদের কাছে দুঃসহ হয়, তবে আমি তো আল্লাহরই উপর ভরসা করেছি। সুতরাং তোমরা ও তোমাদের শরীকরা মিলে তোমাদের কর্তব্য স্থির করে নাও, আর তোমাদের সিদ্ধান্ত যেন তোমাদের কাছে অস্পষ্ট না থাকে; তারপর আমার বিরুদ্ধে তা কার্যকর করো, আর আমাকে কোনো অবকাশ দিয়ো না। 'কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তো তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইনি। আমার পারিশ্রমিক কেবল আল্লাহরই কাছে, আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে।' কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল; তাই আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের নৌকায় রক্ষা করলাম, তাদের স্থলাভিষিক্ত করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল তাদের ডুবিয়ে দিলাম। সুতরাং দেখো, যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছিল! (71–73)

তারপর তার পরে আমি বহু রাসূলকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছি, তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা আগে যা অস্বীকার করেছিল তাতে আর ঈমান আনার ছিল না। এভাবেই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তরে মোহর মেরে দিই। তারপর তাদের পরে আমি মূসা ও হারূনকে আমার নিদর্শনসমূহ দিয়ে ফিরআউন ও তার সভাসদদের কাছে পাঠালাম; কিন্তু তারা অহংকার করল, আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়। যখন আমার পক্ষ থেকে তাদের কাছে সত্য এল, তারা বলল, 'এ তো স্পষ্ট জাদু।' মূসা বলল, 'সত্য যখন তোমাদের কাছে এসেছে তখন তোমরা তার সম্পর্কে এমন কথা বলছ? এ কি জাদু? অথচ জাদুকররা কখনো সফলকাম হয় না।' তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যে পথে পেয়েছি তা থেকে তুমি আমাদের ফিরিয়ে দেবে, আর দেশে তোমাদের দুজনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে? আমরা কখনো তোমাদের প্রতি ঈমান আনব না।' ফিরআউন

বলল, 'আমার কাছে সব দক্ষ জাদুকরকে নিয়ে এসো।' যখন জাদুকররা এল, মূসা তাদের বলল, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করার আছে তা নিক্ষেপ করো।' যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা বলল, 'তোমরা যা এনেছ তা জাদু; আল্লাহ অবশ্যই তাকে ব্যর্থ করে দেবেন। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কাজ সার্থক করেন না। 'আল্লাহ তাঁর বাণীর মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, অপরাধীরা তা যতই অপছন্দ করুক।' কিন্তু মূসার প্রতি তার সম্প্রদায়ের কিছু তরুণ ছাড়া কেউ ঈমান আনল না, এই ভয়ে যে ফিরআউন ও তাদের সভাসদরা তাদের নির্যাতন করবে—কারণ ফিরআউন দেশে ছিল স্বেচ্ছাচারী, আর সে ছিল সব সীমা লঙ্ঘনকারীদের একজন। (74–83)

মূসা বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকো, তবে তাঁরই উপর ভরসা করো, যদি তোমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী হও।' তারা বলল, 'আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের যালিম সম্প্রদায়ের নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ো না, আর নিজ রহমতে আমাদের সত্য অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের হাত থেকে উদ্ধার করো।' আমি মূসা ও তার ভাইকে ওহী করলাম: 'তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করো, তোমাদের ঘরগুলোকে ইবাদতের স্থান বানাও, এবং নামায কায়েম করো; আর মুমিনদের সুসংবাদ দাও।' মূসা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি ফিরআউন ও তার সভাসদদের পার্থিব জীবনে জাঁকজমক ও ধন-সম্পদ দিয়েছ, হে আমাদের প্রতিপালক, যার ফলে তারা মানুষকে তোমার পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দাও এবং তাদের অন্তর কঠিন করে দাও, যাতে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে।' তিনি বললেন, 'তোমাদের দুজনের দোয়া কবুল করা হল। সুতরাং তোমরা অবিচল থাকো, আর যারা জানে না তাদের পথ অনুসরণ করো না।' (84–89)

আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম, আর ফিরআউন ও তার বাহিনী ঔদ্ধত্য ও শত্রুতাবশত তাদের পিছু ধাওয়া করল, অবশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগল, বলল, 'আমি ঈমান আনলাম যে, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যাঁর প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে, আর আমি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারীদের একজন।' 'এখন? অথচ এর আগে তুমি অবাধ্যতা করেছ এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একজন ছিলে? 'সুতরাং আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো।' অথচ অধিকাংশ মানুষ আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে গাফিল। আমি বনী ইসরাঈলকে এক উত্তম আবাসভূমিতে বসতি দিলাম এবং তাদের উত্তম জীবিকা দিলাম। তাদের কাছে জ্ঞান আসার আগে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়নি। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, কিয়ামতের দিন তোমার প্রতিপালক সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। (90–93)

সুতরাং আমি তোমার প্রতি যা নাযিল করেছি সে সম্পর্কে যদি তোমার সন্দেহ থাকে, তবে যারা তোমার আগে থেকে কিতাব পাঠ করে আসছে তাদের জিজ্ঞাসা করো। তোমার প্রতিপালকের

পক্ষ থেকে তোমার কাছে সত্য এসে গেছে, সুতরাং সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আর তাদের অন্তর্ভুক্তও হয়ো না যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে তারা ঈমান আনবে না, যদিও তাদের কাছে সব নিদর্শন এসে যায়, যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখে। এমন কোনো জনপদ কেন হল না যা ঈমান আনত এবং তার ঈমান তার উপকারে আসত—ইউনুসের সম্প্রদায় ছাড়া: যখন তারা ঈমান আনল, আমি পার্থিব জীবনে তাদের উপর থেকে লাঞ্ছনার শাস্তি সরিয়ে দিলাম এবং কিছুকাল তাদের জীবন উপভোগ করতে দিলাম। তোমার প্রতিপালক চাইলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই, প্রত্যেকেই ঈমান আনত। তবে কি তুমি মানুষকে জবরদস্তি করবে যতক্ষণ না তারা মুমিন হয়? আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারও পক্ষে ঈমান আনা সম্ভব নয়; আর যারা বুদ্ধি খাটায় না তাদের উপর তিনি কলুষ চাপিয়ে দেন। বলো, 'আসমানসমূহে ও যমীনে যা আছে তার দিকে তাকিয়ে দেখো।' কিন্তু যে সম্প্রদায় ঈমান আনবে না, নিদর্শন ও সতর্কবাণী তাদের কোনো কাজে আসে না। তারা কি তাদের আগে যারা গত হয়েছে তাদের দিনগুলোর মতো দিন ছাড়া অন্য কিছুর অপেক্ষা করছে? বলো, 'তবে অপেক্ষা করো—আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় আছি।' তারপর আমি আমার রাসূলদের ও মুমিনদের উদ্ধার করি। এভাবেই আমার উপর এ দায়িত্ব: আমি মুমিনদের উদ্ধার করি। (94–103)

বলো, 'হে মানুষ, তোমরা যদি আমার দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহে থাকো, তবে জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করো আমি তাদের ইবাদত করি না; বরং আমি সেই আল্লাহর ইবাদত করি, যিনি তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন, আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতে, আর এ যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের দিকে তোমার মুখ স্থির রাখো, আর কখনো তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে।' আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না; যদি তা করো, তবে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো কষ্ট দিয়ে স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই; আর যদি তিনি তোমার জন্য কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ ফিরিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। বলো, 'হে মানুষ, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসে গেছে। যে হিদায়াত গ্রহণ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই হিদায়াত গ্রহণ করে, আর যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের ক্ষতির জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। আমি তোমাদের উপর কর্মবিধায়ক নই।' তোমার প্রতি যা ওহী করা হয় তার অনুসরণ করো, আর ধৈর্য ধরো যতক্ষণ না আল্লাহ ফয়সালা করেন: তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী। (104–109)

11. হূদ (হূদ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আলিফ লাম রা। এ এক কিতাব, যার আয়াত ও নিদর্শনসমূহ সুদৃঢ় করা হয়েছে, তারপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এমন এক সত্তার পক্ষ থেকে যিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত: যেন তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত না করো। বলো, 'আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা; আর যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও, তারপর তওবা করে তাঁর দিকে ফিরে আসো। তিনি তোমাদের এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত উত্তম জীবনোপকরণ ভোগ করতে দেবেন, এবং অনুগ্রহের যোগ্য প্রত্যেককে তাঁর অনুগ্রহ দান করবেন। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিনের শাস্তির আশঙ্কা করি। আল্লাহরই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।' (1–4)

দেখো, তারা তাঁর কাছ থেকে নিজেদের লুকানোর জন্য কীভাবে নিজেদের বুক ভাঁজ করে! কিন্তু জেনে রাখো, যখন তারা নিজেদের কাপড়ে নিজেদের জড়িয়ে নেয়, তখনও তিনি জানেন তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে। বুকের ভিতরে যা আছে তিনি তা ভালোভাবেই জানেন। পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর নয়; তিনি তার অবস্থানস্থল ও তার গচ্ছিত থাকার স্থান জানেন। সবই এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ। তিনিই আসমান ও যমীন ছয়টি মহাকালে সৃষ্টি করেছেন—আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর—যাতে তিনি পরীক্ষা করেন তোমাদের মধ্যে কে কর্মে সর্বোত্তম। তবু তুমি যদি বলো, 'মৃত্যুর পর তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে,' তবে যারা সত্য অস্বীকার করে তারা অবশ্যই বলবে, 'এ তো স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।' আর যদি আমি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদের থেকে শাস্তি পিছিয়ে রাখি, তারা অবশ্যই বলবে, 'কিসে তা আটকে রাখছে?' জেনে রাখো, যেদিন তা তাদের কাছে আসবে, সেদিন তা তাদের থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না, আর যা নিয়ে তারা উপহাস করত তা-ই তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে। আমি যদি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তারপর তা তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিই, তবে সে একেবারে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। আর যদি তাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর আমি তাকে নিয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তবে সে অবশ্যই বলে, 'আমার সব অমঙ্গল দূর হয়ে গেছে,' আর সে উল্লসিত ও অহংকারী হয়ে ওঠে—তবে তারা ছাড়া, যারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মশীল: তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (5–11)

হে নবী, তবে কি তুমি তোমার প্রতি যা ওহী করা হয় তার কিছু অংশ ছেড়ে দেবে, আর এর কারণে তোমার বুক সংকুচিত হবে, যেহেতু তারা বলে, 'তার কাছে কোনো ধনভাণ্ডার নাযিল করা হল না

কেন, কিংবা তার সঙ্গে কোনো ফেরেশতা এল না কেন?' তুমি তো কেবল একজন সতর্ককারী, আর আল্লাহ সব কিছুর কর্মবিধায়ক। নাকি তারা বলে, 'সে এটা নিজে রচনা করেছে'? বলো, 'তবে তোমরা এর মতো দশটি রচিত সূরা নিয়ে এসো, আর আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' তারপর তারা যদি তোমাদের ডাকে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রাখো, এ আল্লাহর জ্ঞানসহই নাযিল করা হয়েছে, আর তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তবে কি তোমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবে? যে পার্থিব জীবন ও তার সাজসজ্জা চায়, আমি তাদের এখানেই তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে দিই, আর এখানে তাদের কিছুই কম দেওয়া হয় না। এরাই তারা, যাদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই: তারা এখানে যা করেছিল তা নিষ্ফল হয়ে যাবে, আর তারা যা কিছু করত সবই বৃথা। এমন লোক কি তার সমান হতে পারে, যে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা তাঁরই পক্ষ থেকে একজন সাক্ষী তিলাওয়াত করে, আর এর আগে রয়েছে মূসার কিতাব, পথপ্রদর্শক ও রহমত হিসেবে? তারাই এতে ঈমান রাখে; আর বিভিন্ন দলের মধ্যে যে একে অস্বীকার করে, আগুনই তার প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহে থেকো না: এ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য, যদিও অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না। (12–17)

তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে? তাদের তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে, আর সাক্ষীরা ঘোষণা করবে, 'এরাই তারা, যারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল।' জেনে রাখো, যালিমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, যারা অন্যদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং তাকে বাঁকা করতে চায়, আর যারা আখিরাতকে অস্বীকার করে। তারা পৃথিবীতে কখনো আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবকও নেই। তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে: তারা শুনতে পারত না, আর দেখতও না। এরাই তারা, যারা নিজেদেরই ক্ষতি করেছে, আর তারা যা মনগড়া রচনা করত তা তাদের ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে আখিরাতে তারাই হবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। আর যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং তাদের প্রতিপালকের সামনে বিনীত হয়—তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ দুই দলের দৃষ্টান্ত অন্ধ ও বধিরের পাশে চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্নের মতো: দৃষ্টান্তে এরা কি সমান হতে পারে? তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (18–24)

আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল, 'আমি তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী: তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করো না। আমি তোমাদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।' তার সম্প্রদায়ের যে নেতারা সত্য অস্বীকার করেছিল তারা বলল, 'আমরা তো তোমাকে আমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু দেখছি না, আর দেখছি যে আমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে নিচু স্তরের তারা ছাড়া কেউ তোমার অনুসরণ করে

না, তাও কোনো ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই। আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্বও আমরা দেখছি না; বরং আমরা তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি।' সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, ভেবে দেখো: আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, আর তিনি আমাকে নিজের পক্ষ থেকে এমন রহমত দান করে থাকেন যা তোমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন রাখা হয়েছে, তবে তোমরা তা অপছন্দ করা সত্ত্বেও কি আমরা তোমাদের উপর তা জোর করে চাপিয়ে দেব? হে আমার সম্প্রদায়, এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো ধন-সম্পদ চাই না: আমার পারিশ্রমিক কেবল আল্লাহরই কাছে। আর যারা ঈমান এনেছে আমি তাদের তাড়িয়ে দেব না—তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবেই—কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়। হে আমার সম্প্রদায়, আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দিই, তবে আল্লাহর মোকাবিলায় কে আমাকে সাহায্য করবে? তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? আমি তোমাদের বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে, এও বলি না যে আমি অদৃশ্য জানি, আর এও বলি না যে আমি ফেরেশতা; আর তোমাদের চোখ যাদের তুচ্ছ মনে করে তাদের সম্পর্কে এও বলি না যে আল্লাহ তাদের কখনো কোনো কল্যাণ দেবেন না—তাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা সবচেয়ে ভালো জানেন। তা বললে আমি অবশ্যই যালিমদের একজন হয়ে যাব।' তারা বলল, 'হে নূহ, তুমি আমাদের সঙ্গে বিতর্ক করেছ এবং বিতর্ক অনেক দীর্ঘ করেছ। এখন তুমি আমাদের যে হুমকি দিচ্ছ তা আমাদের উপর নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।' সে বলল, 'তা তো কেবল আল্লাহই তোমাদের উপর নিয়ে আসবেন, যদি তিনি চান, আর তোমরা তাঁকে অক্ষম করতে পারবে না। আমি তোমাদের উপদেশ দিতে যতই চাই না কেন, আমার উপদেশ তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ তোমাদের বিপথে যেতে দিতে চান। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক, আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।' (25–34)

নাকি তারা বলে, 'সে এটা নিজে রচনা করেছে'? বলো, 'আমি যদি এটা রচনা করে থাকি, তবে আমার অপরাধ আমারই উপর; কিন্তু তোমরা যে অপরাধ করছ তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।' (35)

আর নূহের প্রতি ওহী করা হল: 'তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না, সুতরাং তারা যা করে আসছে তাতে তুমি দুঃখিত হয়ো না। আমার চোখের সামনে ও আমার ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করো, আর যারা যুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে আমার কাছে কোনো আবেদন করো না: তাদের ডুবিয়ে দেওয়া হবেই।' তখন সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল, আর যখনই তার সম্প্রদায়ের নেতারা তার পাশ দিয়ে যেত, তাকে নিয়ে ঠাট্টা করত। সে বলল, 'তোমরা যদি আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করো, তবে আমরাও তোমাদের নিয়ে তেমনি ঠাট্টা করব যেমন তোমরা করছ, আর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার উপর এমন শাস্তি আসবে যা তাকে লাঞ্ছিত করবে, আর কার উপর স্থায়ী শাস্তি নেমে আসবে।' অবশেষে

যখন আমার নির্দেশ এল এবং চুলা উথলে উঠল, আমি বললাম, 'এতে তুলে নাও প্রত্যেক প্রজাতির এক এক জোড়া, আর তোমার পরিবারকে—যাদের বিরুদ্ধে আগেই ফয়সালা হয়ে গেছে তারা ছাড়া—এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরও।' অথচ তার সঙ্গে ঈমান এনেছিল অল্প কয়েকজনই। সে বলল, 'এতে আরোহণ করো! আল্লাহরই নামে এর চলা ও এর নোঙর করা। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।' আর তা তাদের নিয়ে পাহাড়ের মতো ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে চলতে লাগল। নূহ তার পুত্রকে ডেকে বলল, যে আলাদা হয়ে ছিল, 'হে আমার পুত্র, আমাদের সঙ্গে আরোহণ করো, আর সত্য অস্বীকারকারীদের সঙ্গে থেকো না!' সে বলল, 'আমি এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে।' নূহ বলল, 'আজ আল্লাহর নির্দেশ থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, তবে যার প্রতি তিনি দয়া করেন সে ছাড়া।' আর ঢেউ এসে তাদের দুজনের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়াল, আর সে ডুবে যাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত হল। তারপর বলা হল, 'হে যমীন, তোমার পানি গিলে নাও! হে আকাশ, থেমে যাও!' আর পানি শুকিয়ে গেল, বিষয়টির ফয়সালা হয়ে গেল, আর নৌকা জূদী পাহাড়ের উপর স্থির হল। আর বলা হল, 'যালিম সম্প্রদায় দূর হোক!' নূহ তার প্রতিপালককে ডেকে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার পুত্র তো আমার পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত, আর তোমার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য, আর তুমি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক।' তিনি বললেন, 'হে নূহ, সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়: তার কর্ম ছিল অসৎ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই সে সম্পর্কে আমার কাছে আবেদন করো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, পাছে তুমি অজ্ঞদের একজন হয়ে যাও।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, যে বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই সে সম্পর্কে তোমার কাছে আবেদন করা থেকে আমি তোমারই আশ্রয় চাই। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো এবং আমার প্রতি দয়া না করো, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হয়ে যাব।' বলা হল, 'হে নূহ, নেমে যাও আমার পক্ষ থেকে শান্তি নিয়ে, আর বরকত নিয়ে, তোমার উপর এবং তোমার সঙ্গীদের থেকে যে সম্প্রদায়গুলো সৃষ্টি হবে তাদের উপর। আরও কিছু সম্প্রদায় থাকবে, যাদের আমি কিছুকাল ভোগ করতে দেব, তারপর আমার পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের স্পর্শ করবে।' হে নবী, এগুলো অদৃশ্যের সংবাদ, যা আমি তোমার কাছে ওহী করছি: এর আগে না তুমি এগুলো জানতে, না তোমার সম্প্রদায়। সুতরাং ধৈর্য ধরো: শুভ পরিণাম আল্লাহ-সচেতনদেরই জন্য। (36–49)

আর আদ জাতির কাছে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই হূদকে। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত করো; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী। হে আমার সম্প্রদায়, এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না: আমার পারিশ্রমিক কেবল তাঁরই কাছে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবে কি তোমরা বুদ্ধি খাটাবে না? হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও, তারপর তওবা করে তাঁর দিকে ফিরে আসো: তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, এবং তোমাদের শক্তির সঙ্গে আরও শক্তি যোগ করবেন। সুতরাং অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।'

তারা বলল, ‘হে হূদ, তুমি আমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসোনি। তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের ছাড়ব না, আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনারও নই। আমরা তো এটুকুই বলি যে, আমাদের কোনো উপাস্য তোমাকে অশুভ কিছু দিয়ে আক্রান্ত করেছে।’ সে বলল, ‘আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি—আর তোমরাও সাক্ষী থাকো—যে তাঁকে ছেড়ে তোমরা তাঁর সঙ্গে যা শরীক করো তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো, আর আমাকে কোনো অবকাশ দিয়ো না। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই, যার কপালের চুলের গোছা তাঁর মুঠোয় নয়। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমাকে যা দিয়ে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি; আর আমার প্রতিপালক তোমাদের জায়গায় তোমাদের ছাড়া অন্য এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন, আর তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।’ আর যখন আমার নির্দেশ এল, আমি হূদকে ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদের আমার রহমতে রক্ষা করলাম, এবং তাদের রক্ষা করলাম এক কঠিন শাস্তি থেকে। এ-ই ছিল আদ জাতি: তারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল, তাঁর রাসূলদের অবাধ্য হয়েছিল, এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করেছিল। এ দুনিয়ায় অভিশাপ তাদের পিছু নিয়েছে, কিয়ামতের দিনেও নেবে। জেনে রাখো, আদ জাতি তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল: সুতরাং দূর হোক আদ, হূদের সম্প্রদায়! (50–60)

আর সামূদ জাতির কাছে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালিহকে। সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত করো; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তিনিই তোমাদের যমীন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তোমাদের বসতি দিয়েছেন, সুতরাং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, তারপর তওবা করে তাঁর দিকে ফিরে আসো। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক নিকটেই আছেন, ডাকে সাড়া দেন।’ তারা বলল, ‘হে সালিহ, এর আগে তুমি তো আমাদের মধ্যে এমন একজন ছিলে যার উপর আমরা আশা রাখতাম। তুমি কি আমাদের নিষেধ করছ তাদের ইবাদত করতে, যাদের ইবাদত আমাদের পূর্বপুরুষরা করত? তুমি আমাদের যার দিকে ডাকছ সে সম্পর্কে আমরা গভীর সন্দেহে আছি।’ সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়, ভেবে দেখো: আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, আর তিনি আমাকে নিজের পক্ষ থেকে রহমত দান করে থাকেন, তবে আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই, আল্লাহর মোকাবিলায় কে আমাকে সাহায্য করবে? তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বাড়াবে। হে আমার সম্প্রদায়, এ আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য এক নিদর্শন। সুতরাং একে আল্লাহর যমীনে চরে খেতে দাও, আর এর কোনো ক্ষতি করো না, করলে আসন্ন শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করবে।’ কিন্তু তারা তার পায়ের রগ কেটে দিল। তখন সে বলল, ‘তোমরা তোমাদের ঘরে তিন দিন ভোগ করে নাও: এ এমন

প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হওয়ার নয়।' আর যখন আমার নির্দেশ এল, আমি সালিহকে ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদের আমার রহমতে রক্ষা করলাম, এবং সেদিনের লাঞ্ছনা থেকেও। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক শক্তিমান, পরাক্রমশালী। আর যারা যুলুম করেছিল তাদের এক বিকট আওয়াজ পাকড়াও করল, ফলে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল, যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করেনি। জেনে রাখো, সামূদ জাতি তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল: সুতরাং দূর হোক সামূদ! (61–68)

আমার প্রেরিত দূতেরা ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এল। তারা বলল, 'সালাম।' সে বলল, 'সালাম,' আর দেরি না করে একটি ভুনা বাছুর নিয়ে এল। কিন্তু যখন সে দেখল যে তাদের হাত তার দিকে এগোচ্ছে না, তখন তাদের তার অচেনা মনে হল এবং তাদের ব্যাপারে সে ভয় অনুভব করল। তারা বলল, 'ভয় করো না: আমাদের লূতের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে।' তার স্ত্রী পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে হেসে উঠল। তখন আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, আর ইসহাকের পরে ইয়াকূবের। সে বলল, 'হায় আমার কপাল! আমি সন্তান প্রসব করব, অথচ আমি এক বৃদ্ধা আর আমার এই স্বামীও বৃদ্ধ? এ তো সত্যিই এক অদ্ভুত ব্যাপার!' তারা বলল, 'তুমি কি আল্লাহর নির্দেশে বিস্মিত হচ্ছ? হে এই ঘরের অধিবাসীরা, তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক! নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত।' তারপর যখন ইবরাহীমের ভয় দূর হল এবং তার কাছে সুসংবাদ এল, সে লূতের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আমার কাছে অনুনয় করতে লাগল। ইবরাহীম তো ছিল সহনশীল, কোমলহৃদয়, সর্বদা আল্লাহমুখী। 'হে ইবরাহীম, এ থেকে বিরত হও! তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ এসে গেছে, আর তাদের উপর এমন শাস্তি আসছে যা ফেরানো যাবে না।' (69–76)

আর যখন আমার প্রেরিত দূতেরা লূতের কাছে এল, তাদের কারণে সে দুঃখিত হল এবং তাদের রক্ষা করতে নিজেকে অসহায় বোধ করল, আর বলল, 'এ এক কঠিন বিপদের দিন।' তার সম্প্রদায় তার দিকে ছুটে এল, আর এর আগে থেকেই তারা জঘন্য কাজ করে আসছিল। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, এই যে আমার মেয়েরা: এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন হও, আর আমার মেহমানদের সামনে আমাকে অপমানিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি একজনও সুবিবেচক লোক নেই?' তারা বলল, 'তুমি ভালোভাবেই জানো যে তোমার মেয়েদের উপর আমাদের কোনো দাবি নেই, আর আমরা কী চাই তাও তুমি অবশ্যই জানো।' সে বলল, 'হায়, তোমাদের মোকাবিলায় যদি আমার শক্তি থাকত, কিংবা আমি কোনো মজবুত অবলম্বনের আশ্রয় নিতে পারতাম!' তারা বলল, 'হে লূত, আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত দূত: তারা কখনো তোমার নাগাল পাবে না। সুতরাং রাতের কোনো এক অংশে তোমার পরিবারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো, আর তোমাদের কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায়—তোমার স্ত্রী ছাড়া: তাদের উপর যা আপতিত হবে তার উপরও তা-ই আপতিত হবে। তাদের নির্ধারিত সময়

হল সকাল। সকাল কি নিকটে নয়?' তারপর যখন আমার নির্দেশ এল, আমি সেই জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে পোড়ামাটির পাথর বর্ষণ করলাম, যা তোমার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নিত ছিল। আর তা যালিমদের থেকে কখনো দূরে নয়। (77–83)

আর মাদইয়ানের কাছে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই শুআইবকে। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত করো; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। আর মাপে ও ওজনে কম দিয়ো না। আমি তোমাদের সচ্ছল অবস্থায় দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি। হে আমার সম্প্রদায়, মাপ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করো; মানুষকে তাদের প্রাপ্য জিনিস কম দিয়ো না, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়িয়ো না। আল্লাহর কাছে যা অবশিষ্ট থাকে তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা মুমিন হও। আর আমি তোমাদের রক্ষক নই।' তারা বলল, 'হে শুআইব, তোমার নামায কি তোমাকে এ আদেশ দেয় যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের উপাসনা করত আমরা তাদের ত্যাগ করব, কিংবা আমাদের নিজেদের ধন-সম্পদ নিয়ে আমরা যা খুশি তা করব না? তুমিই তো সহনশীল, সুবিবেচক ব্যক্তি!' সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, ভেবে দেখো: আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, আর তিনি আমাকে নিজের পক্ষ থেকে উত্তম জীবিকা দান করে থাকেন—আমি চাই না যে, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করি তোমাদের আড়ালে নিজেই তা করি। আমি আমার সাধ্যমতো সংশোধন ছাড়া আর কিছুই চাই না, আর আমার সাফল্য কেবল আল্লাহরই হাতে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি, আর তাঁরই দিকে আমি ফিরি। হে আমার সম্প্রদায়, আমার প্রতি তোমাদের বিরোধিতা যেন তোমাদের উপর তা-ই ডেকে না আনে যা আপতিত হয়েছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর, কিংবা হূদের সম্প্রদায়ের উপর, কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর—আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে দূরে নয়। তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও, তারপর তওবা করে তাঁর দিকে ফিরে আসো। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অসীম দয়ালু, পরম প্রেমময়।' (84–90)

তারা বলল, 'হে শুআইব, তুমি যা বলো তার অনেক কিছুই আমরা বুঝি না, আর আমরা তো তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল দেখছি। তোমার গোত্র না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করতাম; আমাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই।' সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি আমার গোত্র আল্লাহর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, তোমরা তাঁকে পিঠের পিছনে ফেলে রেখেছ? তোমরা যা করো আমার প্রতিপালক তা সবই ঘিরে রেখেছেন। হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের অবস্থানে থেকে কাজ করে যাও; আমিও কাজ করে যাচ্ছি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার উপর এমন শাস্তি আসবে যা তাকে লাঞ্ছিত করবে, আর কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং অপেক্ষায় থাকো; আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় আছি।' আর যখন আমার নির্দেশ এল, আমি শুআইবকে ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদের আমার রহমতে

রক্ষা করলাম, আর যারা যুলুম করেছিল তাদের এক বিকট আওয়াজ পাকড়াও করল, ফলে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল, যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করেনি। দূর হোক মাদইয়ান, যেমন দূর হয়েছিল সামূদ! (91–95)

আর আমি মূসাকে পাঠিয়েছিলাম আমার নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে ফিরআউন ও তার সভাসদদের কাছে; কিন্তু তারা ফিরআউনের নির্দেশই অনুসরণ করল, অথচ ফিরআউনের নির্দেশ সঠিক ছিল না। কিয়ামতের দিন সে তার সম্প্রদায়ের আগে আগে চলবে এবং তাদের আগুনে নামিয়ে নিয়ে যাবে—যেখানে তাদের নামানো হবে তা কতই না নিকৃষ্ট ঘাট! এ দুনিয়ায় অভিশাপ তাদের পিছু নিয়েছে, কিয়ামতের দিনেও নেবে: যে উপহার তাদের দেওয়া হবে তা কতই না নিকৃষ্ট! (96–99)

হে নবী, এগুলো জনপদসমূহের কিছু সংবাদ, যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি: তার কিছু এখনো দাঁড়িয়ে আছে, আর কিছু কাটা ফসলের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছিল। যখন তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ এল, তখন তাদের সেই উপাস্যরা, আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা ডাকত, তাদের কোনোই কাজে আসেনি; তারা তাদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বাড়ায়নি। তোমার প্রতিপালক যখন জনপদগুলোকে তাদের যুলুমরত অবস্থায় পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনই হয়: তাঁর পাকড়াও যন্ত্রণাদায়ক, কঠোর। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে তার জন্য, যে আখিরাতের শাস্তিকে ভয় করে। সে এমন এক দিন, যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে; সে এমন এক দিন, যা সবাই প্রত্যক্ষ করবে। আর আমি তা কেবল এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্তই পিছিয়ে রাখছি। যেদিন তা আসবে, সেদিন তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না; তাদের কেউ হবে হতভাগ্য আর কেউ সৌভাগ্যবান। যারা হতভাগ্য, তারা থাকবে আগুনে, সেখানে তাদের জন্য থাকবে আর্তনাদ ও হাহাকার, সেখানে তারা থাকবে যতদিন আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, তবে তোমার প্রতিপালক যা চান তা ভিন্ন: নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তা-ই করেন। আর যারা সৌভাগ্যবান, তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা থাকবে যতদিন আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, তবে তোমার প্রতিপালক যা চান তা ভিন্ন—এ এক অফুরন্ত দান। (100–108)

সুতরাং এরা যাদের উপাসনা করে তাদের ব্যাপারে কোনো সন্দেহে থেকো না: এরা কেবল তেমনি উপাসনা করে যেমন আগে তাদের পূর্বপুরুষরা করত। আর আমি অবশ্যই তাদের প্রাপ্য অংশ পুরোপুরি দিয়ে দেব, কোনো কমতি ছাড়াই। আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, কিন্তু তাতে মতভেদ দেখা দিয়েছিল; আর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগেই একটি কথা স্থির হয়ে না থাকলে তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়েই যেত। অথচ তারা এ সম্পর্কে গভীর সন্দেহে আছে। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই তাদের প্রত্যেককে তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন: তারা যা করে সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। সুতরাং তোমাকে যেভাবে আদেশ করা হয়েছে সেভাবে অবিচল

থাকো, আর তারাও, যারা তোমার সঙ্গে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে, আর সীমালঙ্ঘন করো না। তোমরা যা করো তিনি তা সবই দেখেন। আর যারা যুলুম করে তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না, পড়লে আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে; আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, তারপর তোমাদের সাহায্যও করা হবে না। (109–113)

আর নামায কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের প্রথম প্রহরগুলোতে। নিশ্চয়ই সৎকাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়: যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এ এক উপদেশ। আর ধৈর্য ধরো, কারণ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট হতে দেন না। তোমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোর মধ্যে কেন এমন সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিল না যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করত—অল্প কয়েকজন ছাড়া, যাদের আমি রক্ষা করেছিলাম। যারা যুলুম করেছিল তারা তাদের যে ভোগ-বিলাস দেওয়া হয়েছিল তার পিছনেই পড়ে রইল, আর তারা ছিল অপরাধী। তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করবেন, অথচ তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী। তোমার প্রতিপালক চাইলে সমস্ত মানুষকে একই উম্মত বানাতে পারতেন; কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে, তবে তারা ছাড়া যাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক দয়া করেন—আর এজন্যই তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। তোমার প্রতিপালকের এ বাণী পূর্ণ হয়েছে: 'আমি অবশ্যই জিন ও মানুষ উভয়কে দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেব।' (114–119)

রাসূলদের যেসব সংবাদ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করি, তা এজন্য যে এর দ্বারা আমি তোমার অন্তরকে সুদৃঢ় করি। এগুলোর মধ্যে তোমার কাছে এসেছে সত্য, আর মুমিনদের জন্য উপদেশ ও স্মারক। যারা ঈমান আনে না তাদের বলো, 'তোমরা তোমাদের অবস্থানে থেকে কাজ করে যাও; আমরাও কাজ করে যাচ্ছি। আর অপেক্ষা করো; আমরাও অপেক্ষায় আছি।' আসমান ও যমীনের অদৃশ্য জ্ঞান আল্লাহরই, আর সমস্ত বিষয় তাঁরই কাছে ফিরে যায়। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁরই উপর ভরসা করো: তোমরা যা করো সে সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক বেখবর নন। (120–123)

12. ইউসুফ (ইউসুফ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আলিফ লাম রা। এগুলো সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের আয়াত ও নিদর্শন। আমি একে আরবী কুরআন হিসেবে নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। (1–2)

হে নবী, আমি তোমার প্রতি এই কুরআনের যা ওহী করেছি তার মাধ্যমে তোমার কাছে সর্বোত্তম কাহিনি বর্ণনা করছি, যদিও এর আগে তুমি এ সম্পর্কে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা, আমি এগারোটি তারা এবং সূর্য ও চাঁদকে দেখেছি: দেখেছি তারা আমাকে সিজদা করছে,' সে বলল, 'হে আমার পুত্র, তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না, করলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। এভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন, তোমাকে ঘটনাবলির ব্যাখ্যা শেখাবেন, এবং তোমার উপর ও ইয়াকূবের পরিবারের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেমন তিনি এর আগে তোমার দুই পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর তা পূর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (3–6)

নিশ্চয়ই ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যখন তারা বলল, 'ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়, অথচ আমরা একটি পুরো দল। আমাদের পিতা স্পষ্টতই ভ্রান্তিতে আছেন। ইউসুফকে হত্যা করো, কিংবা তাকে কোনো দূর দেশে ফেলে এসো, তাহলে তোমাদের পিতার মনোযোগ কেবল তোমাদের দিকেই থাকবে; আর এর পর তোমরা সৎ লোক হয়ে যেতে পারবে।' তাদের একজন বলল, 'ইউসুফকে হত্যা করো না; বরং যদি কিছু করতেই হয়, তবে তাকে কূপের তলদেশে ফেলে দাও, কোনো কাফেলা তাকে তুলে নিয়ে যাবে।' (7–10)

তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস করেন না কেন? অথচ আমরা তো সত্যিই তার হিতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন, সে ঘুরে বেড়াবে ও খেলাধুলা করবে, আর আমরা অবশ্যই তার দেখাশোনা করব।' সে বলল, 'তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, এ আমাকে কষ্ট দেয়, আর আমার আশঙ্কা হয়, তোমরা যখন তার প্রতি অমনোযোগী থাকবে তখন কোনো নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে।' তারা বলল, 'আমরা এতজন থাকতে যদি নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত!' (11–14)

তারপর যখন তারা তাকে নিয়ে গেল এবং সবাই একমত হল যে তাকে কূপের তলদেশে ফেলে দেবে, তখন আমি তাকে ওহী করলাম, 'তুমি অবশ্যই একদিন তাদের এ কাজের কথা তাদের জানিয়ে দেবে, যখন তারা তোমাকে চিনতেও পারবে না।' আর সন্ধ্যায় তারা কাঁদতে কাঁদতে

তাদের পিতার কাছে এল। তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা, আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করতে চলে গিয়েছিলাম আর ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, তখন নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আপনি তো আমাদের বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্য বলছি।' আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে নিয়ে এল। সে বলল, 'না; বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাজকে শোভন করে দেখিয়েছে। সুতরাং উত্তম ধৈর্যই শ্রেয়; আর তোমরা যা বর্ণনা করছ সে ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র সাহায্যস্থল।' (15–18)

একটি কাফেলা এল, আর তারা তাদের পানি সংগ্রহকারীকে পাঠাল, সে তার বালতি নামিয়ে দিল। সে বলল, 'কী সুখবর! এ যে একটি বালক!' আর তারা তাকে পণ্য হিসেবে লুকিয়ে রাখল—কিন্তু তারা যা করছিল আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানতেন। আর তারা তাকে বিক্রি করে দিল তুচ্ছ মূল্যে, কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রায়, কারণ তারা তাকে খুব কমই মূল্য দিয়েছিল। (19–20)

মিসরের যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিল সে তার স্ত্রীকে বলল, 'তার থাকার সম্মানজনক ব্যবস্থা করো; হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে, কিংবা আমরা তাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করব।' এভাবেই আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম, এবং যাতে আমি তাকে ঘটনাবলির ব্যাখ্যা শেখাই। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে সর্বদাই বিজয়ী, যদিও অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (21)

আর যখন সে তার পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছল, আমি তাকে বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম: এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি। যে নারীর ঘরে সে থাকত, সে তাকে ফুসলাতে চাইল। সে দরজাগুলো বন্ধ করে দিল এবং বলল, 'চলে এসো!' সে বলল, 'আল্লাহর আশ্রয় চাই! তিনি আমার মনিব, তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই যালিমরা কখনো সফলকাম হয় না।' সেই নারী তাকে কামনা করেছিল; আর সেও তাকে কামনা করত, যদি না সে তার প্রতিপালকের প্রমাণ দেখতে পেত। এমনই হয়েছিল, যাতে আমি তার থেকে মন্দ ও অশ্লীলতাকে ফিরিয়ে রাখি: সে ছিল আমার মনোনীত বান্দাদের একজন। তারা দুজনই দরজার দিকে দৌড়াল, আর সেই নারী পিছন থেকে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল; আর দরজার কাছে তারা সেই নারীর স্বামীকে পেল। নারীটি বলল, 'যে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে মন্দ কাজের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি কারাগার কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কী হতে পারে?' সে বলল, 'সে-ই আমাকে ফুসলাতে চেয়েছিল।' আর সেই নারীর পরিবারেরই একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল: 'যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া হয়, তবে নারীটি সত্য বলেছে আর সে মিথ্যাবাদী; কিন্তু যদি তার জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়, তবে নারীটি মিথ্যা বলেছে আর সে সত্যবাদী।' তারপর যখন স্বামী দেখল যে তার জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া, সে বলল, 'এ তোমাদের নারীদের ছলনা; তোমাদের ছলনা সত্যিই ভয়ানক। হে ইউসুফ, এ বিষয়টি ছেড়ে দাও। আর হে স্ত্রী, তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা চাও: তুমিই তো অপরাধী।' (22–29)

শহরের কিছু নারী বলল, 'আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাসকে ফুসলাতে চাইছে! প্রেম তার হৃদয় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমরা তো তাকে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।' যখন সেই নারী তাদের কুৎসার কথা শুনল, সে তাদের ডেকে পাঠাল, তাদের জন্য এক ভোজের আয়োজন করল, এবং তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল। তারপর বলল, 'এদের সামনে বেরিয়ে এসো!' যখন তারা তাকে দেখল, তার সৌন্দর্যে তারা অভিভূত হয়ে গেল, নিজেদের হাত কেটে ফেলল, আর বলল, 'আল্লাহ মহাপবিত্র! এ তো মানুষ নয়; এ তো এক সম্মানিত ফেরেশতা ছাড়া আর কিছুই নয়!' নারীটি বলল, 'এ-ই সে, যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে দোষ দিয়েছিলে। আমিই তাকে ফুসলাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে নিজেকে রক্ষা করেছে। আর আমি তাকে যা আদেশ করি সে যদি তা না করে, তবে তাকে অবশ্যই কারাগারে পাঠানো হবে এবং সে লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, এরা আমাকে যার দিকে ডাকছে তার চেয়ে কারাগারই আমার কাছে বেশি প্রিয়; আর তুমি যদি এদের ছলনা আমার থেকে ফিরিয়ে না রাখো, তবে আমি এদের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারি এবং অজ্ঞদের একজন হয়ে যেতে পারি।' তখন তার প্রতিপালক তার ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাদের ছলনা তার থেকে ফিরিয়ে রাখলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (30–34)

তারপর নিদর্শনগুলো দেখার পরও তাদের কাছে এটাই ভালো মনে হল যে, তাকে কিছুকালের জন্য কারাগারে রাখবে। তার সঙ্গে দুই যুবকও কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি মদ নিংড়াচ্ছি।' অন্যজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি মাথায় রুটি বহন করছি, আর পাখিরা তা থেকে খাচ্ছে।' তারা বলল, 'আমাদের এর ব্যাখ্যা বলে দাও; আমরা তো তোমাকে সৎকর্মশীলদের একজন দেখছি।' (35–36)

সে বলল, 'তোমাদের জীবিকা হিসেবে যে খাবার তোমাদের কাছে আসে, তা তোমাদের কাছে পৌঁছার আগেই আমি তোমাদের এর ব্যাখ্যা বলে দেব। এ তারই অংশ, যা আমার প্রতিপালক আমাকে শিখিয়েছেন। আমি এমন সম্প্রদায়ের ধর্মমত ত্যাগ করেছি যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং আখিরাতকে অস্বীকার করে, আর আমি অনুসরণ করি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের ধর্মাদর্শ। আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়: এ আমাদের প্রতি ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। হে আমার কারাগারের দুই সঙ্গী, ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রভু উত্তম, না এক, মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ? তাঁকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত করো তারা তো কেবল কতগুলো নাম, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখে নিয়েছ: আল্লাহ এদের পক্ষে কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করবে না। এটাই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। হে আমার কারাগারের দুই সঙ্গী: তোমাদের একজন তার মনিবকে মদ পান করাবে; আর অন্যজনকে শূলে চড়ানো হবে, তারপর পাখিরা তার মাথা থেকে খাবে। যে বিষয়ে তোমরা আমার মত জানতে চেয়েছিলে তার

ফয়সালা হয়ে গেছে।' আর দুজনের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে সে মনে করেছিল তাকে সে বলল, 'তোমার মনিবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করো।' কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে সে কথা উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিল, ফলে ইউসুফ আরও কয়েক বছর কারাগারেই রইল। (37–42)

রাজা বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম সাতটি মোটাতাজা গাভী, যাদের সাতটি শীর্ণকায় গাভী খেয়ে ফেলছে, আর সাতটি সবুজ শিষ ও অন্যগুলো শুকনো। হে সভাসদগণ, তোমরা যদি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারো, তবে আমার এ স্বপ্ন সম্পর্কে আমাকে অভিমত দাও।' তারা বলল, 'এ তো এলোমেলো স্বপ্ন! আর আমরা এ ধরনের স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী নই।' তখন দুজনের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল, দীর্ঘকাল পর তার স্মরণ হল, সে বলল, 'আমি তোমাদের এর ব্যাখ্যা বলে দেব; সুতরাং আমাকে পাঠিয়ে দাও।' (43–45)

'হে ইউসুফ, হে সত্যনিষ্ঠ! আমাদের ব্যাখ্যা বলে দাও সাতটি মোটাতাজা গাভী সম্পর্কে, যাদের সাতটি শীর্ণকায় গাভী খেয়ে ফেলছে, আর সাতটি সবুজ শিষ ও অন্যগুলো শুকনো সম্পর্কে, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং তারা জানতে পারে।' সে বলল, 'তোমরা সাত বছর যথারীতি চাষাবাদ করবে; তারপর যা কাটবে তা শিষের মধ্যেই রেখে দেবে, সামান্য যা তোমরা খাবে তা ছাড়া। তারপর আসবে সাতটি কঠিন বছর, যা তোমরা সেগুলোর জন্য যা জমা করে রেখেছিলে তা খেয়ে ফেলবে, সামান্য যা তোমরা সংরক্ষণ করবে তা ছাড়া। তারপর আসবে এমন এক বছর, যাতে মানুষের জন্য বৃষ্টি বর্ষিত হবে, আর তাতে তারা ফলের রস নিংড়াবে।' (46–49)

রাজা বলল, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' কিন্তু যখন দূত তার কাছে এল, ইউসুফ বলল, 'তোমার মনিবের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা করো, যে নারীরা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদের ব্যাপারটি কী। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক অবগত।' রাজা নারীদের বলল, 'তোমাদের কী ব্যাপার ছিল, যখন তোমরা ইউসুফকে ফুসলাতে চেয়েছিলে?' তারা বলল, 'আল্লাহ মহাপবিত্র! আমরা তার মধ্যে কোনো মন্দ কিছু জানি না।' আযীযের স্ত্রী বলল, 'এখন সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলাতে চেয়েছিলাম, আর সে অবশ্যই সত্যবাদীদের একজন।' ইউসুফ বলল, 'এ এজন্য যে, তিনি যেন জানতে পারেন আমি তার অনুপস্থিতিতে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, আর আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ছলনাকে সফল হতে দেন না। আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না: নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দেয়, তবে আমার প্রতিপালক যার প্রতি দয়া করেন সে ভিন্ন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।' (50–53)

রাজা বলল, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো; আমি তাকে আমার একান্ত নিজের জন্য নিয়োজিত করব।' তারপর যখন সে তার সঙ্গে কথা বলল, বলল, 'আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদায়

প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত।' সে বলল, 'আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন: আমি উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।' এভাবেই আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম, সে সেখানে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা আমার রহমত দান করি, আর আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট হতে দিই না। আর যারা ঈমান আনে ও আল্লাহ-সচেতন থাকে তাদের জন্য আখিরাতের প্রতিদানই নিশ্চয়ই উত্তম। (54–57)

ইউসুফের ভাইয়েরা এল এবং তার সামনে উপস্থিত হল। সে তাদের চিনতে পারল, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না। যখন সে তাদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল, বলল, 'তোমাদের পিতার দিক থেকে তোমাদের যে এক ভাই আছে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখো না যে, আমি পুরো মাপ দিই এবং আমি সর্বোত্তম মেজবান? তোমরা যদি তাকে আমার কাছে না আনো, তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোনো মাপ থাকবে না, আর তোমরা আমার কাছেও আসবে না।' তারা বলল, 'আমরা তার ব্যাপারে তার পিতাকে রাজি করাতে চেষ্টা করব; আমরা অবশ্যই তা করব।' সে তার ভৃত্যদের বলল, 'তাদের পণ্যমূল্য তাদের মালপত্রের মধ্যেই রেখে দাও, যাতে তারা পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে তা চিনতে পারে—হয়তো তারা আবার ফিরে আসবে।' (58–62)

তারপর যখন তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে গেল, বলল, 'হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্য মাপ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমাদের ভাইকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা মাপ পেতে পারি; আমরা অবশ্যই তার দেখাশোনা করব।' সে বলল, 'আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদের তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন এর আগে তার ভাইয়ের ব্যাপারে তোমাদের বিশ্বাস করেছিলাম? তবে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ রক্ষক, আর তিনিই দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' আর যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, দেখল তাদের পণ্যমূল্য তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা, আমরা আর কী চাইতে পারি? এই তো আমাদের পণ্যমূল্য, আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা আমাদের পরিবারের জন্য রসদ আনব, আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করব, আর এক উটের বোঝা অতিরিক্ত পাব: এ তো সহজলভ্য মাপ।' সে বলল, 'আমি তাকে কখনো তোমাদের সঙ্গে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে আমাকে দৃঢ় অঙ্গীকার দাও যে তোমরা অবশ্যই তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে, তবে তোমরা নিজেরাই সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে ভিন্ন কথা।' তারপর যখন তারা তাকে তাদের অঙ্গীকার দিল, সে বলল, 'আমরা যা বলছি আল্লাহ তার কর্মবিধায়ক।' আর সে বলল, 'হে আমার পুত্ররা, তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। তবে আল্লাহর মোকাবিলায় আমি তোমাদের কোনো কাজেই আসতে পারি না: বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি, আর যারা ভরসা করতে চায় তারা যেন তাঁরই উপর ভরসা করে।' আর যখন তারা তাদের পিতার নির্দেশমতো প্রবেশ করল, তা আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের কোনো কাজেই এল না; এ ছিল কেবল ইয়াকূবের মনের একটি প্রয়োজন, যা সে এভাবে পূরণ

করে নিল। সে অবশ্যই জ্ঞানের অধিকারী ছিল, কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (63–68)

আর যখন তারা ইউসুফের সামনে উপস্থিত হল, সে তার ভাইকে নিজের কাছে টেনে নিল এবং বলল, 'আমিই তোমার ভাই; সুতরাং তারা যা করে আসছে তার জন্য দুঃখ করো না।' তারপর যখন সে তাদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল, তখন পানপাত্রটি তার ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে রেখে দিল। তারপর একজন ঘোষক ডেকে বলল, 'হে কাফেলার লোকেরা, তোমরা তো চোর!' তারা তাদের দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা কী হারিয়েছ?' তারা বলল, 'আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি। যে তা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা মাল পাবে, আর আমি এর জামিন।' তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ, তোমরা ভালোভাবেই জানো যে আমরা এ দেশে বিপর্যয় ছড়াতে আসিনি, আর আমরা চোরও নই।' তারা বলল, 'তোমরা যদি মিথ্যাবাদী হও, তবে এর শাস্তি কী হবে?' তারা বলল, 'এর শাস্তি: যার মালপত্রের মধ্যে তা পাওয়া যাবে, সে নিজেই হবে এর বিনিময়। আমরা যালিমদের এভাবেই শাস্তি দিই।' তারপর সে তার ভাইয়ের থলের আগে তাদের থলেগুলো দিয়ে তল্লাশি শুরু করল, তারপর তার ভাইয়ের থলে থেকে তা বের করল। এভাবেই আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করেছিলাম: রাজার আইনে সে তার ভাইকে আটকে রাখতে পারত না, যদি না আল্লাহ তা চাইতেন। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি; আর প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছেন এমন একজন যিনি আরও বেশি জানেন। (69–76)

তারা বলল, 'সে যদি চুরি করে থাকে, তবে এর আগে তার এক ভাইও চুরি করেছিল।' কিন্তু ইউসুফ বিষয়টি নিজের মনে গোপন রাখল এবং তাদের কাছে প্রকাশ করল না। সে মনে মনে বলল, 'তোমাদের অবস্থানই বরং নিকৃষ্টতর; আর তোমরা যা বলছ সে সম্পর্কে আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।' তারা বলল, 'হে আযীয, এর এক অতি বৃদ্ধ পিতা আছেন; সুতরাং এর বদলে আমাদের একজনকে রেখে দিন। আমরা তো আপনাকে সৎকর্মশীলদের একজন দেখছি।' সে বলল, 'আল্লাহর আশ্রয় চাই, যার কাছে আমরা আমাদের জিনিস পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে রাখা থেকে: তাহলে তো আমরা অবশ্যই যালিম হব।' তারপর যখন তারা তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল, তখন একান্তে পরামর্শ করতে সরে গেল। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় সে বলল, 'তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের পিতা আল্লাহর নামে তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছেন, আর এর আগে ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা কী ত্রুটি করেছিলে? আমি এ দেশ ছেড়ে যাব না, যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন, কিংবা আল্লাহ আমার জন্য কোনো ফয়সালা করেন: তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী। তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বলো, "হে আমাদের পিতা, আপনার পুত্র চুরি করেছে। আমরা যা জানি কেবল তারই সাক্ষ্য দিচ্ছি, আর অদৃশ্যের উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আমরা যে জনপদে ছিলাম তাকে এবং যে

কাফেলার সঙ্গে আমরা এসেছি তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন: আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।"' (77–82)

সে বলল, 'না; বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাজকে শোভন করে দেখিয়েছে। সুতরাং উত্তম ধৈর্যই শ্রেয়। হতে পারে আল্লাহ তাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' আর সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'হায়, ইউসুফের জন্য আমার দুঃখ!' আর চাপা শোকে তার দু'চোখ সাদা হয়ে গেল। তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ, আপনি ইউসুফকে স্মরণ করতেই থাকবেন, যতক্ষণ না আপনি জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়েন, কিংবা মারাই যান!' সে বলল, 'আমি আমার মনোবেদনা ও দুঃখের অভিযোগ কেবল আল্লাহরই কাছে জানাই, আর আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জানো না। হে আমার পুত্ররা, যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ করো, আর আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না: সত্য অস্বীকারকারীরা ছাড়া কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।' (83–87)

তারপর যখন তারা তার সামনে উপস্থিত হল, বলল, 'হে আযীয, আমাদের ও আমাদের পরিবারকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে, আর আমরা সামান্য মূল্যের পণ্য নিয়ে এসেছি। সুতরাং আমাদের পুরো মাপ দিন এবং আমাদের প্রতি দান করুন: নিশ্চয়ই আল্লাহ দানশীলদের পুরস্কৃত করেন।' সে বলল, 'তোমরা কি জানো, তোমরা তোমাদের অজ্ঞতার সময়ে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সঙ্গে কী আচরণ করেছিলে?' তারা বলল, 'তবে কি সত্যিই তুমিই ইউসুফ?' সে বলল, 'আমিই ইউসুফ, আর এ আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই যে আল্লাহ-সচেতন থাকে ও ধৈর্য ধারণ করে—আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট হতে দেন না।' তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ, আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, আর আমরাই ছিলাম অপরাধী।' সে বলল, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো ভর্ৎসনা নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন: তিনিই দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং তা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দাও; তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। তারপর তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' (88–93)

আর কাফেলা যখন রওনা হল, তাদের পিতা বলল, 'আমি অবশ্যই ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি, যদিও তোমরা আমাকে বার্ধক্যে বুদ্ধিভ্রষ্ট মনে করতে পারো।' তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ, আপনি তো এখনো আপনার সেই পুরোনো ভ্রান্তিতেই আছেন!' তারপর যখন সুসংবাদদাতা এল, সে জামাটি তার মুখমণ্ডলের উপর রাখল, আর তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। সে বলল, 'আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জানো না?' তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা, আমাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরাই ছিলাম অপরাধী।' সে বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।' (94–98)

আর যখন তারা ইউসুফের সামনে উপস্থিত হল, সে তার পিতা-মাতাকে নিজের কাছে টেনে নিল এবং বলল, 'আল্লাহ চাইলে আপনারা নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।' আর সে তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনে উঠিয়ে বসাল, আর তারা সবাই তার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। সে বলল, 'হে আমার পিতা, এ-ই আমার সেই অনেক আগের স্বপ্নের ব্যাখ্যা: আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন আমাকে কারাগার থেকে বের করেছেন, আর শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার পর আপনাদের মরু অঞ্চল থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক যা চান তা সূক্ষ্ম কৌশলে সম্পন্ন করেন: তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে রাজত্বের কিছু অংশ দান করেছ এবং ঘটনাবলির ব্যাখ্যার কিছু শিখিয়েছ। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। আমাকে তোমার কাছে আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও, আর আমাকে সৎকর্মশীলদের সঙ্গে মিলিত করো।' (99–101)

হে নবী, এ অদৃশ্যের সংবাদের অংশ, যা আমি তোমার কাছে ওহী করছি। তুমি তাদের কাছে ছিলে না, যখন তারা তাদের পরিকল্পনায় একমত হয়েছিল এবং চক্রান্ত করছিল। আর তুমি যতই আগ্রহী হও না কেন, অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনবে না। তুমি এর জন্য তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাও না: এ তো সকল জগতের জন্য উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। আসমান ও যমীনে কত নিদর্শন রয়েছে, যার পাশ দিয়ে তারা চলে যায়, অথচ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে! আর তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না তাঁর সঙ্গে শরীক না করে। তবে কি তারা এ থেকে নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি তাদের উপর এসে পড়বে না, কিংবা তাদের অজান্তে হঠাৎ কিয়ামত এসে পড়বে না? বলো, 'এ-ই আমার পথ: আমি সুস্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে ডাকি, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তারাও। আল্লাহ মহাপবিত্র! আর আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা তাঁর সঙ্গে শরীক করে।' (102–108)

তোমার আগে আমি জনপদবাসীদের মধ্য থেকে কেবল পুরুষদেরই পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল? যারা আল্লাহ-সচেতন তাদের জন্য আখিরাতের আবাসই নিশ্চয়ই উত্তম। তবে কি তোমরা বুদ্ধি খাটাবে না? অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হয়ে পড়ল এবং মনে করল যে তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এল, আর আমি যাকে চাইলাম সে রক্ষা পেল; আর অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর থেকে আমার শাস্তি কখনো ফিরিয়ে নেওয়া হয় না। নিশ্চয়ই তাদের কাহিনিতে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। এ কোনো মনগড়া কথা নয়, বরং এ তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন, সব কিছুর বিশদ বিবরণ, আর ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত। (109–111)

13. বজ্র (আর-রা'দ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আলিফ লাম মীম রা। এগুলো কিতাবের আয়াত ও নিদর্শন; আর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা সত্য, যদিও অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না। আল্লাহই আসমানসমূহকে উঁচু করে স্থাপন করেছেন এমন কোনো স্তম্ভ ছাড়া যা তোমরা দেখতে পাও, তারপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি সূর্য ও চাঁদকে অনুগত করেছেন, প্রত্যেকটি এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত নিজ পথে চলছে। তিনি সমস্ত বিষয় পরিচালনা করেন, এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী হও।[15] তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন; আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি তাতে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিনের উপর পর্দার মতো টেনে দেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আর যমীনে রয়েছে পাশাপাশি অবস্থিত ভূখণ্ড, আঙুরের বাগান, শস্যক্ষেত, আর খেজুর গাছ, কোনোটি এক মূল থেকে গুচ্ছাকারে আর কোনোটি একক, সবই একই পানিতে সিঞ্চিত; তবু আমি স্বাদে তাদের কোনোটিকে কোনোটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিই। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (1–4)

তুমি যদি বিস্মিত হও, তবে বিস্ময়কর তো তাদের এ কথা, 'কী? আমরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখন কি সত্যিই আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?' এরাই তারা, যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে; এরাই তারা, যাদের গলায় বেড়ি থাকবে; এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানেই তারা থাকবে। তারা তোমার কাছে কল্যাণের আগে অকল্যাণ তাড়াতাড়ি চায়, অথচ তাদের আগে বহু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি গত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের যুলুম সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, আবার নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে কঠোর। যারা সত্য অস্বীকার করে তারা বলে, 'তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার কাছে কোনো নিদর্শন নাযিল করা হল না কেন?' তুমি তো কেবল একজন সতর্ককারী; আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই একজন পথপ্রদর্শক ছিল। (5–7)

আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী গর্ভে যা ধারণ করে, আর জরায়ু যা কমায় ও যা বাড়ায়: তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা, মহান, সর্বোচ্চ।

---

[15] এই আয়াতে এবং সূরা লুকমানের একটি আয়াতে (31:10) আল্লাহ মহাকর্ষকে, যা আমাদের মহাবিশ্বকে সচল রেখেছে, তাঁর সৃজনশীলতার নিদর্শন এবং তাঁর আল-খালিক, আল-বারী ও আল-মুসাওবির গুণের প্রকাশ হিসেবে পেশ করেছেন। এখানে আল্লাহ একে আমাদের পরকালের জন্যও একটি নিদর্শন বলেছেন, কেননা বহু জায়গায় আল্লাহ আমাদের মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্টিকে পরকালে যা ঘটবে তার দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, যেমন সূরা ইয়া সীনের শেষের দিকে।

তোমাদের কেউ গোপনে কথা বলুক বা প্রকাশ্যে, কেউ রাতের আঁধারে লুকিয়ে থাকুক বা দিনে প্রকাশ্যে চলাফেরা করুক, সবই সমান: প্রত্যেক মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী রয়েছে, যারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে রক্ষা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা বদলান না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের ভিতরের অবস্থা বদলায়। আর আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়ের অকল্যাণ চান, তখন তা ফেরানোর কেউ নেই, আর তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবকও নেই। (8–11)

তিনিই তোমাদের বিদ্যুৎচমক দেখান, যা ভয় ও আশা জাগায়, আর তিনিই ভারী মেঘমালা সৃষ্টি করেন। বজ্র তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে, ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তা করে। তিনি বজ্রপাত পাঠান এবং যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত করেন—তবু তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে, অথচ তিনি মহাশক্তিধর। সত্যিকার ডাক কেবল তাঁরই জন্য। তাঁকে ছেড়ে তারা যাদের ডাকে, তারা তাদের ডাকে কোনোই সাড়া দেয় না, যেমন পানি সেই ব্যক্তির মুখে পৌঁছায় না, যে পানির দিকে তার দু'হাত বাড়িয়ে দেয়: তা কখনো তার মুখে পৌঁছবে না। সত্য অস্বীকারকারীদের ডাক ভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কিছুই নয়। আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহকেই সিজদা করে, তাদের ছায়াগুলোও সকাল-সন্ধ্যায়। (12–15)

বলো, 'আসমান ও যমীনের প্রতিপালক কে?' বলো, 'আল্লাহ।' বলো, 'তবে কি তোমরা তাঁকে ছেড়ে এমন অভিভাবকদের গ্রহণ করেছ, যারা নিজেদেরও কোনো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না?' বলো, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? কিংবা গভীর অন্ধকার ও আলো কি সমান?' নাকি তারা আল্লাহর এমন শরীক সাব্যস্ত করেছে, যারা তাঁর সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছে, ফলে সৃষ্টি তাদের কাছে একই রকম মনে হয়েছে? বলো, 'আল্লাহই সব কিছুর স্রষ্টা, আর তিনি এক, মহাপ্রতাপশালী।' (16)

তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাগুলো নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয়, আর স্রোত বয়ে নিয়ে যায় ফেঁপে ওঠা ফেনা; আর অলংকার বা তৈজসপত্র তৈরির জন্য তারা যা আগুনে গলায়, তা থেকেও অনুরূপ ফেনা ওঠে। এভাবেই আল্লাহ সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত দেন: ফেনা তো আবর্জনা হয়ে মিলিয়ে যায়; আর যা মানুষের উপকারে আসে তা যমীনে থেকে যায়।[16] (17)

এভাবেই আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় তাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার। আর যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না—পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবই যদি তাদের থাকত এবং তার সঙ্গে আরও সমপরিমাণ, তবে তারা নিজেদের মুক্তিপণ হিসেবে তা

[16] নাস্তিক্যবাদ অনুমানের (যান) উপর প্রতিষ্ঠিত: একটি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য

দিয়ে দিত। তাদের হিসাব হবে কঠিন; তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, আর কতই না মন্দ সেই বিশ্রামস্থল! (18)

যে জানে যে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা সত্য, সে কি তার মতো, যে অন্ধ? কেবল বোধসম্পন্ন লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে: যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না; যারা তা জুড়ে রাখে যা আল্লাহ জুড়ে রাখার আদেশ দিয়েছেন, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কঠিন হিসাবের আশঙ্কা করে; যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় ধৈর্য ধারণ করে, নামায কায়েম করে, আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, এবং ভালো দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করে। তাদেরই জন্য রয়েছে শেষ আবাস: চিরস্থায়ী সুখের উদ্যান, যাতে তারা প্রবেশ করবে, আর তাদের পিতৃপুরুষ, সঙ্গী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তারাও; আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করবে: 'তোমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছিলে তার জন্য তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! কতই না উত্তম এই শেষ আবাস!' আর যারা আল্লাহর অঙ্গীকার দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ যা জুড়ে রাখার আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে, এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়ায়—তাদের উপর অভিশাপ, আর তাদের জন্য রয়েছে মন্দ আবাস। আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করেন, আবার পরিমিতও করেন। তারা পার্থিব জীবন নিয়ে উল্লসিত, অথচ আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবন ক্ষণিকের ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। (19–26)

যারা সত্য অস্বীকার করে তারা বলে, 'তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার কাছে কোনো নিদর্শন নাযিল করা হল না কেন?' বলো, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথে যেতে দেন, আর যে তাঁর দিকে ফেরে তাকে নিজের দিকে পথ দেখান: যারা ঈমান আনে, আর আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে—জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে—যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে: তাদেরই জন্য রয়েছে পরম সুখ ও সুন্দর প্রত্যাবর্তনস্থল।' এভাবেই আমি তোমাকে এমন এক উম্মতের মধ্যে পাঠিয়েছি যার আগে বহু উম্মত গত হয়ে গেছে, যাতে তুমি তাদের কাছে তা তিলাওয়াত করো যা আমি তোমার প্রতি ওহী করেছি; অথচ তারা পরম করুণাময়কে অস্বীকার করে। বলো, 'তিনিই আমার প্রতিপালক; তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি, আর তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।' যদি এমন কোনো কুরআন থাকত যার দ্বারা পাহাড় চালিত হত, কিংবা যমীন বিদীর্ণ হত, কিংবা মৃতদের কথা বলানো যেত—তবে তা হত এ-ই। না; বরং সমস্ত বিষয় আল্লাহরই এখতিয়ারে। মুমিনরা কি জানে না যে, আল্লাহ চাইলে সমস্ত মানুষকে পথ দেখাতে পারতেন? আর যারা সত্য অস্বীকার করে, তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের উপর বিপর্যয় আঘাত হানতেই থাকবে, কিংবা তাদের ঘরের কাছাকাছি নেমে আসবে, যতক্ষণ না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এসে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। (27–31)

তোমার আগেও রাসূলদের নিয়ে উপহাস করা হয়েছিল, তখন যারা সত্য অস্বীকার করেছিল আমি তাদের অবকাশ দিয়েছিলাম; তারপর তাদের পাকড়াও করেছিলাম—কেমন ছিল আমার শাস্তি! তবে যিনি প্রত্যেক প্রাণের উপর দণ্ডায়মান, জানেন সে কী উপার্জন করেছে, তিনি কি অন্য কারও মতো? তবু তারা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে। বলো, 'তাদের নাম বলো! নাকি তোমরা তাঁকে পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি জানেন না? নাকি এ কেবল ফাঁকা কথা?' না; বরং যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের চক্রান্ত তাদের কাছে শোভন করে দেওয়া হয়েছে, আর তাদের সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে। আর আল্লাহ যাকে বিপথে যেতে দেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই। তাদের জন্য পার্থিব জীবনে রয়েছে শাস্তি, আর আখিরাতের শাস্তি তো আরও কঠিন; আর আল্লাহর হাত থেকে তাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না। (32–34)

যারা আল্লাহ-সচেতন তাদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত এমন: তার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত; তার ফল চিরস্থায়ী, তার ছায়াও। এ-ই আল্লাহ-সচেতনদের শেষ পরিণতি, আর সত্য অস্বীকারকারীদের শেষ পরিণতি আগুন। যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তারা তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে আনন্দিত হয়; তবে বিভিন্ন দলের মধ্যে কেউ কেউ এর কিছু অংশ অস্বীকার করে। বলো, 'আমাকে তো কেবল আদেশ করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক না করতে। তাঁরই দিকে আমি ডাকি, আর তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।' আর এভাবেই আমি একে আরবী ভাষায় এক সুস্পষ্ট বিধান হিসেবে নাযিল করেছি। তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো, তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না, কোনো রক্ষাকারীও না। তোমার আগেও আমি রাসূলদের পাঠিয়েছি এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি; আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন নিয়ে আসা কোনো রাসূলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রত্যেক মেয়াদের জন্য রয়েছে একটি লিখিত বিধান। আল্লাহ যা চান মুছে দেন এবং যা চান বহাল রাখেন, আর তাঁরই কাছে রয়েছে মূল কিতাব। আমি তাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দিই, কিংবা তার আগেই তোমাকে তুলে নিই, তোমার দায়িত্ব তো কেবল বার্তা পৌঁছে দেওয়া, আর হিসাব নেওয়া আমার কাজ। তারা কি দেখে না যে, আমি যমীনকে তার প্রান্তসীমা থেকে ক্রমশ সংকুচিত করে আনছি? আল্লাহই হুকুম দেন, তাঁর হুকুম রদ করার কেউ নেই; আর তিনি হিসাব গ্রহণে দ্রুত। তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু সমস্ত কৌশল আল্লাহরই এখতিয়ারে: প্রত্যেকে কী উপার্জন করে তিনি তা জানেন। আর সত্য অস্বীকারকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে শেষ আবাস কার জন্য। যারা সত্য অস্বীকার করে তারা বলে, 'তুমি রাসূল নও।' বলো, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, আর সে-ও, যার কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে।' (35–43)

14. ইবরাহীম (ইবরাহীম)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আলিফ লাম রা। এ এক কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে গভীর অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসো, সেই পরাক্রমশালী, প্রশংসিত সত্তার পথে—আল্লাহ, আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই যাঁর। আর সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তির দুর্ভোগ: যারা আখিরাতের চেয়ে পার্থিব জীবনকে বেশি ভালোবাসে, অন্যদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং তাকে বাঁকা করতে চায়। তারা বহুদূরে পথভ্রষ্ট হয়ে আছে। আমি কোনো রাসূলকে তার নিজ সম্প্রদায়ের ভাষায় ছাড়া পাঠাইনি, যাতে সে তাদের কাছে সব কিছু স্পষ্ট করে বলতে পারে। তারপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথে যেতে দেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখান; আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (1–4)

আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম: ‘তোমার সম্প্রদায়কে গভীর অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে এসো, আর তাদের আল্লাহর দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দাও।’ নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে। আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, ‘তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের ফিরআউনের লোকদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন, যারা তোমাদের ভয়ংকর শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদের হত্যা করত আর তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত। এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা। আর যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করলেন: “যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বেশি দেব; আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি সত্যিই কঠোর।”’ আর মূসা বলল, ‘তোমরা এবং পৃথিবীর সবাই একসঙ্গে অকৃতজ্ঞ হলেও আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।’ (5–8)

তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ পৌঁছেনি—নূহের সম্প্রদায়, আদ ও সামূদের, আর তাদের পরে যারা এসেছিল তাদের, যাদের আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না? তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা নিজেদের হাত নিজেদের মুখে চেপে ধরল এবং বলল, ‘তোমাদের যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তা অস্বীকার করি, আর তোমরা আমাদের যার দিকে ডাকছ সে সম্পর্কে আমরা গভীর সন্দেহে আছি।’ তাদের রাসূলগণ বলল, ‘আল্লাহ সম্পর্কে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা? তিনি তোমাদের ডাকছেন যাতে তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করেন এবং এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেন।’ তারা বলল, ‘তোমরা তো আমাদেরই মতো মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের উপাসনা করত তোমরা আমাদের তাদের থেকে ফিরিয়ে দিতে চাও। তবে

আমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসো।' তাদের রাসূলগণ তাদের বলল, 'আমরা তো সত্যিই তোমাদেরই মতো মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; আর মুমিনরা যেন আল্লাহরই উপর ভরসা করে। আমরা কেন আল্লাহর উপর ভরসা করব না, যখন তিনিই আমাদের আমাদের পথ দেখিয়েছেন? তোমরা আমাদের যে কষ্টই দাও, আমরা অবশ্যই তাতে ধৈর্য ধারণ করব; আর যারা ভরসা করতে চায় তারা যেন আল্লাহরই উপর ভরসা করে।' (9–12)

যারা সত্য অস্বীকার করেছিল তারা তাদের রাসূলদের বলল, 'আমরা অবশ্যই তোমাদের আমাদের দেশ থেকে বের করে দেব, যদি না তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসো।' তখন তাদের প্রতিপালক তাদের কাছে ওহী করলেন: 'আমি অবশ্যই যালিমদের ধ্বংস করব, আর তাদের পরে অবশ্যই তোমাদের সেই দেশে বসতি দেব। এ তার জন্য, যে আমার সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে।' আর তারা ফয়সালা চাইল, আর প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ হল। তার সামনে রয়েছে জাহান্নাম, আর তাকে পান করানো হবে পুঁজ-মেশানো পানি, যা সে ঢোক ঢোক করে গিলবে কিন্তু গলা দিয়ে নামাতে পারবে না। মৃত্যু তার দিকে আসবে চারদিক থেকে, অথচ সে মরবে না; আর তার সামনে রয়েছে আরও কঠিন শাস্তি। যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের দৃষ্টান্ত: তাদের কাজকর্ম সেই ছাইয়ের মতো, যার উপর দিয়ে ঝড়ের দিনে প্রবল বাতাস বয়ে যায়। তারা যা উপার্জন করেছে তার কিছুর উপরই তাদের কোনো ক্ষমতা থাকবে না। এটাই সুদূর পথভ্রষ্টতা। (13–18)

তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ আসমান ও যমীন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন? তিনি চাইলে তোমাদের সরিয়ে দিয়ে এক নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন: আর তা আল্লাহর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। তারা সবাই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে; তখন দুর্বলরা অহংকারীদের বলবে, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম। এখন কি তোমরা আল্লাহর শাস্তির কিছু অংশ আমাদের থেকে সরিয়ে দিতে পারবে?' তারা বলবে, 'আল্লাহ আমাদের পথ দেখালে আমরাও তোমাদের পথ দেখাতাম। এখন আমরা অস্থির হই বা ধৈর্য ধরি, আমাদের জন্য সবই সমান: আমাদের পালানোর কোনো পথ নেই।' আর যখন বিষয়টির ফয়সালা হয়ে যাবে, শয়তান বলবে, 'আল্লাহ তোমাদের সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; আমিও তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তা রক্ষা করিনি। তোমাদের উপর আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না, কেবল এটুকুই যে আমি তোমাদের ডেকেছিলাম আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং আমাকে দোষ দিয়ো না, বরং নিজেদেরই দোষ দাও। আমি তোমাদের সাহায্যে আসতে পারি না, তোমরাও আমার সাহায্যে আসতে পারো না। তোমরা যে এর আগে আমাকে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করছি।' নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যারা ঈমান

আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের প্রবেশ করানো হবে এমন উদ্যানে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে থাকবে; সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম!' (19–23)

তুমি কি দেখো না, আল্লাহ কীভাবে দৃষ্টান্ত দেন? একটি উত্তম কথা একটি উত্তম গাছের মতো: যার মূল সুদৃঢ় এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত; তা তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে প্রতি মৌসুমে ফল দেয়। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। আর একটি মন্দ কথার দৃষ্টান্ত একটি মন্দ গাছের মতো, যাকে মাটির উপর থেকেই উপড়ে ফেলা হয়েছে, যার কোনো স্থিতি নেই। যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের সুদৃঢ় বাণী দিয়ে পার্থিব জীবনে ও আখিরাতে অবিচল রাখেন; আর আল্লাহ যালিমদের বিপথে যেতে দেন। আল্লাহ যা চান তা-ই করেন। (24–27)

তুমি কি তাদের দেখো না, যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা বেছে নিয়েছে, আর নিজেদের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের আবাসে নামিয়ে এনেছে—জাহান্নামে, যাতে তারা দগ্ধ হতে প্রবেশ করবে? কতই না মন্দ সেই অবস্থানস্থল! তারা আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিয়েছে, অন্যদের তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য। বলো, 'ভোগ করে নাও; তোমাদের শেষ গন্তব্য তো আগুন।' আমার যে বান্দারা ঈমান এনেছে তাদের বলো, তারা যেন নামায কায়েম করে, এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, সেই দিন আসার আগে যেদিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না, কোনো বন্ধুত্বও না। (28–31)

আল্লাহই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, আর তা দিয়ে তোমাদের জীবিকাস্বরূপ ফলমূল উৎপন্ন করেছেন; তিনি নৌযানগুলোকে তোমাদের অনুগত করেছেন, যাতে সেগুলো তাঁর নির্দেশে সাগরে চলাচল করে, আর তিনি নদ-নদীকে তোমাদের অনুগত করেছেন। তিনি সূর্য ও চাঁদকে তোমাদের অনুগত করেছেন, যারা অবিরাম নিজ নিজ পথে চলছে, আর তিনি রাত ও দিনকে তোমাদের অনুগত করেছেন। তোমরা তাঁর কাছে যা কিছু চেয়েছ তার সব কিছু থেকেই তিনি তোমাদের দিয়েছেন। তোমরা যদি আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করতে চাও, তবে কখনো তা গুনে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই যালিম, বড়ই অকৃতজ্ঞ। (32–34)

আর যখন ইবরাহীম বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, এই নগরীকে নিরাপদ করো, আর আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখো। হে আমার প্রতিপালক, এরা বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করে সে আমারই অন্তর্ভুক্ত; আর যে আমার অবাধ্য হয়—তবে তুমি তো পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক, আমি আমার কিছু বংশধরকে তোমার পবিত্র ঘরের কাছে এক চাষাবাদহীন উপত্যকায় বসতি দিয়েছি—হে

আমাদের প্রতিপালক, যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও, আর তাদের ফলমূল দিয়ে জীবিকা দাও, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা যা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি তুমি তা জানো; যমীনে কিংবা আসমানে কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক প্রার্থনা শ্রবণকারী। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে নামায কায়েমকারী বানাও, আর আমার বংশধরদেরও। হে আমাদের প্রতিপালক, আমার দোয়া কবুল করো। হে আমাদের প্রতিপালক, যেদিন হিসাব কায়েম হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদের ক্ষমা করো।'[17] (35–41)

তুমি মনে করো না যে, যালিমরা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর। তিনি তো তাদের কেবল সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন, যেদিন চোখগুলো আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে থাকবে, তারা মাথা উপরে তুলে ছুটতে থাকবে, তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরে আসবে না, আর তাদের অন্তর হবে শূন্য। সুতরাং মানুষকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক করো, যেদিন তাদের উপর শাস্তি আসবে, আর যারা যুলুম করেছিল তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের অল্প কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও: আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব।' 'তোমরা কি এর আগে শপথ করে বলতে না যে তোমাদের কোনো পতন নেই? অথচ তোমরা তাদেরই বাসস্থানে বাস করেছিলে যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছিল, আর তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল আমি তাদের সঙ্গে কী আচরণ করেছিলাম, আর আমি তোমাদের জন্য দৃষ্টান্তও বর্ণনা করেছিলাম।' তারা তাদের চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু তাদের চক্রান্ত আল্লাহর কাছেই রক্ষিত ছিল—যদিও তাদের চক্রান্ত এমন ছিল যে তাতে পাহাড়ও টলে যেত। (42–46)

সুতরাং কখনো মনে করো না যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। যেদিন এই যমীন বদলে অন্য যমীন হয়ে যাবে, আসমানসমূহও, আর তারা উপস্থিত হবে এক, মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর সামনে, সেদিন তুমি অপরাধীদের দেখবে শিকলে একসঙ্গে বাঁধা, তাদের জামা হবে আলকাতরার, আর আগুন তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে, যাতে আল্লাহ প্রত্যেককে তার উপার্জনের প্রতিফল দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত। (47–51)

[17] **"হে আমার প্রতিপালক, এই নগরীকে নিরাপদ করো": কুরআন 14:35–41-এর একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য, সেই সঙ্গে ইবরাহীম থেকে 2026 সালের মক্কা প্রতিরক্ষা জোট পর্যন্ত মক্কার নিরাপত্তার শতাব্দীওয়ারি ইতিহাস**
জেদ্দা অবরোধ, 1517: পর্তুগাল, লোহিত সাগর ও পবিত্র নগরীদ্বয়ের প্রতিরক্ষা

এ মানবজাতির জন্য এক বার্তা, যাতে এর মাধ্যমে তাদের সতর্ক করা হয়, যাতে তারা জানতে পারে যে তিনিই একমাত্র ইলাহ, আর যাতে বোধসম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। (52)

15. আল-হিজর (আল-হিজর)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আলিফ লাম রা। এগুলো কিতাবের এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কুরআনের আয়াত ও নিদর্শন। এমন হতে পারে যে, যারা সত্য অস্বীকার করে তারা একদিন কামনা করবে, যদি তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী হত! তাদের ছেড়ে দাও, তারা খেয়ে নিক ও ভোগ করে নিক, আর মিথ্যা আশা তাদের ভুলিয়ে রাখুক: শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করিনি তার জন্য এক সুনির্দিষ্ট লিখিত মেয়াদ ছাড়া, আর কোনো উম্মত তার মেয়াদকে এগিয়ে আনতে পারে না, পিছাতেও পারে না। তারা বলে, 'ওহে, যার প্রতি এই উপদেশবাণী নাযিল করা হয়েছে—তুমি তো নিশ্চয়ই উন্মাদ! তুমি সত্যবাদীদের একজন হলে আমাদের কাছে ফেরেশতাদের নিয়ে আসো না কেন?' আমি ফেরেশতাদের যথার্থ কারণ ছাড়া নাযিল করি না, আর তখন তাদের কোনো অবকাশ দেওয়া হত না। আমিই এই উপদেশবাণী নাযিল করেছি, আর আমিই অবশ্যই এর সংরক্ষক। তোমার আগেও আমি পূর্ববর্তী বিভিন্ন দলের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম, আর তাদের কাছে এমন কোনো রাসূল আসেনি যাকে নিয়ে তারা উপহাস করেনি। এভাবেই আমি অপরাধীদের অন্তরে তা প্রবেশ করিয়ে দিই: তারা এতে ঈমান আনে না, অথচ পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো গত হয়েই গেছে। আমি যদি তাদের জন্য আকাশের কোনো দরজা খুলে দিতাম, আর তারা তা দিয়ে উপরে উঠতেই থাকত, তবু তারা বলত, 'আমাদের চোখ কেবল ধাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে; না, বরং আমরা এক জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।' (1–15)

আমি আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ স্থাপন করেছি, দর্শকদের জন্য তাকে সুশোভিত করেছি, এবং প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে তাকে সুরক্ষিত রেখেছি—তবে যে চুরি করে কিছু শুনে নেয়, এক উজ্জ্বল অগ্নিশিখা তার পিছু ধাওয়া করে। আর যমীন—আমি তাকে বিস্তৃত করেছি, তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছি, আর তাতে সব কিছু সুষম পরিমাণে উদ্গত করেছি; আর তাতে জীবিকার উপকরণ রেখেছি তোমাদের জন্য, এবং তাদের জন্যও যাদের জীবিকাদাতা তোমরা নও। এমন কোনো বস্তু নেই যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই, আর আমি তা কেবল এক নির্দিষ্ট পরিমাণেই নাযিল করি। আর আমি পাঠাই উর্বরতাদানকারী বাতাস, তারপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করাই; আর তোমরা তার ভাণ্ডাররক্ষক নও। আমিই জীবন দিই ও মৃত্যু ঘটাই, আর আমিই চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী। তোমাদের মধ্যে যারা আগে চলে গেছে আমি তাদের অবশ্যই জানি, আর যারা পরে আসবে তাদেরও অবশ্যই জানি। আর তোমার প্রতিপালকই তাদের একত্র করবেন: তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।[18] (16–25)

[18] **কুরআন 15:16–25-এর একটি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য**
কুরআন কেন একটি সূরার নাম নক্ষত্রপুঞ্জের নামে রেখেছে?

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে, ছাঁচে ঢালা কালো কাদা থেকে, আর জিনকে আমি তারও আগে সৃষ্টি করেছি ঝলসে দেওয়া লু-হাওয়ার আগুন থেকে। আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে, ছাঁচে ঢালা কালো কাদা থেকে এক মানুষ সৃষ্টি করছি। সুতরাং যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ো,' তখন ফেরেশতারা সবাই একসঙ্গে সিজদা করল—ইবলীস ছাড়া: সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। তিনি বললেন, 'হে ইবলীস, তোমার কী হল যে তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?' সে বলল, 'আমি এমন মানুষকে সিজদা করার নই, যাকে তুমি সৃষ্টি করেছ শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে, ছাঁচে ঢালা কালো কাদা থেকে।' তিনি বললেন, 'তবে এখান থেকে বেরিয়ে যাও, কারণ তুমি বিতাড়িত, আর বিচার দিন পর্যন্ত তোমার উপর অবশ্যই অভিশাপ।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, যেদিন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।' তিনি বললেন, 'তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত, নির্ধারিত সময়ের সেই দিন পর্যন্ত।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, যেহেতু তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছ, আমি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের কাছে মন্দকে শোভন করে দেখাব, আর অবশ্যই তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব—তাদের মধ্যে তোমার একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া।' তিনি বললেন, 'এ-ই আমার কাছে পৌঁছার সরল পথ: আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না, তবে পথভ্রষ্টদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তারা ছাড়া; আর জাহান্নামই তাদের সবার প্রতিশ্রুত স্থান। তার সাতটি দরজা আছে, প্রতিটি দরজার জন্য তাদের একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারিত।' নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ-সচেতন তারা থাকবে উদ্যান ও ঝরনাধারার মাঝে। 'তোমরা এতে প্রবেশ করো শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে!' তাদের অন্তরে যে বিদ্বেষ থাকবে আমি তা দূর করে দেব; তারা ভাই ভাই হয়ে আসনে মুখোমুখি বসবে। সেখানে কোনো ক্লান্তি তাদের স্পর্শ করবে না, আর তাদের সেখান থেকে কখনো বের করেও দেওয়া হবে না। আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, আমিই পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু, আর আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (26–50)

আর তাদের ইবরাহীমের মেহমানদের কথা জানিয়ে দাও, যখন তারা তার কাছে প্রবেশ করে বলল, 'সালাম।' সে বলল, 'আমরা তোমাদের ব্যাপারে ভীত।' তারা বলল, 'ভয় করো না: আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।' সে বলল, 'তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ, অথচ বার্ধক্য আমাকে পেয়ে বসেছে? তবে কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ?' তারা বলল, 'আমরা তোমাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি; সুতরাং তুমি নিরাশদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' সে বলল, 'পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে তার প্রতিপালকের রহমত থেকে নিরাশ হয়?' সে বলল, 'হে প্রেরিত দূতেরা, তবে তোমাদের বিশেষ কাজটি কী?' তারা বলল, 'আমাদের এক অপরাধী সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে—তবে

লূতের পরিবার ছাড়া: আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে রক্ষা করব, তার স্ত্রী ছাড়া; আমরা স্থির করেছি যে সে পিছনে রয়ে যাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (51–60)

তারপর যখন প্রেরিত দূতেরা লূতের পরিবারের কাছে এল, সে বলল, 'তোমরা তো অপরিচিত লোক।' তারা বলল, 'না; বরং আমরা তোমার কাছে তা-ই নিয়ে এসেছি যে বিষয়ে তারা সন্দেহ করত। আমরা তোমার কাছে সত্য নিয়ে এসেছি, আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। সুতরাং রাতের কোনো এক অংশে তোমার পরিবারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো, আর তুমি নিজে তাদের পিছনে চলো; তোমাদের কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায়, আর যেখানে যেতে তোমাদের আদেশ করা হয়েছে সেখানে চলে যাও।' আর আমি তাকে এ ফয়সালা জানিয়ে দিলাম: সকাল হতেই ওই লোকদের মূল কেটে দেওয়া হবে। আর শহরের লোকেরা উল্লসিত হয়ে এল। সে বলল, 'এরা আমার মেহমান, সুতরাং আমাকে লজ্জিত করো না। আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন হও, আর আমাকে অপমানিত করো না।' তারা বলল, 'আমরা কি তোমাকে দুনিয়ার কাউকে আশ্রয় দিতে নিষেধ করিনি?' সে বলল, 'এই যে আমার মেয়েরা, যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়।' তোমার জীবনের শপথ, তারা তাদের মত্ততার মধ্যে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল—আর সূর্যোদয়ের সময় এক বিকট আওয়াজ তাদের পাকড়াও করল। আমি সেই শহরকে উল্টে দিলাম, এবং তাদের উপর পোড়ামাটির পাথর বর্ষণ করলাম। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা লক্ষণ দেখে বুঝতে পারে। আর তা এমন এক পথের ধারে অবস্থিত যা এখনো চালু আছে: নিশ্চয়ই এতে মুমিনদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (61–77)

আর আইকাবাসীরাও—ঘন বনের অধিবাসীরা—যালিম ছিল, তাই আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম; আর এ উভয় জনপদই এক প্রকাশ্য মহাসড়কের ধারে অবস্থিত। আর হিজরবাসীরাও রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল। আমি তাদের আমার নিদর্শনসমূহ দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারা নিশ্চিন্তে পাহাড় কেটে ঘর বানাত; কিন্তু সকালবেলা এক বিকট আওয়াজ তাদের পাকড়াও করল, আর তারা যা কিছু উপার্জন করেছিল তা তাদের কোনো কাজেই এল না। (78–84)

আমি আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা যথাযথভাবে ছাড়া সৃষ্টি করিনি। কিয়ামত অবশ্যই আসবে, সুতরাং সুন্দরভাবে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। আমি তোমাকে দিয়েছি বারবার পঠিত সাতটি আয়াত ও নিদর্শন, এবং মহান কুরআন। আমি তাদের কোনো কোনো দলকে যা ভোগ করতে দিয়েছি তার দিকে তুমি চোখ তুলে তাকিয়ো না, আর তাদের জন্য দুঃখ করো না; আর মুমিনদের জন্য তোমার ডানা নত করে দাও, এবং বলো, 'আমি তো এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী,' যেমন আমি নাযিল করেছিলাম তাদের উপর যারা কিতাবকে ভাগ ভাগ করেছিল, যারা কুরআনকে টুকরো টুকরো করেছে। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা যা করত সে সম্পর্কে আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করব।

সুতরাং তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করো, আর যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। উপহাসকারীদের মোকাবিলায় তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট, যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ দাঁড় করায়: শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। আমি ভালোভাবেই জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার বুক সংকুচিত হয়। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করো, সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও, আর তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করো যতক্ষণ না তোমার কাছে সেই সুনিশ্চিত বিষয় এসে পৌঁছায়। (85–99)

16. মৌমাছি (আন-নাহল)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে, সুতরাং তোমরা তা তাড়াতাড়ি চেয়ো না। তিনি মহাপবিত্র! তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার উপর ইচ্ছা নিজ নির্দেশের রূহসহ ফেরেশতাদের নাযিল করেন: 'সতর্ক করে দাও যে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সুতরাং আমার সম্পর্কে সচেতন থাকো।' তিনি আসমান ও যমীন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন; তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক ফোঁটা তরল থেকে— অথচ দেখো, সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী! আর গবাদিপশুও তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন: তাতে রয়েছে শীত নিবারণের উপকরণ ও অন্যান্য উপকার, আর তা থেকে তোমরা খাও। তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে সৌন্দর্য, যখন তোমরা সন্ধ্যায় সেগুলোকে ঘরে ফিরিয়ে আনো এবং যখন সকালে চারণভূমিতে নিয়ে যাও। তারা তোমাদের বোঝা বহন করে নিয়ে যায় এমন দেশে, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর কষ্ট ছাড়া পৌঁছাতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক সত্যিই স্নেহশীল, অসীম দয়ালু। আর ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, তোমাদের আরোহণের জন্য এবং শোভা হিসেবে। আর তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করেন যা তোমরা জানো না। সরল পথ দেখানো আল্লাহরই দায়িত্ব, যদিও কিছু পথ বাঁকা। তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে পথ দেখাতে পারতেন। (1–9)

তিনিই তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন: তা থেকে হয় পানীয়, আর তা থেকে জন্মায় গাছপালা যাতে তোমরা পশু চরাও। তা দিয়ে তিনি তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন শস্য, যায়তুন, খেজুর গাছ, আঙুর এবং সব রকম ফল। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তিনি রাত ও দিনকে তোমাদের অনুগত করেছেন, সূর্য ও চাঁদকেও; আর তারকারাজিও তাঁর নির্দেশে অনুগত। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আর তিনি তোমাদের জন্য যমীনে নানা রঙের যা কিছু ছড়িয়ে দিয়েছেন: নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে। তিনিই সমুদ্রকে অনুগত করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাছ খেতে পারো এবং তা থেকে পরিধানের অলংকার আহরণ করতে পারো; আর তুমি দেখো নৌযানগুলো তার বুক চিরে চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করো, আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। আর তিনি যমীনে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাদের নিয়ে টলে না যায়, আর নদ-নদী ও পথঘাট, যাতে তোমরা পথ খুঁজে পাও, আর নানা পথচিহ্ন; আর তারার সাহায্যেও তারা পথ খুঁজে পায়। তবে যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মতো, যে সৃষ্টি করতে পারে না? তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (10–17)

তোমরা যদি আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করতে চাও, তবে কখনো তা গুনে শেষ করতে পারবে না। আল্লাহ সত্যিই ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো আল্লাহ তা

জানেন। তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট: তারা মৃত, জীবিত নয়, আর তারা জানেও না কবে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে। তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না—তাদের অন্তর অস্বীকারকারী, আর তারা অহংকারী। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে আল্লাহ তা জানেন: তিনি অহংকারীদের ভালোবাসেন না। (18–23)

যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তোমাদের প্রতিপালক কী নাযিল করেছেন?' তারা বলে, 'পূর্ববর্তীদের উপকথা'—ফলে কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের বোঝা পুরোপুরি বহন করবে, আর তাদের বোঝারও কিছু অংশ যাদের তারা জ্ঞান ছাড়াই পথভ্রষ্ট করেছে। তারা যা বহন করবে তা কতই না মন্দ! তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল; তখন আল্লাহ তাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত হানলেন, ফলে উপর থেকে ছাদ তাদের উপর ধসে পড়ল, আর শাস্তি তাদের কাছে এমন দিক থেকে এল যা তারা কল্পনাও করেনি। তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন, 'কোথায় আমার সেই শরীকরা, যাদের নিয়ে তোমরা বিবাদ করতে?' যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলবে, 'আজ লাঞ্ছনা ও দুর্দশা তাদেরই উপর যারা সত্য অস্বীকার করেছিল—' যাদের প্রাণ ফেরেশতারা হরণ করে এমন অবস্থায় যে তারা নিজেদের উপর যুলুম করছিল। তখন তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে: 'আমরা তো কোনো মন্দ কাজ করতাম না।' হ্যাঁ, অবশ্যই করতে! তোমরা যা করতে আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। সুতরাং জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে প্রবেশ করো, সেখানে থাকার জন্য। অহংকারীদের আবাস কতই না মন্দ! (24–29)

আর যারা আল্লাহ-সচেতন তাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তোমাদের প্রতিপালক কী নাযিল করেছেন?' তারা বলে, 'কল্যাণ।' যারা এ দুনিয়ায় সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ, আর আখিরাতের আবাস তো আরও উত্তম। আল্লাহ-সচেতনদের আবাস কতই না উত্তম: চিরস্থায়ী সুখের উদ্যান, যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই পাবে। এভাবেই আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে সচেতনদের পুরস্কৃত করেন, যাদের প্রাণ ফেরেশতারা হরণ করে এমন অবস্থায় যে তারা পবিত্র, তারা বলে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।' তারা কি কেবল এরই অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে, কিংবা তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ আসবে? তাদের পূর্ববর্তীরাও এমনই করেছিল। আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুম করেননি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করত। ফলে তাদের কাজের মন্দ পরিণাম তাদের উপর আপতিত হল, আর যা নিয়ে তারা উপহাস করত তা-ই তাদের ঘিরে ফেলল। (30–34)

যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে তারা বলে, 'আল্লাহ চাইলে আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করতাম না, না আমরা, না আমাদের পূর্বপুরুষরা, আর তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছুকে হারামও

করতাম না।' তাদের পূর্ববর্তীরাও এমনই করেছিল। তবে কি স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছে দেওয়া ছাড়া রাসূলদের আর কোনো দায়িত্ব আছে? আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি এই বলে, 'আল্লাহর ইবাদত করো এবং মিথ্যা উপাস্যদের বর্জন করো।' তারপর তাদের কাউকে আল্লাহ পথ দেখিয়েছেন, আর কারও উপর পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, যারা অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছিল। তুমি তাদের হিদায়াতের জন্য যতই আগ্রহী হও না কেন, আল্লাহ যাকে বিপথে যেতে দেন তাকে তিনি পথ দেখান না, আর তাদের কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না। তারা আল্লাহর নামে কঠিনতম শপথ করে বলে যে, যে মারা যায় আল্লাহ তাকে পুনরুত্থিত করবেন না। হ্যাঁ, অবশ্যই করবেন—এ তাঁর উপর এক সত্য প্রতিশ্রুতি, যদিও অধিকাংশ মানুষ জানে না—যাতে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত তিনি তা তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেন, আর যাতে যারা সত্য অস্বীকার করেছিল তারা জানতে পারে যে তারা মিথ্যাবাদী ছিল। আমি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করি, তখন তাকে আমার কথা কেবল এই: 'হও', আর তা হয়ে যায়। যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর জন্য হিজরত করেছে—আমি অবশ্যই তাদের দুনিয়ায় উত্তম আবাস দেব, আর আখিরাতের পুরস্কার তো আরও বড়, যদি তারা জানত!—যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। (35–42)

হে নবী, তোমার আগে আমি কেবল পুরুষদেরই পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম—তোমরা যদি না জানো তবে উপদেশপ্রাপ্তদের জিজ্ঞাসা করো—সুস্পষ্ট প্রমাণ ও কিতাবসহ। আর তোমার প্রতি আমি এই উপদেশবাণী নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের কাছে স্পষ্ট করে দাও যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে, আর যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (43–44)

যারা মন্দ চক্রান্ত করে তারা কি এ থেকে নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহ তাদের যমীনে ধসিয়ে দেবেন না, কিংবা শাস্তি তাদের কাছে এমন দিক থেকে আসবে না যা তারা কল্পনাও করে না, কিংবা তিনি তাদের চলাফেরার মধ্যেই পাকড়াও করবেন না, যখন তারা তা এড়াতে পারবে না, কিংবা তিনি তাদের ধীরে ধীরে ক্ষয় করে পাকড়াও করবেন না? তোমাদের প্রতিপালক সত্যিই স্নেহশীল, অসীম দয়ালু। তারা কি আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুগুলোর দিকে তাকায়নি, কীভাবে তাদের ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে, পরম বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহকে সিজদা করে? আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যত প্রাণী আছে সবই আল্লাহকে সিজদা করে, ফেরেশতারাও, আর তারা অহংকার করে না: তারা তাদের উপরে থাকা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, আর তাদের যা আদেশ করা হয় তা-ই করে। (45–50)

আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না: তিনি তো একমাত্র ইলাহ। সুতরাং আমাকে, কেবল আমাকেই ভয় করো।' আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর, আর চিরস্থায়ী আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। তবে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ব্যাপারে সচেতন থাকবে?

তোমাদের যে নিয়ামতই আছে তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে। তারপর যখন তোমাদের কোনো কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁরই কাছে ফরিয়াদ করো; অথচ যখন তিনি তোমাদের থেকে সেই কষ্ট দূর করে দেন, তখন তৎক্ষণাৎ তোমাদের একদল তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে শরীক করে, আমি তাদের যা দিয়েছি তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখিয়ে। তবে ভোগ করে নাও—শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (51–55)

আমি তাদের যে জীবিকা দিয়েছি, তারা তার একটি অংশ এমন কিছুর জন্য নির্ধারণ করে যাদের সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। আল্লাহর শপথ, তোমরা যে মিথ্যা রচনা করতে সে সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সাব্যস্ত করে—তিনি মহাপবিত্র!—আর নিজেদের জন্য তা-ই যা তারা কামনা করে। তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে মনের দুঃখ চেপে রাখে; তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তার লজ্জায় সে লোকজন থেকে লুকিয়ে বেড়ায়: সে কি অপমান সহ্য করে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? কতই না মন্দ তাদের ফয়সালা! যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের জন্যই মন্দ দৃষ্টান্ত, আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত: তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের যুলুমের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে একটি প্রাণীকেও ছেড়ে দিতেন না; কিন্তু তিনি তাদের এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন, আর যখন তাদের মেয়াদ এসে যায়, তখন তারা তা এক মুহূর্ত পিছাতেও পারে না, এগিয়েও আনতে পারে না। তারা আল্লাহর জন্য তা-ই সাব্যস্ত করে যা তারা নিজেরা অপছন্দ করে, আর তাদের জিহ্বা এ মিথ্যা উচ্চারণ করে যে সর্বোত্তম পরিণাম তাদেরই হবে। নিঃসন্দেহে তাদের জন্য রয়েছে আগুন, আর তাদের সবার আগে তাতে ঠেলে দেওয়া হবে। (56–62)

আল্লাহর শপথ, তোমার আগে আমি বহু উম্মতের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি, কিন্তু শয়তান তাদের কাজকর্ম তাদের কাছে শোভন করে দেখিয়েছে; তাই আজ সে-ই তাদের অভিভাবক, আর তাদের জন্য অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি কেবল এজন্য যে, তারা যে বিষয়ে মতভেদ করে তা তুমি তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেবে, আর এ ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত। (63–64)

আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, আর তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা শোনে। আর গবাদিপশুর মধ্যেও তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে: তাদের পেটে যা আছে তা থেকে—গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে—আমি তোমাদের পান করাই খাঁটি দুধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। আর খেজুর গাছ ও আঙুরের ফল থেকে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য তৈরি করো। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আর তোমার প্রতিপালক মৌমাছির অন্তরে এ প্রেরণা দিলেন: ‘পাহাড়ে, গাছে এবং মানুষ যে মাচান বানায় তাতে নিজের জন্য ঘর বানাও; তারপর সব

রকম ফল থেকে খাও, আর তোমার প্রতিপালকের সহজ করে দেওয়া পথগুলোতে চলো।' তাদের পেট থেকে নির্গত হয় নানা রঙের এক পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে নিরাময়। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (65–69)

আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। তোমাদের কাউকে কাউকে জীবনের সবচেয়ে অক্ষম বয়সে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, ফলে জানার পরও সে আর কিছুই জানবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। আল্লাহ জীবিকায় তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন; অথচ যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তারা নিজেদের জীবিকা তাদের দাস-দাসীদের হাতে তুলে দেয় না, যাতে তারা এতে সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে? আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের দিয়েছেন সন্তান ও নাতি-নাতনি, আর তোমাদের উত্তম জীবিকা দিয়েছেন। তবু কি তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করবে আর আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? আর তারা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর ইবাদত করবে, যাদের আসমান বা যমীন থেকে তাদের কোনো জীবিকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই, আর কখনো হবেও না? সুতরাং আল্লাহর জন্য কোনো সদৃশ দাঁড় করিয়ো না। আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানো না। (70–74)

আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন: অন্যের মালিকানাধীন এক দাস, যার কোনো কিছুর উপর ক্ষমতা নেই, আর এক ব্যক্তি যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তম জীবিকা দিয়েছি, সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। এ দুজন কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই—কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। আল্লাহ আরও দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যাদের একজন বোবা, কোনো কিছুর উপর তার ক্ষমতা নেই, সে তার মনিবের উপর বোঝা—তাকে যেখানেই পাঠানো হোক, সে কোনো কল্যাণ নিয়ে আসে না। সে কি তার সমান, যে ন্যায়ের আদেশ দেয় এবং নিজেও সরল পথে প্রতিষ্ঠিত? আসমান ও যমীনের অদৃশ্য জ্ঞান আল্লাহরই। কিয়ামতের ব্যাপারটি তো চোখের পলকের মতো, বরং তার চেয়েও নিকটবর্তী: আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ তোমাদের তোমাদের মায়েদের পেট থেকে বের করেছেন এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না, আর তিনি তোমাদের দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। তারা কি পাখিদের দেখে না, যারা আকাশের শূন্যে ভেসে থাকে? আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদের ধরে রাখে না। নিশ্চয়ই এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের জন্য বিশ্রামের স্থান বানিয়েছেন, আর গবাদিপশুর চামড়া থেকে তোমাদের জন্য তাঁবু বানিয়েছেন, যা তোমরা সফরের দিনে ও অবস্থানের দিনে হালকা পাও; আর তাদের পশম, লোম ও চুল থেকে বানিয়েছেন কিছু কালের গৃহসামগ্রী ও ব্যবহার্য বস্তু। আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট বস্তু থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন; পাহাড়ে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন; তোমাদের জন্য এমন পোশাক বানিয়েছেন যা তোমাদের গরম থেকে রক্ষা করে,

আর এমন বর্ম যা তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবেই তিনি তোমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো। তবু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে হে নবী, তোমার দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছে দেওয়া। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চেনে, তারপর তা অস্বীকার করে: তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। (75–83)

যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করাব, সেদিন যারা সত্য অস্বীকার করেছিল তাদের ওজর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না, আর তাদের সংশোধনের সুযোগও দেওয়া হবে না। যারা যুলুম করেছিল তারা যখন শাস্তি দেখবে, তখন তা তাদের জন্য লঘু করা হবে না, আর তাদের অবকাশও দেওয়া হবে না। যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করেছিল তারা যখন তাদের শরীকদের দেখবে, বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, এরাই আমাদের সেই শরীক, যাদের আমরা তোমাকে ছেড়ে ডাকতাম।' কিন্তু তারা এ কথা তাদের দিকেই ছুড়ে দেবে, 'তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী!' সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে, আর তারা যা মনগড়া রচনা করত তা তাদের ছেড়ে উধাও হয়ে যাবে। যারা সত্য অস্বীকার করেছিল এবং অন্যদের আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিয়েছিল—তারা যে বিপর্যয় ছড়াত তার কারণে আমি তাদের শাস্তির উপর আরও শাস্তি বাড়িয়ে দেব। (84–88)

যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে তাদের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী দাঁড় করাব, সেদিন হে নবী, তোমাকে আমি এদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসব। আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সব কিছুর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসেবে, এবং যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের জন্য পথনির্দেশ, রহমত ও সুসংবাদ হিসেবে। (89)

আল্লাহ আদেশ দেন ন্যায়বিচারের, সদাচরণের এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি বদান্যতার; আর তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও যুলুম থেকে। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা তা গ্রহণ করো। তোমরা যখন অঙ্গীকার করো তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো, আর শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না, যখন তোমরা আল্লাহকে তোমাদের জামিন বানিয়েছ: তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন। তোমরা সেই নারীর মতো হয়ো না, যে মজবুত করে সুতা কাটার পর তা টুকরো টুকরো করে খুলে ফেলে, তোমাদের শপথকে নিজেদের মধ্যে প্রতারণার উপায় বানিয়ে, কেবল এ কারণে যে একদল অন্যদলের চেয়ে সংখ্যায় বেশি। আল্লাহ তো এর মাধ্যমে তোমাদের কেবল পরীক্ষা করছেন; আর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করতে, কিয়ামতের দিন তিনি অবশ্যই তা তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেবেন। (90–92)

আল্লাহ চাইলে তোমাদের একই উম্মত বানাতে পারতেন; কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথে যেতে দেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখান; আর তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা তোমাদের শপথকে নিজেদের মধ্যে প্রতারণার উপায় বানিয়ো না,

বানালে পা দৃঢ়ভাবে স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে, আর আল্লাহর পথ থেকে অন্যদের বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা মন্দ পরিণামের স্বাদ নেবে, এবং তোমাদের জন্য থাকবে ভয়াবহ শাস্তি। আল্লাহর অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না: আল্লাহর কাছে যা আছে তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে! তোমাদের কাছে যা আছে তা ফুরিয়ে যায়, আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা ধৈর্য ধারণ করেছে, আমি অবশ্যই তাদের তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী পুরস্কার দেব। যে সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, এবং সে মুমিন—আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব, আর অবশ্যই তাদের তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী পুরস্কার দেব। (93–97)

সুতরাং যখন তুমি কুরআন তিলাওয়াত করো, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও: যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে তাদের উপর তার কোনো কর্তৃত্ব নেই; তার কর্তৃত্ব তো কেবল তাদের উপর যারা তাকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে। যখন আমি এক আয়াতের জায়গায় অন্য আয়াত আনি—আর আল্লাহ কী নাযিল করেন তা তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন—তারা বলে, 'তুমি তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী!' না: বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। বলো, 'পবিত্র আত্মা একে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ নামিয়ে এনেছে, যাতে যারা ঈমান এনেছে তাদের সুদৃঢ় করে, আর যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ হিসেবে।' আমি ভালোভাবেই জানি যে তারা বলে, 'তাকে তো কেবল একজন মানুষ শিখিয়ে দেয়।' তারা যার দিকে ইঙ্গিত করে তার ভাষা তো অনারবী, অথচ এ সুস্পষ্ট আরবী ভাষা। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে ঈমান আনে না—আল্লাহ তাদের পথ দেখাবেন না, আর তাদের জন্য অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। মিথ্যা তো কেবল তারাই রচনা করে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে ঈমান আনে না; তারাই মিথ্যাবাদী। যে ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করে—তবে তার কথা ভিন্ন যাকে বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর ঈমানে প্রশান্ত থাকে—কিন্তু যে অস্বীকৃতির জন্য বুক উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ, আর তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ শাস্তি। এ এজন্য যে, তারা আখিরাতের চেয়ে পার্থিব জীবনকে বেশি পছন্দ করেছে, আর এজন্য যে আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। এরাই তারা, যাদের অন্তর, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির উপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন; আর তারাই গাফিল। নিঃসন্দেহে আখিরাতে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করেছে, তারপর সংগ্রাম করেছে ও ধৈর্য ধারণ করেছে—এসবের পর তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। যেদিন প্রত্যেকে নিজের পক্ষে যুক্তি দেখাতে দেখাতে আসবে, সেদিন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে, আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন: একটি জনপদ, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, সব দিক থেকে তার জীবিকা প্রচুর পরিমাণে আসত; তারপর সে আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখাল, তাই তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষুধা ও ভয়ের পোশাকের স্বাদ আস্বাদন করালেন। তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল

এসেছিল, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, ফলে শাস্তি তাদের পাকড়াও করল এমন অবস্থায় যে তারা যুলুম করছিল। (98–113)

সুতরাং আল্লাহ তোমাদের যে হালাল ও উত্তম জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও, আর আল্লাহর অনুগ্রহের শোকর আদায় করো, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাকো। তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে কেউ যদি নিরুপায় হয়ে পড়ে, লালসাবশত নয় এবং সীমালঙ্ঘন না করে—তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। তোমাদের জিহ্বা যে মিথ্যা উচ্চারণ করে তার ভিত্তিতে বলো না, 'এটা হালাল আর এটা হারাম,' আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করার জন্য: যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবে না—ক্ষণিকের ভোগ, তারপর তাদের জন্য অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যারা ইহুদী ছিল তাদের জন্য আমি তা-ই হারাম করেছিলাম যা আমি তোমাকে আগে বলেছি। আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করত। তারপর যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে ফেলে, পরে তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয়—এসবের পর তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (114–119)

ইবরাহীম ছিল নিজেই একটি উম্মত, আল্লাহর একান্ত অনুগত, একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, আর সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে: সে ছিল তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। আমি তাকে দুনিয়ায় কল্যাণ দিয়েছিলাম, আর আখিরাতে সে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তারপর হে নবী, আমি তোমার প্রতি ওহী করলাম, 'একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো; সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে।' শনিবার তো কেবল তাদের উপরই নির্ধারণ করা হয়েছিল যারা সে বিষয়ে মতভেদ করেছিল; আর তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, কিয়ামতের দিন তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। (120–124)

তোমার প্রতিপালকের পথে ডাকো প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে, আর তাদের সঙ্গে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আর তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত। তোমরা যদি প্রতিশোধ নাও, তবে ততটুকুই নাও যতটুকু তোমাদের কষ্ট দেওয়া হয়েছে; কিন্তু যদি ধৈর্য ধারণ করো, তবে ধৈর্যশীলদের জন্য তা-ই নিশ্চয়ই উত্তম। ধৈর্য ধরো—আর তোমার ধৈর্য তো কেবল আল্লাহরই সাহায্যে—তাদের জন্য দুঃখ করো না, আর তারা যে চক্রান্ত করে তাতে মনঃক্ষুণ্নও হয়ো না: আল্লাহ তাদের সঙ্গেই আছেন যারা তাঁর সম্পর্কে সচেতন এবং যারা সৎকর্মশীল। (125–128)

17. রাত্রিকালীন সফর (আল-ইসরা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

মহাপবিত্র তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় নিয়ে গিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায়, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশ বানিয়েছিলাম: 'আমাকে ছাড়া কাউকে কর্মবিধায়ক হিসেবে গ্রহণ করো না, হে তাদের বংশধরেরা, যাদের আমি নূহের সঙ্গে নৌকায় বহন করেছিলাম! সে তো ছিল এক পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।' (1–3)

আমি কিতাবে বনী ইসরাঈলের জন্য এ ফয়সালা জানিয়ে দিয়েছিলাম: 'তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, এবং চরম ঔদ্ধত্যে মেতে উঠবে।' তারপর যখন দুটির প্রথম প্রতিশ্রুতির সময় এল, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে পাঠালাম আমার এমন বান্দাদের যারা ছিল প্রবল পরাক্রমশালী, তারা তোমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে তছনছ করে দিল; আর এ ছিল এমন প্রতিশ্রুতি যা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। তারপর আমি তোমাদের আবার তাদের উপর বিজয়ী করে দিলাম, ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দিয়ে তোমাদের সাহায্য করলাম, এবং তোমাদের সংখ্যায় বাড়িয়ে দিলাম। আমি বললাম, 'তোমরা যদি সৎকর্ম করো, তবে তা নিজেদের জন্যই করবে; আর যদি মন্দ কাজ করো, তবে তাও নিজেদেরই বিরুদ্ধে।' তারপর যখন দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির সময় এল, আমি অন্যদের পাঠালাম, যাতে তারা তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয়, মসজিদে প্রবেশ করে যেমন প্রথমবার প্রবেশ করেছিল, আর যা কিছু তাদের হাতে পড়ে তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। হতে পারে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন; কিন্তু তোমরা যদি আবার ফিরে আসো, আমিও ফিরে আসব। আর আমি জাহান্নামকে সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য কারাগার বানিয়েছি। (4–8)

নিশ্চয়ই এই কুরআন সেই পথের দিশা দেয় যা সবচেয়ে সরল, আর যে মুমিনরা সৎকর্ম করে তাদের সুসংবাদ দেয় যে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার, আর এ যে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। মানুষ অকল্যাণের জন্য তেমনি প্রার্থনা করে যেমন কল্যাণের জন্য করে: মানুষ বড়ই তাড়াহুড়োপ্রবণ। আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন বানিয়েছি। রাতের নিদর্শনকে আমি অন্ধকার করে দিয়েছি আর দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, এবং বছরের সংখ্যা ও সময়ের হিসাব জানতে পারো। সব কিছুই আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যলিপি আমি তার নিজের গলায় বেঁধে দিয়েছি, আর কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য

এমন এক আমলনামা বের করব যা সে উন্মুক্ত অবস্থায় পাবে: 'তোমার আমলনামা পাঠ করো। আজ তোমার বিরুদ্ধে হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে তুমি নিজেই যথেষ্ট।' (9–14)

যে হিদায়াত গ্রহণ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই হিদায়াত গ্রহণ করে, আর যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের ক্ষতির জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না, আর আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না। আমি যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাই, তখন তার বিলাসী লোকদের আদেশ দিই, আর তারা সেখানে পাপাচারে লিপ্ত হয়; তখন তার বিরুদ্ধে ফয়সালা ন্যায়সঙ্গতভাবে অবধারিত হয়ে যায়, আর আমি তাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিই। নূহের পর আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি! তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে অবহিত ও দ্রষ্টা হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট। যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবন চায়—আমি তাকে এখানেই যা ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিই; তারপর তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি, যাতে সে দগ্ধ হবে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায়। আর যে আখিরাত চায় এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, আর সে মুমিন—তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃতি পাবে। এদের ও ওদের—প্রত্যেককেই আমি তোমার প্রতিপালকের দান থেকে সাহায্য করি, আর তোমার প্রতিপালকের দান কারও জন্য বন্ধ নয়। দেখো, আমি কীভাবে তাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি; অথচ আখিরাত তো মর্যাদায় আরও বড় এবং শ্রেষ্ঠত্বেও আরও বড়। (15–21)

আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ দাঁড় করিয়ো না, করলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে বসে থাকবে। তোমার প্রতিপালক ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করবে না, আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের একজন কিংবা উভয়েই যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের 'উফ' পর্যন্ত বলো না, আর তাদের ধমক দিয়ো না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলো, আর মমতাভরে তাদের জন্য বিনয়ের ডানা নত করে দাও, এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক, তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছিল।' তোমাদের অন্তরে যা আছে তোমাদের প্রতিপালক তা সবচেয়ে ভালো জানেন। তোমরা যদি সৎকর্মশীল হও, তবে যারা বারবার তাঁর দিকে ফিরে আসে তিনি তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল। আত্মীয়স্বজনকে তার প্রাপ্য দাও, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও, আর অপব্যয় করে সম্পদ উড়িয়ো না: অপব্যয়কারীরা শয়তানদের ভাই, আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। আর যদি তোমাকে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেই হয়, তোমার প্রতিপালকের যে রহমতের তুমি আশা করো তার সন্ধানে থাকা অবস্থায়, তবে তাদের সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলো। তোমার হাত গলার সঙ্গে বেঁধে রেখো না, আবার তা একেবারে পুরোপুরি খুলেও দিয়ো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করেন, আবার পরিমিতও করেন; তিনি অবশ্যই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবহিত ও দ্রষ্টা। (22–30)

দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না: আমিই তাদের জীবিকা দিই এবং তোমাদেরও। তাদের হত্যা করা নিশ্চয়ই মহাপাপ। ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না: তা অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ। আল্লাহ যে প্রাণকে পবিত্র করেছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে আমি তার উত্তরাধিকারীকে অধিকার দিয়েছি; তবে সে যেন হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে, কারণ তাকে তো সাহায্য করা হয়েছেই। ইয়াতীমের সম্পদের কাছে যেয়ো না, সর্বোত্তম পন্থায় ছাড়া, যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে পৌঁছে। আর অঙ্গীকার পূর্ণ করো: অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। যখন মেপে দাও তখন পুরো মাপ দাও, আর সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো: এটাই উত্তম এবং পরিণামের দিক থেকে সবচেয়ে সুন্দর। যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার পিছনে পড়ো না: কান, চোখ ও অন্তর—এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পৃথিবীতে দম্ভভরে চলাফেরা করো না: তুমি তো যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না, উচ্চতায় পাহাড়ের সমানও হতে পারবে না। এসবের মধ্যে যা মন্দ তা তোমার প্রতিপালকের কাছে ঘৃণ্য। (31–38)

হে নবী, এ সেই হিকমতের অংশ, যা তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি ওহী করেছেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ দাঁড় করিয়ো না, করলে তোমাকে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান বেছে রেখেছেন আর নিজের জন্য ফেরেশতাদের মধ্য থেকে কন্যা গ্রহণ করেছেন? তোমরা তো সত্যিই এক ভয়ংকর কথা বলছ! (39–40)

আমি এই কুরআনে বিষয়গুলো নানাভাবে বর্ণনা করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে, কিন্তু এতে তাদের বিমুখতাই কেবল বাড়ে। বলো, ⌜হে নবী,⌝ “তারা যেমন বলে, তাঁর সঙ্গে যদি আরও ইলাহ থাকত, তবে তারা অবশ্যই আরশের অধিপতিকে ⌜চ্যালেঞ্জ করার⌝ কোনো পথ খুঁজত।” তিনি মহাপবিত্র! তারা যা বলে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে—সীমাহীন ঊর্ধ্বে! সাত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে না, কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা ঘোষণা বুঝতে পারো না। তিনি সত্যিই সহনশীল, ক্ষমাশীল।[19] (41–44)

যখন তুমি কুরআন তিলাওয়াত করো, তখন আমি তোমার ও যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মাঝে এক অদৃশ্য পর্দা রেখে দিই, আর তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিই, যাতে

[19] আমাদের মহাবিশ্বের শৃঙ্খলা একত্ববাদের, অর্থাৎ একটিমাত্র ঐশী ইচ্ছার কথাই বলে।
ঐশী একত্বের স্থাপত্য: কুরআনের একত্ববাদ সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স
ঐশী একত্ব, মহাজাগতিক শৃঙ্খলা ও সৃষ্টির ব্যাকরণ: কুরআন 21:22, 23:91 ও 17:41–44-এর একটি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স

তারা তা বুঝতে না পারে, আর তাদের কানে রাখি বধিরতা। যখন তুমি কুরআনে তোমার একমাত্র প্রতিপালকের কথা উল্লেখ করো, তখন তারা বিতৃষ্ণায় পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। তারা যখন তোমার কথা কান পেতে শোনে তখন কী উদ্দেশ্যে শোনে তা আমি ভালোভাবেই জানি, আর যখন তারা গোপনে পরামর্শ করে, যখন যালিমরা বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত লোকেরই অনুসরণ করছ।' দেখো, তারা তোমার জন্য কেমন সব উপমা দেয়! ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং কোনো পথ খুঁজে পায় না। তারা বলে, 'আমরা যখন হাড় ও চূর্ণ-বিচূর্ণ ধুলো হয়ে যাব, তখন কি সত্যিই আমাদের নতুন সৃষ্টি হিসেবে পুনরুত্থিত করা হবে?' বলো, 'তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা, কিংবা এমন কোনো সৃষ্টি যাকে পুনরুত্থিত করা তোমাদের ধারণায় আরও কঠিন।' তখন তারা বলবে, 'কে আমাদের ফিরিয়ে আনবে?' বলো, 'তিনিই, যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন।' তখন তারা তোমার দিকে মাথা নেড়ে বলবে, 'তা কবে হবে?' বলো, 'হতে পারে তা খুব শীঘ্রই—যেদিন তিনি তোমাদের ডাকবেন আর তোমরা তাঁর প্রশংসাসহ সাড়া দেবে, আর মনে করবে যে তোমরা অল্প সময়ই অবস্থান করেছিলে।' (45–52)

আমার বান্দাদের বলো, তারা যেন এমন কথা বলে যা সর্বোত্তম। শয়তান তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে; শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি চাইলে তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, আর চাইলে তোমাদের শাস্তি দেবেন। হে নবী, আমি তোমাকে তাদের কর্মবিধায়ক করে পাঠাইনি। আসমান ও যমীনে যারা আছে তোমার প্রতিপালক তাদের সবাইকে সবচেয়ে ভালো জানেন। আমি নবীদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, আর দাঊদকে দিয়েছি যাবূর। বলো, 'তাঁকে ছাড়া যাদের তোমরা ইলাহ মনে করো তাদের ডাকো: তোমাদের থেকে কষ্ট দূর করার ক্ষমতা তাদের নেই, তা বদলে দেওয়ারও না।' তারা যাদের ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় খোঁজে—কে তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে—আর তাঁর রহমতের আশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি সত্যিই ভয় করার মতো। এমন কোনো জনপদ নেই যাকে আমি কিয়ামতের দিনের আগে ধ্বংস করব না, কিংবা কঠোর শাস্তি দেব না; এ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। (53–58)

নিদর্শন পাঠানো থেকে আমাকে কেবল এ-ই বিরত রাখে যে, পূর্ববর্তীরা সেগুলোকে মিথ্যা বলেছিল। আমি সামূদকে উটনী দিয়েছিলাম চোখ খুলে দেওয়া নিদর্শন হিসেবে, তবু তারা তার প্রতি যুলুম করেছিল। আমি নিদর্শন পাঠাই কেবল ভয় দেখানোর জন্য। হে নবী, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে তোমার প্রতিপালক সমস্ত মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আমি তোমাকে যে দৃশ্য দেখিয়েছি তাকে মানুষের জন্য কেবল এক পরীক্ষা বানিয়েছি, আর কুরআনে অভিশপ্ত গাছটিকেও। আমি তাদের সতর্ক করি, কিন্তু এতে তাদের চরম অবাধ্যতাই কেবল বাড়ে। (59–60)

যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'আদমকে সিজদা করো,' তারা সিজদা করল—ইবলীস ছাড়া সবাই। সে বলল, 'আমি কি তাকে সিজদা করব, যাকে তুমি কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছ?' সে

বলল, 'দেখো তো, এই সে, যাকে তুমি আমার উপর মর্যাদা দিয়েছ? তুমি যদি আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও, তবে আমি অবশ্যই অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরদের বশীভূত করে ফেলব।' তিনি বললেন, 'যাও! তাদের মধ্যে যে তোমার অনুসরণ করবে—জাহান্নামই হবে তোমাদের সবার প্রতিফল, পূর্ণ প্রতিফল। তাদের মধ্যে যাকে পারো তোমার আওয়াজ দিয়ে প্ররোচিত করো, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের উপর চড়াও হও, তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হও, আর তাদের প্রতিশ্রুতি দাও'—কিন্তু শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। 'আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না; কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।' (61–65)

তোমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান চালান, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। তিনি তোমাদের প্রতি সত্যিই অসীম দয়ালু। সমুদ্রে যখন তোমাদের কোনো বিপদ স্পর্শ করে, তখন তোমরা যাদের ডাকো তারা সবাই উধাও হয়ে যায়, তিনি ছাড়া; অথচ যখন তিনি তোমাদের নিরাপদে স্থলে পৌঁছে দেন, তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। তবে কি তোমরা এ থেকে নিশ্চিন্ত যে, তিনি স্থলের কোনো অংশে তোমাদের ধসিয়ে দেবেন না, কিংবা তোমাদের উপর পাথর-বর্ষণকারী ঝড় পাঠাবেন না? তখন তোমরা নিজেদের জন্য কোনো কর্মবিধায়ক পাবে না। নাকি তোমরা এ থেকে নিশ্চিন্ত যে, তিনি তোমাদের আর একবার সমুদ্রে ফিরিয়ে নেবেন না, তারপর তোমাদের বিরুদ্ধে এক চূর্ণকারী ঝড় পাঠিয়ে তোমাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে তোমাদের ডুবিয়ে দেবেন না? তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে তোমাদের পক্ষে প্রতিকার দাবি করার কাউকে পাবে না। আমি আদম-সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের বাহন দিয়েছি, তাদের উত্তম জীবিকা দিয়েছি, এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদের বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (66–70)

যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ ডাকব, সেদিন যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে—তারা নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে, আর তাদের প্রতি খেজুর-আঁটির সুতা পরিমাণও যুলুম করা হবে না। কিন্তু যে এ জীবনে অন্ধ, সে আখিরাতেও অন্ধ হবে, আর পথ থেকে আরও বেশি বিচ্যুত। আমি তোমার প্রতি যা ওহী করেছি তা থেকে তারা তোমাকে প্রায় প্রলুব্ধ করে সরিয়েই ফেলেছিল, যাতে তুমি আমার নামে অন্য কিছু রচনা করো; তখন তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করত। আমি যদি তোমাকে অবিচল না রাখতাম, তবে তুমি তাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে; তখন আমি তোমাকে জীবনে দ্বিগুণ এবং মরণে দ্বিগুণ শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতাম, আর তুমি আমার বিরুদ্ধে নিজের জন্য কোনো সাহায্যকারী পেতে না। তারা তোমাকে ভয় দেখিয়ে এ দেশ থেকে প্রায় উৎখাত করেই ফেলেছিল, যাতে তোমাকে এখান থেকে বের করে দেয়; কিন্তু তখন তোমার পরে তারাও অল্পকালই টিকে থাকত—তোমার আগে আমি

যে রাসূলদের পাঠিয়েছিলাম তাদের ব্যাপারে এ-ই ছিল আমার রীতি। তুমি আমার রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না। (71–77)

সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করো, আর ভোরের তিলাওয়াতও: ভোরের তিলাওয়াত সত্যিই প্রত্যক্ষ করা হয়। আর রাতের কিছু অংশে ঘুম থেকে জেগে তা নিয়ে দাঁড়াও, তোমার জন্য এ অতিরিক্ত ইবাদত; আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে এক প্রশংসিত স্থানে উন্নীত করবেন। বলো, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে প্রবেশ করাও সত্যের সঙ্গে এবং বের করো সত্যের সঙ্গে, আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে দান করো সাহায্যকারী শক্তি।' আর বলো, 'সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে: মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।' (78–81)

আমি কুরআনে এমন কিছু নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য নিরাময় ও রহমত, কিন্তু যালিমদের তা কেবল ক্ষতিই বাড়ায়। আমি যখন মানুষের উপর অনুগ্রহ করি, সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দূরে সরে যায়; আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, সে হতাশ হয়ে পড়ে। বলো, 'প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী কাজ করে, আর কে সবচেয়ে সঠিক পথে আছে তোমার প্রতিপালক তা সবচেয়ে ভালো জানেন।' (82–84)

হে নবী, তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'রূহ আমার প্রতিপালকের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত, আর তোমাদের খুব সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।' আমি চাইলে তোমার প্রতি যা ওহী করেছি তা অবশ্যই ফিরিয়ে নিতে পারতাম; তখন তুমি আমার বিরুদ্ধে তোমার পক্ষে ওকালতি করার কাউকে পেতে না—তবে তোমার প্রতিপালকের রহমত হিসেবে তা রয়ে গেছে। তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সত্যিই বিরাট। বলো, 'সমস্ত মানুষ ও জিন যদি এই কুরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করার জন্য একত্র হয়, তবু তারা এর অনুরূপ রচনা করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সহায়ক হয়।' আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সব রকম দৃষ্টান্ত নানাভাবে বর্ণনা করেছি, তবু অধিকাংশ মানুষ অস্বীকৃতি ছাড়া আর সব কিছু প্রত্যাখ্যান করে। তারা বলে, 'আমরা কখনো তোমার প্রতি ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য যমীন থেকে একটি ঝরনা উৎসারিত করো, কিংবা তোমার খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান হয়, আর তুমি তার মধ্য দিয়ে প্রচুর নদী প্রবাহিত করে দাও, কিংবা তুমি যেমন দাবি করো সেভাবে আকাশকে টুকরো টুকরো করে আমাদের উপর ফেলে দাও, কিংবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের আমাদের সামনে মুখোমুখি হাজির করো, কিংবা তোমার একটি স্বর্ণের ঘর হয়, কিংবা তুমি আকাশে আরোহণ করো—আর তোমার আরোহণেও আমরা বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের উপর এমন একটি কিতাব নামিয়ে আনো যা আমরা পড়তে পারি।' বলো, 'আমার প্রতিপালক মহাপবিত্র! আমি কি একজন মানুষ, একজন রাসূল ছাড়া অন্য কিছু?' মানুষের কাছে যখন হিদায়াত এল, তখন তাদের ঈমান আনা থেকে কেবল এ কথাই বিরত রাখল যে তারা বলল, 'আল্লাহ কি একজন মানুষকে

রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' বলো, 'পৃথিবীতে যদি ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করত, তবে আমি তাদের কাছে আকাশ থেকে একজন ফেরেশতাকেই রাসূল করে নাযিল করতাম।' বলো, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট: তিনি অবশ্যই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবহিত ও দ্রষ্টা।' (85–96)

আল্লাহ যাকে পথ দেখান সে-ই প্রকৃত পথপ্রাপ্ত, আর যাকে তিনি বিপথে যেতে দেন—তুমি তাঁকে ছাড়া তাদের জন্য কোনো অভিভাবক পাবে না। আমি কিয়ামতের দিন তাদের একত্র করব মুখের উপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ, বোবা ও বধির করে। তাদের আবাস জাহান্নাম: যখনই তা স্তিমিত হয়ে আসবে, আমি তাদের জন্য আগুন আরও বাড়িয়ে দেব। এ-ই তাদের প্রতিফল, কারণ তারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং বলেছিল, 'আমরা যখন হাড় ও চূর্ণ-বিচূর্ণ ধুলো হয়ে যাব, তখন কি সত্যিই আমাদের নতুন সৃষ্টি হিসেবে পুনরুত্থিত করা হবে?' তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম? তিনি তাদের জন্য এক মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন যাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবু যালিমরা অস্বীকৃতি ছাড়া আর সব কিছু প্রত্যাখ্যান করে। বলো, 'তোমরা যদি আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারের মালিক হতে, তবু ব্যয় হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা আটকে রাখতে; মানুষ বড়ই কৃপণ।' (97–100)

আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম—বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। যখন সে তাদের কাছে এল, ফিরআউন তাকে বলল, 'হে মূসা, আমি তো মনে করি তুমি জাদুগ্রস্ত!' সে বলল, 'তুমি ভালোভাবেই জানো যে, এগুলো আসমান ও যমীনের প্রতিপালক ছাড়া আর কেউ নাযিল করেননি, চোখ খুলে দেওয়া প্রমাণ হিসেবে; আর হে ফিরআউন, আমি তো মনে করি তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত।' তারপর সে তাদের দেশ থেকে উৎখাত করার সংকল্প করল, কিন্তু আমি তাকে এবং তার সঙ্গীদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম। তার পরে আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম, 'এ দেশে বসবাস করো; তারপর যখন আখিরাতের প্রতিশ্রুতি আসবে, আমি তোমাদের সবাইকে একসঙ্গে মিলিত জনতা হিসেবে নিয়ে আসব।' (101–104)

সত্যসহই আমি একে নাযিল করেছি, আর সত্যসহই তা নাযিল হয়েছে। আমি তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই পাঠিয়েছি। এ এমন এক কুরআন, যা আমি ভাগ ভাগ করে দিয়েছি, যাতে তুমি তা মানুষের কাছে থেমে থেমে তিলাওয়াত করতে পারো; আর আমি একে ধাপে ধাপে নাযিল করেছি। বলো, 'তোমরা এতে ঈমান আনো বা না আনো।' এর আগে যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, তাদের কাছে যখন এ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা মুখ থুবড়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, আর বলে, 'আমাদের প্রতিপালক মহাপবিত্র! আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হয়েছে।' তারা কাঁদতে কাঁদতে মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ে, আর এতে তাদের বিনয় আরও বেড়ে যায়। বলো, 'তোমরা আল্লাহ নামে ডাকো কিংবা পরম করুণাময় নামে ডাকো: যে

নামেই ডাকো, সবচেয়ে সুন্দর নামগুলো তাঁরই।' তোমার নামাযে স্বর খুব উঁচু করো না, খুব নিচুও করো না, বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করো। আর বলো, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, রাজত্বে যাঁর কোনো শরীক নেই, আর দুর্বলতার কারণে যাঁর কোনো অভিভাবকের প্রয়োজন নেই।' আর বারবার তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করো। (105–111)

18. গুহা (আল-কাহফ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনো বক্রতা রাখেননি—নিখুঁত সরল, যাতে তাঁর পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে, আর যে মুমিনরা সৎকর্ম করে তাদের সুসংবাদ দেয় যে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার, যাতে তারা চিরকাল থাকবে; আর যাতে তাদের সতর্ক করে যারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' এ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তাদের পূর্বপুরুষদেরও ছিল না। তাদের মুখ থেকে যে কথা বের হয় তা কতই না ভয়ংকর: তারা মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলে না। হে নবী, তারা এ বাণীতে ঈমান না আনলে তাদের পিছনে পিছনে দুঃখে হয়তো তুমি নিজেকেই শেষ করে ফেলবে। (1–6)

যমীনের উপর যা কিছু আছে আমি তাকে তার শোভা বানিয়েছি, যাতে আমি তাদের পরীক্ষা করি তাদের মধ্যে কে কর্মে সর্বোত্তম; আর তার উপর যা কিছু আছে আমি অবশ্যই তা উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করব। নাকি তুমি মনে করো যে, গুহা ও শিলালিপির অধিবাসীরা আমার নিদর্শনসমূহের মধ্যে এক বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল? যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল, তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান করো, আর আমাদের ব্যাপারে আমাদের জন্য সঠিক পথের ব্যবস্থা করে দাও।' তখন আমি গুহায় বহু বছর তাদের কানে পর্দা টেনে দিলাম; তারপর তাদের জাগিয়ে তুললাম, যাতে জেনে নিই দুই দলের মধ্যে কে তাদের অবস্থানকাল সবচেয়ে ভালোভাবে হিসাব করতে পারে। (7–12)

আমি তোমার কাছে তাদের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল, আর আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাদের অন্তর সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়াল এবং বলল, 'আমাদের প্রতিপালক আসমান ও যমীনের প্রতিপালক। আমরা কখনো তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো ইলাহকে ডাকব না: ডাকলে তো আমরা এক চরম অন্যায় কথা বলব। আমাদের এই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে ছাড়া অন্য ইলাহ গ্রহণ করেছে। তারা তাদের পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসে না কেন? তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে? এখন যেহেতু তোমরা তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছ, তাই গুহায় আশ্রয় নাও: তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর রহমত বিস্তৃত করে দেবেন, আর তোমাদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য স্বস্তির ব্যবস্থা করে দেবেন।' (13–16)

তুমি দেখতে পেতে, সূর্য যখন উদিত হত, তখন তাদের গুহা থেকে ডান দিকে হেলে যেত, আর যখন অস্ত যেত, তখন তাদের বাম দিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেত, অথচ তারা গুহার এক প্রশস্ত

স্থানে শুয়ে ছিল। এ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আল্লাহ যাকে পথ দেখান সে-ই প্রকৃত পথপ্রাপ্ত, আর যাকে তিনি বিপথে যেতে দেন—তুমি তার জন্য পথ দেখানোর মতো কোনো অভিভাবক পাবে না। তুমি তাদের জাগ্রত মনে করতে, অথচ তারা ছিল ঘুমন্ত। আমি তাদের ডানে ও বামে পাশ ফিরিয়ে দিতাম, আর তাদের কুকুরটি গুহার প্রবেশমুখে সামনের দু'পা ছড়িয়ে বসে ছিল। তুমি যদি তাদের দেখতে পেতে, তবে পিছন ফিরে পালাতে, আর তাদের ভয়ে তোমার মন আতঙ্কে ভরে যেত। (17–18)

এভাবেই আমি তাদের জাগিয়ে তুললাম, যাতে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে। তাদের একজন বলল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ?' তারা বলল, 'আমরা একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি।' তারা বলল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ তা তোমাদের প্রতিপালকই সবচেয়ে ভালো জানেন। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে শহরে পাঠাও, সে যেন দেখে কোন খাবার সবচেয়ে পবিত্র, তারপর তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসে; আর সে যেন সতর্কতা অবলম্বন করে, এবং কাউকে যেন তোমাদের খবর টের পেতে না দেয়। কারণ তারা যদি তোমাদের সন্ধান পায়, তবে তোমাদের পাথর মেরে হত্যা করবে কিংবা জোর করে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে, আর তখন তোমরা কখনো সফলকাম হবে না।' এভাবেই আমি তাদের খবর প্রকাশ করে দিলাম, যাতে লোকেরা জানতে পারে যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, আর কিয়ামত সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। যখন তারা তাদের ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল, কেউ কেউ বলল, 'তাদের উপর একটি ইমারত নির্মাণ করো: তাদের প্রতিপালকই তাদের সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন।' যারা তাদের ব্যাপারে প্রবল হল তারা বলল, 'আমরা অবশ্যই তাদের উপর একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করব।' কেউ বলবে, 'তারা ছিল তিনজন, তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর'; অন্যরা বলবে, 'পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি তাদের কুকুর'—অদৃশ্য বিষয়ে আন্দাজে ঢিল ছুড়ে; আবার কেউ বলবে, 'সাতজন, আর তাদের অষ্টমটি তাদের কুকুর।' বলো, 'তাদের সংখ্যা আমার প্রতিপালকই সবচেয়ে ভালো জানেন; অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ তাদের জানে না।' সুতরাং স্পষ্ট বিষয় ছাড়া তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করো না, আর তাদের সম্পর্কে এদের কারও কাছে মতামত জানতে চেয়ো না। কোনো বিষয়ে কখনো বলো না, 'আমি আগামীকাল তা করব,' এ কথা যোগ না করে যে, 'যদি আল্লাহ চান।' আর যখন ভুলে যাও তখন তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো, এবং বলো, 'আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে এর চেয়েও সঠিক আচরণের নিকটবর্তী পথ দেখাবেন।' তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশ বছর, আর নয় বছর যোগ করো। বলো, 'তারা কতকাল ছিল তা আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। আসমান ও যমীনের অদৃশ্য জ্ঞান তাঁরই: তিনি কত স্পষ্ট দেখেন, কত তীক্ষ্ণ শোনেন! তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক নেই, আর তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।' (19–26)

তোমার প্রতিপালকের কিতাব থেকে তোমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা তিলাওয়াত করো: তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই, আর তুমি তাঁকে ছাড়া কোনো আশ্রয় পাবে না। নিজেকে ধৈর্যের সঙ্গে তাদের সঙ্গেই রাখো, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায়। পার্থিব জীবনের জাঁকজমক কামনা করে তোমার চোখ যেন তাদের ছাড়িয়ে অন্যদিকে না যায়; আর এমন কারও আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আর যার ব্যাপারটি সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বলো, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে: সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক।' আমি যালিমদের জন্য এমন আগুন প্রস্তুত রেখেছি যার বেষ্টনী তাদের ঘিরে ফেলবে। তারা যদি পানির জন্য ফরিয়াদ করে, তবে তাদের এমন পানি দেওয়া হবে যা গলিত ধাতুর মতো, যা মুখমণ্ডল ঝলসে দেয়। কতই না নিকৃষ্ট সেই পানীয়, আর কতই না মন্দ সেই বিশ্রামস্থল! আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে—যে সৎকর্ম করে আমি তার প্রতিদান নষ্ট হতে দিই না। তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখের উদ্যান, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাদের স্বর্ণের কাঁকন পরানো হবে, তারা পরিধান করবে মিহি রেশম ও পুরু কিংখাবের সবুজ পোশাক, সেখানে তারা উঁচু আসনে হেলান দিয়ে বসবে। কতই না উত্তম পুরস্কার, আর কতই না সুন্দর বিশ্রামস্থল! (27–31)

তাদের কাছে দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করো: তাদের একজনের জন্য আমি আঙুরের দুটি বাগান বানিয়েছিলাম, খেজুর গাছ দিয়ে সেগুলো ঘিরে দিয়েছিলাম, আর দুয়ের মাঝখানে রেখেছিলাম শস্যক্ষেত। দুটি বাগানই তার ফল দিত এবং তাতে কোনো কমতি করত না, আর দুয়ের মাঝখান দিয়ে আমি একটি নদী প্রবাহিত করেছিলাম। তার ছিল প্রচুর ফল-ফসল, আর সে তার সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাকে বলল, 'ধন-সম্পদে আমি তোমার চেয়ে বেশি, আর জনবলেও বেশি শক্তিশালী।' সে নিজের উপর যুলুম করা অবস্থায় তার বাগানে প্রবেশ করল এবং বলল, 'আমি মনে করি না যে এ কখনো ধ্বংস হবে, আর এও মনে করি না যে কিয়ামত কখনো আসবে; আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নেওয়াও হয়, তবে আমি অবশ্যই এর বদলে এর চেয়ে উত্তম কিছু পাব।' তার সঙ্গী তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাকে বলল, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে মাটি থেকে, তারপর এক ফোঁটা তরল থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করেছেন? কিন্তু আমার কথা হল, তিনিই আল্লাহ, আমার প্রতিপালক, আর আমি আমার প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরীক করি না। তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন কেন বললে না: আল্লাহ যা চান তা-ই হয়! আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি নেই। তুমি যদিও আমাকে ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে তোমার চেয়ে কম দেখছ, তবু হতে পারে আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম কিছু দেবেন, আর তোমার বাগানের উপর আকাশ থেকে কোনো বিপর্যয় পাঠাবেন, ফলে তা পিচ্ছিল উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত হবে, কিংবা তার পানি মাটির গভীরে তলিয়ে যাবে, ফলে তুমি কখনো তার সন্ধান

পাবে না।' আর তার ফল-ফসল ধ্বংসে পরিবেষ্টিত হল, আর সে তাতে যা কিছু ব্যয় করেছিল তার জন্য হাত কচলাতে লাগল, যখন বাগানটি তার মাচাসহ ধসে পড়ে ছিল, আর সে বলতে লাগল, 'হায়, আমি যদি আমার প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরীক না করতাম!' আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্য করার মতো কোনো দল তার ছিল না, আর সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে পারল না। সেখানে অভিভাবকত্ব কেবল আল্লাহরই, যিনি সত্য। পুরস্কার দানে তিনিই শ্রেষ্ঠ, আর পরিণাম নির্ধারণেও তিনিই শ্রেষ্ঠ। (32–44)

তাদের কাছে পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করো: তা যেন পানি, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি; যমীনের উদ্ভিদ তার সঙ্গে মিশে ঘন হয়ে ওঠে, তারপর তা শুকনো খড়কুটোয় পরিণত হয়, যা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা; কিন্তু স্থায়ী সৎকর্মগুলো তোমার প্রতিপালকের কাছে পুরস্কারের দিক থেকে উত্তম, আশার দিক থেকেও উত্তম। যেদিন আমি পর্বতমালাকে চালিত করব এবং তুমি যমীনকে উন্মুক্ত প্রান্তর দেখবে, সেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্র করব, তাদের একজনকেও ছেড়ে দেব না। তাদের তোমার প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধভাবে পেশ করা হবে: 'এখন তোমরা আমার কাছে এসেছ যেমন আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, যদিও তোমরা দাবি করতে যে আমি তোমাদের জন্য কখনো কোনো সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করব না।' আমলনামা সামনে রাখা হবে, আর তুমি অপরাধীদের দেখবে তাতে যা আছে তার ভয়ে আতঙ্কিত। তারা বলবে, 'হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! এ কেমন আমলনামা, যা ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, সবই গুনে রেখেছে?' তারা যা কিছু করেছিল সবই সামনে উপস্থিত পাবে; আর তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি যুলুম করেন না। (45–49)

যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'আদমকে সিজদা করো,' তারা সিজদা করল—ইবলীস ছাড়া সবাই। সে ছিল জিনদের একজন, আর সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমাকে ছেড়ে তাকে ও তার বংশধরদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু? যালিমদের জন্য কতই না মন্দ এ বিনিময়! আমি তাদের আসমান ও যমীনের সৃষ্টির সাক্ষী বানাইনি, তাদের নিজেদের সৃষ্টিরও না; আর যারা পথভ্রষ্ট করে আমি তাদের সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করার নই। যেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা যাদের আমার শরীক মনে করতে তাদের ডাকো,' তারা তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না; আর আমি তাদের মাঝে এক ধ্বংসের স্থান রেখে দেব। অপরাধীরা আগুন দেখবে এবং বুঝতে পারবে যে তারা তাতে পড়তে যাচ্ছে, আর তারা তা থেকে পালানোর কোনো পথ পাবে না। (50–53)

আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সব রকম দৃষ্টান্ত নানাভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু মানুষ সব কিছুর চেয়ে বেশি বিতর্কপ্রিয়। মানুষের কাছে যখন হিদায়াত আসে, তখন তাদের ঈমান আনা থেকে এবং তাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাওয়া থেকে কেবল এ-ই বিরত রাখে যে, তারা

অপেক্ষা করে পূর্ববর্তীদের পরিণতি তাদের উপরও আসুক, কিংবা শাস্তি তাদের সামনাসামনি এসে পড়ুক। আমি রাসূলদের পাঠাই কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে; কিন্তু যারা সত্য অস্বীকার করে তারা মিথ্যার সাহায্যে বিতর্ক করে, তা দিয়ে সত্যকে খণ্ডন করার জন্য, আর তারা আমার আয়াতসমূহ এবং তাদের যা দিয়ে সতর্ক করা হয় তাকে ঠাট্টার বিষয় বানায়। তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার নিজের হাত যা আগে পাঠিয়েছে তা ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি, যাতে তারা তা বুঝতে না পারে, আর তাদের কানে রেখেছি বধিরতা; তুমি তাদের সঠিক পথের দিকে ডাকলেও তারা কখনো পথ পাবে না। তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ার অধিকারী। তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্য তিনি যদি তাদের পাকড়াও করতেন, তবে তাদের জন্য শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক নির্ধারিত সময়, যা থেকে তারা কোনো আশ্রয়স্থল পাবে না। ওই জনপদগুলো—যখন তারা যুলুম করল, আমি তাদের ধ্বংস করে দিলাম, আর তাদের ধ্বংসের জন্য একটি নির্ধারিত সময় স্থির করেছিলাম। (54–59)

মূসা তার যুবক সঙ্গীকে বলল, ‘দুই সাগরের সংগমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি থামব না, যদিও আমাকে যুগ যুগ ধরে চলতে হয়।’ যখন তারা দুয়ের সংগমস্থলে পৌঁছল, তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেল, আর সেটি সাগরের মধ্যে সুড়ঙ্গের মতো পথ করে চলে গেল। যখন তারা আরও এগিয়ে গেল, সে তার সঙ্গীকে বলল, ‘আমাদের সকালের খাবার নিয়ে এসো; আমাদের এ সফরে আমরা সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।’ সে বলল, ‘দেখেছেন কি? আমরা যখন পাথরটির কাছে বিশ্রাম নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম—শয়তানই আমাকে তা উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিয়েছিল—আর সেটি আশ্চর্যজনকভাবে সাগরের মধ্যে নিজের পথ করে নিয়েছিল!’ সে বলল, ‘ওটাই তো আমরা খুঁজছিলাম।’ তারপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল, আর সেখানে আমার বান্দাদের একজনকে পেল, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম এবং আমার নিজের কাছ থেকে এক বিশেষ জ্ঞান শিখিয়েছিলাম। মূসা তাকে বলল, ‘আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি, যাতে আপনাকে যে সঠিক পথের জ্ঞান শেখানো হয়েছে তার কিছু আপনি আমাকে শেখান?’ সে বলল, ‘তুমি কখনো আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। যে বিষয় তোমার জ্ঞানের আয়ত্তে নেই, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করবেই বা কীভাবে?’ সে বলল, ‘আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন, আর আমি কোনো বিষয়ে আপনার অবাধ্য হব না।’ সে বলল, ‘তবে তুমি যদি আমার অনুসরণ করো, তাহলে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো না, যতক্ষণ না আমি নিজেই তোমাকে সে সম্পর্কে বলি।’ (60–70)

তারপর তারা দুজন চলতে লাগল, অবশেষে যখন তারা একটি নৌকায় আরোহণ করল, সে তাতে ছিদ্র করে দিল। মূসা বলল, ‘আপনি কি এর আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য এতে ছিদ্র

করলেন? আপনি তো এক ভয়ংকর কাজ করলেন!' সে বলল, 'আমি কি বলিনি যে তুমি কখনো আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না?' মূসা বলল, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না, আর আমার ব্যাপারে আমার উপর কঠোর হবেন না।' তারপর তারা চলতে লাগল, অবশেষে যখন তারা এক বালকের দেখা পেল, সে তাকে হত্যা করল। মূসা বলল, 'আপনি কি এক নিষ্পাপ প্রাণকে হত্যা করলেন, যে কাউকে হত্যা করেনি? আপনি তো এক জঘন্য কাজ করলেন!' সে বলল, 'আমি কি তোমাকে বলিনি যে তুমি কখনো আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না?' মূসা বলল, 'এর পর যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না: আমার পক্ষ থেকে আপনি যথেষ্ট ওজর পেয়ে গেছেন।' তারপর তারা চলতে লাগল, অবশেষে যখন তারা এক জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছল, তাদের কাছে খাবার চাইল, কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারি করতে অস্বীকার করল। সেখানে তারা একটি দেয়াল দেখতে পেল যা ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, আর সে তা সোজা করে দিল। মূসা বলল, 'আপনি চাইলে এর জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।' সে বলল, 'এখানেই আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ। যে বিষয়গুলোতে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারোনি, আমি তোমাকে সেগুলোর তাৎপর্য বলে দিচ্ছি। নৌকাটির ব্যাপার হল, তা ছিল কিছু দরিদ্র লোকের, যারা সাগরে কাজ করত; আমি তাকে ত্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম, কারণ তাদের পিছনে ছিল এক রাজা, যে প্রতিটি নৌকা জোর করে ছিনিয়ে নিচ্ছিল। আর বালকটির ব্যাপার হল, তার পিতা-মাতা ছিল মুমিন, আর আমরা আশঙ্কা করলাম যে সে অবাধ্যতা ও অস্বীকৃতি দিয়ে তাদের কষ্টে ফেলবে; তাই আমরা চাইলাম যে তাদের প্রতিপালক তার বদলে তাদের এমন এক সন্তান দান করুন, যে পবিত্রতায় তার চেয়ে উত্তম এবং মমতায় অধিক নিকটবর্তী। আর দেয়ালটির ব্যাপার হল, তা ছিল শহরের দুই ইয়াতীম বালকের, আর তার নিচে ছিল তাদের এক গুপ্তধন। তাদের পিতা ছিল সৎকর্মশীল, তাই তোমার প্রতিপালক চাইলেন যে তারা পরিণত বয়সে পৌঁছুক এবং নিজেদের গুপ্তধন বের করে নিক, তোমার প্রতিপালকের রহমত হিসেবে। আমি এসব নিজের ইচ্ছায় করিনি। যে বিষয়গুলোতে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারোনি, এ-ই তার তাৎপর্য।' (71–82)

হে নবী, তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'আমি তোমাদের কাছে তার কিছু বৃত্তান্ত পড়ে শোনাব।' আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং সব কিছুর উপায়-উপকরণ দিয়েছিলাম। তারপর সে এক পথ ধরল, অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল, সে সূর্যকে এক কর্দমাক্ত ঝরনায় অস্ত যেতে দেখল, আর তার কাছে এক সম্প্রদায়কে পেল। আমি বললাম, 'হে যুলকারনাইন, তুমি তাদের শাস্তি দাও কিংবা তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করো।' সে বলল, 'যে যুলুম করবে তাকে আমরা শাস্তি দেব; তারপর তাকে তার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, তখন তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। আর যে ঈমান আনবে ও সৎকর্ম করবে, তার জন্য রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার, আর আমরা আমাদের নির্দেশে তার সঙ্গে নরম কথা বলব।' তারপর সে আরেক পথ ধরল, অবশেষে যখন সে সূর্যোদয়ের স্থানে পৌঁছল, সে তাকে এমন এক

সম্প্রদায়ের উপর উদিত হতে দেখল যাদের জন্য আমি সূর্য থেকে কোনো আড়ালের ব্যবস্থা করিনি। এমনই ছিল ব্যাপার; আর তার কাছে যা কিছু ছিল আমি জ্ঞানে তা পুরোপুরি পরিবেষ্টন করে রেখেছিলাম। (83–91)

তারপর সে আরেক পথ ধরল, অবশেষে যখন সে দুই পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, সে সেগুলোর পাশে এমন এক সম্প্রদায়কে পেল যারা কোনো কথা প্রায় বুঝতেই পারত না। তারা বলল, 'হে যুলকারনাইন, ইয়াজূজ ও মাজূজ দেশে বিপর্যয় ছড়াচ্ছে। আমরা কি আপনাকে এ শর্তে কর দেব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন?' সে বলল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তা-ই উত্তম। সুতরাং তোমরা শক্তি দিয়ে আমাকে সাহায্য করো, আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। আমার কাছে লোহার পাত নিয়ে এসো।' তারপর যখন সে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান সমান করে ভরে দিল, বলল, 'ফুঁকতে থাকো!' তারপর যখন সে তাকে আগুনের মতো উত্তপ্ত করে তুলল, বলল, 'আমার কাছে গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর উপর ঢেলে দেব।' ফলে তারা না তা ডিঙিয়ে আসতে পারল, না তাতে ছিদ্র করতে পারল। সে বলল, 'এ আমার প্রতিপালকের রহমত। কিন্তু যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি আসবে, তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন; আর আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সর্বদাই সত্য।' সেদিন আমি তাদের ছেড়ে দেব, তারা ঢেউয়ের মতো একে অপরের উপর আছড়ে পড়বে; শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, আর আমি তাদের সবাইকে একত্র করব। সেদিন আমি জাহান্নামকে তাদের সামনে প্রকাশ্যে উপস্থিত করব যারা সত্য অস্বীকার করেছিল, যাদের চোখ আমার স্মরণ থেকে পর্দায় ঢাকা ছিল, আর যারা শুনতেও পারত না। যারা সত্য অস্বীকার করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমাকে ছেড়ে আমার বান্দাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে? আমি সত্য অস্বীকারকারীদের আতিথেয়তার জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি। (92–102)

বলো, 'আমরা কি তোমাদের জানাব, কর্মের দিক থেকে কারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? তারা, পার্থিব জীবনে যাদের সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজই করছে।' এরাই তারা, যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে; ফলে তাদের কাজকর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়, আর কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোনো ওজন স্থাপন করব না। এ-ই তাদের প্রতিফল—জাহান্নাম—কারণ তারা সত্য অস্বীকার করেছিল এবং আমার আয়াতসমূহ ও আমার রাসূলদের ঠাট্টার বিষয় বানিয়েছিল। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে তারা কখনো অন্য কোথাও যেতে চাইবে না। (103–108)

বলো, 'আমার প্রতিপালকের কথাগুলো লেখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়ে যায়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, যদিও আমি তার সাহায্যে অনুরূপ আরও একটি সমুদ্র নিয়ে আসি।'[20] (109)

বলো, 'আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন সৎকর্ম করে, আর তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।' (110)

[20] এই মৌলিক আয়াতটি সবচেয়ে ভালোভাবে তুলে ধরা যাবে সেই সব লিংকের মাধ্যমে, যা আমি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টীকা হিসেবে যোগ করতে থাকব, ইনশাআল্লাহ, যাতে একটি পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাষ্য উপস্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে অনুগ্রহ করে আমার ব্লগের সব নির্বাচিত প্রবন্ধ দেখে নিন: হাইলাইটস – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স।

19. মারইয়াম (মারইয়াম)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

কাফ হা ইয়া আইন সাদ। (1)

এ তোমার প্রতিপালকের সেই রহমতের বিবরণ, যা তিনি তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি করেছিলেন, যখন সে তার প্রতিপালককে গোপনে নিভৃত স্বরে ডেকেছিল। সে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে, আর আমার মাথা বার্ধক্যের শুভ্রতায় ঝলমল করছে; আর হে আমার প্রতিপালক, তোমার কাছে প্রার্থনা করে আমি কখনো বঞ্চিত হইনি। আমার পরে আমার স্বজনরা কী করবে তা নিয়ে আমি শঙ্কিত, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; সুতরাং তোমার পক্ষ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করো, যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকূবের বংশেরও উত্তরাধিকারী হবে; আর হে আমার প্রতিপালক, তাকে তোমার সন্তোষভাজন করো।' 'হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম ইয়াহইয়া; এর আগে আমি কাউকে এ নাম দিইনি।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার পুত্র হবে কীভাবে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা আর আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি?' তিনি বললেন, 'এমনই হবে।' তোমার প্রতিপালক বলছেন, 'এ আমার জন্য সহজ: এর আগে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।' (2–9)

সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিন রাত মানুষের সঙ্গে কথা বলবে না।' তারপর সে মেহরাব থেকে তার সম্প্রদায়ের কাছে বেরিয়ে এল এবং ইশারায় তাদের জানাল যেন তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। (10–11)

'হে ইয়াহইয়া, কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো।' আর আমি তাকে শৈশবেই প্রজ্ঞা দান করেছিলাম, আর আমার পক্ষ থেকে কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল আল্লাহ-সচেতন, আর তার পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ; সে উদ্ধতও ছিল না, অবাধ্যও ছিল না। তার উপর শান্তি, যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন সে মারা যাবে, আর যেদিন তাকে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে। (12–15)

আর এই কিতাবে মারইয়ামের কথা উল্লেখ করো, যখন সে তার পরিবার থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকের এক স্থানে চলে গেল, আর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করে নিল। তখন আমি তার কাছে আমার রূহকে পাঠালাম, সে তার সামনে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। সে বলল, 'আমি তোমার থেকে পরম করুণাময়ের আশ্রয় চাই—যদি তুমি আল্লাহ-সচেতন হও!' সে বলল, 'আমি তো কেবল তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত দূত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য প্রেরিত।' সে বলল, 'আমার পুত্র হবে কীভাবে, যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ

করেনি, আর আমি অসতীও নই?' সে বলল, 'এমনই হবে।' তোমার প্রতিপালক বলছেন, 'এ আমার জন্য সহজ; আর এ এজন্য যে, আমি তাকে মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে রহমত বানাব। এ এক স্থিরীকৃত বিষয়।' তারপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল, আর তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। প্রসববেদনা তাকে এক খেজুর গাছের কাণ্ডের কাছে নিয়ে গেল। সে বলল, 'হায়, আমি যদি এর আগেই মরে যেতাম, আর সম্পূর্ণ বিস্মৃত, বিলুপ্ত হয়ে যেতাম!' তখন তার নিচ থেকে এক আওয়াজ তাকে ডেকে বলল: 'দুঃখ করো না। তোমার প্রতিপালক তোমার নিচে একটি ঝরনা প্রবাহিত করেছেন; আর খেজুর গাছের কাণ্ডটি তোমার দিকে নাড়া দাও: তা তোমার উপর তাজা পাকা খেজুর ঝরিয়ে দেবে। সুতরাং খাও, পান করো এবং চোখ জুড়াও। আর যদি কোনো মানুষকে দেখো, তবে বলো: আমি পরম করুণাময়ের জন্য রোযার মানত করেছি, তাই আজ আমি কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলব না।' (16–26)

তারপর সে তাকে কোলে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল। তারা বলল, 'হে মারইয়াম, তুমি তো এক অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব কাজ করে বসেছ! হে হারূনের বোন, তোমার পিতা তো মন্দ লোক ছিল না, আর তোমার মাও ছিল না অসতী।' তখন সে তার দিকে ইশারা করল। তারা বলল, 'যে দোলনার শিশু, তার সঙ্গে আমরা কীভাবে কথা বলব?' সে বলল, 'আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন; আমি যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, আর যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন আমাকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন, আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ করেছেন; তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য বানাননি। আমার উপর শান্তি, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মারা যাব, আর যেদিন আমাকে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।' এ-ই মারইয়ামের পুত্র ঈসা: এ সেই সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা সন্দেহ করছে। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর জন্য শোভা পায় না—তিনি মহাপবিত্র! যখন তিনি কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে কেবল বলেন, 'হও', আর তা হয়ে যায়। ঈসা বলেছিল, 'আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো: এটাই সরল পথ।' কিন্তু দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতভেদ করল; সুতরাং যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের জন্য দুর্ভোগ, এক ভয়াবহ দিনে উপস্থিত হওয়ার সময়! যেদিন তারা আমার কাছে আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে! কিন্তু আজ যালিমরা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছে। তাদের সেই অনুশোচনার দিন সম্পর্কে সতর্ক করো, যখন বিষয়টির ফয়সালা হয়ে যাবে, অথচ তারা গাফিল এবং ঈমান আনে না। আমিই যমীনের এবং তার উপর যারা আছে তাদের সবার উত্তরাধিকারী হব, আর আমারই কাছে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। (27–40)

আর এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা উল্লেখ করো: সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, একজন নবী। যখন সে তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা, আপনি কেন এমন কিছুর ইবাদত করেন যা শুনতে পায় না, দেখতে পায় না, আর আপনার কোনো কাজেই আসে না? হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন

জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি; সুতরাং আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সমতল সরল পথ দেখাব। হে আমার পিতা, শয়তানের ইবাদত করবেন না: শয়তান তো পরম করুণাময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা, আমার আশঙ্কা হয়, পরম করুণাময়ের পক্ষ থেকে কোনো শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে, আর আপনি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবেন।' সে বলল, 'হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? তুমি যদি বিরত না হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব। এখন দীর্ঘকালের জন্য আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও!' সে বলল, 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আপনার জন্য ক্ষমা চাইব; তিনি আমার প্রতি সর্বদাই অনুগ্রহশীল। আমি আপনাদের থেকে এবং আপনারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকেন তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি, আর আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকব; আশা করি, আমার প্রতিপালককে ডেকে আমি বঞ্চিত হব না।' তারপর যখন সে তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করত তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেল, আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব, আর তাদের প্রত্যেককে নবী বানালাম। আমি তাদের আমার রহমত থেকে দান করলাম, আর তাদের দিলাম সুউচ্চ ও সত্য সুখ্যাতি। (41–50)

আর এই কিতাবে মূসার কথা উল্লেখ করো: সে ছিল মনোনীত, আর সে ছিল একজন রাসূল, নবী। আমি তাকে তূর পাহাড়ের ডান দিক থেকে ডেকেছিলাম, আর একান্ত আলাপের জন্য তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম। আর আমার রহমতে আমি তাকে দান করেছিলাম তার ভাই হারূনকে নবী হিসেবে। আর এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা উল্লেখ করো: সে ছিল প্রতিশ্রুতিতে সত্যনিষ্ঠ, আর সে ছিল একজন রাসূল, নবী। সে তার পরিবার-পরিজনকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিত, আর সে ছিল তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন। আর এই কিতাবে ইদরীসের কথা উল্লেখ করো: সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, একজন নবী, আর আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম এক উচ্চ মর্যাদায়। (51–57)

এরাই তারা, নবীদের মধ্যে যাদের আল্লাহ অনুগ্রহ দান করেছেন: আদমের বংশধরদের মধ্য থেকে, যাদের আমি নূহের সঙ্গে নৌকায় বহন করেছিলাম তাদের মধ্য থেকে, ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশধরদের মধ্য থেকে, আর যাদের আমি পথ দেখিয়েছি ও মনোনীত করেছি তাদের মধ্য থেকে। যখন তাদের কাছে পরম করুণাময়ের আয়াত তিলাওয়াত করা হত, তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। কিন্তু তাদের পরে এল এমন উত্তরসূরিরা, যারা নামায নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল; সুতরাং তারা অচিরেই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে—তবে তারা ছাড়া, যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে: তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না—চিরস্থায়ী সুখের উদ্যানে, যার প্রতিশ্রুতি পরম করুণাময় তাঁর বান্দাদের অদৃশ্যে দিয়েছেন: তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। সেখানে তারা কোনো অনর্থক কথা শুনবে না, শুনবে কেবল 'সালাম'; আর সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে তাদের

জীবিকা। এ-ই সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী আমি করব আমার বান্দাদের মধ্যে তাদের, যারা আল্লাহ-সচেতন ছিল। (58–63)

ফেরেশতারা বলে, 'আমরা তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ ছাড়া অবতরণ করি না। আমাদের সামনে যা আছে, আমাদের পিছনে যা আছে এবং এ দুয়ের মাঝে যা আছে সবই তাঁর; আর তোমার প্রতিপালক কখনো ভুলে যান না—তিনি আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো, আর তাঁর ইবাদতে অবিচল থাকো। তুমি কি তাঁর সমনামধারী কাউকে জানো?' (64–65)

মানুষ বলে, 'আমি যখন মারা যাব, তখন কি সত্যিই আমাকে জীবিত করে বের করে আনা হবে?' মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি এর আগে তাকে সৃষ্টি করেছি, যখন সে কিছুই ছিল না? তোমার প্রতিপালকের শপথ, আমি অবশ্যই তাদের ও শয়তানদের একসঙ্গে একত্র করব; তারপর তাদের জাহান্নামের চারপাশে হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থায় হাজির করব; তারপর প্রতিটি দল থেকে তাদের টেনে বের করব যারা পরম করুণাময়ের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি উদ্ধত ছিল; তারপর তাতে দগ্ধ হওয়ার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত কারা তা আমিই সবচেয়ে ভালো জানি। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে না: এ তোমার প্রতিপালকের অবধারিত, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তারপর যারা আল্লাহ-সচেতন ছিল আমি তাদের রক্ষা করব, আর যালিমদের সেখানে হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থায় ফেলে রাখব। (66–72)

যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন যারা সত্য অস্বীকার করে তারা মুমিনদের বলে, 'দুই দলের মধ্যে কে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ এবং মজলিসের দিক থেকে উত্তম?' তাদের আগে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, যারা সম্পদে ও বাহ্যিক জাঁকজমকে আরও উত্তম ছিল! বলো, 'যে ভ্রষ্টতায় আছে, পরম করুণাময় যেন তার সময় দীর্ঘ করে দেন, অবশেষে যখন তারা তা দেখবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হয়েছিল—হয় শাস্তি, নয় কিয়ামত—তখন তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং জনবলে দুর্বল।' যারা হিদায়াতের পথে চলে আল্লাহ তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দেন; আর স্থায়ী সৎকর্মগুলো তোমার প্রতিপালকের কাছে পুরস্কারের দিক থেকে উত্তম, পরিণামের দিক থেকেও উত্তম। তুমি কি তাকে দেখেছ, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে আর বলে, 'আমাকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবে'? সে কি অদৃশ্যে উঁকি দিয়ে দেখেছে, নাকি পরম করুণাময়ের কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছে? কখনোই নয়! সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব, আর তার শাস্তি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করব; সে যার কথা বলে আমি তার উত্তরাধিকারী হব, আর সে আমার কাছে আসবে একা। (73–80)

তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য ইলাহ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের শক্তির উৎস হয়। কখনোই নয়! তারা এদের ইবাদত অস্বীকার করবে, এবং এদের বিরোধী হয়ে যাবে। তুমি কি দেখো না যে,

আমি শয়তানদের সত্য অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে ছেড়ে দিয়েছি, তারা তাদের প্রবলভাবে উসকে দেয়? সুতরাং তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো না: আমি তো তাদের দিনগুলো গুনে রাখছি। যেদিন আমি আল্লাহ-সচেতনদের পরম করুণাময়ের সামনে সম্মানিত প্রতিনিধিদল হিসেবে একত্র করব, আর অপরাধীদের তৃষ্ণার্ত পশুপালের মতো জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেব, সেদিন কারও সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না, তবে তার ছাড়া যে পরম করুণাময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে। তারা বলে, 'পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তোমরা তো এক ভয়ংকর কথা উচ্চারণ করেছ: এতে আসমানসমূহ ফেটে পড়ার, যমীন বিদীর্ণ হওয়ার, আর পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধসে পড়ার উপক্রম হয়, এ কারণে যে তারা পরম করুণাময়ের জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা পরম করুণাময়ের জন্য শোভা পায় না: আসমান ও যমীনে এমন কেউ নেই যে পরম করুণাময়ের কাছে বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদের গুনে রেখেছেন এবং নিখুঁতভাবে হিসাব করে রেখেছেন, আর তাদের প্রত্যেকে কিয়ামতের দিন তাঁর কাছে আসবে একা। (81–95)

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, পরম করুণাময় তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। হে নবী, আমি একে তোমার নিজের ভাষায় সহজ করে দিয়েছি কেবল এজন্য যে, তুমি এর মাধ্যমে আল্লাহ-সচেতনদের সুসংবাদ দেবে, আর এর মাধ্যমে এক বিতণ্ডাপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করবে। তাদের আগে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি! তুমি কি তাদের একজনেরও অস্তিত্ব অনুভব করো, কিংবা তাদের ক্ষীণতম আওয়াজও শুনতে পাও? (96–98)

20. ত্বা হা (ত্বা হা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

ত্বা হা। (1)

হে নবী, আমি তোমার প্রতি কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যে তুমি কষ্ট পাবে, বরং এ কেবল তাদের জন্য উপদেশ যারা আল্লাহকে ভয় করে: এ তাঁর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে, যিনি যমীন ও সুউচ্চ আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন, তিনি পরম করুণাময়, আরশের উপর অধিষ্ঠিত। আসমানসমূহে যা কিছু আছে, যমীনে যা কিছু আছে, এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে এবং মাটির নিচে যা কিছু আছে সবই তাঁর। তুমি উচ্চ স্বরে কথা বলো বা না বলো, তিনি গোপন বিষয় জানেন এবং তার চেয়েও গুপ্ত বিষয় জানেন। আল্লাহ—তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; সবচেয়ে সুন্দর নামগুলো তাঁরই। (2–8)

তোমার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? যখন সে এক আগুন দেখল, তখন তার পরিবারকে বলল, 'তোমরা এখানে থাকো। আমি এক আগুন দেখতে পেয়েছি; হয়তো আমি তা থেকে তোমাদের জন্য একটি জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব, কিংবা আগুনের কাছে পথের সন্ধান পাব।' যখন সে তার কাছে এল, তাকে ডেকে বলা হল: 'হে মূসা! আমিই তোমার প্রতিপালক। তোমার জুতা খুলে ফেলো: তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় আছ। আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, সুতরাং যা ওহী করা হচ্ছে তা মন দিয়ে শোনো। আমিই আল্লাহ; আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং আমার ইবাদত করো, আর আমার স্মরণের জন্য নামায কায়েম করো। কিয়ামত অবশ্যই আসবে—আমি তা প্রায় গোপনই রাখি—যাতে প্রত্যেককে তার চেষ্টার প্রতিফল দেওয়া হয়। সুতরাং যে এতে বিশ্বাস করে না এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তা থেকে ফিরিয়ে না রাখে, রাখলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। (9–16)

আর হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কী?' সে বলল, 'এ আমার লাঠি। আমি এর উপর ভর দিই, এ দিয়ে আমার ভেড়া-ছাগলের জন্য গাছের পাতা ঝরাই, আর এতে আমার অন্যান্য কাজও আছে।' তিনি বললেন, 'হে মূসা, ওটা নিক্ষেপ করো।' তখন সে তা নিক্ষেপ করল—আর দেখো, তা এক সাপ হয়ে ছুটতে লাগল। তিনি বললেন, 'ওটা ধরো এবং ভয় করো না: আমি ওকে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব। আর তোমার হাত তোমার বগলে চেপে ধরো: তা কোনো ক্ষতি ছাড়াই শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে বের হবে—আরেকটি নিদর্শন হিসেবে, যাতে আমি তোমাকে আমার বড় বড় নিদর্শনের কিছু দেখাই। ফিরআউনের কাছে যাও: সে সব সীমা লঙ্ঘন করেছে।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার জন্য আমার বুক প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও, আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে; আর

আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করো—আমার ভাই হারূনকে। তার মাধ্যমে আমার শক্তি সুদৃঢ় করো, আর তাকে আমার কাজে শরীক করো, যাতে আমরা তোমার পবিত্রতা বেশি বেশি ঘোষণা করতে পারি এবং তোমাকে বেশি বেশি স্মরণ করতে পারি: তুমি তো সর্বদাই আমাদের দেখছ।' (17–35)

তিনি বললেন, 'হে মূসা, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হল। আর আমি তো এর আগেও আরেকবার তোমার উপর অনুগ্রহ করেছিলাম, যখন আমি তোমার মায়ের অন্তরে সেই প্রেরণা দিয়েছিলাম যা দেওয়ার ছিল: তাকে সিন্দুকে রাখো, তারপর তা নদীতে ভাসিয়ে দাও; নদী তাকে তীরে ঠেলে দেবে, আর এমন একজন তাকে তুলে নেবে যে আমার শত্রু এবং তারও শত্রু। আর আমি তোমার উপর আমার পক্ষ থেকে ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও। যখন তোমার বোন গিয়ে বলল: আমি কি তোমাদের এমন একজনের সন্ধান দেব যে এর লালন-পালন করবে? এভাবে আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুঃখ না করে। আর তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, তখন আমি তোমাকে দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করেছিলাম, আর তোমাকে বহু পরীক্ষায় পরীক্ষা করেছিলাম। তারপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে; তারপর হে মূসা, তুমি নির্ধারিত সময়ে এখানে এসেছ। আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য মনোনীত করেছি। তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে যাও, আর আমার স্মরণে শিথিলতা করো না। তোমরা দুজন ফিরআউনের কাছে যাও: সে সব সীমা লঙ্ঘন করেছে। তার সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা ভয় করবে।' (36–44)

তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের আশঙ্কা হয়, সে আমাদের উপর তাড়াহুড়ো করে বাড়াবাড়ি করবে, কিংবা সব সীমা লঙ্ঘন করবে।' তিনি বললেন, 'ভয় করো না। আমি তোমাদের দুজনের সঙ্গেই আছি: আমি শুনি এবং দেখি। তার কাছে যাও এবং বলো: আমরা তোমার প্রতিপালকের দুজন রাসূল, সুতরাং বনী ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও এবং তাদের নির্যাতন করো না। আমরা তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক নিদর্শন নিয়ে এসেছি, আর যে হিদায়াতের অনুসরণ করে তার উপর শান্তি। আমাদের প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, যে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় তার উপরই শাস্তি আপতিত হবে।' (45–48)

সে বলল, 'হে মূসা, তবে তোমাদের প্রতিপালক কে?' সে বলল, 'আমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, তারপর তাকে পথ দেখিয়েছেন।' সে বলল, 'তবে পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোর অবস্থা কী?' সে বলল, 'তাদের জ্ঞান আমার প্রতিপালকের কাছে এক কিতাবে রয়েছে: আমার প্রতিপালক ভুলও করেন না, ভুলেও যান না। তিনিই তোমাদের জন্য যমীনকে দোলনাস্বরূপ বানিয়েছেন, তাতে তোমাদের জন্য পথ করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন।' তা দিয়ে আমি জোড়ায় জোড়ায় সব রকম উদ্ভিদ উদ্গত করি:

তোমরা খাও, আর তোমাদের গবাদিপশু চরাও। নিশ্চয়ই এতে বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। এ মাটি থেকেই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব, আর এ থেকেই তোমাদের আর একবার বের করে আনব। (49–55)

আমি তাকে আমার সব নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করল এবং অস্বীকার করল। সে বলল, 'হে মূসা, তুমি কি তোমার জাদু দিয়ে আমাদের আমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে এসেছ? তবে আমরাও অবশ্যই তোমার কাছে এর সমতুল্য জাদু নিয়ে আসব। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করো, যা আমরাও ভঙ্গ করব না, তুমিও না, কোনো মাঝামাঝি সমতল স্থানে।' সে বলল, 'তোমাদের সাক্ষাতের সময় উৎসবের দিন, আর লোকদের যেন দিনের প্রথম প্রহরে সমবেত করা হয়।' (56–59)

তারপর ফিরআউন ফিরে গেল, নিজের সব কৌশল জড়ো করল, তারপর এল। মূসা তাদের বলল, 'তোমাদের দুর্ভোগ! আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করো না, করলে তিনি শাস্তি দিয়ে তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। যে মিথ্যা রচনা করে সে তো ব্যর্থ হয়েই গেছে।' তখন তারা নিজেদের মধ্যে তাদের পরিকল্পনা নিয়ে বিতর্ক করল, এবং গোপনে পরামর্শ করল। তারা বলল, 'এ দুজন অবশ্যই জাদুকর, তারা তাদের জাদু দিয়ে তোমাদের তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়, আর তোমাদের আদর্শ জীবনধারাকে মুছে ফেলতে চায়। সুতরাং তোমাদের কৌশল একত্র করো, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এসো: আজ যে প্রবল হবে সে-ই সফলকাম হবে।' তারা বলল, 'হে মূসা, হয় তুমি নিক্ষেপ করো, নয়তো আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করি।' সে বলল, 'না, তোমরাই নিক্ষেপ করো।' আর তৎক্ষণাৎ তাদের জাদুর প্রভাবে তার মনে হল যেন তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে। তখন মূসা মনে মনে কিছুটা ভয় অনুভব করল। আমি বললাম, 'ভয় করো না: তুমিই বিজয়ী হবে। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করো: তারা যা বানিয়েছে তা এ গিলে ফেলবে। তারা যা বানিয়েছে তা তো কেবল জাদুকরের কৌশল, আর জাদুকর যেখানেই যাক সফলকাম হবে না।' (60–69)

তখন জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল, আর বলল, 'আমরা হারূন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।' সে বলল, 'আমি তোমাদের অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? সে নিশ্চয়ই তোমাদের প্রধান, যে তোমাদের জাদু শিখিয়েছে। আমি অবশ্যই বিপরীত দিক থেকে তোমাদের হাত ও পা কেটে ফেলব, আর তোমাদের খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলে চড়াব, তখন তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি বেশি কঠোর ও বেশি স্থায়ী!' তারা বলল, 'আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর আমরা তোমাকে কখনো প্রাধান্য দেব না। সুতরাং তুমি যা ফয়সালা করার তা করো: তুমি তো কেবল এ পার্থিব জীবনেই ফয়সালা করতে পারো। আমরা আমাদের

প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের গুনাহ ক্ষমা করেন, আর সেই জাদুও যা করতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছিলে। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।' (70–73)

যে তার প্রতিপালকের কাছে অপরাধী হয়ে আসবে—তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না; আর যে তাঁর কাছে মুমিন হয়ে আসবে, সৎকর্ম করে—তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা: চিরস্থায়ী সুখের উদ্যান, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ-ই তাদের পুরস্কার যারা নিজেদের পরিশুদ্ধ করে। (74–76)

আমি মূসাকে ওহী করলাম: 'আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের বেলায় বেরিয়ে পড়ো, আর তাদের জন্য সাগরের মধ্য দিয়ে একটি শুকনো পথ করে নাও; পিছন থেকে ধরা পড়ার আশঙ্কা করো না, আর ভয়ও করো না।' ফিরআউন তার বাহিনী নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করল, আর সাগর তাদের সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে নিল। ফিরআউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল, সঠিক পথ দেখায়নি। (77–79)

হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের তোমাদের শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করেছি, তূর পাহাড়ের ডান দিকে তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছি, আর তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া পাঠিয়েছি: 'আমি তোমাদের যে উত্তম জীবিকা দিয়েছি তা থেকে খাও, কিন্তু এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ আপতিত হবে; আর যার উপর আমার ক্রোধ আপতিত হয় সে তো ধ্বংস হয়েই গেল। তবে যে তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারপর সঠিক পথে অবিচল থাকে, আমি অবশ্যই তার প্রতি ক্ষমাশীল।' (80–82)

'হে মূসা, কিসে তোমাকে তোমার সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে তাড়াতাড়ি চলে আসতে উদ্‌বুদ্ধ করল?' সে বলল, 'তারা তো আমার পিছনে পিছনেই আসছে, আর হে আমার প্রতিপালক, আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এসেছি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।' তিনি বললেন, 'তোমার অনুপস্থিতিতে আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি, আর সামিরী তাদের পথভ্রষ্ট করেছে।' তখন মূসা ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময় তোমাদের কাছে খুব দীর্ঘ মনে হল, নাকি তোমরা চাইলে যে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ আপতিত হোক, তাই তোমরা আমার সঙ্গে করা ওয়াদা ভঙ্গ করলে?' তারা বলল, 'আমরা নিজেদের ইচ্ছায় আপনার সঙ্গে করা ওয়াদা ভঙ্গ করিনি; বরং আমাদের উপর লোকদের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আমরা তা আগুনে নিক্ষেপ করেছিলাম, সামিরীও তেমনি নিক্ষেপ করেছিল।' তারপর সে তাদের জন্য বের করে আনল একটি বাছুর, একটি দেহ, যা থেকে হাম্বা রব বের হত; তখন তারা বলল, 'এ-ই তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ, কিন্তু সে ভুলে গেছে।' তারা কি দেখত না যে, তা তাদের কোনো কথার জবাব দেয় না, আর

তাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না? হারূন তো আগেই তাদের বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়, এর মাধ্যমে তোমাদের কেবল পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক তো পরম করুণাময়, সুতরাং আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ মেনে চলো।' তারা বলেছিল, 'মূসা আমাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজায় লেগেই থাকব।' (83–91)

মূসা বলল, 'হে হারূন, তুমি যখন তাদের পথভ্রষ্ট হতে দেখলে, তখন কিসে তোমাকে আমার অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখল? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?' সে বলল, 'হে আমার মায়ের পুত্র, আমার দাড়ি বা মাথা ধরে টেনো না! আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে তুমি বলবে: তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ, আর আমার কথার অপেক্ষা করোনি।' মূসা বলল, 'আর হে সামিরী, তোমার ব্যাপারটি কী?' সে বলল, 'আমি এমন কিছু দেখেছিলাম যা তারা দেখেনি: আমি প্রেরিত দূতের পদচিহ্ন থেকে এক মুঠো ধুলো নিয়েছিলাম এবং তা নিক্ষেপ করেছিলাম। আমার মন আমাকে এমনই প্ররোচনা দিয়েছিল।' মূসা বলল, 'দূর হয়ে যাও! সারা জীবন তোমাকে বলতে হবে: আমাকে ছুঁয়ো না। আর তোমার জন্য রয়েছে এমন এক প্রতিশ্রুত সময় যা তোমার থেকে টলবে না। এখন তোমার সেই ইলাহের দিকে তাকাও, যার পূজায় তুমি লেগে ছিলে: আমরা অবশ্যই একে জ্বালিয়ে দেব, তারপর ছাই করে সাগরে ছড়িয়ে দেব। তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি জ্ঞানে সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।' (92–98)

হে নবী, এভাবেই আমি তোমার কাছে আগে যা ঘটে গেছে তার কিছু সংবাদ বর্ণনা করি; আর আমি আমার নিজের কাছ থেকে তোমাকে এক উপদেশবাণী দান করেছি। যে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কিয়ামতের দিন এক বোঝা বহন করবে, তার নিচে সে চিরকাল থাকবে—কিয়ামতের দিন তাদের জন্য কতই না মন্দ সেই বোঝা, যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, আর সেদিন আমি অপরাধীদের একত্র করব ভয়ে নীলচক্ষু অবস্থায়, তারা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে বলবে, 'তোমরা তো মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে।' তারা কী বলবে আমি তা সবচেয়ে ভালো জানি, যখন তাদের মধ্যে আচরণে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি বলবে, 'তোমরা তো মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।' (99–104)

তারা তোমাকে পর্বতমালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'আমার প্রতিপালক সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধুলোর মতো উড়িয়ে দেবেন, আর যমীনকে করে দেবেন সমতল প্রান্তর, যাতে তুমি কোনো বক্রতা বা উঁচু-নিচু দেখবে না।' সেদিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, যার থেকে মুখ ফেরানোর উপায় থাকবে না; পরম করুণাময়ের সামনে সব আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে, আর তুমি মৃদু গুঞ্জন ছাড়া কিছুই শুনবে না। সেদিন কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না, তবে তার সুপারিশ ছাড়া যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দেবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন। তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে তিনি সবই জানেন, অথচ তারা জ্ঞান দিয়ে তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। চিরঞ্জীব, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ সত্তার সামনে সব মুখমণ্ডল অবনত হয়ে পড়বে;

আর যে যুলুমের বোঝা বহন করবে সে ব্যর্থ হবে। আর যে মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে, তার অবিচারেরও ভয় থাকবে না, বঞ্চনারও না। এভাবেই আমি একে আরবী কুরআন হিসেবে নাযিল করেছি, আর এতে নানাভাবে সতর্কবাণী বর্ণনা করেছি, যাতে তারা আল্লাহ-সচেতন হয়, কিংবা এ তাদের মধ্যে স্মরণ জাগিয়ে তোলে। আল্লাহ সুমহান, প্রকৃত অধিপতি! তোমার প্রতি কুরআনের ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার আগে তুমি তা নিয়ে তাড়াহুড়ো করো না, বরং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।' আমি এর আগে আদমের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আর আমি তার মধ্যে দৃঢ় সংকল্প পাইনি। যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'আদমকে সিজদা করো,' তারা সিজদা করল—ইবলীস ছাড়া সবাই, সে অস্বীকার করল। তখন আমি বললাম, 'হে আদম, এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সে যেন তোমাদের দুজনকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, তাহলে তুমি কষ্টে পড়ে যাবে। এখানে তুমি ক্ষুধার্তও হবে না, বস্ত্রহীনও হবে না, এখানে তোমার পিপাসাও লাগবে না, রোদের তাপও লাগবে না।' কিন্তু শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলল, 'হে আদম, আমি কি তোমাকে অমরত্বের গাছ এবং এমন রাজত্বের সন্ধান দেব যা কখনো ক্ষয় হয় না?' তারপর তারা দুজনই তা থেকে খেল, ফলে তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল, আর তারা নিজেদের ঢাকার জন্য জান্নাতের পাতা জোড়া দিতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হল, ফলে সে পথ হারাল। তারপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, দয়াপরবশ হয়ে তার দিকে ফিরলেন এবং তাকে পথ দেখালেন। তিনি বললেন, 'তোমরা উভয়ে একসঙ্গে এখান থেকে নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু। তারপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না, দুর্দশায়ও পড়বে না; কিন্তু যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে সংকীর্ণ, আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে ওঠাব।' সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি কেন আমাকে অন্ধ করে ওঠালে, অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম?' তিনি বলবেন, 'এমনই হবে। আমার আয়াতসমূহ তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর তেমনিভাবে আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে।' যারা সীমালঙ্ঘন করে এবং তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহে ঈমান আনে না, আমি তাদের এভাবেই প্রতিফল দিই: আর আখিরাতের শাস্তি তো অবশ্যই আরও কঠোর এবং আরও স্থায়ী। এ কি তাদের পথ দেখায়নি যে, তাদের আগে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, যাদের বাসভূমিতে এখন এরা চলাফেরা করে? নিশ্চয়ই এতে বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (105–128)

তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগেই একটি কথা স্থির হয়ে না থাকলে, এবং একটি নির্ধারিত মেয়াদ না থাকলে, শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত। সুতরাং তারা যা বলে তাতে ধৈর্য ধরো, আর সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করো; রাতের প্রহরগুলোতে এবং দিনের দুই প্রান্তেও তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো। আমি তাদের কোনো কোনো দলকে পার্থিব জীবনের যে জাঁকজমক ভোগ করতে দিয়েছি,

তা দিয়ে তাদের পরীক্ষা করার জন্য, তুমি তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ো না: তোমার প্রতিপালকের দেওয়া জীবিকাই উত্তম এবং অধিক স্থায়ী। তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও, আর নিজেও তাতে অবিচল থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো জীবিকা চাই না; আমিই তোমাকে জীবিকা দিই। আর শুভ পরিণাম আল্লাহ-সচেতনতারই। (129–132)

তারা বলে, 'সে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন?' পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যা ছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ কি তাদের কাছে আসেনি? আমি যদি এর আগেই তাদের কোনো শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম, তবে তারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠালে না কেন? তাহলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার আগেই তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম।' বলো, 'প্রত্যেকেই অপেক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও অপেক্ষা করো: শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কারা সরল পথের পথিক, আর কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।' (133–135)

21. নবীগণ (আল-আম্বিয়া)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় ঘনিয়ে এসেছে, অথচ তারা গাফিলতির মধ্যে মুখ ফিরিয়ে আছে। তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের কাছে যখনই কোনো নতুন উপদেশ আসে, তারা তা খেলাচ্ছলে শোনে, তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী। যালিমরা গোপনে পরস্পর কানাকানি করে: 'এ কি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া অন্য কিছু? তবে কি তোমরা দেখেশুনে জাদুর খপ্পরে পড়বে?' সে বলল, 'আসমান ও যমীনে উচ্চারিত প্রতিটি কথা আমার প্রতিপালক জানেন: তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' না—বরং তারা বলে, 'এ তো এলোমেলো স্বপ্ন!' না—বরং 'সে এটা নিজে রচনা করেছে!' না—বরং 'সে একজন কবি! সে আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসুক, যেমন পূর্ববর্তী রাসূলদের নিদর্শন দিয়ে পাঠানো হয়েছিল।' তাদের আগে আমি যে জনপদগুলো ধ্বংস করেছি তার একটিও ঈমান আনেনি; তবে কি এরা ঈমান আনবে? হে নবী, তোমার আগে আমি কেবল পুরুষদেরই পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম—তোমরা যদি না জানো তবে উপদেশপ্রাপ্তদের জিজ্ঞাসা করো—আর আমি তাদের এমন দেহ দিইনি যার খাদ্যের প্রয়োজন হত না, আর তারা অমরও ছিল না। তারপর আমি তাদের কাছে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম: আমি তাদের এবং যাদের চাইলাম তাদের রক্ষা করলাম, আর যারা সব সীমা লঙ্ঘন করেছিল তাদের ধ্বংস করে দিলাম। (1–9)

এখন আমি তোমাদের প্রতি এমন এক কিতাব নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে তোমাদেরই উপদেশ। তবে কি তোমরা বুদ্ধি খাটাবে না? যুলুমে লিপ্ত কত জনপদকে আমি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছি, আর তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি! যখন তারা আমার শাস্তি টের পেল, তখন তা থেকে পালাতে লাগল। 'পালিয়ো না! ফিরে যাও তোমাদের সেই ভোগ-বিলাসের দিকে এবং তোমাদের বাসস্থানের দিকে; হয়তো তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' তারা বলল, 'হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা সত্যিই যালিম ছিলাম।' আর তাদের এ আর্তনাদ থামল না, যতক্ষণ না আমি তাদের কাটা ফসলের মতো নিষ্প্রাণ, নিস্তব্ধ করে দিলাম। (10–15)

আমি আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি যদি কোনো খেলার উপকরণ গ্রহণ করতে চাইতাম, তবে আমার নিজের কাছে যা আছে তা থেকেই গ্রহণ করতাম—যদি আদৌ আমি এমন কিছু করতাম। না—বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর ছুড়ে মারি, তা তার মাথা গুঁড়িয়ে দেয়, আর তৎক্ষণাৎ তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তোমরা আল্লাহর প্রতি যা আরোপ করো তার জন্য তোমাদের দুর্ভোগ! আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই তাঁরই। আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে, তারা তাঁর ইবাদত করতে অহংকার করে না, ক্লান্তও হয় না; তারা রাত-দিন তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, কখনো শিথিল হয় না। (16–20)

নাকি তারা যমীন থেকে এমন ইলাহ গ্রহণ করেছে যারা মৃতকে জীবিত করতে পারে? আসমানসমূহে ও যমীনে যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ থাকত, তবে উভয় 'জগৎ' অবশ্যই বিপর্যস্ত হয়ে যেত। সুতরাং আরশের অধিপতি আল্লাহ মহাপবিত্র, তারা যা দাবি করে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।[21] তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় না, কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। নাকি তারা তাঁকে ছাড়া অন্য ইলাহ গ্রহণ করেছে? বলো, 'তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো। এ-ই আমার সঙ্গীদের জন্য উপদেশ, আর আমার পূর্ববর্তীদের জন্যও উপদেশ।' কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্য জানে না, তাই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তোমার আগে আমি এমন কোনো রাসূল পাঠাইনি যার প্রতি এ ওহী করিনি: 'আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সুতরাং আমারই ইবাদত করো।' তারা বলে, 'পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি মহাপবিত্র! না—বরং তারা সম্মানিত বান্দা; তিনি বলার আগে তারা কথা বলে না, আর তারা তাঁরই আদেশ অনুযায়ী কাজ করে। তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে তিনি তা জানেন; তারা কেবল তাদের জন্যই সুপারিশ করে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, আর তারা তাঁর ভয়ে প্রকম্পিত থাকে। তাদের মধ্যে কেউ যদি বলে, 'তাঁকে ছাড়া আমিই ইলাহ,' তবে আমি তাকে প্রতিফল দেব জাহান্নাম: আমি যালিমদের এভাবেই প্রতিফল দিই। (21–29)

যারা সত্য অস্বীকার করে তারা কি দেখে না যে, আসমান ও যমীন একসময় ছিল ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকা এক পিণ্ড, তারপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিয়েছি, আর আমি প্রতিটি জীবন্ত বস্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি? তবু কি তারা ঈমান আনবে না?[22] আর আমি যমীনে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যাতে তা তাদের নিয়ে টলে না যায়, আর তাতে প্রশস্ত গিরিপথ বানিয়েছি চলার রাস্তা হিসেবে, যাতে তারা পথ খুঁজে পায়। আর আমি আকাশকে বানিয়েছি এক সুরক্ষিত ছাদ—অথচ তারা তার নিদর্শনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।[23] আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ, প্রত্যেকটি নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতরে চলছে।[24] (30–33)

---

[21] আমাদের মহাবিশ্বের শৃঙ্খলা একত্ববাদের, অর্থাৎ একটিমাত্র ঐশী ইচ্ছার কথাই বলে।
ঐশী একত্বের স্থাপত্য: কুরআনের একত্ববাদ সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স
ঐশী একত্ব, মহাজাগতিক শৃঙ্খলা ও সৃষ্টির ব্যাকরণ: কুরআন 21:22, 23:91 ও 17:41–44-এর একটি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স

[22] নবী মুহাম্মাদ ঘটনাচক্রে এই গভীর বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা জেনে ফেলতে পারতেন না। আরও বহু আয়াতের মতো এ আয়াতও এক সর্বজ্ঞ উৎসের কথা বলে। 24:45 ও 25:54 আয়াতেও এর উল্লেখ আছে।

[23] **মহিমান্বিত কুরআন: 'আমি আকাশকে করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ'**

[24] **মহিমান্বিত কুরআন 21:30–33 – বৈজ্ঞানিক ও ধর্মতাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি – 5 মিনিটে**
কুরআনে মহাজাগতিক নিদর্শন: একটি আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবনা

হে নবী, তোমার আগে আমি কোনো মানুষকে অমরত্ব দান করিনি: তুমি যদি মারা যাও, তবে কি তারা চিরকাল বেঁচে থাকবে? প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো দিয়ে পরীক্ষা করি, পরীক্ষা হিসেবে, আর আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। যারা সত্য অস্বীকার করে তারা যখন তোমাকে দেখে, তখন তোমাকে কেবল ঠাট্টার পাত্র বানায়: 'এ-ই কি সে, যে তোমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করে?'—অথচ তারাই পরম করুণাময়ের স্মরণকে অস্বীকার করে। (34–36)

মানুষ তাড়াহুড়োর উপাদানে সৃষ্ট। আমি শীঘ্রই তোমাদের আমার নিদর্শনসমূহ দেখাব, সুতরাং আমার কাছে তাড়াহুড়ো করো না। তারা বলে, 'তোমরা সত্যবাদী হলে এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?' যারা সত্য অস্বীকার করে তারা যদি সেই সময়টির কথা জানত, যখন তারা তাদের মুখমণ্ডল থেকে কিংবা পিঠ থেকে আগুন ঠেকাতে পারবে না, আর কোনো সাহায্যও পাবে না! না—বরং তা হঠাৎ তাদের উপর এসে পড়বে এবং তাদের হতবুদ্ধি করে দেবে; তারা তা ফেরাতে পারবে না, আর তাদের অবকাশও দেওয়া হবে না। (37–40)

তোমার আগেও রাসূলদের নিয়ে উপহাস করা হয়েছিল, তারপর যারা তাদের ঠাট্টা করত, তারা যা নিয়ে উপহাস করত তা-ই তাদের ঘিরে ফেলেছিল। বলো, 'রাতে ও দিনে পরম করুণাময়ের হাত থেকে কে তোমাদের রক্ষা করতে পারে?' তবু তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। নাকি তাদের এমন ইলাহ আছে যারা আমার মোকাবিলায় তাদের রক্ষা করতে পারে? তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে পারে না, আর আমার হাত থেকে তাদের কেউ রক্ষাও করতে পারে না। না—বরং আমি এদের ও এদের বাপ-দাদাদের ভোগ করতে দিয়েছিলাম, এমনকি তাদের জীবনকাল দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল। তারা কি দেখে না যে, আমি যমীনকে তার প্রান্তসীমা থেকে ক্রমশ সংকুচিত করে আনছি? তবু কি তারাই বিজয়ী হবে? বলো, 'আমি তো তোমাদের কেবল ওহীর মাধ্যমেই সতর্ক করি'—কিন্তু বধিরদের যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা ডাক শোনে না। অথচ তোমার প্রতিপালকের শাস্তির সামান্য একটু আঁচও যদি তাদের স্পর্শ করে, তারা অবশ্যই বলে উঠবে, 'হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা সত্যিই যালিম ছিলাম।' কিয়ামতের দিনের জন্য আমি ন্যায়ের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব, ফলে কারও প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না। যদি তা সরিষার দানা পরিমাণ ওজনেরও হয়, আমি তা হাজির করব; আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমিই যথেষ্ট। (41–47)

আমি মূসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম ফুরকান, আলো ও উপদেশ, আল্লাহ-সচেতনদের জন্য, যারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, আর কিয়ামতের চিন্তায় কম্পিত থাকে। আর এ এক বরকতময় উপদেশবাণী, যা আমি নাযিল করেছি। তবু কি তোমরা একে প্রত্যাখ্যান করবে? আর এর অনেক আগে আমি ইবরাহীমকে তার সঠিক পথের জ্ঞান দান করেছিলাম, আর আমি তাকে ভালোভাবেই জানতাম। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, 'এই মূর্তিগুলো কী, যাদের

পূজায় তোমরা এত নিবিষ্ট?' তারা বলল, 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এদের পূজা করতে দেখেছি।' সে বলল, 'তবে তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছ।' তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছ, না তুমি কেবল কৌতুক করছ?' সে বলল, 'না, বরং—তোমাদের প্রতিপালক আসমান ও যমীনের প্রতিপালক, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, আর আমি এ বিষয়ে সাক্ষ্যদানকারীদের একজন। আল্লাহর শপথ, তোমরা পিঠ ফিরিয়ে চলে গেলে আমি অবশ্যই তোমাদের মূর্তিগুলোর বিরুদ্ধে একটা কৌশল করব।' তারপর সে সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলল, তাদের বড়টি ছাড়া, যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে। তারা বলল, 'আমাদের উপাস্যদের সঙ্গে এ আচরণ কে করল? সে নিশ্চয়ই যালিমদের একজন।' কেউ কেউ বলল, 'আমরা এক যুবককে এদের সমালোচনা করতে শুনেছি; তাকে ইবরাহীম বলা হয়।' তারা বলল, 'তবে তাকে লোকজনের চোখের সামনে নিয়ে এসো, যাতে তারা সাক্ষী থাকে।' তারা বলল, 'হে ইবরাহীম, তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সঙ্গে এ আচরণ করেছ?' সে বলল, 'না—বরং এদের এই বড়টিই তা করেছে। এদের জিজ্ঞাসা করো, যদি এরা কথা বলতে পারে!' তখন তারা নিজেদের দিকে ফিরল এবং বলল, 'তোমরাই তো যালিম।' তারপর তারা আবার তাদের পুরোনো অবস্থায় ফিরে গেল: 'তুমি তো ভালোভাবেই জানো যে এরা কথা বলে না।' সে বলল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর ইবাদত করো, যা তোমাদের বিন্দুমাত্র উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক তোমাদের এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত করো তাদের! তবে কি তোমরা বুদ্ধি খাটাবে না?' তারা বলল, 'তাকে পুড়িয়ে ফেলো, আর তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও!' আমি বললাম, 'হে আগুন, ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' তারা তার ক্ষতি করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাদেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই ভূখণ্ডে, যাতে আমি সকল জাতির জন্য বরকত রেখেছি। আর আমি তাকে দান করলাম ইসহাক, আর অতিরিক্ত দান হিসেবে ইয়াকূব, এবং তাদের প্রত্যেককে সৎকর্মশীল বানালাম। আমি তাদের নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী পথ দেখাত, আর আমি তাদের প্রতি ওহী করেছিলাম সৎকর্ম করার, নামায কায়েম করার ও যাকাত দেওয়ার; আর তারা আমারই ইবাদত করত। আর লূতকে আমি দিয়েছিলাম বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান, এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম সেই জনপদ থেকে যা নোংরা কাজ করত; তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, অবাধ্য। আর আমি তাকে আমার রহমতের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলাম; সে ছিল সৎকর্মশীলদের একজন। (48–75)

আর নূহ: এর অনেক আগে সে ডেকেছিল, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, এবং তাকে ও তার পরিবারকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম; তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, তাই আমি তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। (76–77)

আর দাঊদ ও সুলাইমান, যখন তারা সেই শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করছিল, যাতে রাতের বেলায় কিছু লোকের ভেড়া-ছাগল ঢুকে পড়েছিল—আমি তাদের বিচার প্রত্যক্ষ করছিলাম। আমি সুলাইমানকে বিষয়টির সঠিক মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, আর তাদের প্রত্যেককেই দিয়েছিলাম বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান। আর আমি পর্বতমালা ও পাখিদের দাঊদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত করেছিলাম: এ আমিই করেছিলাম। আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণের কৌশল শিখিয়েছিলাম, যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদের রক্ষা করে। তবে কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে? আর সুলাইমানের জন্য আমি অনুগত করেছিলাম প্রবল বায়ুকে, যা তার আদেশে প্রবাহিত হত সেই ভূখণ্ডের দিকে যাতে আমি বরকত রেখেছি—আমি সব বিষয়ে জ্ঞানী—আর কিছু শয়তানকেও, যারা তার জন্য ডুবুরির কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য কাজও করত; আর আমিই তাদের পাহারা দিতাম। (78–82)

আর আইয়ূব, যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকেছিল, 'দুঃখ-কষ্ট আমাকে স্পর্শ করেছে, আর তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তার উপর যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম, আর তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার পরিবার এবং তাদের সঙ্গে আরও সমসংখ্যক, আমার পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ হিসেবে। আর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফল: প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত। আমি তাদের আমার রহমতের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলাম; তারা ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। আর মাছওয়ালা, যখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল এবং ভেবেছিল যে আমি তাকে সংকটে ফেলব না; তারপর সে গভীর অন্ধকারের মধ্যে ডেকে উঠল, 'তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তুমি মহাপবিত্র! আমি তো যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।' তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করলাম: এভাবেই আমি মুমিনদের উদ্ধার করি। আর যাকারিয়া, যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে উত্তরাধিকারীহীন একা ফেলে রেখো না, যদিও তুমিই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।' তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তাকে দান করলাম ইয়াহইয়া, এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে সন্তান ধারণের উপযুক্ত করে দিলাম। তারা সবাই সৎকর্মে দ্রুত ধাবিত হত; তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভয় নিয়ে, আর তারা ছিল আমার সামনে বিনয়ী। আর সেই নারী, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল: আমি তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছিলাম, এবং তাকে ও তার পুত্রকে সকল জগতের জন্য এক নিদর্শন বানিয়েছিলাম। (83–91)

নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মত একই উম্মত, আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং আমারই ইবাদত করো। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে; সবাই আমারই কাছে ফিরে আসবে। যে মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে, তার চেষ্টা অস্বীকৃত হবে না: আমি তা তার জন্য লিখে রাখছি। যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে: তার

অধিবাসীরা আর ফিরে আসবে না, অবশেষে যখন ইয়াজূজ ও মাজূজকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে ছুটে নেমে আসবে, আর সত্য প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী হবে—তখন যারা সত্য অস্বীকার করেছিল তাদের চোখ স্থির বিস্ফারিত হয়ে যাবে: 'হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা এ সম্পর্কে গাফিল ছিলাম; বরং আমরা যালিম ছিলাম।' তোমরা এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত করো সবাই জাহান্নামের ইন্ধন: তোমরা তাতেই নেমে যাবে। এরা যদি ইলাহ হত, তবে তাতে নামত না; কিন্তু সবাই তাতে চিরকাল থাকবে। সেখানে তারা আর্তনাদ করবে, আর সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না। (92–100)

কিন্তু যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে আগেই সর্বোত্তম পুরস্কার নির্ধারিত হয়ে গেছে, তাদের তা থেকে দূরে রাখা হবে; তারা তার ক্ষীণতম আওয়াজও শুনবে না, আর তাদের মন যা চায় তার মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে। মহাভীতি তাদের দুঃখিত করবে না, আর ফেরেশতারা তাদের অভ্যর্থনা জানাবে: 'এ-ই তোমাদের সেই দিন, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।' সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন লিখিত দলিলের কাগজ গুটিয়ে নেওয়া হয়। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবেই তার পুনরাবৃত্তি করব: এ আমার উপর এক অবধারিত প্রতিশ্রুতি। আমি অবশ্যই তা করব। (101–104)

উপদেশবাণীর পর আমি যাবূরে লিখে দিয়েছিলাম যে, যমীনের উত্তরাধিকারী হবে আমার সৎকর্মশীল বান্দারা। নিশ্চয়ই এতে ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য এক বার্তা রয়েছে। হে নবী, আমি তোমাকে সকল জগতের জন্য কেবল রহমত হিসেবেই পাঠিয়েছি। বলো, 'আমার প্রতি তো কেবল এ ওহীই করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তবে কি তোমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবে?' যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলো, 'আমি তোমাদের সবাইকে সমানভাবে জানিয়ে দিয়েছি; আমি জানি না, তোমাদের যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা নিকটে, না দূরে। যা উচ্চ স্বরে বলা হয় তিনি তা জানেন, আর তোমরা যা গোপন করো তাও জানেন। আমি জানি না—হয়তো এ তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা, আর কিছুকালের ভোগ।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, সত্যের সঙ্গে ফয়সালা করে দাও। আমাদের প্রতিপালক পরম করুণাময়, তোমরা যা আরোপ করো তার বিরুদ্ধে তাঁরই সাহায্য চাওয়া হয়।' (105–112)

22. হজ (আল-হাজ্জ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হে মানবজাতি, তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে সচেতন থাকো: কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদানকারিণী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, আর তুমি মানুষকে দেখবে মাতালের মতো, অথচ তারা মাতাল নয়—বরং আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠোর। তবু মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে, আর প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে, যার সম্পর্কে লিখে দেওয়া হয়েছে যে, যে তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে। (1–4)

হে মানবজাতি, পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে, তবে ভেবে দেখো, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর এক ফোঁটা বীর্য থেকে, তারপর আটকে থাকা এক পিণ্ড থেকে, তারপর মাংসের টুকরো থেকে, যা পূর্ণ আকৃতিপ্রাপ্ত ও অপূর্ণ আকৃতির, যাতে আমি তোমাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিই। আমি যা চাই তা এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত মাতৃগর্ভে স্থির রাখি; তারপর তোমাদের শিশু হিসেবে বের করে আনি; তারপর তোমাদের বড় করি যাতে তোমরা পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছো। তোমাদের কারও মৃত্যু ঘটানো হয়, আর কাউকে জীবনের সবচেয়ে অক্ষম বয়সে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, ফলে জানার পরও সে আর কিছুই জানে না। আর তুমি যমীনকে দেখো নিষ্প্রাণ; তারপর যখন আমি তার উপর পানি বর্ষণ করি, তা আন্দোলিত হয়, ফুলে ওঠে, এবং সব রকম নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদ্গত করে। এ এজন্য যে, আল্লাহই সত্য: তিনিই মৃতকে জীবিত করেন, আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান; আর এজন্য যে, কিয়ামত আসবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই, আর যারা কবরে আছে আল্লাহ তাদের পুনরুত্থিত করবেন। তবু মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে জ্ঞান ছাড়া, পথনির্দেশ ছাড়া এবং আলোকদানকারী কিতাব ছাড়া, অহংকারে ঘাড় বাঁকিয়ে, অন্যদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য। তার জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা, আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে দহনের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব: ‘এ তারই ফল, যা তোমার নিজের হাত আগে পাঠিয়েছে; আল্লাহ কখনো তাঁর বান্দাদের প্রতি অবিচার করেন না।’ (5–10)

আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর ইবাদত করে একেবারে প্রান্তে দাঁড়িয়ে: তার কোনো কল্যাণ হলে সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু কোনো পরীক্ষা এলে সে তার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। সে দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই হারায়—এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। সে আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে ডাকে যা তার ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না—এটাই সুদূর পথভ্রষ্টতা। সে এমন কাউকে ডাকে যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়ে নিকটতর: কতই না মন্দ এ

অভিভাবক, আর কতই না মন্দ এ সঙ্গী! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই করেন। যে মনে করে যে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে নবীকে সাহায্য করবেন না, সে আকাশ পর্যন্ত একটি দড়ি টানিয়ে নিক, তারপর নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলুক, তারপর দেখুক তার এ কৌশল তার ক্রোধের কারণ দূর করে কি না। এভাবেই আমি একে সুস্পষ্ট আয়াত হিসেবে নাযিল করেছি; আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন পথ দেখান। (11–16)

যারা ঈমান এনেছে, আর ইহুদী, সাবেয়ী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক, এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে—কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ সব কিছুর সাক্ষী। তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহকেই সিজদা করে আসমানসমূহে যারা আছে এবং যমীনে যারা আছে—সূর্য, চাঁদ, তারকারাজি, পর্বতমালা, গাছপালা, জীবজন্তু, এবং মানুষের মধ্যে অনেকে? কিন্তু আরও অনেকের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে সম্মান দেওয়ার কেউ নেই। আল্লাহ যা চান তা-ই করেন। এরা দুটি বিবদমান পক্ষ, যারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে। যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক কেটে তৈরি করা হবে; তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালা হবে, যা দিয়ে তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া গলে যাবে; আর তাদের জন্য রয়েছে লোহার বাঁকানো গদা। যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তা থেকে বের হতে চাইবে, তাদের আবার তাতেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে: ‘দহনের শাস্তির স্বাদ নাও!’ কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাদের স্বর্ণের কাঁকন ও মুক্তা দিয়ে সাজানো হবে, আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। তাদের পথ দেখানো হয়েছিল উত্তম কথার দিকে, আর পথ দেখানো হয়েছিল সমস্ত প্রশংসার যোগ্য সত্তার পথে। (17–24)

যারা সত্য অস্বীকার করে এবং অন্যদের আল্লাহর পথ থেকে ও মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়—যাকে আমি সব মানুষের জন্য সমান করেছি, সেখানকার বাসিন্দা হোক বা দূর থেকে আগত—আর যে তাতে অন্যায়ভাবে পাপাচারের ইচ্ছা করে: আমি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব। স্মরণ করো, যখন আমি ইবরাহীমকে এই ঘরের স্থানে বসতি দিয়েছিলাম: ‘আমার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করো না, আর আমার ঘরকে পবিত্র রাখো তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে, যারা দাঁড়ায়, এবং যারা রুকু ও সিজদা করে। আর মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা দাও: তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সব রকম শীর্ণকায় উটে চড়ে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের প্রতিটি গিরিপথ থেকে, যাতে তারা নিজেদের কল্যাণ প্রত্যক্ষ করে, এবং নির্ধারিত দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেই গবাদিপশুর উপর যা তিনি তাদের দান

করেছেন।[25] সুতরাং তোমরা তা থেকে খাও, আর দুস্থ অভাবগ্রস্তকে খাওয়াও। তারপর তারা যেন তাদের পরিচ্ছন্নতার কাজগুলো সম্পন্ন করে, নিজেদের মানত পূর্ণ করে, এবং এই প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে।' এ-ই বিধান। আর যে আল্লাহর পবিত্র বিধানগুলোকে সম্মান করে, তা তার প্রতিপালকের কাছে তার জন্য উত্তম। তোমাদের জন্য গবাদিপশু হালাল করা হয়েছে, তবে যা হারাম বলে তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করা হয় তা ছাড়া; সুতরাং মূর্তির অপবিত্রতা বর্জন করো, আর মিথ্যা কথা বর্জন করো, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই অনুগত হয়ে, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক না করে। যে আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল, তারপর পাখিরা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বাতাস তাকে উড়িয়ে কোনো দূরবর্তী স্থানে নিয়ে ফেলল। এ-ই বিধান। আর যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে—তা তো অন্তরের আল্লাহ-সচেতনতা থেকেই আসে। কুরবানীর পশুগুলোতে তোমাদের জন্য এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উপকার রয়েছে; তারপর তাদের কুরবানীর স্থান এই প্রাচীন ঘরের কাছে। প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানীর একটি রীতি নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেই গবাদিপশুর উপর যা তিনি তাদের দান করেছেন। তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, সুতরাং তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করো; আর সুসংবাদ দাও বিনয়ীদের, আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, যারা তাদের উপর যা-ই আপতিত হয় তাতে ধৈর্য ধারণ করে, যারা নামায কায়েম করে, এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (25–35)

কুরবানীর উটগুলোকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি; তাতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং সেগুলো সারিবদ্ধ দাঁড়ানো অবস্থায় তাদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো; তারপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায়, তখন তা থেকে খাও, আর খাওয়াও তাকে যে অল্পে তুষ্ট এবং তাকে যে চায়। এভাবেই আমি সেগুলোকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না তাদের মাংস, তাদের রক্তও না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের আল্লাহ-সচেতনতা। এভাবেই তিনি সেগুলোকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করো এ কারণে যে তিনি তোমাদের পথ দেখিয়েছেন।[26] আর সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দাও। আল্লাহ মুমিনদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করেন; আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে ভালোবাসেন না। যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল, কারণ তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে—আর আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে পূর্ণ সক্ষম—যাদের অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, কেবল এ কারণে যে তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।' আল্লাহ যদি কিছু মানুষকে অন্য কিছু মানুষ দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তবে মঠ, গির্জা, সিনাগগ ও মসজিদ,

[25] প্রতি বছরের হজ, অর্থাৎ মক্কায় তীর্থযাত্রার সাফল্যের ভবিষ্যদ্বাণী ইবরাহীমকে করা হয়েছিল ঈসার যুগের 1800 বছর আগে।

[26] ছোট সূরা 'ছোটখাটো সাহায্য' (আল-মাঊন)-এর কয়েকটি আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে।

যেগুলোতে আল্লাহর নাম বেশি বেশি স্মরণ করা হয়, অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেত। আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন যে তাঁকে সাহায্য করে: আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। এরা তারা, যাদের আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে। আর সব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে। (36–41)

হে নবী, তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তাদের আগে নূহের সম্প্রদায়, আদ ও সামূদ, ইবরাহীমের সম্প্রদায়, লূতের সম্প্রদায় এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরাও তা-ই করেছিল; আর মূসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। আমি অস্বীকারকারীদের অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর তাদের পাকড়াও করেছিলাম—কত ভয়ংকর ছিল আমার প্রত্যাখ্যান! কত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, যখন তারা যুলুমে লিপ্ত ছিল, ফলে সেগুলো তাদের ছাদসহ ধসে পড়ে আছে! কত কূপ পরিত্যক্ত পড়ে আছে, আর কত সুউচ্চ প্রাসাদ! তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি, যাতে তাদের এমন অন্তর হত যা দিয়ে তারা বুঝত, কিংবা এমন কান হত যা দিয়ে তারা শুনত? আসলে চোখ অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বুকের ভিতরের অন্তর। (42–46)

তারা তোমার কাছে শাস্তি তাড়াতাড়ি চায়, অথচ আল্লাহ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। তোমার প্রতিপালকের কাছে একটি দিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান।[27] কত জনপদকে আমি অবকাশ দিয়েছি, যখন তারা যুলুমে লিপ্ত ছিল, তারপর তাদের পাকড়াও করেছি! আমারই কাছে শেষ প্রত্যাবর্তন। (47–48)

বলো, 'হে মানবজাতি, আমি তো তোমাদের জন্য কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।' যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে, তারাই জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী। তোমার আগে আমি এমন কোনো রাসূল বা নবী পাঠাইনি, যে যখনই তিলাওয়াত করেছে তখন শয়তান তার তিলাওয়াতে কিছু প্রক্ষিপ্ত করেনি। কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তা মুছে দেন, তারপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ সুদৃঢ় করেন—আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়—যাতে শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তাকে তিনি পরীক্ষা বানান তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাদের অন্তর কঠিন—যালিমরা তো গভীর বিরোধিতায় লিপ্ত—আর যাতে যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা জানতে পারে যে এ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য, ফলে তারা এতে ঈমান আনে, আর তাদের অন্তর তাঁর সামনে বিনীত হয়। যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ অবশ্যই তাদের সরল পথে পরিচালিত করেন। যারা সত্য অস্বীকার করে তারা এ সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যেই থাকবে, যতক্ষণ না কিয়ামত হঠাৎ তাদের উপর এসে পড়ে, কিংবা তাদের উপর এমন এক দিনের শাস্তি আসে যা সব আশা

[27] এই আয়াত এবং এ ধরনের অন্য আয়াতগুলো আমাদের সময়ের আপেক্ষিকতার ধারণা দেয়, যা বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বে উপস্থাপিত হয়েছে।

থেকে শূন্য। সেদিন রাজত্ব হবে আল্লাহরই; তিনিই তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা থাকবে নিয়ামতপূর্ণ উদ্যানে, আর যারা সত্য অস্বীকার করেছে ও আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (49–57)

যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, তারপর নিহত হয়েছে কিংবা মারা গেছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের উত্তম জীবিকা দান করবেন: আল্লাহই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। তিনি অবশ্যই তাদের এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন যাতে তারা সন্তুষ্ট হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। এ-ই বিধান। আর যে তার উপর করা যুলুমের সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেয়, তারপর তার উপর আবার যুলুম করা হয়, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ অতিশয় মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল। এ এজন্য যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান, আর এজন্য যে আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। এ এজন্য যে, আল্লাহই সত্য, আর তাঁকে ছেড়ে তারা যাদের ডাকে তা মিথ্যা, আর এজন্য যে আল্লাহই সুউচ্চ, সুমহান। (58–62)

তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, আর যমীন সবুজ হয়ে ওঠে? আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত। আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর; আল্লাহই তো অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসার যোগ্য। তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, আর নৌযানগুলোকেও, যা তাঁর নির্দেশে সাগরে চলাচল করে? তিনিই আকাশকে ধরে রেখেছেন যাতে তা যমীনের উপর পড়ে না যায়, তাঁর অনুমতি ছাড়া।[28] আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, দয়াময়। তিনিই তোমাদের জীবন দিয়েছেন, তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর আবার তোমাদের জীবন দেবেন। মানুষ সত্যিই বড় অকৃতজ্ঞ। (63–66)

প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি ইবাদতের একটি রীতি নির্ধারণ করেছি, যা তারা পালন করে; সুতরাং তারা যেন এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে বিবাদ না করে। মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাকো: তুমি অবশ্যই সরল পথনির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা যদি তোমার সঙ্গে বিতর্ক করে, তবে বলো, ‘তোমরা যা করো আল্লাহ তা সবচেয়ে ভালো জানেন। তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ করতে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন।’ তুমি কি জানো না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ সবই জানেন? এ সবই এক কিতাবে লিপিবদ্ধ; এ আল্লাহর পক্ষে সহজ। (67–70)

তবু তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর ইবাদত করে, যার পক্ষে তিনি কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি, আর যার সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞানও নেই। যালিমদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তুমি সত্য

[28] আমাদের গ্রহে উল্কাপাতের আঘাত যথাসম্ভব কমিয়ে রাখার ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিয়েছেন।

অস্বীকারকারীদের চেহারায় অস্বীকৃতি স্পষ্ট দেখতে পাও: যারা তাদের কাছে আমার আয়াত তিলাওয়াত করে তাদের উপর তারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়। বলো, 'আমি কি তোমাদের এর চেয়েও মন্দ কিছুর সংবাদ দেব? আগুন, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের দিয়েছেন—কতই না মন্দ সেই গন্তব্য!' হে মানবজাতি, একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে, সুতরাং মন দিয়ে শোনো: তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ডাকো, তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এজন্য তারা সবাই একত্র হলেও; আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধারও করতে পারবে না। যে চায় সেও দুর্বল, আর যার কাছে চাওয়া হয় সেও দুর্বল! তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। আল্লাহ অবশ্যই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (71–74)

আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে তিনি তা জানেন; আর সব বিষয় আল্লাহরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। হে মুমিনগণ, রুকু করো, সিজদা করো, তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, এবং সৎকর্ম করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। আল্লাহর জন্য সংগ্রাম করো যেভাবে সংগ্রাম করা তাঁর প্রাপ্য। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কষ্ট চাপাননি—এ তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন 'আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী'—মুসলিম—এর আগেও এবং এই কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয়, আর তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হও। সুতরাং নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, এবং আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো: তিনিই তোমাদের অভিভাবক—কতই না উত্তম অভিভাবক, আর কতই না উত্তম সাহায্যকারী! (75–78)

23. মুমিনগণ (আল-মুমিনূন)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

মুমিনরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে: যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী, যারা অনর্থক কথাবার্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, যারা যাকাত দানে সক্রিয়, যারা নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাযত করে, তবে নিজেদের স্ত্রী বা দাসীদের ক্ষেত্রে ছাড়া, কারণ এতে তারা নিন্দনীয় নয়—কিন্তু যারা এর বাইরে কিছু চায়, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী—যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে, এবং যারা নিজেদের নামাযের প্রতি যত্নবান। এরাই উত্তরাধিকারী, যারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে, আর সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (1–11)

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে; তারপর তাকে এক ফোঁটা তরল হিসেবে এক সুরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি; তারপর সেই ফোঁটাকে পরিণত করেছি আটকে থাকা এক পিণ্ডে, সেই পিণ্ডকে পরিণত করেছি মাংসের টুকরোয়, সেই টুকরোকে পরিণত করেছি হাড়ে, আর হাড়গুলোকে ঢেকে দিয়েছি মাংস দিয়ে; তারপর তাকে গড়ে তুলেছি এক ভিন্ন সৃষ্টি হিসেবে। সুতরাং বরকতময় আল্লাহ, সর্বোত্তম স্রষ্টা! তারপর এর পরে তোমরা অবশ্যই মারা যাবে, তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদের অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে। (12–16)

আমি তোমাদের উপরে সাতটি পথ সৃষ্টি করেছি, আর আমি সৃষ্টি সম্পর্কে কখনো গাফিল নই। আমি আকাশ থেকে পরিমাণমতো পানি বর্ষণ করি, তারপর তা যমীনে সংরক্ষণ করি—আর আমি তা সরিয়ে নিতেও অবশ্যই সক্ষম। তা দিয়ে আমি তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি, যাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফল, আর তা থেকে তোমরা খাও, আর এমন এক গাছ যা সিনাই পর্বতে জন্মায়, যা থেকে উৎপন্ন হয় তেল এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন। আর গবাদিপশুর মধ্যেও তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে: আমি তোমাদের তাদের স্তনগ্রন্থি থেকে পানীয় পান করাই, আর তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে আরও বহু উপকার, আর তা থেকে তোমরা খাও; আর তাদের উপর এবং নৌযানের উপর তোমাদের বহন করা হয়। (17–22)

আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত করো; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তবে কি তোমরা তাঁর সম্পর্কে সচেতন হবে না?’ কিন্তু তার সম্প্রদায়ের যে নেতারা সত্য অস্বীকার করেছিল তারা বলল, ‘এ তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র, সে তোমাদের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আল্লাহ চাইলে ফেরেশতাদেরই নাযিল করতেন। আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এমন কথা কখনো শুনিনি। সে তো কেবল এক উন্মাদগ্রস্ত লোক; সুতরাং তার ব্যাপারে কিছুকাল অপেক্ষা করে দেখো।’ সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সাহায্য করো, কারণ তারা

আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।' তখন আমি তার প্রতি ওহী করলাম: 'আমার চোখের সামনে ও আমার ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করো। তারপর যখন আমার নির্দেশ আসবে এবং চুলা উথলে উঠবে, তখন তাতে তুলে নিয়ো প্রত্যেক প্রজাতির এক এক জোড়া, আর তোমার পরিবারকে—তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে আগেই ফয়সালা হয়ে গেছে তারা ছাড়া—আর যারা যুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে আমার কাছে কোনো আবেদন করো না: তাদের ডুবিয়ে দেওয়া হবেই। আর যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌকায় স্থির হয়ে বসবে, তখন বলো, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদের যালিম সম্প্রদায়ের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন।' আর বলো, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এক বরকতময় অবতরণস্থলে নামাও: তুমিই তো শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী।'' নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে; আর আমি তো মানুষকে পরীক্ষা করেই থাকি। (23–30)

তারপর তাদের পরে আমি আরেক প্রজন্ম সৃষ্টি করলাম, আর তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠালাম: 'আল্লাহর ইবাদত করো; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তবে কি তোমরা তাঁর সম্পর্কে সচেতন হবে না?' কিন্তু তার সম্প্রদায়ের যে নেতারা সত্য অস্বীকার করেছিল এবং আখিরাতের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলেছিল, আর যাদের আমি পার্থিব জীবনে প্রাচুর্য দিয়েছিলাম, তারা বলল, 'এ তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র: তোমরা যা খাও সেও তা-ই খায়, আর তোমরা যা পান করো সেও তা-ই পান করে। তোমরা যদি তোমাদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে কি তোমাদের এ প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তোমরা যখন মারা যাবে এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হবে, তখন তোমাদের আবার বের করে আনা হবে? তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা সুদূরপরাহত, সুদূরপরাহত! আমাদের এই পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছু নেই: আমরা মরি ও বাঁচি, আর আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে না। সে তো এমন এক লোক, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করেছে, আর আমরা তাকে বিশ্বাস করার নই।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সাহায্য করো, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।' তিনি বললেন, 'অল্প কিছুকালের মধ্যেই তারা অবশ্যই অনুতপ্ত হবে।' তারপর ন্যায়সঙ্গতভাবেই এক বিকট আওয়াজ তাদের পাকড়াও করল, আর আমি তাদের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো করে দিলাম। সুতরাং দূর হোক যালিম সম্প্রদায়! তারপর তাদের পরে আমি আরও বহু প্রজন্ম সৃষ্টি করলাম। কোনো উম্মত তার নির্ধারিত মেয়াদকে এগিয়ে আনতে পারে না, পিছাতেও পারে না। তারপর আমি একের পর এক আমার রাসূলদের পাঠালাম। যখনই কোনো উম্মতের কাছে তার রাসূল এসেছে, তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে; তাই আমি তাদের একের পর এক ধ্বংস করে দিলাম, আর তাদের কাহিনিতে পরিণত করলাম। সুতরাং দূর হোক সেই সম্প্রদায় যারা ঈমান আনে না! (31–44)

তারপর আমি মূসা ও তার ভাই হারূনকে আমার নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে পাঠালাম ফিরআউন ও তার সভাসদদের কাছে, কিন্তু তারা অহংকার করল; তারা ছিল এক উদ্ধত

সম্প্রদায়। তারা বলল, 'আমরা কি আমাদেরই মতো দুজন মানুষের প্রতি ঈমান আনব, অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস?' এভাবে তারা তাদের দুজনকে মিথ্যাবাদী বলল, ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হল। আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে তারা পথ পায়। আর আমি মারইয়ামের পুত্র ও তার মাকে এক নিদর্শন বানিয়েছিলাম, এবং তাদের আশ্রয় দিয়েছিলাম এক উঁচু ভূমিতে, যা ছিল বিশ্রামের উপযোগী ও প্রবহমান ঝরনাবিশিষ্ট। (45–50)

'হে রাসূলগণ, উত্তম বস্তু থেকে খাও এবং সৎকর্ম করো: তোমরা যা করো আমি তা ভালোভাবেই জানি। আর নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মত একই উম্মত, আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং আমার সম্পর্কে সচেতন থাকো।' কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে বিভিন্ন দলে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলল, প্রত্যেক দল তার কাছে যা আছে তা নিয়েই উল্লসিত। সুতরাং কিছুকালের জন্য তাদের তাদের বিভ্রান্তির প্লাবনে ছেড়ে দাও। তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ঢেলে দিচ্ছি, তাতে আমি তাদের জন্য কল্যাণ ত্বরান্বিত করছি? না—বরং তারা উপলব্ধি করে না। যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে কম্পিত থাকে, যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহে ঈমান রাখে, যারা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করে না, আর যারা যা দান করার তা দান করে এমন অবস্থায় যে তাদের অন্তর এ ভাবনায় কম্পিত থাকে যে তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে—এরাই কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয়, আর এরাই তাতে অগ্রগামী। আমি কারও উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাই না। আমার কাছে রয়েছে এক কিতাব, যা সত্য কথা বলে, আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। কিন্তু এ বিষয়ে তাদের অন্তর বিভ্রান্তির প্লাবনে ডুবে আছে, আর এ ছাড়াও তাদের আরও কিছু কাজ আছে যা তারা করেই চলেছে—অবশেষে যখন আমি তাদের মধ্যকার বিলাসীদের শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করব, তখন তারা সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করে উঠবে। 'আজ আর্তনাদ করো না! তোমরা আমার কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাবে না। আমার আয়াত তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করা হত, কিন্তু তোমরা উল্টো পায়ে ফিরে যেতে, অহংকারভরে, রাতের আসরে গল্প ফেঁদে, এ সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলে।' (51–67)

তারা কি এ বাণী নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেনি? নাকি তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি? নাকি তারা তাদের রাসূলকে চেনে না, তাই তাকে অস্বীকার করছে? নাকি তারা বলে, 'সে উন্মাদ'? না—বরং সে তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে। সত্য যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করত, তবে আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যারা আছে সবাই বিপর্যস্ত হয়ে যেত। না—বরং আমি তাদের কাছে তাদেরই উপদেশ নিয়ে এসেছি, কিন্তু তারা নিজেদের উপদেশ থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। নাকি তুমি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইছ? তোমার প্রতিপালকের দেওয়া পারিশ্রমিকই উত্তম; তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। তুমি তো অবশ্যই তাদের সরল পথের দিকে

ডাকছ, কিন্তু যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা সেই পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। আমি যদি তাদের প্রতি দয়া করতাম এবং তাদের যে কষ্ট আছে তা দূর করে দিতাম, তবু তারা তাদের অবাধ্যতায় অটল থাকত, অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াত। আমি তো তাদের শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করেছিলাম, তবু তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে নত হয়নি, বিনীতও হয় না—অবশেষে যখন আমি তাদের উপর কঠোর শাস্তির এক দরজা খুলে দেব, তখন তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়বে। (68–77)

তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর—তোমরা কত অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো! তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে। তিনিই জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান, আর রাত ও দিনের আবর্তন তাঁরই এখতিয়ারে। তবে কি তোমরা বুদ্ধি খাটাবে না? বরং তারা তা-ই বলে যা পূর্ববর্তীরা বলত। তারা বলে, 'কী! আমরা যখন মারা যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখন কি সত্যিই আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে? আমাদের এবং এর আগে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল; এ তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।' বলো, 'এ পৃথিবী এবং এতে যারা আছে তারা কার, যদি তোমরা জানো?' তারা বলবে, 'আল্লাহর।' বলো, 'তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?' বলো, 'সাত আসমানের প্রতিপালক এবং মহান আরশের প্রতিপালক কে?' তারা বলবে, 'এসব আল্লাহরই।' বলো, 'তবে কি তোমরা তাঁর সম্পর্কে সচেতন হবে না?' বলো, 'সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে—যিনি আশ্রয় দেন, অথচ তাঁর বিরুদ্ধে কেউ আশ্রয় দিতে পারে না—যদি তোমরা জানো?' তারা বলবে, 'এ আল্লাহরই।' বলো, 'তবে তোমরা কীভাবে এমন জাদুগ্রস্ত হচ্ছ?' না—বরং আমি তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছি, আর তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। আল্লাহ কখনো ⌜কোনো⌝ সন্তান গ্রহণ করেননি, আর তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহও নেই। থাকলে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেত, আর তারা একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করত। তারা যা দাবি করে তা থেকে আল্লাহ মহাপবিত্র![29] (78–91)

তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা: তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। বলো, 'হে আমার প্রতিপালক, তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা যদি তুমি আমাকে দেখাও, তবে হে আমার প্রতিপালক, আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।' আমি তাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা তোমাকে দেখাতে আমি অবশ্যই সক্ষম। মন্দকে প্রতিহত করো তা দিয়ে যা উত্তম। তারা আমার প্রতি যা আরোপ করে আমি তা সবচেয়ে ভালো জানি। আর বলো, 'হে আমার প্রতিপালক,

[29] আমাদের মহাবিশ্বের শৃঙ্খলা একত্ববাদের, অর্থাৎ একটিমাত্র ঐশী ইচ্ছার কথাই বলে।
ঐশী একত্বের স্থাপত্য: কুরআনের একত্ববাদ সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স
ঐশী একত্ব, মহাজাগতিক শৃঙ্খলা ও সৃষ্টির ব্যাকরণ: কুরআন 21:22, 23:91 ও 17:41–44-এর একটি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স

আমি শয়তানদের প্ররোচনা থেকে তোমার আশ্রয় চাই, আর হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমার আশ্রয় চাই যেন তারা আমার কাছেও না আসে।' (92–98)

তারা এভাবেই চলতে থাকে, অবশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ফিরিয়ে দাও, যাতে আমি যা ফেলে এসেছি তাতে সৎকর্ম করতে পারি।' কখনোই নয়! এ তো কেবল একটি কথা, যা সে বলছে। তাদের পিছনে রয়েছে এক অন্তরাল, যেদিন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত। তারপর যখন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, সেদিন তাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না, আর তারা একে অপরের খোঁজও নেবে না। যাদের পাল্লা ভারী হবে—তারাই সফলকাম হবে, আর যাদের পাল্লা হালকা হবে—তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে দীর্ঘকাল থাকবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল ঝলসে দেবে, আর তাতে তাদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে। 'তোমাদের কাছে কি আমার আয়াত তিলাওয়াত করা হত না, আর তোমরা কি তা মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে না?' তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর প্রবল হয়ে গিয়েছিল, আর আমরা ছিলাম এক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এখান থেকে বের করে নাও; তারপর যদি আমরা আবার মন্দের দিকে ফিরে যাই, তবে আমরা অবশ্যই যালিম হব।' তিনি বলবেন, 'এরই মধ্যে লাঞ্ছিত হয়ে পড়ে থাকো! আমার সঙ্গে কথা বলো না। আমার বান্দাদের একটি দল ছিল, যারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদের ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো: তুমিই তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু,' কিন্তু তোমরা তাদের ঠাট্টার পাত্র বানিয়েছিলে, এমনকি তারা তোমাদের আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল, আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসাহাসি করতে। আজ আমি তাদের ধৈর্যের জন্য তাদের পুরস্কৃত করলাম: তারাই সফলকাম।' তিনি বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে?' তারা বলবে, 'আমরা একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি; যারা গণনা করে তাদের জিজ্ঞাসা করুন।' তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা তা জানতে! তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?' (99–115)

সুতরাং আল্লাহ সুমহান, প্রকৃত অধিপতি! তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি সম্মানিত আরশের প্রতিপালক। যে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে—যার পক্ষে তার কাছে কোনো প্রমাণ নেই—তার হিসাব কেবল তার প্রতিপালকেরই কাছে। যারা সত্য অস্বীকার করে তারা সফলকাম হবে না। আর বলো, 'হে আমার প্রতিপালক, ক্ষমা করো ও দয়া করো: তুমিই তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (116–118)

24. আলো (আন-নূর)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

এ এক সূরা, যা আমি নাযিল করেছি এবং যার বিধান অবশ্যপালনীয় করেছি; আর এতে আমি নাযিল করেছি নিদর্শন, সুস্পষ্ট নিদর্শন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখো ও উপদেশ গ্রহণ করো। (1)

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী: তাদের প্রত্যেককে একশ বেত্রাঘাত করো, আর আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের প্রতি করুণা যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো; আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিক নারী ছাড়া কাউকে বিয়ে করে না, আর ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী কিংবা মুশরিক পুরুষ ছাড়া কেউ বিয়ে করে না; মুমিনদের জন্য এ হারাম করা হয়েছে। যারা সতী-সাধ্বী নারীদের অপবাদ দেয়, তারপর চারজন সাক্ষী হাজির করে না: তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করো, আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। তারাই অবাধ্য—তবে তারা ছাড়া, যারা এর পর তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয়, কারণ আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (2–5)

আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের অপবাদ দেয়, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী নেই, এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য হবে এই যে, সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে সে সত্য বলছে, আর পঞ্চমবার বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। আর স্ত্রীর উপর থেকে শাস্তি রহিত হবে, যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে তার স্বামী মিথ্যা বলছে, আর পঞ্চমবার বলে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহর ক্রোধ। (6–9)

তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না থাকলে, আর আল্লাহ তওবা কবুলকারী, প্রজ্ঞাময় না হলে তোমরা এর জন্য কষ্ট ভোগ করতে। যারা এ অপবাদ রটিয়েছে তারা তোমাদেরই একটি দল। একে তোমাদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো না; না, বরং এ তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকে যতটুকু পাপ কামাই করেছে তার জন্য ততটুকুই রয়েছে, আর তাদের মধ্যে যে এতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে তার জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। যখন তোমরা তা শুনলে, তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা কেন নিজেদের লোকদের সম্পর্কে সুধারণা করল না এবং বলল না, ‘এ তো সুস্পষ্ট অপবাদ’? তারা এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী হাজির করল না কেন? যেহেতু তারা সাক্ষী হাজির করেনি, সুতরাং আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না থাকলে, তোমরা যাতে জড়িয়ে পড়েছিলে তার জন্য তোমাদের ভয়াবহ শাস্তি স্পর্শ করত, যখন তোমরা মুখে মুখে তা ছড়াচ্ছিলে, আর মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে যার সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না, আর একে তুচ্ছ ব্যাপার

মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর। যখন তোমরা তা শুনলে, তখন কেন বললে না, 'এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের সাজে না। আল্লাহ মহাপবিত্র!—এ তো এক ভয়ংকর অপবাদ'? আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা কখনো আর এমন কাজের পুনরাবৃত্তি করো না, যদি তোমরা মুমিন হও। আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে দেন: আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা চায় যে মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানো না। তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না থাকলে, আর আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল, দয়াময় না হলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে। হে মুমিনগণ, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার জানা উচিত যে, সে অশ্লীলতা ও অসৎকাজেরই আদেশ দেয়। তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না থাকলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারত না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (10–21)

তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহ ও সচ্ছলতার অধিকারী, তারা যেন শপথ না করে যে তারা আত্মীয়স্বজনকে, অভাবগ্রস্তদের এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছু দেবে না; তারা যেন ক্ষমা করে ও উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (22)

যারা সতী-সাধ্বী, সরলমনা, মুমিন নারীদের অপবাদ দেয়, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত, আর তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি, সেই দিন যেদিন তাদের নিজেদের জিহ্বা, হাত ও পা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। সেদিন আল্লাহ তাদের ন্যায্য প্রাপ্য পুরোপুরি দিয়ে দেবেন, আর তারা জানতে পারবে যে আল্লাহই সুস্পষ্ট সত্য। দুশ্চরিত্রা নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য, আর দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্য; সচ্চরিত্রা নারীরা সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য, আর সচ্চরিত্র পুরুষরা সচ্চরিত্রা নারীদের জন্য। অপবাদ রটনাকারীরা যা বলে তা থেকে এরা সম্পূর্ণ মুক্ত; এদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (23–26)

হে মুমিনগণ, নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারও ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না অনুমতি নাও এবং ঘরের অধিবাসীদের সালাম দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। যদি সেখানে কাউকে না পাও, তবে তোমাদের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত প্রবেশ করো না; আর যদি তোমাদের বলা হয়, 'ফিরে যাও,' তবে ফিরে যাও—এ তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। তোমরা যা করো আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। এমন জনশূন্য ঘরে প্রবেশ করায় তোমাদের কোনো দোষ নেই, যাতে তোমাদের কোনো প্রয়োজন রয়েছে। তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা গোপন করো আল্লাহ তা জানেন। মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাযত করে: এ তাদের জন্য অধিক পবিত্র। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থান

হেফাযত করে, আর তাদের সাজসজ্জা প্রদর্শন না করে, তবে যা সাধারণত প্রকাশ হয়ে থাকে তা ছাড়া; তারা যেন তাদের ওড়না বুক ও গলার উপর টেনে দেয়; আর তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে কারও কাছে, তবে তাদের স্বামী, তাদের পিতা, স্বামীর পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীর পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইয়ের পুত্র, বোনের পুত্র, নিজেদের নারীরা, তাদের দাস-দাসী, যৌনকামনাহীন পুরুষ অনুচর, কিংবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ শিশুদের ছাড়া; আর তারা যেন এমনভাবে পা না ফেলে যাতে তাদের গোপন সাজসজ্জার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আর হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (27–31)

তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের বিয়ে দাও, আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদেরও। তারা যদি দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন: আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। যারা বিয়ের সামর্থ্য পায় না, তারা যেন নিজেদের সংযত রাখে, যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করেন। দাস-দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তির লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সঙ্গে চুক্তি করো, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ দেখতে পাও, আর আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তাদের কিছু দাও। তোমাদের দাসীরা যখন সতীত্ব রক্ষা করতে চায়, তখন পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী সম্পদের লোভে তাদের ব্যভিচারে বাধ্য করো না; আর যদি কেউ তাদের বাধ্য করে, তবে তাদের বাধ্য হওয়ার পর আল্লাহ তাদের প্রতি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (32–33)

আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি সুস্পষ্টকারী আয়াত, তোমাদের আগে যারা গত হয়েছে তাদের দৃষ্টান্ত, এবং আল্লাহ-সচেতনদের জন্য উপদেশ। (34)

আল্লাহ আসমান ও যমীনের নূর। তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত যেন একটি তাক, যাতে রয়েছে একটি প্রদীপ; প্রদীপটি একটি কাচের আধারে; কাচটি যেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, তা জ্বালানো হয় এক বরকতময় গাছ থেকে, এক যায়তুন গাছ, যা না পূর্বের, না পশ্চিমের, যার তেল আগুন স্পর্শ না করলেও যেন নিজেই আলো দিতে উদ্যত। নূরের উপর নূর! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর নূরের দিকে পথ দেখান। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, আর আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞানী। এমন আলো জ্বলে সেই ঘরগুলোতে, যেগুলোকে সমুন্নত করার এবং যেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন; সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এমন লোকেরা, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত দেওয়া থেকে গাফিল করে না; তারা সেই দিনকে ভয় করে যেদিন অন্তর ও চোখ উল্টে যাবে, যাতে আল্লাহ তাদের তাদের সর্বোত্তম কাজের পুরস্কার দেন, এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের আরও বেশি দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব জীবিকা দান করেন। (35–38)

আর যারা সত্য অস্বীকার করে, তাদের কাজকর্ম মরুভূমির মরীচিকার মতো, পিপাসার্ত লোক যাকে পানি মনে করে, অবশেষে যখন সে তার কাছে আসে, দেখে তা কিছুই নয়; বরং সে সেখানে আল্লাহকে পায়, যিনি তার হিসাব পুরোপুরি চুকিয়ে দেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত। অথবা যেন গভীর সমুদ্রের স্তরে স্তরে অন্ধকার, যাকে ঢেকে রাখে ঢেউয়ের উপর ঢেউ, তার উপরে মেঘ—অন্ধকারের উপর অন্ধকার। সে যদি নিজের হাত বের করে, তবে তা প্রায় দেখতেই পায় না। আল্লাহ যাকে নূর দেন না, তার জন্য কোনো নূরই নেই। (39–40)

তুমি কি দেখো না যে, আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, আর ডানা মেলে ওড়া পাখিরাও? প্রত্যেকেই নিজের নামায ও নিজের তাসবীহ জানে; আর তারা যা করে আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই, আর আল্লাহরই কাছে শেষ প্রত্যাবর্তন। তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে চালিত করেন, তারপর সেগুলোকে একত্র করেন, তারপর সেগুলোকে স্তূপীকৃত করেন, তারপর তুমি দেখো তার মধ্য থেকে বৃষ্টি নির্গত হচ্ছে? তিনি আকাশ থেকে পাহাড়সদৃশ মেঘপুঞ্জ নামান, যাতে থাকে শিলা, তারপর তা দিয়ে যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা তা ফিরিয়ে রাখেন। তাঁর বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। আল্লাহ রাত ও দিনের আবর্তন ঘটান। নিশ্চয়ই এতে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। আর আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।[30] তাদের কিছু পেটে ভর দিয়ে চলে, কিছু দু'পায়ে হাঁটে, আর কিছু চার পায়ে হাঁটে। আল্লাহ যা চান তা-ই সৃষ্টি করেন: আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (41–45)

আমি সুস্পষ্টকারী আয়াত নাযিল করেছি; আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। তারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য করেছি'; তারপর এর পরে তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। এরা মুমিন নয়। যখন তাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে সে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; কিন্তু হক যদি তাদের পক্ষে হয়, তবে তারা বিনীতভাবে তার কাছে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে? নাকি তারা সন্দেহে পড়েছে? নাকি তারা ভয় করে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? না—বরং তারাই যালিম। মুমিনদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে সে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়, তখন তাদের একমাত্র কথা হয় এই: 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।' এরাই সফলকাম হবে। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর সম্পর্কে সচেতন থাকে—তারাই কৃতকার্য হবে। তারা আল্লাহর নামে কঠিনতম শপথ করে বলে যে, তুমি তাদের আদেশ দিলে তারা অবশ্যই বেরিয়ে পড়বে। বলো, 'শপথ করো না; প্রয়োজন তো যথারীতি আনুগত্যের। তোমরা যা করো আল্লাহ সে

[30] নবী মুহাম্মাদ ঘটনাচক্রে এই গভীর বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা জেনে ফেলতে পারতেন না। আরও বহু আয়াতের মতো এ আয়াতও এক সর্বজ্ঞ উৎসের কথা বলে। 21:30 ও 25:54 আয়াতেও এর উল্লেখ আছে।

সম্পর্কে সম্যক অবগত।' বলো, 'আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো।' যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তার জন্য কেবল সে-ই দায়ী, আর তোমাদের উপর যা অর্পিত হয়েছে তার জন্য তোমরা দায়ী। যদি তোমরা তার আনুগত্য করো, তবে পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছে দেওয়া। (46–54)

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন; তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের সেই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন; আর তিনি অবশ্যই তাদের ভয়কে নিরাপত্তায় বদলে দেবেন: 'তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করবে না।' এর পরও যারা সত্য অস্বীকার করে—তারাই অবাধ্য। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, এবং রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। মনে করো না যে, যারা সত্য অস্বীকার করে তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে। তাদের আশ্রয়স্থল আগুন—কতই না মন্দ সেই গন্তব্য! (55–57)

হে মুমিনগণ, তোমাদের দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখনো বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তিনটি সময়ে প্রবেশের আগে তোমাদের অনুমতি নেয়: ফজরের নামাযের আগে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখো, এবং ইশার নামাযের পর—এ তিনটি তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এ সময়গুলো ছাড়া তোমাদের বা তাদের কোনো দোষ নেই: তারা তো তোমাদের কাছে ঘোরাফেরা করেই, তোমরা একে অপরের কাছে যাতায়াত করো। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে দেন: আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর তোমাদের শিশুরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন তারাও যেন অনুমতি নেয়, যেমন তাদের আগের লোকেরা অনুমতি নিয়েছে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে দেন: আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর যে বৃদ্ধা নারীরা সন্তান ধারণের বয়স পার করেছে এবং বিয়ের আশা রাখে না, তারা যদি তাদের বাইরের পোশাক খুলে রাখে তবে তাদের কোনো দোষ নেই, যদি তারা সাজসজ্জা প্রদর্শন না করে; তবে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (58–60)

অন্ধের উপর কোনো বাধা নেই, খোঁড়ার উপরও না, অসুস্থের উপরও না, আর তোমাদের নিজেদের উপরও না, আহার করায় তোমাদের নিজেদের ঘরে, কিংবা তোমাদের পিতাদের ঘরে, মায়েদের ঘরে, ভাইদের ঘরে, বোনদের ঘরে, চাচাদের ঘরে, ফুফুদের ঘরে, মামাদের ঘরে, খালাদের ঘরে, কিংবা সেসব ঘরে যার চাবি তোমাদের জিম্মায় রয়েছে, কিংবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। তোমরা একসঙ্গে খাও বা আলাদা আলাদা খাও, তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই। আর যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করো, তখন একে অপরকে সালাম দাও, আল্লাহর পক্ষ থেকে এক

অভিবাদন, বরকতময় ও পবিত্র। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে দেন, যাতে তোমরা বুদ্ধি খাটাও। (61)

প্রকৃত মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে, আর যখন তারা কোনো সমষ্টিগত কাজে তার সঙ্গে থাকে, তখন তার অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না। যারা তোমার কাছে অনুমতি চায় তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে। সুতরাং তারা যখন নিজেদের কোনো কাজের জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায়, তখন তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দাও, আর তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো: আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। রাসূলের আহ্বানকে তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরকে আহ্বান করার মতো গণ্য করো না। তোমাদের মধ্যে যারা একে অপরের আড়ালে চুপিসারে সরে পড়ে, আল্লাহ তাদের জানেন। সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সাবধান হোক, পাছে তাদের উপর কোনো পরীক্ষা এসে পড়ে, কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (62–63)

জেনে রাখো, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমরা যে অবস্থায় আছ তিনি তা ভালোভাবেই জানেন; আর যেদিন তাদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, সেদিন তারা যা করেছিল তিনি তা তাদের জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞানী। (64)

25. ফুরকান (আল-ফুরকান)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

বরকতময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান নাযিল করেছেন, যাতে সে সকল জগতের জন্য সতর্ককারী হয়—তিনি, যাঁর জন্য আসমান ও যমীনের রাজত্ব, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, রাজত্বে যাঁর কোনো শরীক নেই, যিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে যথাযথ পরিমাপে নির্ধারণ করেছেন। তবু তারা তাঁকে ছেড়ে এমন ইলাহ গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং নিজেরাই সৃষ্ট, যারা নিজেদেরও কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না, আর যাদের মৃত্যু, জীবন কিংবা পুনরুত্থানের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। (1–3)

যারা সত্য অস্বীকার করে তারা বলে, 'এ তো এক মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, যা সে রচনা করেছে, আর অন্য লোকেরা এ কাজে তাকে সাহায্য করেছে।' এভাবে তারা যুলুম ও মিথ্যাই নিয়ে এসেছে। আর তারা বলে, 'এ তো পূর্ববর্তীদের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; সকাল-সন্ধ্যায় এগুলো তাকে পড়ে শোনানো হয়।' বলো, 'এ নাযিল করেছেন তিনি, যিনি আসমান ও যমীনের গোপন রহস্য জানেন। তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।'[31] (4-6)

তারা বলে, 'এ কেমন রাসূল, যে খাবার খায় এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হল না কেন, যে তার সঙ্গে সতর্ককারী হত? কিংবা তার কাছে কোনো ধনভাণ্ডার নামিয়ে দেওয়া হল না কেন, অথবা তার এমন কোনো বাগান নেই কেন যা থেকে সে খেত?' আর যালিমরা বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত লোকেরই অনুসরণ করছ।' দেখো, তারা তোমার জন্য কেমন সব উপমা দেয়! ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, আর কোনো পথ খুঁজে পায় না। বরকতময় তিনি, যিনি চাইলে তোমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দিতে পারেন: এমন উদ্যান, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, আর প্রাসাদসমূহও। (7–10)

আসলে তারা কিয়ামতের আগমনকেই মিথ্যা বলে।[32] আর যারা কিয়ামতকে মিথ্যা বলে তাদের জন্য আমি জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি। যখন তা দূর থেকে তাদের দেখবে, তারা তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুংকার শুনতে পাবে। আর যখন তাদের একসঙ্গে শিকলে বেঁধে তার কোনো সংকীর্ণ

---

[31] এগুলো কুরআনের মৌলিক আয়াত। অতীতের খ্রিস্টান তার্কিকেরা এবং আজকের নাস্তিক সমালোচকেরা কুরআনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন সমালোচনা পেশ করেন, আর আল্লাহ এর এক অত্যন্ত সুসংগত জবাব দিয়েছেন। এই কুরআন যদি আসমান ও যমীনের এমন সব রহস্য প্রকাশ করে যা মুহাম্মাদের জানার কথা ছিল না, তবে এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে কুরআন সর্বজ্ঞ সত্তার বাণী। ভাষ্যকাররা আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে যে সংগতি দেখান, তা এই যুক্তিরই একটি ধারা। এই অনুবাদের বেশ কয়েকটি টীকা কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞানের অনুরণন নিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, 21:30-33 ও 51:47-49।

[32] আল্লাহকে অস্বীকার করা বা নাস্তিক্যবাদ এবং পরকাল বা জবাবদিহিকে অস্বীকার করা হাত ধরাধরি করে চলে। কুরআনে এ কথা বেশ কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। 41 নম্বর সূরা, হা মীম সাজদার শেষ আয়াতটিও দেখুন।

স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। 'আজ এক ধ্বংস ডেকো না; বরং বহু ধ্বংস ডাকো!' বলো, 'এটা উত্তম, না চিরস্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ-সচেতনদের দেওয়া হয়েছে, যা হবে তাদের পুরস্কার ও শেষ গন্তব্য? সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই পাবে, আর চিরকাল থাকবে—এ এমন প্রতিশ্রুতি, যা পূর্ণ করা তোমার প্রতিপালক নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন।' যেদিন তিনি তাদের এবং আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদের ইবাদত করত তাদের একত্র করবেন, সেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরাই কি আমার এই বান্দাদের পথভ্রষ্ট করেছিলে, নাকি তারা নিজেরাই পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল?' তারা বলবে, 'তুমি মহাপবিত্র! তোমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা আমাদের জন্য শোভা পেত না; বরং তুমি তাদের ও তাদের বাপ-দাদাদের ভোগ করতে দিয়েছিলে, অবশেষে তারা উপদেশবাণী ভুলে গেল এবং এক ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হল।' আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা যা বলছ তাতে এরা তো তোমাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল; এখন তোমরা না শাস্তি ফেরাতে পারবে, না কোনো সাহায্য পাবে।' তোমাদের মধ্যে যে যুলুম করবে, আমি তাকে বিরাট শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব। (11–19)

হে নবী, তোমার আগে আমি যে রাসূলদের পাঠিয়েছি তারা সবাই খাবার খেত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের একজনকে অন্যজনের জন্য পরীক্ষা বানিয়েছি: তোমরা কি ধৈর্য ধারণ করবে? তোমার প্রতিপালক সব কিছু দেখেন। যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না তারা বলে, 'আমাদের কাছে ফেরেশতাদের নাযিল করা হল না কেন? কিংবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখি না কেন?' তারা নিজেদের মনে অহংকারে ভরে উঠেছে, আর ভয়ংকর ঔদ্ধত্যে মেতে উঠেছে। যেদিন তারা ফেরেশতাদের দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোনো সুসংবাদ থাকবে না, আর ফেরেশতারা বলবে, 'তোমাদের ও আনন্দের মাঝে রয়েছে এক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর!' তারা যে কাজকর্মই করেছিল আমি তার দিকে এগিয়ে যাব এবং তাকে উড়ন্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। সেদিন জান্নাতের অধিবাসীদের থাকবে উত্তম আবাস ও মনোরম বিশ্রামস্থল। যেদিন মেঘমালাসহ আকাশ বিদীর্ণ হবে, আর ফেরেশতাদের দলে দলে নামিয়ে দেওয়া হবে, সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে পরম করুণাময়েরই; আর সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য সেদিনটি হবে কঠিন। সেদিন যালিম নিজের হাত কামড়াবে এবং বলবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সঙ্গে একই পথ ধরতাম! হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম! আমার কাছে উপদেশবাণী আসার পর সে-ই আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল।' শয়তান শেষ পর্যন্ত মানুষকে একা ফেলে চলে যায়। (20–29)

রাসূল বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য বানিয়ে নিয়েছে।' এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু বানিয়েছি; কিন্তু পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট। (30–31)

যারা সত্য অস্বীকার করে তারা বলে, 'তার প্রতি কুরআন একবারে একসঙ্গে নাযিল করা হল না কেন?' এমনই করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমার অন্তরকে সুদৃঢ় করি; আর আমি একে থেমে থেমে, স্পষ্ট করে তিলাওয়াত করেছি। তারা তোমার কাছে যে আপত্তিই নিয়ে আসে, আমি তোমাকে তার সত্য জবাব ও উত্তম ব্যাখ্যা এনে দিই।[33] (32–33)

যাদের মুখের উপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে—তাদের অবস্থানই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, আর তারাই পথ থেকে সবচেয়ে বেশি বিচ্যুত। (33–34)

আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, আর তার ভাই হারূনকে তার সহযোগী নিযুক্ত করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, 'তোমরা দুজন সেই সম্প্রদায়ের কাছে যাও, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে।' তারপর আমি তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিলাম। আর নূহের সম্প্রদায়: যখন তারা রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলল, আমি তাদের ডুবিয়ে দিলাম এবং তাদের মানবজাতির জন্য এক নিদর্শন বানালাম। যালিমদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আদ, সামূদ, রাসবাসী এবং এদের মধ্যবর্তী বহু প্রজন্ম: তাদের প্রত্যেকের জন্য আমি সতর্কতাস্বরূপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম, আর প্রত্যেককেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। এরা তো সেই জনপদের পাশ দিয়ে যাতায়াত করেছে, যার উপর অশুভ বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। তবে কি তারা তা দেখেনি? না—বরং তারা পুনরুত্থানের আশাই রাখে না। তারা যখন তোমাকে দেখে, তখন তোমাকে কেবল ঠাট্টার পাত্র বানায়: 'এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন? সে তো আমাদের আমাদের উপাস্যদের থেকে প্রায় বিচ্যুত করেই ফেলত, যদি আমরা তাদের উপর অবিচল না থাকতাম।' যখন তারা শাস্তি দেখবে, তখন জানতে পারবে কে পথ থেকে বেশি বিচ্যুত। তুমি কি তাকে দেখেছ, যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তবে কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে? নাকি তুমি মনে করো যে তাদের অধিকাংশ শোনে কিংবা বুদ্ধি খাটায়? তারা তো গবাদিপশুর মতোই—না, বরং তারা পথ থেকে আরও বেশি বিচ্যুত। (35–44)

তুমি কি দেখো না, তোমার প্রতিপালক কীভাবে ছায়াকে প্রসারিত করেন? তিনি চাইলে তাকে স্থির করে রাখতে পারতেন। তারপর আমি সূর্যকে তার নির্দেশক বানিয়েছি, তারপর আমি তাকে ধীরে ধীরে নিজের দিকে গুটিয়ে আনি। তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণ, ঘুমকে করেছেন বিশ্রাম, আর দিনকে করেছেন জেগে ওঠার সময়। তিনিই তাঁর রহমতের আগে আগে বাতাসকে সুসংবাদ হিসেবে পাঠান; আর আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করি, যাতে তা দিয়ে মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করি, এবং আমার সৃষ্ট বহু গবাদিপশু ও মানুষকে তা পান করাই। আমি মানুষের কাছে বারবার এ বর্ণনা করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু অধিকাংশ

[33] ইতিহাসের ময়দানে ওহী: কুরআন 25:32–33-এর একটি ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স

মানুষ অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর সব কিছু প্রত্যাখ্যান করে। আমি চাইলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী পাঠাতে পারতাম। সুতরাং যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের কথা মেনো না, বরং এর মাধ্যমে, অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে, তাদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাও। (45–52)

তিনিই দুই জলরাশিকে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট ও সুপেয়, অন্যটি লোনা ও তিক্ত, আর উভয়ের মাঝে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরাল, এক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর। তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে রক্তের ও বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়তা দান করেছেন।[34] তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান। তবু তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর ইবাদত করে যা তাদের উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। যে সত্য অস্বীকার করে সে সর্বদাই তার প্রতিপালকের বিরুদ্ধপক্ষের সহায়ক। আমি তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই পাঠিয়েছি। বলো, 'আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, কেবল এটুকুই যে, যার ইচ্ছা সে যেন তার প্রতিপালকের দিকে পথ ধরে।' ভরসা করো সেই চিরঞ্জীবের উপর, যিনি কখনো মরবেন না, আর তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করো। তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে অবহিত হিসেবে তিনিই যথেষ্ট—যিনি আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা ছয়টি মহাকালে সৃষ্টি করেছেন, তারপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন: তিনি পরম করুণাময়। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে এমন কাউকে জিজ্ঞাসা করো যে সম্যক অবহিত। যখন তাদের বলা হয়, 'পরম করুণাময়কে সিজদা করো,' তারা বলে, 'পরম করুণাময় আবার কী? তুমি আমাদের যাকে আদেশ করবে আমরা কি তাকেই সিজদা করব?' আর এতে তাদের বিমুখতাই কেবল বাড়ে। বরকতময় তিনি, যিনি আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ স্থাপন করেছেন, আর তাতে স্থাপন করেছেন এক প্রদীপ ও এক আলোকময় চাঁদ। তিনিই রাত ও দিনকে একে অপরের পিছনে আগমনকারী করেছেন, তার জন্য যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়।[35] (53–62)

পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে, আর অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদের সম্বোধন করে, তারা বলে, 'সালাম'; যারা তাদের প্রতিপালকের সামনে সিজদায় ও দাঁড়িয়ে রাত কাটায়; যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি ফিরিয়ে রাখো, কারণ তার শাস্তি তো নাছোড় যন্ত্রণা; তা আবাস ও বিশ্রামস্থল হিসেবে কতই না মন্দ'; যারা ব্যয় করার সময় অপচয়ও করে না, কৃপণতাও করে না, বরং এ দুয়ের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে; যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যে প্রাণকে পবিত্র করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না, আর ব্যভিচারও করে না—যে এসব করবে

[34] নবী মুহাম্মাদ ঘটনাচক্রে এই গভীর বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা জেনে ফেলতে পারতেন না। আরও বহু আয়াতের মতো এ আয়াতও এক সর্বজ্ঞ উৎসের কথা বলে। 21:30 ও 24:45 আয়াতেও এর উল্লেখ আছে।

[35] **কুরআন কেন একটি সূরার নাম নক্ষত্রপুঞ্জের নামে রেখেছে?**

সে পাপের শাস্তির সম্মুখীন হবে: কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে, আর সে তাতে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে—তবে তারা ছাড়া, যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে: আল্লাহ তাদের মন্দ কাজগুলোকে ভালো কাজে বদলে দেবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। আর যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে তো সত্যিই তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। তারা সেই লোকও, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, আর অনর্থক কথাবার্তার পাশ দিয়ে গেলে মর্যাদার সঙ্গে পাশ কাটিয়ে যায়; যাদের তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে তারা তার উপর বধির ও অন্ধের মতো পড়ে থাকে না; আর যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকে আমাদের চোখের শীতলতা দান করো, আর আমাদের আল্লাহ-সচেতনদের জন্য আদর্শ বানাও।' এদের ধৈর্যের বিনিময়ে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে, আর সেখানে তাদের অভিবাদন ও সালামের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানানো হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে—আবাস ও বিশ্রামস্থল হিসেবে তা কতই না উত্তম! বলো, 'তোমাদের প্রার্থনা না থাকলে আমার প্রতিপালক তোমাদের কোনো পরোয়াই করতেন না। কিন্তু তোমরা সত্যকে মিথ্যা বলেছ, সুতরাং শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হবে।' (63–77)

26. কবিগণ (আশ-শুআরা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

ত্বা সীন মীম। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (1–2)

হে নবী, তারা ঈমান আনছে না বলে দুঃখে হয়তো তুমি নিজেকেই শেষ করে ফেলবে। আমি চাইলে তাদের উপর আকাশ থেকে এমন এক নিদর্শন নাযিল করতে পারি, যার সামনে তাদের ঘাড় বিনয়ে নত হয়ে থাকবে। তবু পরম করুণাময়ের পক্ষ থেকে তাদের কাছে যখনই কোনো নতুন উপদেশ আসে, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা তো মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, সুতরাং যা নিয়ে তারা উপহাস করত তার খবর অবশ্যই তাদের কাছে আসবে। তারা কি যমীনের দিকে তাকায় না—আমি তাতে কত রকমের উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদগত করেছি?[36] নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে, তবু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনার নয়। আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু।[37] (3–9)

যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বললেন: 'যালিম সম্প্রদায়ের কাছে যাও, ফিরআউনের সম্প্রদায়ের কাছে। তারা কি আল্লাহ-সচেতন হবে না?' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার আশঙ্কা হয়, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে, আর আমার বুক সংকুচিত হয়ে যাবে এবং আমার জিহ্বা সাবলীলভাবে চলবে না; সুতরাং হারূনকেও ডেকে পাঠাও। আর আমার বিরুদ্ধে তাদের একটি অপরাধের অভিযোগও আছে, তাই আমার ভয় হয়, তারা আমাকে হত্যা করবে।' তিনি বললেন, 'কখনোই নয়! তোমরা দুজন আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে যাও; আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সব শুনছি। ফিরআউনের কাছে যাও এবং বলো: আমরা সকল জগতের প্রতিপালকের রাসূল—বনী ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।' (10–17)

ফিরআউন বলল, 'আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি, আর তুমি কি তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটাওনি? তারপর তুমি তোমার সেই কাজটি করেছ যা তুমি করেছ—তুমি তো অকৃতজ্ঞদের একজন।' সে বলল, 'আমি তা তখন করেছিলাম, যখন আমি ছিলাম পথ না-জানা লোকদের একজন। তারপর যখন আমি তোমাদের ভয় করলাম, তখন তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম; তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে বিচারবুদ্ধি

[36] **"তারা কি যমীনের দিকে তাকিয়ে দেখে না?" — কুরআন 26:7-এর একটি ভাষ্য**

[37] **উদ্ভিদজগৎ: কুরআন অনুযায়ী আল্লাহর উলূহিয়াতের একটি প্রমাণ**
আল্লাহ স্রষ্টা, উদ্ভাবক ও রূপদাতা: উদ্ভিদের রাজ্য

দান করলেন এবং আমাকে রাসূলদের একজন বানালেন। আর এ-ই কি সেই অনুগ্রহ, যার খোঁটা তুমি আমাকে দিচ্ছ—যে তুমি বনী ইসরাঈলকে দাস বানিয়ে রেখেছ?' (18–22)

ফিরআউন বলল, 'সকল জগতের প্রতিপালক আবার কী?' সে বলল, 'আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে!' সে তার চারপাশের লোকদের বলল, 'তোমরা কি শুনছ না?' মূসা বলল, 'তিনি তোমাদের প্রতিপালক, এবং তোমাদের আগের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।' ফিরআউন বলল, 'তোমাদের এই রাসূল, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, সে তো নিশ্চয়ই পাগল।' মূসা বলল, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিম এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার প্রতিপালক, যদি তোমরা বুঝতে!' ফিরআউন বলল, 'তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত করব।' মূসা বলল, 'আমি যদি তোমার কাছে সুস্পষ্ট কিছু নিয়ে আসি, তবুও?' সে বলল, 'তবে তা নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।' তখন সে তার লাঠি নিক্ষেপ করল, আর তৎক্ষণাৎ তা এক স্পষ্ট অজগর হয়ে গেল; আর সে তার হাত বের করল, আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের সামনে শুভ্র উজ্জ্বল দেখাল। ফিরআউন তার চারপাশের সভাসদদের বলল, 'এ তো নিশ্চয়ই এক দক্ষ জাদুকর, সে তার জাদু দিয়ে তোমাদের তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এখন তোমরা কী পরামর্শ দাও?' তারা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে কিছুকাল অবকাশ দিন, আর শহরে শহরে সংগ্রাহক পাঠান, যারা আপনার কাছে সব দক্ষ জাদুকরকে নিয়ে আসবে।' তারপর এক সুনির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে জাদুকরদের একত্র করা হল, আর লোকদের বলা হল, 'তোমরাও কি সমবেত হবে, যাতে জাদুকররা বিজয়ী হলে আমরা তাদেরই অনুসরণ করতে পারি?' (23–40)

যখন জাদুকররা এল, তারা ফিরআউনকে বলল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?' সে বলল, 'হ্যাঁ, আর তখন তোমরা আমার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' মূসা তাদের বলল, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করার আছে তা নিক্ষেপ করো।' তখন তারা তাদের দড়ি ও লাঠি নিক্ষেপ করল, আর বলল, 'ফিরআউনের ইজ্জতের শপথ, আমরাই বিজয়ী হব।' তারপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, আর তৎক্ষণাৎ তা তাদের মিথ্যা সৃষ্টিগুলো গিলে ফেলতে লাগল। আর জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল, 'আমরা সকল জগতের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম, যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।' ফিরআউন বলল, 'আমি তোমাদের অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে! সে নিশ্চয়ই তোমাদের প্রধান, যে তোমাদের জাদু শিখিয়েছে—তবে শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আমি বিপরীত দিক থেকে তোমাদের হাত ও পা কেটে ফেলব, আর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব।' তারা বলল, 'কোনো ক্ষতি নেই: আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যাব। আমরা আশা করি, আমাদের প্রতিপালক আমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন, যেহেতু আমরাই প্রথম ঈমান এনেছি।' (41–51)

তারপর আমি মূসাকে ওহী করলাম: 'আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের বেলায় বেরিয়ে পড়ো, কারণ তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।' আর ফিরআউন শহরে শহরে সংগ্রাহক পাঠাল: 'এরা তো এক ক্ষুদ্র দল, আর এরা আমাদের ক্রুদ্ধ করে তুলেছে, অথচ আমরা এক বিশাল বাহিনী, সবাই সদা সতর্ক।' এভাবে আমি তাদের বের করে আনলাম উদ্যান ও ঝরনা থেকে, ধনভাণ্ডার ও সম্মানজনক আবাস থেকে—এমনই হয়েছিল; আর আমি বনী ইসরাঈলকে এসবের উত্তরাধিকারী করলাম। সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পিছু ধাওয়া করল, আর যখন দুই দল পরস্পরকে দেখতে পেল, মূসার সঙ্গীরা বলল, 'আমরা তো নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গেলাম!' সে বলল, 'কখনোই নয়! আমার প্রতিপালক আমার সঙ্গে আছেন; তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।' তখন আমি মূসাকে ওহী করলাম: 'তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করো।' আর তা বিভক্ত হয়ে গেল, আর প্রত্যেক ভাগ হয়ে গেল বিশাল পাহাড়ের মতো। আর আমি অপর দলটিকে সেই জায়গার কাছে নিয়ে এলাম, আর মূসা ও তার সঙ্গীদের সবাইকে রক্ষা করলাম; তারপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে, তবু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনার নয়। আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু। (52–68)

তাদের কাছে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও, যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, 'তোমরা কিসের ইবাদত করো?' তারা বলল, 'আমরা মূর্তির পূজা করি, আর আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের পূজায় লেগে থাকি।' সে বলল, 'তোমরা যখন ডাকো তখন কি তারা তোমাদের কথা শোনে, কিংবা তারা কি তোমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে?' তারা বলল, 'না, তবে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এমনই করতে দেখেছি।' সে বলল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, কিসের ইবাদত তোমরা করে আসছ, তোমরা এবং তোমাদের আগের বাপ-দাদারা? তারা সবাই আমার শত্রু—সকল জগতের প্রতিপালক ছাড়া, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই আমাকে পথ দেখান; যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান; আর যখন আমি অসুস্থ হই, তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন; যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর আমাকে জীবন দেবেন; আর যাঁর কাছে আমি আশা করি যে তিনি বিচার দিনে আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবেন। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে বিচারবুদ্ধি দান করো এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সঙ্গে মিলিত করো; পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে আমার সুখ্যাতি রেখে দাও; আমাকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো; আমার পিতাকে ক্ষমা করো, সে তো পথভ্রষ্টদের একজন; আর যেদিন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না, যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না, তবে সে ছাড়া যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে।' (69–89)

আল্লাহ-সচেতনদের জন্য জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে, আর পথভ্রষ্টদের সামনে জ্বলন্ত আগুনকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, আর তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, 'কোথায় তারা, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত করতে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, কিংবা নিজেদের

সাহায্য করতে পারে?' তারপর তাদের তাতে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে, তাদের এবং পথভ্রষ্টদের, আর ইবলীসের বাহিনীকেও, সবাইকে একসঙ্গে। সেখানে তারা পরস্পর ঝগড়া করতে করতে বলবে, 'আল্লাহর শপথ, আমরা তো সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিলাম, যখন আমরা তোমাদের সকল জগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম। অপরাধীরাই তো আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, আর এখন আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই, কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই। হায়, যদি আমরা আর একবার সুযোগ পেতাম, তবে আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!' নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে, তবু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনার নয়। আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু। (90–104)

নূহের সম্প্রদায় রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল, যখন তাদের ভাই নূহ তাদের বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ-সচেতন হবে না? আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল, সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো এবং আমার আনুগত্য করো। এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; আমার পারিশ্রমিক কেবল সকল জগতের প্রতিপালকেরই কাছে। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো এবং আমার আনুগত্য করো।' তারা বলল, 'আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব, অথচ সবচেয়ে নিচু স্তরের লোকেরাই তোমার অনুসরণ করে?' সে বলল, 'তারা কী করত সে সম্পর্কে আমার কী জ্ঞান আছে? তাদের হিসাব তো কেবল আমার প্রতিপালকেরই কাছে, যদি তোমরা উপলব্ধি করতে! আমি মুমিনদের তাড়িয়ে দেওয়ার নই; আমি তো কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।' তারা বলল, 'হে নূহ, তুমি যদি বিরত না হও, তবে তোমাকে অবশ্যই পাথর মেরে হত্যা করা হবে।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, সুতরাং আমার ও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দাও, আর আমাকে ও আমার সঙ্গী মুমিনদের রক্ষা করো।' তারপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের বোঝাই নৌকায় রক্ষা করলাম, আর এর পর বাকিদের ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে, তবু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনার নয়। আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু। (105–122)

আদ জাতি রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল, যখন তাদের ভাই হূদ তাদের বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ-সচেতন হবে না? আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল, সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো এবং আমার আনুগত্য করো। এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; আমার পারিশ্রমিক কেবল সকল জগতের প্রতিপালকেরই কাছে। তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে নিছক খেয়ালের বশে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছ, আর এমন সব দুর্গ গড়ে তুলছ যেন তোমরা চিরকাল বেঁচে থাকবে? আর যখন তোমরা কাউকে পাকড়াও করো, তখন কি স্বৈরাচারীর মতো পাকড়াও করো? সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো এবং আমার আনুগত্য করো। তাঁর সম্পর্কে সচেতন থাকো, যিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন সেই সব কিছু দিয়ে যা

তোমরা জানো: তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন গবাদিপশু ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে, আর উদ্যান ও ঝরনা দিয়ে। আমি তোমাদের জন্য এক ভয়াবহ দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।' তারা বলল, 'তুমি উপদেশ দাও কিংবা উপদেশদাতাদের একজন না-ই হও, আমাদের কাছে উভয়ই সমান। এ তো পূর্ববর্তীদেরই রীতি ছাড়া আর কিছু নয়, আর আমাদের শাস্তি দেওয়া হবে না।' এভাবে তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, আর আমি তাদের ধ্বংস করে দিলাম। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে, তবু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনার নয়। আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু। (123–140)

সামূদ জাতি রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল, যখন তাদের ভাই সালিহ তাদের বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ-সচেতন হবে না? আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল, সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো এবং আমার আনুগত্য করো। এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; আমার পারিশ্রমিক কেবল সকল জগতের প্রতিপালকেরই কাছে। তোমাদের কি এখানে যা আছে তার মধ্যে নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে—উদ্যান ও ঝরনার মধ্যে, শস্যক্ষেত ও কোমল মোচাবিশিষ্ট খেজুর বাগানের মধ্যে? আর তোমরা তো বড় নৈপুণ্যের সঙ্গে পাহাড় কেটে ঘর বানাও। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো এবং আমার আনুগত্য করো, আর সীমালঙ্ঘনকারীদের নির্দেশ মেনো না, যারা দেশে বিপর্যয় ছড়ায় এবং সংশোধন করে না।' তারা বলল, 'তুমি তো জাদুগ্রস্তদের একজন মাত্র। তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। সুতরাং কোনো নিদর্শন নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।' সে বলল, 'এই একটি উটনী: তার জন্য রয়েছে পানি পানের পালা, আর তোমাদের জন্য রয়েছে পানি পানের পালা, প্রত্যেকের এক নির্ধারিত দিনে। মন্দ উদ্দেশ্যে একে স্পর্শ করো না, করলে এক ভয়াবহ দিনের শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করবে।' কিন্তু তারা তার পায়ের রগ কেটে দিল, তারপর অনুতপ্ত হল, কারণ শাস্তি তাদের পাকড়াও করল। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে, তবু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনার নয়। আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু। (141–159)

লূতের সম্প্রদায় রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল, যখন তাদের ভাই লূত তাদের বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ-সচেতন হবে না? আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল, সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো এবং আমার আনুগত্য করো। এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; আমার পারিশ্রমিক কেবল সকল জগতের প্রতিপালকেরই কাছে। জগতের সব সৃষ্টির মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের কাছে যাও, আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন তাদের ছেড়ে দাও? না—বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।' তারা বলল, 'হে লূত, তুমি যদি বিরত না হও, তবে তোমাকে অবশ্যই বের করে দেওয়া হবে।' সে বলল, 'আমি তোমাদের এ কাজকে যারা ঘৃণা করে তাদের একজন। হে আমার প্রতিপালক, তারা যা করে তা থেকে আমাকে ও আমার পরিবারকে রক্ষা করো।' তারপর আমি তাকে ও তার

পরিবারের সবাইকে রক্ষা করলাম, এক বৃদ্ধা ছাড়া, যে পিছনে রয়ে গেল। তারপর বাকিদের ধ্বংস করে দিলাম, আর তাদের উপর এক বৃষ্টি বর্ষণ করলাম—যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্য সে বৃষ্টি কতই না নিকৃষ্ট! নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে, তবু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনার নয়। আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু। (160–175)

বনের অধিবাসীরা রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল, যখন শুআইব তাদের বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ-সচেতন হবে না? আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল, সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো এবং আমার আনুগত্য করো। এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; আমার পারিশ্রমিক কেবল সকল জগতের প্রতিপালকেরই কাছে। মাপ পূর্ণ করে দাও, আর যারা লোকসান ঘটায় তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না; সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো; মানুষকে তাদের প্রাপ্য জিনিস কম দিয়ো না, আর দেশে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়িয়ো না। তাঁর সম্পর্কে সচেতন থাকো, যিনি তোমাদের এবং পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।' তারা বলল, 'তুমি তো জাদুগ্রস্তদের একজন মাত্র। তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও, আর আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের একজনই মনে করি। সুতরাং আকাশের একটি টুকরো আমাদের উপর ফেলে দাও, যদি তুমি সত্যবাদী হও।' সে বলল, 'তোমরা যা করো আমার প্রতিপালক তা সবচেয়ে ভালো জানেন।' এভাবে তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, ফলে ছায়ার দিনের শাস্তি তাদের পাকড়াও করল; তা ছিল এক ভয়াবহ দিনের শাস্তি। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে, তবু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনার নয়। আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু। (176–191)

নিশ্চয়ই এ সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত: হে নবী, বিশ্বস্ত রূহ একে তোমার অন্তরে নামিয়ে এনেছে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের একজন হও, সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। আর নিশ্চয়ই এর উল্লেখ পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহেও রয়েছে। তাদের জন্য কি এ এক নিদর্শন নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলিমরা একে জানে? আমি যদি একে কোনো অনারবের উপর নাযিল করতাম, আর সে তাদের কাছে তা পাঠ করত, তবু তারা এতে ঈমান আনত না। এভাবেই আমি অপরাধীদের অন্তরে তা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি: তারা এতে ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখে, আর তা তাদের কাছে হঠাৎ এসে পড়বে, তারা টেরও পাবে না, তখন তারা বলবে, 'আমাদের কি অবকাশ দেওয়া হবে?' তবে কি তারা আমার শাস্তি তাড়াতাড়ি চাইছে? তুমি কি ভেবে দেখেছ—আমি যদি তাদের বহু বছর ভোগ করতে দিই, তারপর তাদের যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা তাদের উপর এসে পড়ে, তখন তাদের যা কিছু ভোগ করতে দেওয়া হয়েছিল তা তাদের কোন কাজে আসবে? আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করিনি তার জন্য সতর্ককারী না থাকা অবস্থায়, উপদেশ হিসেবে; আর আমি কখনো যালিম নই। (192–209)

শয়তানরা একে নিয়ে নামেনি: এ তাদের জন্য শোভা পায় না, আর তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। তাদের তো শোনা থেকেও বহু দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহকে ডেকো না, ডাকলে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করো, আর যে মুমিনরা তোমার অনুসরণ করে তাদের জন্য তোমার ডানা নত করে দাও। আর যদি তারা তোমার অবাধ্য হয়, তবে বলো, 'তোমরা যা করো তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।' আর ভরসা করো সেই পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালুর উপর, যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি নামাযে দাঁড়াও, আর সিজদাকারীদের মধ্যে তোমার ওঠাবসাও দেখেন। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আমি কি তোমাদের জানাব, শয়তানরা কার উপর নামে? তারা নামে প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীর উপর: তারা যা শুনে তা-ই পৌঁছে দেয়, আর তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। আর কবিদের ব্যাপার হল, পথভ্রষ্টরাই তাদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখো না যে, তারা প্রতিটি উপত্যকায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর তারা এমন কথা বলে যা তারা করে না? তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে, এবং নির্যাতিত হওয়ার পর আত্মরক্ষা করে। আর যারা যুলুম করে তারা শীঘ্রই জানতে পারবে কোন পরিণতির দিকে তারা ফিরে যাচ্ছে। (210–227)

27. পিঁপড়া (আন-নামল)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

ত্বা সীন। এগুলো কুরআনের, এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত, মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ, যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, আর যারা আখিরাতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রাখে। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের কাজকর্ম তাদের কাছে শোভন করে দিয়েছি, তাই তারা অন্ধের মতো ঘুরে বেড়ায়। এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম শাস্তি, আর আখিরাতে তারাই হবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। আর হে নবী, নিশ্চয়ই তোমাকে এই কুরআন দেওয়া হচ্ছে এমন এক সত্তার পক্ষ থেকে যিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (1–6)

মূসা তার পরিবারকে বলল, 'আমি এক আগুন দেখতে পেয়েছি। আমি তোমাদের জন্য সেখান থেকে কোনো খবর নিয়ে আসব, কিংবা একটি জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো।' যখন সে তার কাছে এল, এক আওয়াজ ডেকে বলল: 'বরকতময় সে, যে এ আগুনের মধ্যে আছে এবং যারা এর চারপাশে আছে! আর আল্লাহ মহাপবিত্র, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক! হে মূসা, আমিই আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো।' কিন্তু যখন সে তাকে সাপের মতো ছুটোছুটি করতে দেখল, সে পিঠ ফিরিয়ে পালাল এবং পিছন ফিরে তাকাল না। 'হে মূসা, ভয় করো না: আমার কাছে রাসূলরা ভয় পায় না, তবে যে যুলুম করে, তারপর মন্দের বদলে ভালো কাজ করে—তবে আমি তো পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। তোমার হাত তোমার জামার ভিতরে ঢোকাও: তা কোনো ক্ষতি ছাড়াই শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে বের হবে—এ ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের জন্য নয়টি নিদর্শনের একটি। তারা তো এক অবাধ্য সম্প্রদায়।' (7–12)

কিন্তু যখন আমার নিদর্শনসমূহ চোখ খুলে দেওয়ার মতো স্পষ্ট হয়ে তাদের কাছে এল, তারা বলল, 'এ তো স্পষ্ট জাদু।' আর তারা যুলুম ও অহংকারবশত সেগুলো অস্বীকার করল, যদিও তাদের অন্তর সেগুলোকে নিশ্চিত সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। সুতরাং দেখো, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল। (13–14)

আমি দাঊদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম, আর তারা বলেছিল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি তাঁর বহু মুমিন বান্দার উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।' সুলাইমান দাঊদের উত্তরাধিকারী হল, আর সে বলল, 'হে লোকসকল, আমাদের পাখিদের ভাষা শেখানো হয়েছে, আর আমাদের সব কিছু থেকে দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এ সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।' সুলাইমানের সামনে তার জিন, মানুষ ও পাখিদের বাহিনীকে সমবেত করা হল, আর তাদের সুবিন্যস্ত সারিতে রাখা হল, অবশেষে যখন তারা পিঁপড়াদের উপত্যকায় পৌঁছল, একটি পিঁপড়া বলল, 'হে পিঁপড়ারা,

তোমাদের বাসায় ঢুকে পড়ো, নইলে সুলাইমান ও তার বাহিনী অজান্তেই তোমাদের পিষে ফেলবে।' তার কথায় সে মৃদু হেসে উঠল, আর বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই অনুগ্রহের শোকর আদায় করতে পারি যা তুমি আমার ও আমার পিতা-মাতার উপর করেছ, আর এমন সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ করো, আর নিজ রহমতে আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো।' (15–19)

সুলাইমান পাখিদের খোঁজখবর নিল এবং বলল, 'কী ব্যাপার, আমি হুদহুদকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিতদের একজন? আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব, কিংবা তাকে যবেহ করব, যদি না সে আমার কাছে কোনো সুস্পষ্ট কারণ পেশ করে।' কিন্তু হুদহুদ বেশি দেরি করল না। সে এসে বলল, 'আমি এমন কিছু জেনে এসেছি যা আপনি জানেন না। আমি সাবা থেকে আপনার কাছে এক নিশ্চিত খবর নিয়ে এসেছি। আমি এক নারীকে তাদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি, তাকে সব কিছু থেকে দেওয়া হয়েছে, আর তার রয়েছে এক বিশাল সিংহাসন। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখেছি তারা আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের কাজকর্ম তাদের কাছে শোভন করে দেখিয়েছে এবং তাদের সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে, তাই তারা পথ পায় না—ফলে তারা আল্লাহকে সিজদা করে না, যিনি আসমান ও যমীনের গোপন বস্তু বের করে আনেন, আর তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো তা জানেন। আল্লাহ—তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহান আরশের অধিপতি।' সুলাইমান বলল, 'আমরা দেখব তুমি সত্য বলেছ, না তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন। আমার এই চিঠি নিয়ে যাও এবং তা তাদের কাছে পৌঁছে দাও, তারপর তাদের কাছ থেকে সরে এসে দেখো তারা কী জবাব দেয়।' (20–28)

রানি বলল, 'হে সভাসদগণ, আমার কাছে এক সম্মানিত চিঠি পৌঁছানো হয়েছে। তা সুলাইমানের পক্ষ থেকে, আর তাতে বলা হয়েছে: পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। আমার বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য দেখিয়ো না, বরং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে চলে এসো।' সে বলল, 'হে সভাসদগণ, আমার এ ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও: তোমরা উপস্থিত না থাকলে আমি কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিই না।' তারা বলল, 'আমরা শক্তিশালী এবং যুদ্ধে প্রবল পরাক্রমশালী, তবে সিদ্ধান্ত আপনারই হাতে; সুতরাং ভেবে দেখুন আপনি কী আদেশ দেবেন।' সে বলল, 'রাজা-বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে, আর তার সম্মানিত অধিবাসীদের সবচেয়ে লাঞ্ছিত করে ছাড়ে। তারা এমনই করে থাকে। আমি তাদের কাছে একটি উপহার পাঠাচ্ছি, তারপর দেখব দূতেরা কী নিয়ে ফিরে আসে।' (29–35)

যখন তার দূত সুলাইমানের কাছে এল, সে বলল, 'তোমরা কি ধন-সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদের যা দিয়েছেন তার চেয়ে উত্তম। না—বরং তোমরাই তোমাদের উপহার নিয়ে উল্লসিত। তাদের কাছে ফিরে যাও: আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে এমন বাহিনী নিয়ে আসব যার মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই, আর আমরা তাদের

সেখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে বের করে দেব।' সে বলল, 'হে সভাসদগণ, তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার আগে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসবে?' জিনদের মধ্যে এক শক্তিশালী জিন বলল, 'আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার আগেই আমি তা আপনার কাছে নিয়ে আসব; এ কাজে আমি শক্তিমান, বিশ্বস্ত।' যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল, 'আপনার চোখের পলক পড়ার আগেই আমি তা আপনার কাছে নিয়ে আসব।' তারপর যখন সে তা নিজের সামনে রাখা দেখল, বলল, 'এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, আমাকে পরীক্ষা করার জন্য যে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞ হই। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে, আর যে অকৃতজ্ঞ হয়—তবে আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।' সে বলল, 'তার জন্য তার সিংহাসনের রূপ বদলে দাও; আমরা দেখব সে সঠিক দিশা পায়, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা দিশা পায় না।' তারপর যখন সে এল, তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমার সিংহাসন কি এ রকম?' সে বলল, 'এ তো যেন সেটিই।' সুলাইমান বলল, 'এর আগেই আমাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, আর আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী।' কিন্তু আল্লাহকে ছেড়ে সে যার ইবাদত করত তা-ই তাকে বাধা দিয়ে রেখেছিল, কারণ সে ছিল সত্য অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের একজন। তাকে বলা হল, 'প্রাসাদে প্রবেশ করো।' যখন সে তা দেখল, তাকে গভীর জলাশয় মনে করল এবং নিজের দু'পায়ের গোছা অনাবৃত করল। সুলাইমান বলল, 'এ তো স্বচ্ছ কাচ দিয়ে মসৃণ করে বাঁধানো প্রাসাদ।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি নিজের উপর যুলুম করেছি; আমি সুলাইমানের সঙ্গে সকল জগতের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।' (36–44)

সামূদ জাতির কাছে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালিহকে: 'আল্লাহর ইবাদত করো!' আর তৎক্ষণাৎ তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর ঝগড়া করতে লাগল। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কল্যাণের আগে অকল্যাণ কেন তাড়াতাড়ি চাইছ? তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও না কেন, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়?' তারা বলল, 'আমরা তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদের অশুভ লক্ষণ মনে করি।' সে বলল, 'তোমাদের শুভাশুভ তো আল্লাহরই কাছে। না—বরং তোমরা এমন সম্প্রদায় যাদের পরীক্ষায় ফেলা হচ্ছে।' সেই শহরে ছিল নয়জন লোক, যারা দেশে বিপর্যয় ছড়াত এবং সংশোধন করত না। তারা বলল, 'তোমরা পরস্পর আল্লাহর নামে শপথ করো যে, আমরা রাতের বেলায় তার ও তার পরিবারের উপর হামলা করব, তারপর তার অভিভাবককে বলব: আমরা তার পরিবারের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করিনি, আর আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।' তারা এক চক্রান্ত করল, আর আমিও এক কৌশল করলাম, অথচ তারা টেরও পেল না। সুতরাং দেখো, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কী হয়েছিল: আমি তাদের ও তাদের সম্প্রদায়ের সবাইকে ধ্বংস করে দিলাম। ওই তো তাদের ঘরবাড়ি, তাদের যুলুমের কারণে ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে আছে। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আর যারা ঈমান এনেছিল এবং আল্লাহ-সচেতন ছিল, আমি তাদের রক্ষা করলাম। (45–53)

আর লূত, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, 'তোমরা কি দেখেশুনে সেই অশ্লীল কাজ করছ? তোমরা কি নারীদের ছেড়ে কামবশত পুরুষদের কাছে যাও? না—বরং তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।' তার সম্প্রদায়ের একমাত্র জবাব ছিল এ কথা বলা, 'লূতের পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও: এরা তো এমন লোক যারা নিজেদের খুব পবিত্র রাখে!' তারপর আমি তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম, তার স্ত্রী ছাড়া: আমি স্থির করেছিলাম যে সে পিছনে রয়ে যাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আমি তাদের উপর এক বৃষ্টি বর্ষণ করলাম—যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্য সে বৃষ্টি কতই না নিকৃষ্ট! (54–58)

হে নবী, বলো, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, আর শান্তি তাঁর সেই বান্দাদের উপর যাদের তিনি মনোনীত করেছেন।' আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, না তারা যাদের শরীক করে? কে তিনি, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, যা দিয়ে আমি সৌন্দর্যে ভরা উদ্যান উদ্গত করি, যার গাছপালা উদ্গত করার ক্ষমতা তোমাদের কখনো ছিল না? আল্লাহর সঙ্গে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? না—বরং তারা এমন সম্প্রদায় যারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়। কে তিনি, যিনি যমীনকে করেছেন স্থির বাসস্থান, তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন, তার উপর সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, আর দুই সাগরের মাঝে অন্তরাল রেখে দিয়েছেন? আল্লাহর সঙ্গে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? না—বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। কে তিনি, যিনি অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে, কষ্ট দূর করেন, আর তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানান? আল্লাহর সঙ্গে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? তোমরা কত অল্পই চিন্তা-ভাবনা করো! কে তিনি, যিনি স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমাদের পথ দেখান, আর তাঁর রহমতের আগাম সুসংবাদ হিসেবে বাতাস পাঠান? আল্লাহর সঙ্গে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? তারা যা শরীক করে আল্লাহ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে। কে তিনি, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তার পুনরাবৃত্তি করেন, আর যিনি তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে জীবিকা দেন? আল্লাহর সঙ্গে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? বলো, 'তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো।' (59–64)

বলো, 'আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না; আর তারা এও জানে না কবে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে।' না—বরং আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে; না—বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহে আছে; না—বরং তারা এ বিষয়ে অন্ধ। যারা সত্য অস্বীকার করে তারা বলে, 'আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা যখন মাটি হয়ে যাব, তখন কি সত্যিই আমাদের বের করে আনা হবে? আমাদের এবং আমাদের বাপ-দাদাদেরও আগে এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল: এ তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।' বলো, 'পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল।' তাদের জন্য দুঃখ করো না, আর তারা যে চক্রান্ত করে তাতে মনঃক্ষুণ্ণও হয়ো না। তারা বলে, 'তোমরা সত্যবাদী হলে এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?' বলো, 'হতে

পারে, তোমরা যা তাড়াতাড়ি চাইছ তার কিছু অংশ তোমাদের একেবারে পিছনেই এসে গেছে।' নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক জানেন তাদের বুক যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে। আসমান ও যমীনে এমন কোনো গোপন বিষয় নেই যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নয়। (65–75)

নিশ্চয়ই এই কুরআন বনী ইসরাঈলের কাছে সেসব বিষয়ের অধিকাংশ বর্ণনা করে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে। আর নিশ্চয়ই এ মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক নিজ বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন; তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। সুতরাং আল্লাহর উপর ভরসা করো: তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তুমি মৃতদের শোনাতে পারবে না, বধিরদেরও ডাক শোনাতে পারবে না যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়; আর তুমি অন্ধদেরও তাদের ভ্রষ্টতা থেকে বের করে পথ দেখাতে পারবে না। তুমি কেবল তাদেরই শোনাতে পারবে যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান রাখে, ফলে তারা আত্মসমর্পণকারী। আর যখন তাদের বিরুদ্ধে ফয়সালার কথা অবধারিত হয়ে যাবে, তখন আমি তাদের জন্য যমীন থেকে এক প্রাণী বের করব, যা তাদের সঙ্গে কথা বলবে: মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে দৃঢ় বিশ্বাস রাখত না। আর যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে তাদের একটি দলকে একত্র করব যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, আর তাদের সারিবদ্ধ করে রাখা হবে—অবশেষে যখন তারা এসে পৌঁছবে, তিনি বলবেন, 'তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলে, অথচ জ্ঞান দিয়ে তা আয়ত্তই করোনি? নাকি তোমরা কী করছিলে?' আর তাদের যুলুমের কারণে তাদের বিরুদ্ধে ফয়সালার কথা অবধারিত হয়ে যাবে, ফলে তারা কথা বলতে পারবে না। (76–85)

তারা কি দেখেনি যে, আমি রাত বানিয়েছি যাতে তারা তাতে বিশ্রাম নেয়, আর দিনকে বানিয়েছি আলোকময়? নিশ্চয়ই এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, সেদিন আসমানসমূহে যারা আছে এবং যমীনে যারা আছে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়বে, তবে তারা ছাড়া যাদের আল্লাহ চান; আর সবাই তাঁর কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়। আর তুমি পর্বতমালা দেখবে, যাকে তুমি অটল মনে করো, অথচ তা মেঘমালার মতো ভেসে চলবে: এ আল্লাহর কারিগরি, যিনি সব কিছুকে নিখুঁত করেছেন। তোমরা যা করো তিনি সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। যে সৎকাজ নিয়ে আসবে সে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান পাবে, আর তারা সেদিনের আতঙ্ক থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে—তাদের উপুড় করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে: 'তোমরা যা করতে তা ছাড়া অন্য কিছুর প্রতিফল কি তোমাদের দেওয়া হচ্ছে?' 'আমাকে তো কেবল আদেশ করা হয়েছে এই নগরীর প্রতিপালকের ইবাদত করতে, যিনি একে সম্মানিত করেছেন, আর সব কিছু তাঁরই; আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে, এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে।' সুতরাং যে হিদায়াত

গ্রহণ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই হিদায়াত গ্রহণ করে; আর যে পথভ্রষ্ট হয় তাকে বলো, ‘আমি তো কেবল সতর্ককারীদের একজন।’ আর বলো, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। তিনি শীঘ্রই তোমাদের তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। আর তোমরা যা করো সে সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক বেখবর নন।’ (86–93)

28. কাহিনি (আল-কাসাস)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

ত্বা সীন মীম। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। হে নবী, ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য আমি তোমার কাছে মূসা ও ফিরআউনের বৃত্তান্তের কিছু অংশ যথাযথভাবে তিলাওয়াত করছি। ফিরআউন দেশে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল এবং তার অধিবাসীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল, তাদের একটি দলকে সে দুর্বল করে রেখেছিল, তাদের পুত্রদের হত্যা করত আর তাদের নারীদের জীবিত রাখত। সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একজন। আর আমি চাইলাম, দেশে যাদের দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদের উপর অনুগ্রহ করতে, তাদের নেতা বানাতে, তাদের উত্তরাধিকারী করতে, এবং তাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে, আর ফিরআউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তাদের হাতে তা-ই দেখিয়ে দিতে যার আশঙ্কা তারা করত। (1–6)

আমি মূসার মায়ের অন্তরে এ প্রেরণা দিলাম: 'তাকে দুধ পান করাও; তারপর যখন তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবে, তখন তাকে নদীতে ভাসিয়ে দাও, আর ভয় করো না, দুঃখও করো না: আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলদের একজন বানাব।' তারপর ফিরআউনের পরিবারের লোকেরা তাকে তুলে নিল, যাতে সে তাদের জন্য শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়। নিশ্চয়ই ফিরআউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী। ফিরআউনের স্ত্রী বলল, 'এ আমার ও তোমার চোখ জুড়ানো শিশু! একে হত্যা করো না; হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে, কিংবা আমরা তাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করব।' অথচ তারা কিছুই টের পায়নি। মূসার মায়ের অন্তর অন্য সব কিছু থেকে শূন্য হয়ে গেল; সে তো তার পরিচয় প্রায় প্রকাশই করে ফেলত, যদি না আমি তার অন্তরকে সুদৃঢ় করে দিতাম, যাতে সে মুমিনদের একজন হয়। সে তার বোনকে বলল, 'তার পিছনে পিছনে যাও।' তখন সে দূর থেকে তাকে দেখতে লাগল, অথচ তারা টের পায়নি। আর আমি আগে থেকেই তার জন্য ধাত্রীদের দুধ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলাম, তখন সে বলল, 'আমি কি তোমাদের এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব, যারা তোমাদের জন্য একে লালন-পালন করবে এবং এর ভালো দেখাশোনা করবে?' এভাবে আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুঃখ না করে, আর যাতে সে জানতে পারে যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (7–13)

যখন সে তার পূর্ণ শক্তি ও পরিণত বয়সে পৌঁছল, আমি তাকে বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম: এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি। সে শহরে প্রবেশ করল এমন সময়ে যখন তার অধিবাসীরা অসতর্ক ছিল, আর সেখানে দুজন লোককে মারামারি করতে দেখল, একজন তার নিজের দলের আর অন্যজন তার শত্রুদলের। তার দলের লোকটি তার শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য চাইল, তখন মূসা তাকে ঘুষি মারল, আর তাতেই তার জীবন শেষ হয়ে

গেল। সে বলল, 'এ শয়তানের কাজ; সে তো প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী শত্রু।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি নিজের উপর যুলুম করেছি, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করো,' আর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন: তিনিই পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, যেহেতু তুমি আমার উপর অনুগ্রহ করেছ, আমি আর কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।' (14–17)

পরদিন সকালে সে শহরে ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত, সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিক দেখছিল, এমন সময় যে লোকটি আগের দিন তার কাছে সাহায্য চেয়েছিল সে আবার তাকে চিৎকার করে ডাকল। মূসা তাকে বলল, 'তুমি তো স্পষ্টতই এক বিভ্রান্ত লোক।' তারপর যখন সে তাদের উভয়ের শত্রু লোকটিকে ধরতে উদ্যত হল, সে বলল, 'হে মূসা, তুমি কি আমাকে তেমনি হত্যা করতে চাও যেমন গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ? তুমি তো কেবল দেশে স্বৈরাচারী হতে চাও; তুমি সংশোধনকারীদের একজন হতে চাও না।' আর শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক লোক ছুটে এসে বলল, 'হে মূসা, সভাসদরা তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে, সুতরাং বেরিয়ে যাও: আমি তোমার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী।' তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়, সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিক দেখতে দেখতে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল, বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের হাত থেকে রক্ষা করো।' (18–21)

আর যখন সে মাদইয়ানের দিকে মুখ করল, বলল, 'আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।' যখন সে মাদইয়ানের কূপের কাছে পৌঁছল, সেখানে একদল লোককে দেখল যারা তাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছিল, আর তাদের থেকে আলাদা দুজন নারীকে দেখল যারা নিজেদের পশুগুলোকে আটকে রাখছিল। সে বলল, 'তোমাদের দুজনের ব্যাপার কী?' তারা বলল, 'রাখালরা তাদের পশু সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত আমরা পানি পান করাতে পারি না, আর আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।' তখন সে তাদের জন্য তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিল, তারপর ছায়ায় সরে গিয়ে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণই নাযিল করো, আমি তার মুখাপেক্ষী।' তারপর সেই দুজনের একজন লজ্জাবনত পায়ে হেঁটে তার কাছে এল এবং বলল, 'আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি আমাদের জন্য যে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন তার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য।' তারপর যখন সে তার কাছে এল এবং সব বৃত্তান্ত বর্ণনা করল, সে বলল, 'ভয় করো না: তুমি যালিম সম্প্রদায়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছ।' সেই দুজনের একজন বলল, 'হে আমার পিতা, একে মজুর হিসেবে রেখে দিন: আপনি যাকে মজুর রাখবেন তাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।' সে বলল, 'আমি আমার এই দুই মেয়ের একজনকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই, এ শর্তে যে তুমি আট বছর আমার কাজ করবে; আর যদি দশ বছর পূর্ণ করো, তবে তা তোমার নিজের ইচ্ছা। আমি তোমার উপর কঠোরতা করতে চাই না; আল্লাহ চাইলে তুমি আমাকে সৎকর্মশীলদের একজন পাবে।' মূসা বলল, 'আমার ও আপনার মধ্যে এ-ই স্থির

হল: দুটি মেয়াদের যেটিই আমি পূর্ণ করি, আমার উপর যেন কোনো বাড়াবাড়ি না হয়। আর আমরা যা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী।' (22–28)

যখন মূসা সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং তার পরিবারকে নিয়ে রওনা হল, সে তূর পাহাড়ের দিকে এক আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারকে বলল, 'তোমরা এখানে অপেক্ষা করো: আমি এক আগুন দেখতে পেয়েছি। হয়তো আমি তোমাদের জন্য সেখান থেকে কোনো খবর নিয়ে আসতে পারব, কিংবা আগুনের একটি জ্বলন্ত অঙ্গার, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো।' যখন সে তার কাছে পৌঁছল, উপত্যকার ডান কিনারা থেকে, সেই বরকতময় ভূখণ্ডে, গাছটি থেকে এক আওয়াজ ডেকে বলল: 'হে মূসা, আমিই আল্লাহ, সকল জগতের প্রতিপালক। তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো।' কিন্তু যখন সে তাকে সাপের মতো ছুটোছুটি করতে দেখল, সে পিঠ ফিরিয়ে পালাল এবং পিছন ফিরে তাকাল না। 'হে মূসা, সামনে এসো এবং ভয় করো না: তুমি নিরাপদ। তোমার হাত তোমার জামার ভিতরে ঢোকাও: তা কোনো ক্ষতি ছাড়াই শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে বের হবে। আর ভয় দূর করার জন্য তোমার বাহু নিজের সঙ্গে চেপে ধরো। এ দুটি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ফিরআউন ও তার সভাসদদের জন্য প্রমাণ: তারা তো এক অবাধ্য সম্প্রদায়।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি, তাই আমার ভয় হয়, তারা আমাকে হত্যা করবে। আমার ভাই হারূন আমার চেয়ে অধিক বাকপটু, সুতরাং তাকে আমার সঙ্গে সাহায্যকারী হিসেবে পাঠাও, সে আমার সত্যতা সমর্থন করবে; আমার আশঙ্কা হয়, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।' তিনি বললেন, 'আমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহু শক্তিশালী করব, আর তোমাদের দুজনকে এমন প্রভাব দান করব যে তারা তোমাদের নাগাল পাবে না। আমার নিদর্শনসমূহের বদৌলতে তোমরা দুজন এবং যারা তোমাদের অনুসরণ করবে তারাই বিজয়ী হবে।' (29–35)

কিন্তু মূসা যখন আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে তাদের কাছে এল, তারা বলল, 'এ তো মনগড়া জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়; আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদের মধ্যে আমরা এমন কথা কখনো শুনিনি।' মূসা বলল, 'আমার প্রতিপালক ভালো জানেন কে তাঁর কাছ থেকে হিদায়াত নিয়ে এসেছে, আর শেষ আবাস কার হবে। নিশ্চয়ই যালিমরা সফলকাম হয় না।' ফিরআউন বলল, 'হে সভাসদগণ, আমি তো আমাকে ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে জানি না। সুতরাং হে হামান, আমার জন্য কাদামাটির উপর আগুন জ্বালাও এবং আমার জন্য এক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, যাতে আমি মূসার ইলাহের কাছে উঠে যেতে পারি—যদিও আমার ধারণা সে মিথ্যাবাদীদের একজন।' (36–38)

সে ও তার বাহিনী দেশে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল, আর তারা ভেবেছিল যে তাদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না। তাই আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সুতরাং দেখো, যালিমদের পরিণাম কী হয়েছিল। আমি তাদের এমন

নেতা বানিয়েছিলাম যারা আগুনের দিকে ডাকে, আর কিয়ামতের দিন তাদের সাহায্য করা হবে না। এই দুনিয়ায় আমি তাদের পিছনে অভিশাপ লাগিয়ে দিয়েছি, আর কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত। আর পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোকে ধ্বংস করার পর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, মানুষের জন্য স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি, পথনির্দেশ ও রহমত হিসেবে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (39–43)

হে মুহাম্মাদ, তুমি পশ্চিম প্রান্তে ছিলে না যখন আমি মূসাকে বিধান দিয়েছিলাম, আর তুমি প্রত্যক্ষদর্শীদেরও একজন ছিলে না; বরং আমি বহু প্রজন্ম সৃষ্টি করেছিলাম, আর তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়েছিল। তুমি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যেও বসবাস করতে না যে তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; বরং আমিই রাসূল প্রেরণ করে থাকি। আর তুমি তূর পাহাড়ের পাশেও ছিলে না যখন আমি ডাক দিয়েছিলাম; বরং এ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমত, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করো যাদের কাছে তোমার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে, আর যাতে—তাদের নিজেদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে তার কারণে তাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়লে—তারা এ কথা না বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি যদি আমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠাতে, তবে আমরা তোমার আয়াতসমূহ মেনে চলতাম এবং মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' অথচ এখন যখন আমার কাছ থেকে তাদের কাছে সত্য এসেছে, তারা বলে, 'মূসাকে যা দেওয়া হয়েছিল তার মতো তাকে কেন দেওয়া হল না?' এর আগে মূসাকে যা দেওয়া হয়েছিল তারা কি তা অস্বীকার করেনি? তারা বলে, 'দুটিই জাদু, একটি অন্যটির সমর্থক,' আর তারা বলে, 'আমরা উভয়টিকেই অস্বীকার করি।' বলো, 'তবে আল্লাহর কাছ থেকে এমন এক কিতাব নিয়ে এসো যা এ দুটির চেয়ে উত্তম পথ দেখায়, আমি তারই অনুসরণ করব, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' আর যদি তারা তোমার ডাকে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রেখো যে তারা কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশিরই অনুসরণ করে; আর তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে, যে আল্লাহর হিদায়াত ছাড়া নিজের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (44–50)

আমি তাদের কাছে বাণী পৌঁছে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। এর আগে যাদের আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে ঈমান আনে, আর যখন তাদের কাছে তা তিলাওয়াত করা হয় তারা বলে, 'আমরা এতে ঈমান আনলাম: এ আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। এর আগেও আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী ছিলাম।' এদের প্রতিদান দেওয়া হবে দু'বার, কারণ তারা ধৈর্য ধরেছে, ভালো দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করে, আর আমি তাদের যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে; আর যখন তারা অনর্থক কথা শোনে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'আমাদের কাজ আমাদের জন্য, তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম: আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না।' (51–55)

হে নবী, তুমি যাকে ভালোবাসো তাকেই পথ দেখাতে পারবে না; বরং আল্লাহ যাকে চান পথ দেখান, আর কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত তা তিনিই ভালো জানেন। তারা বলে, 'আমরা যদি তোমার সঙ্গে হিদায়াতের অনুসরণ করি, তবে আমাদের দেশ থেকে আমাদের ছিনিয়ে নেওয়া হবে।' আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ হারাম প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সব রকমের ফলমূল নিয়ে আসা হয়, আমার পক্ষ থেকে জীবিকা হিসেবে? কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। কত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, যারা নিজেদের জীবন-জীবিকা নিয়ে দম্ভ করত! ওই তো তাদের ঘরবাড়ি, তাদের পরে সেখানে সামান্যই বসবাস করা হয়েছে; আর আমিই হলাম উত্তরাধিকারী। তোমার প্রতিপালক জনপদসমূহ ধ্বংস করেন না, যতক্ষণ না তাদের কেন্দ্রীয় জনপদে এমন একজন রাসূল পাঠান, যে তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে; আর আমি জনপদসমূহ ধ্বংস করি না, যদি না তার অধিবাসীরা যালিম হয়। তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ ও তার শোভা; আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও অধিক স্থায়ী। তবু কি তোমরা বুঝবে না? (56–60)

যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পূর্ণ হতে দেখবে, সে কি তার মতো হতে পারে যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ দিয়েছি, আর যে কিয়ামতের দিন হবে তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বিচারের জন্য হাজির করা হবে? যেদিন তিনি তাদের ডেকে বলবেন, 'কোথায় আমার সেই শরীকরা, যাদের তোমরা দাবি করতে?' যাদের বিরুদ্ধে ফয়সালার কথা অবধারিত হয়ে গেছে তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, এরাই তারা যাদের আমরা বিপথগামী করেছিলাম; আমরা তাদের বিপথগামী করেছিলাম যেমন আমরা নিজেরা বিপথগামী ছিলাম। তোমার সামনে আমরা তাদের থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করছি: তারা তো আমাদের ইবাদত করত না।' বলা হবে, 'তোমাদের শরীকদের ডাকো!' তখন তারা তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না; আর তারা শাস্তি দেখতে পাবে—হায়, যদি তারা হিদায়াত গ্রহণ করত! যেদিন তিনি তাদের ডেকে বলবেন, 'তোমরা রাসূলদের কী জবাব দিয়েছিলে?' সেদিন সব খবর তাদের কাছে অন্ধকার হয়ে যাবে, আর তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাও করতে পারবে না। তবে যে তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আশা করা যায় সে সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তোমার প্রতিপালক যা চান সৃষ্টি করেন এবং মনোনীত করেন: মনোনয়নের অধিকার তাদের নেই। আল্লাহ মহাপবিত্র, তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে! আর তোমার প্রতিপালক জানেন তাদের বুক যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে। তিনিই আল্লাহ: তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই; বিধান তাঁরই, আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। (61–70)

হে নবী, বলো, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ: আল্লাহ যদি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমাদের উপর রাতকে স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ আছে যে তোমাদের আলো এনে দেবে?

তবু কি তোমরা শুনবে না?' বলো, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ: আল্লাহ যদি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমাদের উপর দিনকে স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ আছে যে তোমাদের এমন রাত এনে দেবে যাতে তোমরা বিশ্রাম নেবে? তবু কি তোমরা দেখবে না?' তিনি নিজ রহমতেই তোমাদের জন্য রাত ও দিন বানিয়েছেন, যাতে তোমরা একটিতে বিশ্রাম নাও আর অন্যটিতে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করো, এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। যেদিন তিনি তাদের ডেকে বলবেন, 'কোথায় আমার সেই শরীকরা, যাদের তোমরা দাবি করতে?' আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী বের করে আনব এবং বলব, 'তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো,' তখন তারা জানতে পারবে যে সত্য আল্লাহরই, আর তারা যা কিছু মনগড়া রচনা করত সবই তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে। (71–75)

কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়েরই একজন, কিন্তু সে তাদের উপর অত্যাচার করেছিল। আমি তাকে এত ধনভাণ্ডার দিয়েছিলাম যে তার চাবিগুলো একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও বহন করা ভারী হত। তার সম্প্রদায় তাকে বলল, 'দম্ভ করো না: আল্লাহ দাম্ভিকদের ভালোবাসেন না। আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস সন্ধান করো; তবে দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। অনুগ্রহ করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আর দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না: আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না।' সে বলল, 'এ তো আমাকে দেওয়া হয়েছে কেবল আমার কাছে থাকা জ্ঞানের কারণে।' সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার আগে এমন বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছেন যারা শক্তিতে তার চেয়ে প্রবল ছিল এবং সঞ্চয়েও ছিল অধিক? আর অপরাধীদের তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করা হবে না। তারপর সে তার সম্প্রদায়ের সামনে জাঁকজমক সহকারে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, 'হায়, কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে তার মতো যদি আমাদেরও থাকত! সে তো সত্যিই মহা ভাগ্যবান।' কিন্তু যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক তোমাদের! যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তার জন্য আল্লাহর প্রতিদানই উত্তম—আর ধৈর্যশীলরা ছাড়া কেউ তা লাভ করে না।' তারপর আমি তাকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দিলাম। তার এমন কোনো দল ছিল না যে আল্লাহর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করবে, আর সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। আর যারা মাত্র আগের দিন তার মতো অবস্থান কামনা করেছিল তারা বলতে লাগল, 'হায়! আল্লাহই তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য চান জীবিকা প্রশস্ত করেন এবং পরিমিত করে দেন। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে আমাদেরও তিনি ভূগর্ভে ধসিয়ে দিতেন। হায়! যারা সত্য অস্বীকার করে তারা সফলকাম হয় না।' (76–82)

আখিরাতের সেই আবাস আমি তাদের দান করি যারা দেশে নিজেদের বড়ত্ব চায় না, বিপর্যয়ও ছড়াতে চায় না। আর শুভ পরিণাম তাদেরই যারা আল্লাহ-সচেতন। যে সৎকাজ নিয়ে আসবে সে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান পাবে; আর যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে—যারা মন্দ কাজ করে তাদের

কেবল তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ীই প্রতিফল দেওয়া হবে। যিনি তোমার উপর কুরআনকে অবশ্যপালনীয় করেছেন, তিনি অবশ্যই তোমাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে ফিরিয়ে আনবেন। বলো, 'আমার প্রতিপালক ভালো জানেন কে হিদায়াত নিয়ে এসেছে, আর কে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় আছে।' তুমি তো কখনো আশা করোনি যে তোমার কাছে এই কিতাব পৌঁছানো হবে; এ তো কেবল তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমত। সুতরাং তুমি কখনো সত্য অস্বীকারকারীদের সহায়ক হয়ো না, আর আল্লাহর আয়াতসমূহ তোমার কাছে নাযিল হওয়ার পর তারা যেন তোমাকে কখনো তা থেকে ফিরিয়ে না রাখে। তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাকো, আর তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা তাঁর সঙ্গে শরীক করে। আর আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহকে ডেকো না: তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাঁর সত্তা ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই, আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। (83–88)

29. মাকড়সা (আল-আনকাবূত)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আলিফ লাম মীম। মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করেছি: আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী, আর অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা মিথ্যাবাদী। নাকি যারা মন্দ কাজ করে তারা মনে করে যে তারা আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে? তাদের সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ! যে আল্লাহর সাক্ষাতের আশা রাখে—আল্লাহর নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসছে; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। যে সাধনা করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই সাধনা করে: আল্লাহ সকল জগৎ থেকে অভাবমুক্ত। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের থেকে মুছে দেব, এবং তারা যা করত তার সর্বোত্তমটি অনুযায়ী তাদের প্রতিদান দেব। আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি; তবে তারা যদি তোমার উপর চাপ দেয় যে তুমি আমার সঙ্গে এমন কিছুকে শরীক করো যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন আমি তোমাদের জানিয়ে দেব তোমরা কী করতে। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে—আমি অবশ্যই তাদের সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করব। (1–9)

মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি,' কিন্তু যখন আল্লাহর পথে তারা কষ্ট পায়, তখন মানুষের নিপীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মতো মনে করে; অথচ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সাহায্য এলে তারা অবশ্যই বলবে, 'আমরা তো বরাবরই তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।' সকল সৃষ্টির অন্তরে যা আছে আল্লাহ কি তা সবচেয়ে ভালো জানেন না? আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা ঈমান এনেছে, আর অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা মুনাফিক। যারা সত্য অস্বীকার করে তারা মুমিনদের বলে, 'আমাদের পথ অনুসরণ করো, আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করব।' অথচ তারা তাদের পাপের কিছুই বহন করবে না: তারা মিথ্যাবাদী। তারা অবশ্যই নিজেদের বোঝা বহন করবে, আর নিজেদের বোঝার সঙ্গে আরও বোঝা; আর তারা যা মনগড়া রচনা করত সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। (10–13)

আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, আর সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিল; তারপর মহাপ্লাবন তাদের গ্রাস করল, যখন তারা যুলুমে লিপ্ত ছিল। কিন্তু আমি তাকে ও নৌকার আরোহীদের রক্ষা করলাম, আর একে সকল জগতের জন্য এক নিদর্শন বানালাম। (14–15)

আর ইবরাহীম, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সম্পর্কে সচেতন থাকো। এ-ই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে কেবল মূর্তির ইবাদত করছ, আর মিথ্যা রচনা করছ। আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত করো তারা তোমাদের জীবিকা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না; সুতরাং আল্লাহর কাছেই জীবিকা চাও, তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও: তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তোমরা এ বাণী প্রত্যাখ্যান করো, তবে তোমাদের আগের বহু উম্মতও প্রত্যাখ্যান করেছিল; আর রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।' (16–18)

তারা কি দেখে না আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তার পুনরাবৃত্তি করেন? নিশ্চয়ই এ আল্লাহর জন্য সহজ। বলো, 'পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো তিনি কীভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছেন; তারপর আল্লাহই পরবর্তী সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনবেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি যাকে চান শাস্তি দেন এবং যাকে চান দয়া করেন; আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তোমরা যমীনেও তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারবে না, আসমানেও না, আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, কোনো সাহায্যকারীও নেই।' যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে—তারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (19–23)

তার সম্প্রদায়ের একমাত্র জবাব ছিল এ কথা বলা, 'তাকে হত্যা করো, কিংবা তাকে পুড়িয়ে দাও!' কিন্তু আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। সে বলল, 'তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিগুলোকে গ্রহণ করেছ কেবল পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসার খাতিরে; কিন্তু কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে অভিশাপ দেবে, আর তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে আগুন, আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।' লূত তার প্রতি ঈমান আনল, আর সে বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে হিজরত করছি: তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' আর আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব, এবং তার বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব রেখে দিলাম; আমি তাকে দুনিয়ায় তার পুরস্কার দিয়েছি, আর আখিরাতে সে হবে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (24–27)

আর লূত, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, 'তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের আগে সারা জগতে কেউ কখনো করেনি। তোমরা কি পুরুষদের কাছে যাও, রাজপথে রাহাজানি করো, আর তোমাদের মজলিসে গর্হিত কাজ করো?' তার সম্প্রদায়ের একমাত্র জবাব ছিল এ কথা বলা, 'আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো।' যখন আমার প্রেরিত দূতেরা সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এল, তারা বলল, 'আমরা ওই জনপদের অধিবাসীদের

ধ্বংস করতে যাচ্ছি: তার অধিবাসীরা যালিম।' সে বলল, 'কিন্তু সেখানে তো লূত আছে।' তারা বলল, 'সেখানে কারা আছে তা আমরা ভালো জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করব, তার স্ত্রী ছাড়া: সে পিছনে রয়ে যাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' আর যখন আমার প্রেরিত দূতেরা লূতের কাছে এল, সে তাদের কারণে বিচলিত হল এবং তাদের রক্ষায় নিজেকে অসহায় বোধ করল। তারা বলল, 'ভয় করো না, দুঃখও করো না: আমরা তোমাকে ও তোমার পরিবারকে রক্ষা করব, তোমার স্ত্রী ছাড়া; সে পিছনে রয়ে যাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ থেকে এক আযাব নাযিল করতে যাচ্ছি, তাদের অবাধ্যতার কারণে।' আর আমি বোধসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য তার এক সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি। (28–35)

মাদইয়ানের কাছে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই শুআইবকে। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত করো, শেষ দিনের প্রত্যাশা রাখো, আর দেশে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়িয়ো না।' কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল, ফলে ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল, আর সকালে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। আর আদ ও সামূদ—তাদের বাসস্থান থেকেই তা তোমাদের কাছে স্পষ্ট। শয়তান তাদের কাজকর্ম তাদের কাছে শোভন করে দেখিয়েছিল এবং তাদের সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল, অথচ তারা ছিল বিচক্ষণ। আর কারূন, ফিরআউন ও হামান: মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা দেশে ঔদ্ধত্য দেখাল, অথচ তারা আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। তাদের প্রত্যেককে আমি তার পাপের কারণে পাকড়াও করেছি: কারও উপর পাঠিয়েছি পাথর-বর্ষী ঝড়; কাউকে পাকড়াও করেছে বিকট আওয়াজ; কাউকে আমি ভূগর্ভে ধসিয়ে দিয়েছি; আর কাউকে ডুবিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ তাদের উপর যুলুম করেননি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছিল। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার মতো, যে নিজের জন্য ঘর বানায়—আর ঘরের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল তো মাকড়সার ঘরই, যদি তারা জানত। তারা আল্লাহকে ছেড়ে যা কিছুকে ডাকে আল্লাহ তা জানেন। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য পেশ করি, কিন্তু জ্ঞানীরা ছাড়া কেউ তা বোঝে না। আল্লাহ আসমান ও যমীন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে মুমিনদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (36–44)

হে নবী, তোমার প্রতি কিতাব থেকে যা ওহী করা হয়েছে তা তিলাওয়াত করো, আর নামায কায়েম করো: নিশ্চয়ই নামায অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ; আর তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন। আহলে কিতাবের সঙ্গে উত্তম পন্থা ছাড়া বিতর্ক করো না—তবে তাদের মধ্যে যারা যুলুম করে তাদের কথা আলাদা—আর বলো, 'আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছিল আমরা তাতে ঈমান এনেছি; আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একই, আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।' এভাবেই আমি

তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি। যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তারা এতে ঈমান আনে, আর এদের মধ্যেও কিছু লোক এতে ঈমান আনে; আর সত্য অস্বীকারকারীরা ছাড়া কেউ আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে না। (45–47)

এর আগে তুমি কোনো কিতাব পাঠ করতে না, নিজের ডান হাতে তা লিখতেও না; তেমন হলে বাতিলপন্থীরা সন্দেহ করার অবকাশ পেত। না—বরং যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের বুকে এ হল সুস্পষ্ট আয়াত; আর যালিমরা ছাড়া কেউ আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে না। তারা বলে, 'তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার কাছে নিদর্শন নাযিল হয় না কেন?' বলো, 'নিদর্শনসমূহ তো কেবল আল্লাহরই কাছে, আর আমি তো কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।' তাদের জন্য কি এ-ই যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে তিলাওয়াত করা হয়? নিশ্চয়ই এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য রহমত ও উপদেশ রয়েছে। বলো, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট: আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তিনি সবই জানেন। যারা বাতিলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে অস্বীকার করে—তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।' (48–52)

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি একটি মেয়াদ নির্ধারিত না থাকত, তবে শাস্তি তাদের উপর এসেই যেত; আর তা অবশ্যই তাদের উপর আসবে আকস্মিকভাবে, যখন তারা টেরও পাবে না। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে—অথচ জাহান্নাম সত্য অস্বীকারকারীদের অবশ্যই ঘিরে ফেলবে, যেদিন শাস্তি তাদের আচ্ছন্ন করবে তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ থেকে, আর তিনি বলবেন, 'তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ করো!' (53–55)

হে আমার মুমিন বান্দারা, আমার যমীন প্রশস্ত: সুতরাং তোমরা কেবল আমারই ইবাদত করো। প্রত্যেক প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; তারপর আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে—আমি অবশ্যই তাদের জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কতই না উত্তম সেই কর্মীদের প্রতিদান, যারা ধৈর্য ধরে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে! কত প্রাণী আছে যারা নিজেদের জীবিকা বহন করে না! আল্লাহই তাদের জীবিকা দেন এবং তোমাদেরও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো কে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে বশীভূত করেছেন, তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' তবে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য চান জীবিকা প্রশস্ত করেন এবং তার জন্য পরিমিত করে দেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' বলো, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই!' কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না। (56–63)

এই পার্থিব জীবন তো আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নয়; আর আখিরাতের আবাস—সেটিই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত। যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে, তখন আল্লাহকে ডাকে, আনুগত্যকে একমাত্র তাঁরই জন্য নিবেদিত করে; কিন্তু যেই তিনি তাদের নিরাপদে স্থলে পৌঁছে দেন, অমনি তারা তাঁর সঙ্গে শরীক করে, আমি তাদের যা দিয়েছি তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখিয়ে, আর কিছুকাল ভোগ-বিলাসে মত্ত থেকে। তবে তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। তারা কি দেখে না যে, আমি এক নিরাপদ হারাম বানিয়েছি, অথচ তাদের চারপাশ থেকে মানুষকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে? তবু কি তারা বাতিলে বিশ্বাস করবে আর আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করবে? আর তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে, কিংবা সত্য তার কাছে আসার পর তা অস্বীকার করে? জাহান্নামে কি সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য আবাস নেই? আর যারা আমার জন্য সাধনা করে—আমি অবশ্যই তাদের আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন। (64–69)

30. রোমানরা (আর-রূম)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আলিফ লাম মীম। রোমানরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী ভূখণ্ডে; কিন্তু তাদের এই পরাজয়ের পর তারা কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয়ী হবে। আগে ও পরে সিদ্ধান্ত আল্লাহরই; আর সেদিন মুমিনরা আল্লাহর সাহায্যে আনন্দিত হবে। তিনি যাকে চান সাহায্য করেন; তিনি পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু। এ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি: আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। তারা পার্থিব জীবনের কেবল বাহ্যিক দিকটাই জানে, আর আখিরাত সম্পর্কে তারা গাফিল। তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখেনি? আল্লাহ আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু যথাযথভাবে এবং এক নির্ধারিত মেয়াদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন; অথচ বহু মানুষ তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ অস্বীকার করে। (1–8)

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল? তারা শক্তিতে এদের চেয়ে প্রবল ছিল, তারা জমি চাষ করেছিল এবং এরা যতটা আবাদ করেছে তার চেয়ে বেশি আবাদ করেছিল; আর তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল। আল্লাহ তাদের উপর যুলুম করেননি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছিল। তারপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম হল মন্দ, কারণ তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তার পুনরাবৃত্তি করেন; তারপর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। (9–11)

যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশায় নির্বাক হয়ে যাবে, আর তাদের শরীকদের মধ্য থেকে তাদের কোনো সুপারিশকারী থাকবে না; আর তারা নিজেদের শরীকদের অস্বীকার করবে। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে—সেদিন তারা আলাদা আলাদা হয়ে যাবে: যারা ঈমান এনেছিল ও সৎকাজ করেছিল তারা এক বাগিচায় আনন্দে থাকবে; আর যারা সত্য অস্বীকার করেছিল এবং আমার আয়াতসমূহ ও আখিরাতের সাক্ষাৎকে প্রত্যাখ্যান করেছিল—তাদের শাস্তির মধ্যে হাজির করা হবে। (12–16)

সুতরাং আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন ভোরে ওঠো—আসমান ও যমীনে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই—আর বিকেলে এবং যখন তোমরা দুপুরে উপনীত হও। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন, আর যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন: এভাবেই তোমাদের বের করে আনা হবে। তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন; তারপর দেখো, তোমরা মানুষ হয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছ। আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি

তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জীবনসঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও, আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি, এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে তোমাদের ঘুম, আর তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান। নিশ্চয়ই এতে সেই সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা শোনে। আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান, ভয় ও আশার জন্য, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন। নিশ্চয়ই এতে বোধসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (17–24)

আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, আসমান ও যমীন তাঁরই আদেশে সুস্থির রয়েছে।[38] (25)

তারপর যখন তিনি যমীন থেকে তোমাদের একটিমাত্র ডাক দেবেন, অমনি তোমরা বেরিয়ে আসবে। আসমানসমূহে ও যমীনে যারা আছে সবাই তাঁরই: সবাই তাঁর অনুগত। তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তার পুনরাবৃত্তি করেন—আর তা তাঁর জন্য আরও সহজ। আসমান ও যমীনে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই, যার কোনো তুলনা নেই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (26–27)

তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন: আমি তোমাদের যে জীবিকা দিয়েছি, তোমাদের দাসদের মধ্যে কি কেউ তাতে তোমাদের অংশীদার, যাতে তোমরা তাতে সমান হয়ে যাও, আর তোমরা তাদের তেমনি ভয় করো যেমন নিজেদের একে অপরকে ভয় করো? এভাবেই আমি বোধসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি। না—বরং যালিমরা জ্ঞান ছাড়াই নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। তবে আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দিয়েছেন তাকে কে পথ দেখাবে? তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। সুতরাং তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজের মুখ দ্বীনের দিকে স্থির রাখো: আল্লাহর সেই প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন—আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন নেই। এ-ই সরল সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। তওবা করে তাঁরই অভিমুখী হও, তাঁর সম্পর্কে সচেতন থাকো, নামায কায়েম করো, আর তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে, যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং নানা দলে বিভক্ত হয়েছে, প্রত্যেক দল নিজের কাছে যা আছে তা নিয়েই উল্লসিত। যখন মানুষকে কোনো কষ্ট স্পর্শ করে, তারা তাদের প্রতিপালককে

[38] অকেশনালিজম (উপলক্ষবাদ) – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স
অবিরাম সৃষ্টির অধিবিদ্যা: কুরআন 30:25 ও 35:41-এর একটি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য
ভিডিও: আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনকে ধরে রেখেছেন, যাতে এগুলো বিলীন না হয়
কুরআন 35:41 ও 6:59-এ ধারণ ও লিপিবদ্ধকরণ: ভৌত তথ্যতত্ত্ব ও সিমুলেশন অনুকল্পের সঙ্গে আলাপ
অস্তিত্বে ধরে রাখা মহাবিশ্ব: কুরআন 30:25 ও 35:41-এর একটি ভাষ্য

ডাকে, তাঁরই অভিমুখী হয়ে; তারপর যখন তিনি তাদের নিজের পক্ষ থেকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান, অমনি তাদের একদল তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে শরীক করে, আমি তাদের যা দিয়েছি তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখিয়ে। সুতরাং ভোগ করে নাও—শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। নাকি আমি তাদের কাছে এমন কোনো প্রমাণ নাযিল করেছি, যা তাদের শরীক করার পক্ষে কথা বলে? (28–35)

যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তারা তাতে উল্লসিত হয়; কিন্তু তাদের নিজেদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে তার কারণে যখন তাদের উপর কোনো অকল্যাণ আসে, অমনি তারা নিরাশ হয়ে পড়ে। তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ যার জন্য চান জীবিকা প্রশস্ত করেন, আর যার জন্য চান সংকুচিত করেন? নিশ্চয়ই এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। সুতরাং নিকটাত্মীয়কে তার প্রাপ্য দাও, আর অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও: যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তাদের জন্য এ-ই উত্তম, আর তারাই সফলকাম। মানুষের সম্পদের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যা কিছু সুদে দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না; আর আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তোমরা যা যাকাত হিসেবে দাও—তারাই বহুগুণ বৃদ্ধি লাভ করে। আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের জীবিকা দিয়েছেন, তারপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, তারপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসবের কোনো কিছু করতে পারে? তিনি মহাপবিত্র, তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে! মানুষের হাতের কামাইয়ের কারণে স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, যাতে তিনি তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ তাদের আস্বাদন করান, আর যাতে তারা ফিরে আসে। বলো, 'পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল: তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।' সুতরাং তুমি নিজের মুখ সরল সঠিক দ্বীনের দিকে স্থির রাখো, আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই দিন আসার আগে যা রদ হওয়ার নয়। সেদিন তারা বিভক্ত হয়ে পড়বে: যে সত্য অস্বীকার করে, তার অস্বীকারের দায় তারই উপর পড়বে; আর যারা সৎকাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য ঠাঁই প্রস্তুত করছে, যাতে তিনি নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদের পুরস্কৃত করেন যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে। নিশ্চয়ই তিনি সত্য অস্বীকারকারীদের ভালোবাসেন না। (36–45)

আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি বাতাস পাঠান সুসংবাদবাহী হিসেবে, যাতে তিনি তোমাদের তাঁর রহমতের কিছু স্বাদ আস্বাদন করান, যাতে তাঁর আদেশে নৌযান চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করো, এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তোমার আগে আমি রাসূলদের তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, আর তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল; তারপর যারা অপরাধ করেছিল আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। আর মুমিনদের সাহায্য করা তো বরাবরই আমার দায়িত্ব। আল্লাহই বাতাস পাঠান, তারপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; তারপর তিনি যেভাবে চান তা আকাশে

ছড়িয়ে দেন এবং খণ্ড-বিখণ্ড করেন, আর তুমি দেখো তার মধ্য থেকে বৃষ্টি বেরিয়ে আসছে। আর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের চান তাদের উপর তা বর্ষণ করেন, অমনি তারা আনন্দিত হয়ে ওঠে, যদিও তাদের উপর তা বর্ষিত হওয়ার আগে তারা ছিল হতাশ। সুতরাং আল্লাহর রহমতের চিহ্নগুলো দেখো—কীভাবে তিনি যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন। নিশ্চয়ই সেই তিনিই মৃতদের জীবিত করবেন: তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আর যদি আমি এমন বাতাস পাঠাই যার ফলে তারা তাদের ফসলকে হলুদ হয়ে যেতে দেখে, তবে তার পরও তারা অস্বীকার করতেই থাকবে। হে নবী, তুমি মৃতদের শোনাতে পারবে না, বধিরদেরও ডাক শোনাতে পারবে না, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়; আর তুমি অন্ধদেরও তাদের ভ্রষ্টতা থেকে বের করে পথ দেখাতে পারবে না। তুমি কেবল তাদেরই শোনাতে পারবে যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান রাখে, ফলে তারা আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহই তোমাদের দুর্বলতা থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর দুর্বলতার পর শক্তি দিয়েছেন, তারপর শক্তির পর দিয়েছেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (46–54)

যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে তারা এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি: এভাবেই তারা বিভ্রান্ত হত। কিন্তু যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছিল তারা বলবে, 'তোমরা তো আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ—আর এটিই সেই পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানতে না।' সেদিন যালিমদের ওজর-আপত্তি তাদের কোনো কাজে আসবে না, আর তাদের সংশোধনের সুযোগও দেওয়া হবে না। (55–57)

আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সব রকমের দৃষ্টান্ত পেশ করেছি; তবু তুমি যদি তাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসো, যারা সত্য অস্বীকার করে তারা অবশ্যই বলবে, 'তোমরা তো কেবল বাতিলেরই অনুসারী।' এভাবেই আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন যারা জানে না। সুতরাং ধৈর্য ধরো: আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে। (58–60)

31. লুকমান (লুকমান)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আলিফ লাম মীম। এগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের আয়াত ও নিদর্শন, সৎকর্মশীলদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, এবং আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এরাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর এরাই সফলকাম। মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে যে অনর্থক কাহিনি কিনে নেয়, যাতে জ্ঞান ছাড়াই মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে এবং সে পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু বানায়। এমন লোকদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। যখন তার কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে তা শোনেইনি, যেন তার দুই কানে বধিরতা আছে। সুতরাং তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে ভরা জান্নাত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে: আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনি আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এমন কোনো স্তম্ভ ছাড়া যা তোমরা দেখতে পাও, যমীনে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন যাতে তা তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে, আর তাতে সব রকমের প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি এবং তাতে সব রকমের উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদ্গত করেছি।[39] এ হল আল্লাহর সৃষ্টি। এবার আমাকে দেখাও, তিনি ছাড়া অন্যরা কী সৃষ্টি করেছে? না—বরং যালিমরা সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় আছে। (1–11)

আমি লুকমানকে হিকমত দান করেছিলাম: 'আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।' যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে; আর যে অকৃতজ্ঞ হয়—তবে আল্লাহ অভাবমুক্ত, সকল প্রশংসার যোগ্য। যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলল, 'হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুর উপর ঐশী ক্ষমতা আরোপ করো না: কেননা, জেনে রাখো, ঐশ্বরিকতার এমন মিথ্যা আরোপ সত্যিই এক ভয়াবহ যুলুম।' (12–13)

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার যত্ন নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি: তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের পর কষ্ট সয়ে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও: আমারই কাছে শেষ গন্তব্য। তবে তারা যদি তোমার উপর চাপ দেয় যে তুমি আমার সঙ্গে এমন কিছুকে শরীক করো যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না; তবু দুনিয়ায় তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস করো, আর তার পথ অনুসরণ করো

[39] এই আয়াতে এবং সূরা আর-রা'দের একটি আয়াতে (13:2) আল্লাহ মহাকর্ষকে, যা আমাদের মহাবিশ্বকে সচল রেখেছে, তাঁর সৃজনশীলতার নিদর্শন এবং তাঁর আল-খালিক, আল-বারী ও আল-মুসাওবির গুণের প্রকাশ হিসেবে পেশ করেছেন।

যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন আমি তোমাদের জানিয়ে দেব তোমরা কী করতে। (14–15)

আর লুকমান বলল, 'হে আমার বৎস, তা যদি সরিষার দানার ওজন পরিমাণও হয়, আর তা থাকে কোনো পাথরের ভিতরে, কিংবা আসমানসমূহে কিংবা যমীনে, আল্লাহ তা বের করে আনবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত।[40] (16)

হে আমার বৎস, নামায কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ দাও ও অসৎকাজে নিষেধ করো, আর তোমার উপর যা-ই আপতিত হোক তাতে ধৈর্য ধরো: এ তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ। অহংকার বা অবজ্ঞাভরে মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, আর যমীনে দম্ভভরে চলো না: কেননা, জেনে রাখো, আল্লাহ কোনো উদ্ধত, অহংকারীকে ভালোবাসেন না। তোমার চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, আর তোমার কণ্ঠস্বর নিচু রাখো: নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে সবচেয়ে অপ্রীতিকর হল গাধার ডাক।' (17–19)

হে মানুষ, তোমরা কি দেখো না যে, আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, আর তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত পরিপূর্ণ করে ঢেলে দিয়েছেন? তবু মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করে কোনো জ্ঞান ছাড়া, কোনো পথনির্দেশ ছাড়া, এবং কোনো আলোকদায়ী কিতাব ছাড়া। যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করো,' তারা বলে, 'না, আমরা বরং তারই অনুসরণ করব যার উপর আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি'—শয়তান তাদের জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে ডাকলেও কি? যে সৎকর্মশীল হয়ে নিজের মুখমণ্ডল আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে, সে তো সবচেয়ে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরেছে: সব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই কাছে। আর যে সত্য অস্বীকার করে, তার অস্বীকার যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন, তখন আমি তাদের জানিয়ে দেব তারা কী করেছিল: অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। আমি তাদের অল্প কিছুকাল ভোগ করতে দিই; তারপর তাদের এক কঠোর শাস্তির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব। যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো কে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' বলো, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই!' কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর: নিশ্চয়ই আল্লাহই অভাবমুক্ত, সকল প্রশংসার যোগ্য। (20–26)

[40] অকেশনালিজম (উপলক্ষবাদ) – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স

যমীনের সব গাছ যদি কলম হত, আর সমুদ্র হত কালি, তার সঙ্গে আরও সাত সমুদ্র তাকে ভরে দিত, তবু আল্লাহর বাণী ফুরিয়ে যেত না: নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[41] (27)

তোমাদের সবার সৃষ্টি ও তোমাদের পুনরুত্থান কেবল একটি প্রাণের সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মতোই: নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (28)

হে নবী, তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান, আর সূর্য ও চাঁদকে বশীভূত করেছেন, প্রত্যেকে এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত নিজ পথে চলছে, আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত? এর কারণ, আল্লাহই সত্য, আর তাঁকে ছেড়ে তারা যাকেই ডাকে তা বাতিল, আর আল্লাহই সমুচ্চ, সুমহান। তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলো সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদের তাঁর কিছু নিদর্শন দেখান? নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে। যখন বিশাল ঢেউ মৃত্যুর ছায়ার মতো তাদের ঢেকে ফেলে, তখন তারা আল্লাহকে ডাকে, আনুগত্যকে একমাত্র তাঁরই জন্য নিবেদিত করে; কিন্তু যখন তিনি তাদের নিরাপদে স্থলে পৌঁছে দেন, তখন তাদের কেউ কেউ দোদুল্যমান থাকে। প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া কেউ আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করে না। হে মানবজাতি, তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে সচেতন থাকো, আর এমন এক দিনকে ভয় করো যেদিন কোনো পিতা তার পুত্রের কাজে আসবে না, আর কোনো পুত্রও তার পিতার সামান্যতম কাজে আসবে না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে, আর সেই প্রতারকও যেন তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকায় না ফেলে। নিশ্চয়ই কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে; তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন; মাতৃগর্ভে যা আছে তিনিই জানেন। কোনো প্রাণ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে, আর কোনো প্রাণ জানে না কোন দেশে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। (29–34)

[41] এই মৌলিক আয়াতটি সবচেয়ে ভালোভাবে তুলে ধরা যাবে সেই সব লিংকের মাধ্যমে, যা আমি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টীকা হিসেবে যোগ করতে থাকব, ইনশাআল্লাহ, যাতে একটি পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাষ্য উপস্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে অনুগ্রহ করে আমার ব্লগের সব নির্বাচিত প্রবন্ধ দেখে নিন: হাইলাইটস – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স।

32. সিজদা (আস-সাজদা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আলিফ লাম মীম। এই কিতাবের অবতরণ, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। নাকি তারা বলে, 'সে এটি নিজে রচনা করেছে'? না—বরং এ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করো যাদের কাছে তোমার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি, যাতে তারা পথ পায়। আল্লাহই আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় মহাকালে সৃষ্টি করেছেন, তারপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, কোনো সুপারিশকারীও নেই। তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সব বিষয় পরিচালনা করেন; তারপর তা তাঁর কাছে উঠে যায় এমন এক দিনে যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর। তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু, যিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সুন্দর করে করেছেন। তিনি মানুষের সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে; তারপর তার বংশধর বানিয়েছেন এক তুচ্ছ তরলের নির্যাস থেকে; তারপর তাকে সুঠাম করেছেন এবং তার মধ্যে নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন; আর তোমাদের দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর। তোমরা কত অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো! তারা বলে, 'আমরা যখন মাটিতে মিশে হারিয়ে যাব, তখন কি সত্যিই আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?' না—বরং তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ অস্বীকার করে। বলো, 'মৃত্যুর ফেরেশতা, যাকে তোমাদের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে, তোমাদের প্রাণ হরণ করবে; তারপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।' (1–11)

হে নবী, যদি তুমি দেখতে, যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে মাথা নত করে থাকবে: 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা দেখলাম ও শুনলাম, সুতরাং আমাদের ফেরত পাঠাও, আমরা সৎকাজ করব: এখন আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী।' আমি চাইলে প্রত্যেক প্রাণকে তার হিদায়াত দিতে পারতাম; কিন্তু আমার এ কথা সত্য হয়ে গেছে: আমি অবশ্যই জিন ও মানুষ উভয়কে দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেব। 'সুতরাং শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো, কারণ তোমরা তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। আমিও তোমাদের ভুলে গেলাম। তোমরা যা করতে তার জন্য চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো।' (12–14)

আমার আয়াতসমূহে কেবল তারাই ঈমান রাখে, যাদের তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে, আর তারা অহংকার করে না। তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে, তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে ভয়ে ও আশায়, আর আমি তাদের যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। কোনো প্রাণই জানে না তাদের জন্য চোখ-জুড়ানো কী কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তারা যা করত তার পুরস্কার

হিসেবে। যে মুমিন সে কি তার মতো যে অবাধ্য? তারা সমান নয়। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে বসবাসের জান্নাত, তারা যা করত তার বিনিময়ে। আর যারা অবাধ্য হয়, তাদের আশ্রয়স্থল হবে আগুন। যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে, তাদের তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, আর বলা হবে, 'আগুনের সেই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো যা তোমরা অস্বীকার করতে।' আর বড় শাস্তির আগে আমি অবশ্যই তাদের নিকটবর্তী শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে। তার চেয়ে বড় যালিম কে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তারপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? আমি অবশ্যই অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব। (15–22)

আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম—সুতরাং তার সাক্ষাৎ সম্পর্কে তুমি সন্দেহে থেকো না—আর তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশ বানিয়েছিলাম। আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশ অনুযায়ী পথ দেখাত, যখন তারা ধৈর্য ধরেছিল এবং আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাস রাখত। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন। (23–25)

এ কি তাদের পথ দেখায় না যে, তাদের আগে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, যাদের বাসস্থানে তারা চলাফেরা করে? নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে। তবু কি তারা শুনবে না? তারা কি দেখে না যে, আমি অনুর্বর ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করি, আর তা দিয়ে ফসল উদ্গত করি, যা থেকে তাদের গবাদি পশু ও তারা নিজেরা খায়? তবু কি তারা দেখবে না? আর তারা বলে, 'তোমরা সত্যবাদী হলে এই ফয়সালা কবে হবে?' বলো, 'ফয়সালার দিনে সত্য অস্বীকারকারীদের ঈমান তাদের কোনো কাজে আসবে না, আর তাদের অবকাশও দেওয়া হবে না।' সুতরাং তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং অপেক্ষা করো: তারাও অপেক্ষা করছে। (26–30)

33. সম্মিলিত বাহিনী (আল-আহযাব)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হে নবী, আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, আর সত্য অস্বীকারকারী ও মুনাফিকদের কথা মেনে নিয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা ওহী করা হয় তার অনুসরণ করো; তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। আর আল্লাহর উপর ভরসা করো: কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ কোনো মানুষের বুকে দুটি অন্তর রাখেননি; তোমাদের যে স্ত্রীদের তোমরা নিজেদের মায়ের পিঠের মতো বলে ঘোষণা করো, তাদের তিনি তোমাদের প্রকৃত মা বানাননি; আর তোমাদের পালকপুত্রদেরও তিনি তোমাদের প্রকৃত পুত্র বানাননি। এ তো কেবল তোমাদের নিজেদের কথা, তোমাদের মুখের বুলি—কিন্তু আল্লাহ সত্য বলেন, আর তিনিই সঠিক পথ দেখান। (1–4)

তাদের ডাকো তাদের পিতাদের নামে: আল্লাহর কাছে এ-ই অধিক ন্যায়সঙ্গত। আর যদি তোমরা তাদের পিতাদের না জানো, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং তোমাদের আশ্রিতজন। ভুলবশত তোমরা যা করো তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই, দোষ কেবল তাতেই যা তোমাদের অন্তর জেনেশুনে সংকল্প করে। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। মুমিনদের উপর নবীর অধিকার তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি, আর তার স্ত্রীগণ তাদের মা। আল্লাহর কিতাবে রক্তসম্পর্কের আত্মীয়রা অন্যান্য মুমিন ও মুহাজিরদের তুলনায় একে অপরের অধিক হকদার, তবে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের প্রতি সদাচরণ করতে পারো। এ কথা কিতাবে লিপিবদ্ধ। (5–6)

আর স্মরণ করো, যখন আমি নবীদের কাছ থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম—তোমার কাছ থেকে, এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারইয়ামের পুত্র ঈসার কাছ থেকে: আমি তাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, যাতে তিনি সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আর সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (7–8)

হে মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন বহু বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে এসেছিল, আর আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম এক ঝড়ো হাওয়া এবং এমন বাহিনী যা তোমরা দেখতে পাওনি। তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন। যখন তারা তোমাদের উপর এসে পড়েছিল তোমাদের উপরের দিক থেকে ও নিচের দিক থেকে, যখন চোখ বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল আর প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল, আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকম ধারণা করছিলে—সেখানে মুমিনদের পরীক্ষা করা হয়েছিল, আর তাদের প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। আর যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা বলছিল, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়’; আর যখন তাদের

একদল বলেছিল, 'হে ইয়াসরিববাসী, এখানে তোমাদের টিকে থাকার জায়গা নেই, সুতরাং ফিরে যাও,' আর তাদের অন্য একদল নবীর কাছে অনুমতি চাইছিল এই বলে, 'আমাদের ঘরবাড়ি অরক্ষিত'—অথচ তা অরক্ষিত ছিল না; তারা কেবল পালাতে চেয়েছিল। যদি শহরের চারদিক থেকে তাদের উপর শত্রু ঢুকে পড়ত, তারপর তাদের মুমিনদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়ে লড়তে বলা হত, তারা তা-ই করত, আর এ ব্যাপারে সামান্যই দ্বিধা করত। অথচ তারা আগেই আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে তারা পিঠ দেখাবে না; আর আল্লাহর সঙ্গে করা অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। বলো, 'তোমরা যদি মৃত্যু বা নিহত হওয়া থেকে পালাও, তবে পলায়ন তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না; আর তখনও তোমাদের সামান্য কিছুকালই ভোগ করতে দেওয়া হবে।' বলো, 'কে আছে যে তোমাদের আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করবে, যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল চান, কিংবা যদি তিনি তোমাদের প্রতি রহমত করতে চান?' তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের জন্য কোনো অভিভাবক পাবে না, কোনো সাহায্যকারীও না। (9–17)

আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা অন্যদের বাধা দেয়, আর কারা তাদের ভাইদের বলে, 'আমাদের কাছে চলে এসো,' আর যারা যুদ্ধে খুব কমই আসে, তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতা করে। যখন ভয় আসে, তুমি দেখবে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, তাদের চোখ ঘুরছে তার মতো যে মৃত্যুর মুখে মূর্ছা যায়; কিন্তু যখন ভয় কেটে যায়, তারা ধারালো জিভ দিয়ে তোমাদের বিদ্ধ করে, গনীমতের লোভে। এরা কখনো ঈমানই আনেনি, তাই আল্লাহ তাদের কাজকর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন; আর তা আল্লাহর জন্য সহজ। তারা মনে করে সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি; আর যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার আসে, তবে তারা কামনা করবে, হায়, তারা যদি মরুভূমিতে বেদুঈনদের মাঝে থেকে তোমাদের খবরাখবর নিত! আর তারা তোমাদের মধ্যে থাকলেও সামান্যই যুদ্ধ করত। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ—তার জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে। (18–21)

যখন মুমিনরা সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, তারা বলল, 'এ তো তা-ই যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের দিয়েছিলেন; আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন।' আর এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই কেবল বেড়ে গেল। মুমিনদের মধ্যে এমন পুরুষ আছে যারা আল্লাহর সঙ্গে করা অঙ্গীকার সত্য করে দেখিয়েছে: তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে নিজের মানত পূর্ণ করেছে, আর কেউ এখনও অপেক্ষায় আছে; আর তারা বিন্দুমাত্রও বদলায়নি—যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতার পুরস্কার দেন এবং চাইলে মুনাফিকদের শাস্তি দেন, কিংবা দয়াপরবশ হয়ে তাদের তওবা কবুল করেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের তাদের সমস্ত ক্রোধসহ ফিরিয়ে দিলেন; তারা কোনো কল্যাণই লাভ করল না। আর আল্লাহ মুমিনদের যুদ্ধ থেকে রেহাই দিলেন: আল্লাহ মহাশক্তিমান, পরাক্রমশালী। আর

আহলে কিতাবের মধ্যে যারা তাদের মদদ দিয়েছিল, তিনি তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে আনলেন এবং তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করলেন: তাদের কতককে তোমরা হত্যা করলে, আর কতককে বন্দী করলে। আর তিনি তোমাদের উত্তরাধিকারী করলেন তাদের জমি, তাদের ঘরবাড়ি ও তাদের ধন-সম্পদের, এবং এমন এক ভূমির যেখানে তোমরা তখনও পা রাখোনি। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (22–27)

হে নবী, তোমার স্ত্রীদের বলো, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার শোভা চাও, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগসামগ্রী দিয়ে দিই এবং সৌজন্যের সঙ্গে তোমাদের বিদায় দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের আবাস চাও, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহা পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।' হে নবী-পত্নীগণ, তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে; আর তা আল্লাহর জন্য সহজ। আর তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের একান্ত অনুগত থাকবে এবং সৎকাজ করবে, আমি তাকে দু'বার তার পুরস্কার দেব, আর তার জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি সম্মানজনক জীবিকা। হে নবী-পত্নীগণ, তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। তোমরা যদি আল্লাহ-সচেতন হও, তবে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, পাছে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়; বরং সংগত কথা বলো। তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করো, আর আগেকার জাহিলিয়াতের যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। হে নবী-পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে সব অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর আয়াত ও হিকমতের যা কিছু তিলাওয়াত করা হয় তা স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত। (28–34)

আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী পুরুষ ও হেফাযতকারী নারী, আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী—তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (35)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা করে দিলে কোনো মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোনো এখতিয়ার থাকে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় সে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় পতিত হয়। আর স্মরণ করো, যখন তুমি তাকে বলছিলে, যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং তুমিও অনুগ্রহ করেছিলে, 'তোমার স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখো এবং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো,' আর তুমি নিজের অন্তরে তা গোপন রাখছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিতে যাচ্ছিলেন; তুমি মানুষকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহই এর বেশি হকদার যে তুমি তাঁকে ভয় করবে। তারপর যখন যায়েদ তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলল, আমি তাকে তোমার সঙ্গে

বিয়ে দিলাম, যাতে মুমিনদের জন্য তাদের পালকপুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কোনো দোষ না থাকে, যখন তারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলে। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকর হবেই। আল্লাহ নবীর জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তাতে তার কোনো দোষ নেই। আগে যারা গত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এ-ই ছিল আল্লাহর রীতি—আর আল্লাহর আদেশ এক সুনির্ধারিত ফয়সালা—যারা আল্লাহর বার্তাসমূহ পৌঁছে দিত এবং তাঁকেই ভয় করত, আর আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করত না। হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের কারও পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মোহর। আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। হে মুমিনগণ, আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো। তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, আর তাঁর ফেরেশতারাও, যাতে তিনি তোমাদের গভীর অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন; আর তিনি মুমিনদের প্রতি অসীম দয়ালু। যেদিন তারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'; আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন সম্মানজনক পুরস্কার। (36–44)

হে নবী, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং এক আলোকদায়ী প্রদীপ হিসেবে। মুমিনদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে মহা অনুগ্রহ। সত্য অস্বীকারকারী ও মুনাফিকদের কথা মেনে নিয়ো না; তারা যে কষ্ট দেয় তা উপেক্ষা করো, আর আল্লাহর উপর ভরসা করো। কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (45–48)

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা মুমিন নারীদের বিয়ে করো, তারপর তাদের স্পর্শ করার আগেই তালাক দাও, তখন তাদের উপর তোমাদের জন্য গণনা করার মতো কোনো ইদ্দত নেই। সুতরাং তাদের কিছু সামগ্রী দাও এবং সৌজন্যের সঙ্গে তাদের বিদায় দাও। হে নবী, আমি তোমার জন্য হালাল করেছি তোমার সেই স্ত্রীদের যাদের তুমি মোহর দিয়েছ, আর সেই দাসীদের যাদের আল্লাহ তোমাকে গনীমত হিসেবে দান করেছেন, আর তোমার চাচার মেয়েদের ও ফুফুর মেয়েদের, তোমার মামার মেয়েদের ও খালার মেয়েদের, যারা তোমার সঙ্গে হিজরত করেছে, আর এমন যেকোনো মুমিন নারীকে যে মোহর ছাড়াই নিজেকে নবীর কাছে নিবেদন করে, যদি নবী তাকে বিয়ে করতে চায়—এ কেবল তোমারই জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়। তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে আমি তাদের উপর যা ধার্য করেছি তা আমি ভালোভাবেই জানি—যাতে তোমার উপর কোনো সংকীর্ণতা না থাকে। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। তুমি তাদের মধ্যে যাকে চাও পিছিয়ে রাখতে পারো এবং যাকে চাও নিজের কাছে স্থান দিতে পারো; আর যাদের তুমি দূরে রেখেছিলে তাদের কাউকে কামনা করলে তাতে তোমার কোনো দোষ নেই। এতে অধিক সম্ভাবনা যে তাদের চোখ জুড়াবে, তারা দুঃখ করবে না, আর তুমি তাদের যা দেবে তাতে তারা সবাই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন: আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। এর পর আর

কোনো নারী তোমার জন্য হালাল নয়, তাদের বদলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও নয়, যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে—তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীরা ছাড়া। আল্লাহ সব কিছুর উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন। (49–52)

হে মুমিনগণ, তোমাদের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত খাওয়ার জন্য নবীর ঘরে প্রবেশ করো না, আর খাবার প্রস্তুত হওয়ার অপেক্ষায়ও বসে থেকো না; তবে যখন তোমাদের ডাকা হয় তখন প্রবেশ করো, আর খাওয়া শেষ হলে চলে যেয়ো, গল্পগুজবে মশগুল হয়ে বসে থেকো না। এতে নবীর কষ্ট হয়, আর সে তোমাদের তা বলতে সংকোচ বোধ করে; কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ করেন না। আর যখন তোমরা তার স্ত্রীদের কাছে কিছু চাও, পর্দার আড়াল থেকে চেয়ো; এ তোমাদের অন্তর ও তাদের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্র। আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া তোমাদের জন্য সংগত নয়, আর তার পরে তার স্ত্রীদের কখনো বিয়ে করাও নয়: আল্লাহর কাছে এ এক গুরুতর অপরাধ। তোমরা কোনো কিছু প্রকাশ করো বা গোপন করো, আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। নবী-পত্নীদের জন্য তাদের পিতা, তাদের পুত্র, তাদের ভাই, তাদের ভাইয়ের ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের আপন নারীগণ, কিংবা তাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে কোনো দোষ নেই। আর হে নবী-পত্নীগণ, আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো: আল্লাহ সব কিছুর সাক্ষী। আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। হে মুমিনগণ, তোমরাও তার জন্য রহমতের দোয়া করো এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়—আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশাপ দিয়েছেন, আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অপমানজনক শাস্তি। আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের এমন কিছুর জন্য কষ্ট দেয় যা তারা করেনি, তারা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। (53–58)

হে নবী, তোমার স্ত্রীদের, তোমার কন্যাদের এবং মুমিনদের নারীদের বলো, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে অধিক সম্ভাবনা যে তাদের চেনা যাবে, ফলে তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। যদি মুনাফিকরা, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা, এবং যারা শহরে গুজব ছড়িয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে তারা বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে প্রবল করে দেব, তারপর তারা সেখানে তোমার প্রতিবেশী হয়ে অল্প কিছুকালই থাকতে পারবে—অভিশপ্ত অবস্থায়; যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে, পাকড়াও করা হবে এবং হত্যা করা হবে। আগে যারা গত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এ-ই ছিল আল্লাহর রীতি; আর তুমি আল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না। (59–62)

মানুষ তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'তার জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে।' আর কিসে তোমাকে বোঝাবে? হয়তো কিয়ামত খুব নিকটেই। আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; তারা কোনো অভিভাবক পাবে না, কোনো সাহায্যকারীও না। যেদিন তাদের মুখমণ্ডল

আগুনে ওলট-পালট করা হবে, তারা বলবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম!' আর তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম, আর তারাই আমাদের পথ থেকে বিচ্যুত করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দাও, আর তাদের উপর মহা অভিশাপ বর্ষণ করো।' (63–68)

হে মুমিনগণ, তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল; তারা যা বলেছিল আল্লাহ তাকে তা থেকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন, আর সে আল্লাহর কাছে ছিল মর্যাদাবান। হে মুমিনগণ, আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো এবং সঠিক সোজা কথা বলো, তাহলে তিনি তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্য সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে মহা সাফল্য অর্জন করেছে। আমি এই আমানত পেশ করেছিলাম আসমানসমূহ, যমীন ও পর্বতমালার সামনে, কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শঙ্কিত হল; আর মানুষ তা তুলে নিল। সে তো বড়ই যালিম, বড়ই অজ্ঞ—যাতে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের শাস্তি দেন, আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের তওবা কবুল করেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (69–73)

34. সাবা (সাবা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই যাঁর; আর আখিরাতেও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত। তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে বের হয়, যা আকাশ থেকে নেমে আসে এবং যা তাতে উঠে যায়। তিনি অসীম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল। যারা সত্য অস্বীকার করে তারা বলে, 'কিয়ামত আমাদের কাছে কখনো আসবে না।' বলো, 'অবশ্যই আসবে, আমার প্রতিপালকের শপথ, তা তোমাদের কাছে আসবেই—তাঁর শপথ যিনি অদৃশ্যের জ্ঞাতা। আসমানসমূহে বা যমীনে অণু পরিমাণ কিছুও তাঁর অগোচর নয়, তার চেয়ে ছোট বা বড় কিছুও নয়, বরং সবই এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ—যাতে তিনি তাদের পুরস্কৃত করেন যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।' আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে—তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের শাস্তি। (1–5)

যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা দেখতে পায় যে, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা-ই সত্য, আর তা পরাক্রমশালী, প্রশংসিত সত্তার পথ দেখায়। আর যারা সত্য অস্বীকার করে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের এমন এক লোকের সন্ধান দেব, যে তোমাদের খবর দেয় যে তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? সে কি আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করেছে, নাকি তার মধ্যে উন্মাদনা আছে?' না—বরং যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না তারা শাস্তি ও সুদূর ভ্রষ্টতার মধ্যে আছে। তারা কি দেখে না আসমান ও যমীনের যা কিছু তাদের সামনে আছে এবং যা তাদের পিছনে আছে? আমি চাইলে তাদের ভূগর্ভে ধসিয়ে দিতে পারি, কিংবা তাদের উপর আকাশের খণ্ড ফেলে দিতে পারি। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক আল্লাহ-অভিমুখী বান্দার জন্য নিদর্শন রয়েছে। (6–9)

আমি দাঊদকে নিজের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম: 'হে পর্বতমালা, তার সঙ্গে আল্লাহর প্রশংসা প্রতিধ্বনিত করো, আর হে পাখিরা, তোমরাও!' আর আমি তার জন্য লোহা নরম করে দিয়েছিলাম: 'পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি করো, আর কড়াগুলো সঠিক পরিমাপে গাঁথো।' আর তোমরা সবাই সৎকাজ করো: তোমরা যা করো আমি তা ভালোভাবেই দেখি। আর সুলাইমানের জন্য আমি বাতাসকে বশীভূত করেছিলাম: তার সকালের গতি ছিল এক মাসের পথ, আর তার সন্ধ্যার গতিও এক মাসের পথ। আমি তার জন্য গলিত তামার এক ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম, আর জিনদের কতক তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে তার সামনে কাজ করত; আর তাদের মধ্যে যে আমার আদেশ থেকে সরে যেত, আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাতাম। সে যা চাইত তারা তার জন্য তা-ই বানাত: উপাসনালয়, ভাস্কর্য, জলাধারের মতো বড় বড় পাত্র, আর

চুলার উপর স্থির বসানো বিশাল ডেগ। ‘হে দাঊদের পরিবার, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কাজ করে যাও!’ কিন্তু আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই প্রকৃত কৃতজ্ঞ। তারপর যখন আমি তার মৃত্যুর ফয়সালা করলাম, তখন মাটির এক পোকা ছাড়া আর কিছুই তাদের তার মৃত্যুর খবর দেয়নি, যে তার লাঠি খেয়ে ফেলছিল; আর যখন সে পড়ে গেল, জিনদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তারা যদি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখত, তবে অপমানজনক খাটুনির মধ্যে পড়ে থাকত না। (10–14)

সাবাবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতেই ছিল এক নিদর্শন: দুটি বাগান, ডানে ও বাঁয়ে। ‘তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া জীবিকা থেকে খাও এবং তাঁর শোকর আদায় করো—উত্তম এক দেশ, আর ক্ষমাশীল এক প্রতিপালক!’ কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিল, তাই আমি তাদের উপর বাঁধভাঙা বন্যা পাঠালাম, আর তাদের সেই দুটি বাগানকে বদলে দিলাম এমন দুটি বাগানে, যেখানে ছিল তেতো ফল, ঝাউগাছ আর সামান্য কিছু কুলগাছ। এভাবেই আমি তাদের অকৃতজ্ঞতার প্রতিফল দিয়েছিলাম; আর আমি কি অকৃতজ্ঞ ছাড়া অন্য কাউকে এমন প্রতিফল দিই? আর আমি তাদের ও সেই জনপদগুলোর মাঝখানে, যেগুলোতে আমি বরকত দিয়েছিলাম, আরও অনেক জনপদ স্থাপন করেছিলাম যা একটি থেকে অন্যটি দেখা যেত, আর সেগুলোর মধ্যে ভ্রমণকে সহজ করে দিয়েছিলাম: ‘এগুলোর মধ্য দিয়ে রাতে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ করো।’ কিন্তু তারা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের সফরের মনযিলগুলো দূরে দূরে করে দাও,’ আর তারা নিজেদের উপর যুলুম করল। ফলে আমি তাদের অতীতের কাহিনিতে পরিণত করলাম, আর তাদের সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে। ইবলীস তাদের সম্পর্কে তার ধারণা সত্য হতে দেখল, কারণ তারা তার অনুসরণ করল—একদল মুমিন ছাড়া সবাই। অথচ তাদের উপর তার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না, তবে উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কে আখিরাতে ঈমান রাখে আর কে সে বিষয়ে সন্দেহে আছে, আমি তা আলাদা করে দেখিয়ে দেব। তোমার প্রতিপালক সব কিছুর উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন। (15–21)

বলো, ‘আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা ইলাহ বলে দাবি করো তাদের ডাকো। তারা আসমানসমূহে বা যমীনে অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়; এ দুয়ের কোনোটিতে তাদের কোনো অংশ নেই, আর তাদের মধ্যে কেউ তাঁর সহায়কও নয়।’ তাঁর কাছে সুপারিশ কোনো কাজে আসে না, তবে তার জন্য ছাড়া যাকে তিনি অনুমতি দেন। অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর করা হবে, তারা বলবে, ‘তোমাদের প্রতিপালক কী বললেন?’ তারা বলবে, ‘সত্য; আর তিনিই সমুচ্চ, সুমহান।’ বলো, ‘আসমানসমূহ ও যমীন থেকে কে তোমাদের জীবিকা দেন?’ বলো, ‘আল্লাহ। আর আমরা অথবা তোমরা—এক পক্ষ অবশ্যই হিদায়াতের উপর আছে, নয়তো সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায়।’ বলো, ‘আমরা যে অপরাধ করেছি সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না, আর তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমাদেরও জিজ্ঞাসা করা হবে না।’ বলো, ‘আমাদের প্রতিপালক আমাদের সবাইকে একত্র করবেন, তারপর আমাদের মধ্যে সত্য সহকারে ফয়সালা করে দেবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ

ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।' বলো, 'আমাকে দেখাও তাদের, যাদের তোমরা শরীক হিসেবে তাঁর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছ। কখনো নয়! বরং তিনিই আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। তারা বলে, 'তোমরা সত্যবাদী হলে এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?' বলো, 'তোমাদের জন্য এমন এক দিনের ওয়াদা নির্ধারিত আছে, যা থেকে তোমরা এক মুহূর্তও পিছাতে পারবে না, এগিয়েও আনতে পারবে না।' (22–30)

যারা সত্য অস্বীকার করে তারা বলে, 'আমরা কখনো এই কুরআনে ঈমান আনব না, এর আগে যা এসেছে তাতেও না।' হায়, যদি তুমি দেখতে, যখন যালিমদের তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে, আর তারা একে অপরের উপর কথা ছুড়ে মারবে! যাদের দুর্বল মনে করা হত তারা অহংকারীদের বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।' অহংকারীরা দুর্বল বলে গণ্যদের বলবে, 'তোমাদের কাছে হিদায়াত আসার পর আমরা কি তোমাদের তা থেকে বিরত রেখেছিলাম? না—বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে অপরাধী।' আর দুর্বল বলে গণ্যরা অহংকারীদের বলবে, 'না—বরং এ ছিল তোমাদের রাত-দিনের চক্রান্ত, যখন তোমরা আমাদের আদেশ করতে আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে।' তারা যখন শাস্তি দেখবে তখন অনুতাপ গোপন করবে, আর যারা সত্য অস্বীকার করেছিল আমি তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেব। তারা যা করত তা ছাড়া অন্য কিছুর প্রতিফল কি তাদের দেওয়া হবে? আমি যখনই কোনো জনপদে কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি, সেখানকার বিলাসী লোকেরা বলেছে, 'তোমাদের যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তা অস্বীকার করি।' আর তারা বলেছে, 'আমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বেশি, আর আমাদের শাস্তি দেওয়া হবে না।' বলো, 'আমার প্রতিপালক যার জন্য চান জীবিকা প্রশস্ত করেন, আর যার জন্য চান পরিমিত করে দেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' তোমাদের ধন-সম্পদ বা তোমাদের সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদের আমার নিকটবর্তী করে দেবে, তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে—তাদের জন্য রয়েছে তাদের কাজের দ্বিগুণ পুরস্কার, আর তারা সুউচ্চ কক্ষসমূহে নিরাপদে থাকবে। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে—তাদের শাস্তির মধ্যে হাজির করা হবে। বলো, 'আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য চান জীবিকা প্রশস্ত করেন, আর তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তার জন্য পরিমিত করে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার বদলা দেবেন; আর তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।' (31–39)

যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন, তারপর ফেরেশতাদের বলবেন, 'এরা কি তোমাদেরই ইবাদত করত?' তারা বলবে, 'আপনি মহাপবিত্র! আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয়। না—বরং তারা জিনদের ইবাদত করত; তাদের অধিকাংশই ওদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল।' 'সুতরাং আজ তোমাদের কেউ কারও উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না।' আর যারা যুলুম

করেছিল আমি তাদের বলব, 'আগুনের সেই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।' যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তারা বলে, 'এ তো কেবল এমন এক লোক, যে তোমাদের বাপ-দাদারা যার ইবাদত করত তা থেকে তোমাদের ফিরিয়ে রাখতে চায়।' আর তারা বলে, 'এ তো মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।' আর যারা সত্য অস্বীকার করে তারা সত্য তাদের কাছে আসার পর তার সম্পর্কে বলে, 'এ তো প্রকাশ্য জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।' অথচ আমি তাদের এমন কোনো কিতাব দিইনি যা তারা অধ্যয়ন করত, আর তোমার আগে তাদের কাছে কোনো সতর্ককারীও পাঠাইনি। তাদের পূর্ববর্তীরাও সত্য অস্বীকার করেছিল, আর আমি তাদের যা দিয়েছিলাম এরা তার দশ ভাগের এক ভাগেও পৌঁছায়নি; তবু তারা আমার রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল—ফলে কেমন ভয়ংকর ছিল আমার পাকড়াও! (40–45)

বলো, 'আমি তোমাদের কেবল একটি বিষয়ের উপদেশ দিচ্ছি: তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে দু'জন দু'জন করে এবং একা একা দাঁড়াও, তারপর চিন্তা করো। তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোনো উন্মাদনা নেই। সে তো এক কঠিন শাস্তি আসার আগে তোমাদের জন্য কেবল একজন সতর্ককারী।' বলো, 'আমি তোমাদের কাছে যে পারিশ্রমিকই চেয়ে থাকি, তা তোমাদেরই থাক। আমার পারিশ্রমিক তো কেবল আল্লাহরই কাছে; আর তিনি সব কিছুর সাক্ষী।' বলো, 'আমার প্রতিপালক সত্যকে ছুড়ে মারেন; তিনি সমস্ত অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী।' বলো, 'সত্য এসে গেছে, আর বাতিল না কোনো কিছুর সূচনা করতে পারে, না তা ফিরিয়ে আনতে পারে।' বলো, 'আমি যদি পথভ্রষ্ট হই, তবে নিজের ক্ষতির জন্যই পথভ্রষ্ট হব; আর যদি হিদায়াত পাই, তবে তা এ কারণে যে আমার প্রতিপালক আমার প্রতি ওহী করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, অতি নিকটবর্তী।' (46–50)

হায়, যদি তুমি দেখতে, যখন তারা আতঙ্কগ্রস্ত হবে, তখন পালানোর কোনো পথ থাকবে না, আর খুব কাছের জায়গা থেকেই তাদের পাকড়াও করা হবে! তারা বলবে, 'আমরা এখন এতে ঈমান আনলাম।' কিন্তু এত দূরের জায়গা থেকে তারা কীভাবে তার নাগাল পাবে, অথচ আগে তারা তা অস্বীকার করেছিল, আর দূরের জায়গা থেকে অদৃশ্য বিষয়ে আন্দাজে তীর ছুড়ত? তাদের ও তাদের কামনার বস্তুর মাঝে আড়াল করে দেওয়া হয়েছে, যেমন আগে তাদের সমগোত্রীয়দের সঙ্গে করা হয়েছিল; কারণ তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহে। (51–54)

35. স্রষ্টা (ফাতির)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, যিনি ফেরেশতাদের বার্তাবাহক বানান, যাদের রয়েছে দুই দুই, তিন তিন ও চার চার ডানা। তিনি সৃষ্টিতে যা চান বাড়িয়ে দেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করেন, কেউ তা আটকাতে পারে না; আর তিনি যা আটকে রাখেন, তাঁর পরে কেউ তা ছাড়তে পারে না। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। হে মানবজাতি, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো। আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে জীবিকা দেয়? তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তবে তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? (1–3)

হে নবী, তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তোমার আগেও রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল; আর সব বিষয় আল্লাহরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। হে মানবজাতি, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে, আর সেই প্রতারকও যেন তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকায় না ফেলে। শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবেই গণ্য করো। সে তো তার দলবলকে কেবল এজন্যই ডাকে যে, তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হোক। যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি; আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। তবে তার কী অবস্থা, যার মন্দ কাজ তার কাছে শোভন করে দেখানো হয়েছে, ফলে সে তাকে ভালো মনে করে? আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট হতে দেন এবং যাকে চান পথ দেখান; সুতরাং তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণ যেন ক্ষয় না হয়। তারা যা করে আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। (4–8)

আল্লাহই বাতাস পাঠান, তারপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; তারপর আমি তা এক মৃত ভূখণ্ডের দিকে চালিয়ে নিই এবং তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করি। পুনরুত্থানও এ রকমই হবে। যে সম্মান চায়—সমস্ত সম্মান তো আল্লাহরই। তাঁরই দিকে উঠে যায় উত্তম বাণী, আর সৎকাজকে তিনি উঁচুতে তুলে নেন। আর যারা মন্দ কাজের চক্রান্ত করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, আর তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই। আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর এক বিন্দু থেকে; তারপর তোমাদের জোড়া জোড়া করেছেন। তাঁর জ্ঞান ছাড়া কোনো নারী গর্ভ ধারণ করে না, সন্তান প্রসবও করে না; আর কারও আয়ু বাড়ানো হয় না কিংবা তার আয়ু কমানোও হয় না, যা এক কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। এ আল্লাহর জন্য সহজ। (9–11)

দুই সমুদ্র সমান নয়: একটি মিঠা ও সুস্বাদু, পান করতে তৃপ্তিকর, আর অন্যটি লোনা ও তিক্ত। তবু প্রত্যেকটি থেকেই তোমরা তাজা গোশত খাও এবং পরিধানের জন্য অলংকার আহরণ করো,

আর তুমি দেখো নৌযানগুলো তার বুক চিরে চলছে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করো, এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান, আর তিনি সূর্য ও চাঁদকে বশীভূত করেছেন, প্রত্যেকে এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত চলছে। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; রাজত্ব তাঁরই। আর তাঁকে ছেড়ে তোমরা যাদের ডাকো তারা খেজুর-আঁটির পাতলা আবরণেরও মালিক নয়। তোমরা তাদের ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শোনে না; আর শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে পারত না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শরীক করাকে অস্বীকার করবে। সর্ববিষয়ে অবহিত সত্তার মতো কেউ তোমাকে প্রকৃত খবর দিতে পারবে না। (12–14)

হে মানবজাতি, তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী; আর আল্লাহ—তিনিই অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। তিনি চাইলে তোমাদের সরিয়ে দিতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন; আর তা আল্লাহর জন্য কঠিন নয়। কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না; আর কোনো ভারাক্রান্ত প্রাণ যদি তার বোঝা বহন করার জন্য কাউকে ডাকে, তবে তার কিছুই বহন করা হবে না, সে নিকটাত্মীয় হলেও। তুমি তো কেবল তাদেরই সতর্ক করতে পারো যারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে; আর আল্লাহরই কাছে শেষ গন্তব্য। অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, গভীর অন্ধকার ও আলোও নয়, ছায়া ও প্রখর তাপও নয়; আর জীবিত ও মৃতরাও সমান নয়। আল্লাহ যাকে চান শোনান, কিন্তু যারা কবরে আছে তুমি তাদের শোনাতে পারবে না। তুমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। আমি তোমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে; আর এমন কোনো উম্মত নেই যার মধ্যে কোনো সতর্ককারী গত হয়নি। তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল: তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে এসেছিল সুস্পষ্ট প্রমাণ, সহীফা ও আলোকদায়ী কিতাব নিয়ে। তারপর আমি সত্য অস্বীকারকারীদের পাকড়াও করলাম—ফলে কেমন ভয়ংকর ছিল আমার পাকড়াও! (15–26)

তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তা দিয়ে আমি নানা বর্ণের ফলমূল উদ্গত করি? আর পাহাড়ের মধ্যেও রয়েছে নানা রেখা, সাদা ও লাল, বিচিত্র তাদের বর্ণ, আর কিছু নিকষ কালো; আর মানুষ, জীবজন্তু ও গবাদি পশুর মধ্যেও তেমনি নানা বর্ণ রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী কেবল তারাই তাঁকে প্রকৃত ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে, এবং আমি তাদের যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন এক ব্যবসার আশা রাখে যাতে কখনো লোকসান হবে না, যাতে তিনি তাদের প্রতিদান পুরোপুরি দেন এবং নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদের আরও বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (27–30)

আমি তোমার প্রতি কিতাব থেকে যা ওহী করেছি তা-ই সত্য, তার আগে যা ছিল তার সত্যায়নকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত, সর্বদ্রষ্টা। তারপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি আমার বান্দাদের মধ্যে তাদের, যাদের আমি মনোনীত করেছি। তাদের মধ্যে কেউ নিজের উপর যুলুম করে, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, আর কেউ আল্লাহর অনুমতিক্রমে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এ-ই মহা অনুগ্রহ: চিরস্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে, সেখানে তাদের সোনার কাঁকন ও মুক্তা দিয়ে সাজানো হবে, আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। তারা বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদের থেকে সব দুঃখ দূর করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী: যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের স্থায়ী আবাসে স্থান দিয়েছেন, যেখানে কোনো কষ্ট আমাদের স্পর্শ করে না, কোনো ক্লান্তিও আমাদের স্পর্শ করে না।' আর যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন: তাদের জন্য এমন ফয়সালা করা হবে না যে তারা মরে যাবে, আর তাদের থেকে তার শাস্তিও হালকা করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে প্রতিফল দিই। সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের বের করে নাও, আমরা সৎকাজ করব, আগে যা করতাম তা নয়!' 'আমি কি তোমাদের এত দীর্ঘ আয়ু দিইনি যে, কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে তখন উপদেশ গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং স্বাদ গ্রহণ করো: যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।' (31–37)

আল্লাহ আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় জানেন; অন্তরে যা আছে তিনি তা ভালোভাবেই জানেন। তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছেন। যে সত্য অস্বীকার করে, তার অস্বীকারের দায় তারই উপর; অস্বীকারকারীদের অস্বীকার তাদের প্রতিপালকের কাছে কেবল তাঁর ক্রোধই বাড়ায়, আর তাদের অস্বীকার তাদের ক্ষতিই কেবল বাড়ায়। বলো, 'তোমরা কি তোমাদের সেই শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদের তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে ডাকো? আমাকে দেখাও, তারা যমীনের কী সৃষ্টি করেছে। নাকি আসমানসমূহে তাদের কোনো অংশ আছে? নাকি আমি তাদের কোনো কিতাব দিয়েছি, ফলে তারা তার সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত?' না—বরং যালিমরা একে অপরকে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুরই প্রতিশ্রুতি দেয় না। (38–40)

আল্লাহই আসমানসমূহ ও যমীনকে ধরে রাখেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়; আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয়, তবে তাঁর পরে কেউ তাদের ফিরিয়ে আনতে পারবে না। নিশ্চয়ই তিনি পরম সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।[42] (41)

---

[42] অকেশনালিজম (উপলক্ষবাদ) – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স
অবিরাম সৃষ্টির অধিবিদ্যা: কুরআন 30:25 ও 35:41-এর একটি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য
ভিডিও: আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনকে ধরে রেখেছেন, যাতে এগুলো বিলীন না হয়
কুরআন 35:41 ও 6:59-এ ধারণ ও লিপিবদ্ধকরণ: ভৌত তথ্যতত্ত্ব ও সিমুলেশন অনুকল্পের সঙ্গে আলাপ

তারা আল্লাহর নামে জোরালো শপথ করে বলেছিল যে, তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী এলে তারা অন্য যেকোনো উম্মতের চেয়ে অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে; অথচ যখন তাদের কাছে সতর্ককারী এল, তাতে তাদের কেবল বিমুখতাই বাড়ল, দেশে ঔদ্ধত্য আর মন্দ চক্রান্তই বাড়ল। আর মন্দ চক্রান্ত তার উদ্যোক্তাদেরই কেবল ঘিরে ধরে। তবে কি তারা পূর্ববর্তীদের সঙ্গে আল্লাহ যে রীতি অবলম্বন করেছিলেন তা ছাড়া অন্য কিছুর অপেক্ষা করছে? তুমি আল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না; আল্লাহর রীতিতে কোনো ব্যতিক্রমও পাবে না। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল, অথচ তারা শক্তিতে এদের চেয়ে প্রবল ছিল? আসমানসমূহে বা যমীনে কোনো কিছুই আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে না: নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে একটি প্রাণীকেও ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি তাদের এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন; তারপর যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে—তখন আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের উপর সদা দৃষ্টি রাখেন। (42–45)

অস্তিত্বে ধরে রাখা মহাবিশ্ব: কুরআন 30:25 ও 35:41-এর একটি ভাষ্য

36. ইয়া সীন (ইয়া সীন)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

ইয়া সীন। (1)

প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনের শপথ, নিশ্চয়ই তুমি রাসূলদের একজন, সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত—এ পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালুর নাযিল করা ওহী, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করো যাদের বাপ-দাদাদের সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফিল। তাদের অধিকাংশের বিরুদ্ধে সেই কথা আগেই সত্য হয়ে গেছে, তাই তারা ঈমান আনবে না। আমি তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, যা থুতনি পর্যন্ত পৌঁছেছে, ফলে তাদের মাথা উঁচু হয়ে আছে; আর আমি তাদের সামনে এক প্রাচীর এবং তাদের পিছনে এক প্রাচীর দাঁড় করিয়েছি, আর তাদের ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না। তুমি তাদের সতর্ক করো বা না করো, তাদের জন্য উভয়ই সমান: তারা ঈমান আনবে না। তুমি কেবল তাকেই সতর্ক করতে পারো যে উপদেশবাণীর অনুসরণ করে এবং না দেখেও পরম করুণাময়কে ভয় করে। এমন ব্যক্তিকে ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দাও। আমিই মৃতদের জীবিত করি, আর লিখে রাখি যা তারা আগে পাঠিয়েছে এবং যে চিহ্ন তারা পিছনে রেখে গেছে; আর প্রতিটি বিষয় আমি এক সুস্পষ্ট নিবন্ধগ্রন্থে গুনে রেখেছি। (2–12)

তাদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করো: সেই জনপদের অধিবাসীদের, যখন তাদের কাছে রাসূলগণ এসেছিল। যখন আমি তাদের কাছে দুজনকে পাঠালাম, তারা উভয়কেই মিথ্যাবাদী বলল; তখন আমি তৃতীয় একজনকে দিয়ে তাদের শক্তিশালী করলাম, আর তারা বলল, ‘আমাদের তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।’ তারা বলল, ‘তোমরা তো আমাদেরই মতো মানুষ; পরম করুণাময় কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছ।’ তারা বলল, ‘আমাদের প্রতিপালক জানেন যে আমাদের তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, আর আমাদের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছে দেওয়া।’ তারা বলল, ‘আমরা তোমাদের অশুভ লক্ষণ মনে করি। তোমরা যদি বিরত না হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের পাথর মেরে হত্যা করব, আর আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নেমে আসবে।’ তারা বলল, ‘তোমাদের অশুভ লক্ষণ তো তোমাদের নিজেদেরই সঙ্গে। তোমাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে বলেই কি এমন বলছ? না—বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।’ তারপর শহরের দূরতম প্রান্ত থেকে এক লোক ছুটে এল। সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়, রাসূলদের অনুসরণ করো! অনুসরণ করো তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চায় না, আর যারা সঠিক পথে আছে। আমি কেন তাঁর ইবাদত করব না, যিনি আমাকে অস্তিত্ব দিয়েছেন, আর যাঁর কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে? আমি কি তাঁকে ছেড়ে অন্য ইলাহ গ্রহণ করব? পরম করুণাময় যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না, আর তারা আমাকে উদ্ধারও

করতে পারবে না। তেমন করলে আমি অবশ্যই সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় পড়ব। আমি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, সুতরাং আমার কথা শোনো।' (13–25)

বলা হল, 'জান্নাতে প্রবেশ করো।' সে বলল, 'হায়, আমার সম্প্রদায় যদি জানত, কীভাবে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।' তার পরে আমি তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কোনো বাহিনী নাযিল করিনি, আর তা করার আমার প্রয়োজনও ছিল না: তা ছিল কেবল একটিমাত্র বিকট আওয়াজ, আর অমনি তারা নিথর, নিস্তব্ধ হয়ে গেল। (26–29)

আফসোস বান্দাদের জন্য! তাদের কাছে এমন কোনো রাসূল আসেনি যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি। তারা কি দেখে না, তাদের আগে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, আর তারা তাদের কাছে ফিরে আসে না? অথচ তাদের সবাইকে একত্রে আমার সামনে হাজির করা হবে। তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত যমীন: আমি তাকে জীবিত করি এবং তা থেকে শস্য বের করি, আর তা থেকেই তারা খায়। আর আমি তাতে খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করেছি, আর তাতে ঝরনা প্রবাহিত করেছি, যাতে তারা তার ফল খায়—অথচ তাদের হাত তা তৈরি করেনি। তবু কি তারা শোকর করবে না? মহাপবিত্র তিনি, যিনি সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন: যমীন যা উদ্গত করে তা থেকে, তাদের নিজেদের মধ্য থেকে, আর এমন জিনিস থেকেও যা তারা জানে না। তাদের জন্য একটি নিদর্শন রাত: আমি তা থেকে দিনকে ছাড়িয়ে নিই, অমনি তারা অন্ধকারে ডুবে যায়। আর সূর্য তার জন্য নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে ছুটে চলছে: এ পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নির্ধারণ। আর চাঁদ—তার জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারণ করেছি, অবশেষে তা খেজুরের পুরোনো শুকনো ডাঁটার মতো হয়ে ফিরে আসে। সূর্যের সাধ্য নেই চাঁদকে ধরে ফেলার, আর রাতও দিনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না: প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটছে। (30–40)

আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌযানে বহন করেছি, আর তাদের জন্য তার অনুরূপ আরও কিছু সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে। আমি চাইলে তাদের ডুবিয়ে দিতে পারি: তখন তাদের আর্তনাদে সাড়া দেওয়ার কেউ থাকবে না, আর তাদের উদ্ধারও করা হবে না—তবে আমার পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে, এবং কিছুকাল ভোগের জন্য ছাড়া। যখন তাদের বলা হয়, 'তোমাদের সামনে যা আছে এবং তোমাদের পিছনে যা আছে সে বিষয়ে সাবধান হও, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়,' তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের মধ্যে এমন কোনো নিদর্শন তাদের কাছে আসে না যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় না। আর যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ তোমাদের যে জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করো,' তখন যারা সত্য অস্বীকার করে তারা মুমিনদের বলে, 'আমরা কি এমন কাউকে খাওয়াব, যাকে আল্লাহ চাইলে নিজেই খাওয়াতে পারতেন? তোমরা তো সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায়ই আছ।' (41–47)

তারা বলে, 'তোমরা সত্যবাদী হলে এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?' তারা তো কেবল একটিমাত্র বিকট আওয়াজের অপেক্ষা করছে, যা তাদের পাকড়াও করবে এমন অবস্থায় যে তারা তখনও বাদানুবাদে লিপ্ত, তখন তারা না কোনো অসিয়ত করতে পারবে, না নিজেদের পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারবে। (48–50)

শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, অমনি তারা কবর থেকে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে। তারা বলবে, 'হায়, আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদের আমাদের শয়নস্থল থেকে উঠাল?' 'এ তা-ই যার প্রতিশ্রুতি পরম করুণাময় দিয়েছিলেন; আর রাসূলগণ সত্যই বলেছিল।' তা হবে কেবল একটিমাত্র বিকট আওয়াজ, অমনি তাদের সবাইকে একত্রে আমার সামনে হাজির করা হবে। 'আজ কোনো প্রাণের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না, আর তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল তোমাদের দেওয়া হবে। জান্নাতের অধিবাসীরা আজ আনন্দে মশগুল; তারা ও তাদের জীবনসঙ্গীরা ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসে আছে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল, আর তারা যা চাইবে সবই। "সালাম!"—অসীম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক বাণী। আর হে অপরাধীরা, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও! হে আদম-সন্তানেরা, আমি কি তোমাদের নির্দেশ দিইনি যে তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, বরং আমারই ইবাদত করো? এ-ই সরল পথ। অথচ সে তোমাদের মধ্য থেকে এক বিরাট দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তোমরা কি বুদ্ধি খাটাওনি? এ-ই সেই জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হত। আজ এতে দগ্ধ হও, কারণ তোমরা সত্য অস্বীকার করতে।' (51–64)

আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেব, আর তাদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে, এবং তাদের পা সাক্ষ্য দেবে তারা যা অর্জন করত সে সম্পর্কে। আমি চাইলে তাদের চোখ মুছে দিতে পারতাম; তখন তারা পথের দিকে ছুটত—কিন্তু তারা দেখত কী করে? আর আমি চাইলে তাদের নিজ নিজ জায়গায়ই বিকৃত করে দিতে পারতাম, ফলে তারা না সামনে এগোতে পারত, না পিছনে ফিরতে পারত। যাকে আমি দীর্ঘ আয়ু দিই, তাকে গঠনে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিই। তবু কি তারা বুঝবে না? (65–68)

আমি তাকে কবিতা শেখাইনি, আর তা তার জন্য শোভনও নয়। এ তো কেবল এক উপদেশ ও সুস্পষ্ট কুরআন, যাতে সে তাকে সতর্ক করে যে জীবিত, আর যাতে সত্য অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে সেই কথা সত্য প্রমাণিত হয়। (69–70)

তারা কি দেখে না যে, আমার হাতের তৈরি জিনিসগুলোর মধ্যে আমি তাদের জন্য গবাদি পশু সৃষ্টি করেছি, আর তারাই সেগুলোর মালিক? আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, ফলে কতকের উপর তারা আরোহণ করে আর কতক থেকে তারা খায়; আর এগুলোতে তাদের জন্য রয়েছে আরও নানা উপকার ও পানীয়। তবু কি তারা শোকর করবে না? অথচ তারা আল্লাহকে

ছেড়ে অন্য ইলাহ গ্রহণ করেছে, এই আশায় যে তাদের সাহায্য করা হবে। তারা তাদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না, যদিও এরা তাদের জন্য এক সজ্জিত বাহিনী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং তাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে আমি তা জানি। (71–76)

মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে এক বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি? অথচ দেখো, সে এক প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী! সে আমার জন্য উপমা তৈরি করে, আর নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, 'হাড়গুলো যখন পচে গলে ধুলো হয়ে যাবে, তখন কে তাতে প্রাণ দেবে?' বলো, 'তিনিই তাতে আবার প্রাণ দেবেন, যিনি প্রথমবার তা অস্তিত্বে এনেছিলেন; তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন—যিনি সবুজ গাছ থেকে তোমাদের জন্য আগুন উৎপন্ন করেন, ফলে তা থেকে তোমরা আগুন জ্বালাও।' যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? অবশ্যই! তিনিই মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কোনো কিছু ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর আদেশ কেবল এই যে তিনি তাকে বলেন, 'হও,' অমনি তা হয়ে যায়। সুতরাং মহাপবিত্র তিনি, যাঁর হাতে সব কিছুর সর্বময় কর্তৃত্ব; আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। (77–83)

37. সারিবদ্ধ (আস-সাফফাত)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়, আর যারা কঠোরভাবে তাড়িয়ে নেয়, আর যারা উপদেশ তিলাওয়াত করে: নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ একজনই, আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রতিপালক, এবং সকল উদয়স্থলের প্রতিপালক। আমি নিকটতম আসমানকে নক্ষত্ররাজির শোভায় সাজিয়েছি, আর প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে সুরক্ষিত করেছি। তারা ঊর্ধ্বজগতের মজলিসে কান পাততে পারে না, বরং সব দিক থেকে তাদের দিকে নিক্ষেপ করা হয়, তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য; আর তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি—তবে যে ছোঁ মেরে কিছু নিয়ে নেয়, তাকে ধাওয়া করে এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। (1–10)

সুতরাং তাদের জিজ্ঞাসা করো: সৃষ্টি হিসেবে তারাই কি অধিক কঠিন, না অন্য যাদের আমি সৃষ্টি করেছি তারা? আমি তো তাদের সৃষ্টি করেছি আঠালো কাদামাটি থেকে। তুমি বিস্মিত হও, আর তারা ঠাট্টা করে, যখন তাদের উপদেশ দেওয়া হয় তারা উপদেশ গ্রহণ করে না, আর যখন কোনো নিদর্শন দেখে তখন তা নিয়ে উপহাস করে, আর বলে, 'এ তো প্রকাশ্য জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। কী! আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি সত্যিই আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে—আর আমাদের পূর্বপুরুষদেরও?' বলো, 'হ্যাঁ—আর তোমরা হবে লাঞ্ছিত।' তা হবে কেবল একটিমাত্র হুংকার, অমনি তারা চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকবে। তারা বলবে, 'হায়, আমাদের দুর্ভোগ! এ তো বিচারের দিন।' 'এ-ই সেই ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।' 'একত্র করো যালিমদের, তাদের সঙ্গীসাথীদের, আর আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদের ইবাদত করত তাদের, তারপর তাদের জ্বলন্ত আগুনের পথে নিয়ে চলো; আর তাদের থামাও, কারণ তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে: তোমাদের কী হল যে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ না?' না—বরং সেদিন তারা আত্মসমর্পণ করবে। তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে, 'তোমরাই তো ডান দিক থেকে আমাদের কাছে আসতে।' তারা বলবে, 'না—বরং তোমরা নিজেরাই মুমিন ছিলে না। তোমাদের উপর আমাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না; বরং তোমরাই ছিলে এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়ে গেছে: আমাদের অবশ্যই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমরা তোমাদের বিপথগামী করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাই ছিলাম বিপথগামী।' সুতরাং সেদিন তারা সবাই শাস্তিতে শরীক হবে। অপরাধীদের সঙ্গে আমি এমনই করি। যখন তাদের বলা হত, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই,' তারা অহংকার করত, আর বলত, 'আমরা কি এক উন্মাদ কবির জন্য আমাদের উপাস্যদের ছেড়ে দেব?' না—বরং সে সত্য নিয়ে এসেছে, এবং রাসূলদের সত্যায়ন করেছে।

তোমরা অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে, আর তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল তোমাদের দেওয়া হবে— (11–39)

তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দারা নয়। তাদের জন্য রয়েছে সুপরিজ্ঞাত জীবিকা: ফলমূল; আর তারা হবে সম্মানিত, নিয়ামতে ভরা জান্নাতে, আসনে আসনে মুখোমুখি বসে। তাদের মাঝে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে প্রবহমান ঝরনার পানপাত্র, শুভ্র, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু, যাতে কোনো ক্ষতি নেই, আর তাতে তারা মাতালও হবে না। আর তাদের কাছে থাকবে আনত-নয়না, ডাগর-চোখা সঙ্গিনীরা, যেন তারা সযত্নে ঢেকে রাখা ডিম। (40–49)

তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের একজন বলবে, 'আমার এক ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিল, যে বলত, "তুমি কি সত্যিই তাদের একজন যারা বিশ্বাস করে যে, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখন আমাদের বিচারের সম্মুখীন করা হবে?"' সে বলবে, 'তোমরা কি উঁকি দিয়ে দেখবে?' তারপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জ্বলন্ত আগুনের মাঝখানে দেখতে পাবে। সে বলবে, 'আল্লাহর শপথ, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে! আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হতাম যাদের জাহান্নামে হাজির করা হয়েছে। তবে কি আমাদের আর মৃত্যু নেই, আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া, আর আমাদের শাস্তিও দেওয়া হবে না? নিশ্চয়ই এ-ই মহা সাফল্য!' এমন কিছুর জন্যই যারা কাজ করার তারা যেন কাজ করে। আপ্যায়ন হিসেবে এ-ই উত্তম, না যাক্কূম গাছ? আমি তাকে যালিমদের জন্য এক পরীক্ষা বানিয়েছি। এ এমন এক গাছ যা জ্বলন্ত আগুনের তলদেশ থেকে গজায়; তার ফলের থোকা যেন শয়তানদের মাথা। তারা তা থেকে খাবে এবং তা দিয়ে পেট ভরবে; তারপর তার উপর তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ; তারপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জ্বলন্ত আগুনের দিকেই। তারা তাদের বাপ-দাদাদের পথভ্রষ্ট পেয়েছিল, আর তাদেরই পদচিহ্ন ধরে তারা ছুটে চলেছে। তাদের আগে পূর্ববর্তীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট হয়েছিল, যদিও আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং দেখো, যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছিল—তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দারা ছাড়া। (50–74)

নূহ আমাকে ডেকেছিল, আর আমি কতই না উত্তম সাড়াদানকারী! আমি তাকে ও তার পরিবারকে মহা সংকট থেকে রক্ষা করলাম, আর তার বংশধরদেরই টিকিয়ে রাখলাম, আর পরবর্তীদের মধ্যে তার জন্য সুনাম রেখে দিলাম: 'সকল জগতের মধ্যে নূহের উপর শান্তি!' এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি: সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের একজন। তারপর আমি অন্যদের ডুবিয়ে দিলাম। (75–82)

আর তারই দলভুক্ত ছিল ইবরাহীম, যখন সে তার প্রতিপালকের কাছে এসেছিল এক বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে, যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কিসের ইবাদত করছ? তোমরা

কি আল্লাহকে ছেড়ে মনগড়া মিথ্যা উপাস্যদের চাও? তবে সকল জগতের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী?' তারপর সে নক্ষত্ররাজির দিকে একবার তাকাল এবং বলল, 'আমি অসুস্থ।' তখন তারা তার দিক থেকে পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। তারপর সে তাদের উপাস্যদের দিকে ফিরল এবং বলল, 'তোমরা খাচ্ছ না কেন? তোমাদের কী হল যে তোমরা কথা বলছ না?' তারপর সে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, ডান হাতে আঘাত করতে করতে। তখন লোকেরা তার দিকে ছুটে এল। সে বলল, 'তোমরা কি তারই ইবাদত করো যা তোমরা নিজেরাই খোদাই করো, অথচ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমরা যা কিছু তৈরি করো তা-ও?' তারা বলল, 'তার জন্য একটি কাঠামো নির্মাণ করো, তারপর তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করো।' তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল, কিন্তু আমি তাদেরই হীন করে দিলাম। (83–98)

সে বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম; তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে একটি পুত্র দান করো।' তখন আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। তারপর সে যখন তার সঙ্গে ছুটোছুটি করার বয়সে পৌঁছল, সে বলল, 'হে আমার বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি তোমাকে কুরবানি করছি। এখন ভেবে দেখো, তোমার কী মত।' সে বলল, 'হে আমার পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা-ই করুন; আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের একজন পাবেন।' যখন তারা উভয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করল, আর সে তাকে কপালের উপর শুইয়ে দিল, আমি তাকে ডেকে বললাম, 'হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছ।' এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি। নিশ্চয়ই এ ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি এক মহান কুরবানির বিনিময়ে তাকে মুক্ত করলাম, আর পরবর্তীদের মধ্যে তার জন্য সুনাম রেখে দিলাম: 'ইবরাহীমের উপর শান্তি!' এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি: সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের একজন। (99–111)

আর আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, যে একজন নবী, সৎকর্মশীলদের একজন। আমি তাকে ও ইসহাককে বরকত দিয়েছিলাম; আর তাদের বংশধরদের মধ্যে কেউ সৎকর্মশীল, আর কেউ স্পষ্টতই নিজের উপর যুলুমকারী। আমি মূসা ও হারূনের উপর অনুগ্রহ করেছিলাম, আর তাদের ও তাদের সম্প্রদায়কে মহা সংকট থেকে রক্ষা করেছিলাম; আমি তাদের সাহায্য করেছিলাম, ফলে তারাই বিজয়ী হয়েছিল; আমি তাদের দিয়েছিলাম সেই কিতাব যা সব কিছু স্পষ্ট করে দেয়, আর তাদের সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম; আর পরবর্তীদের মধ্যে তাদের জন্য সুনাম রেখে দিয়েছিলাম: 'মূসা ও হারূনের উপর শান্তি!' এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি: তারা ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (112–122)

ইলিয়াসও ছিল রাসূলদের একজন, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন হবে না? তোমরা কি বা'লকে ডাকো, আর শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাকে ছেড়ে দাও—আল্লাহকে, যিনি

তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক?' কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, সুতরাং তাদের অবশ্যই শাস্তির জন্য হাজির করা হবে—তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দারা ছাড়া। আর পরবর্তীদের মধ্যে আমি তার জন্য সুনাম রেখে দিলাম: 'ইলিয়াসের উপর শান্তি!' এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি: সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের একজন। (123–132)

লূতও ছিল রাসূলদের একজন। আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে রক্ষা করলাম, এক বৃদ্ধা ছাড়া, যে ছিল পিছনে রয়ে যাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত; তারপর অন্যদের ধ্বংস করে দিলাম। তোমরা তো তাদের পাশ দিয়েই যাতায়াত করো সকালে ও রাতে। তবু কি তোমরা বুঝবে না? ইউনুসও ছিল রাসূলদের একজন। সে পালিয়ে গিয়েছিল বোঝাই নৌযানের দিকে, তারপর লটারিতে অংশ নিল এবং হেরে যাওয়াদের একজন হল; তারপর মাছ তাকে গিলে ফেলল, আর সে ছিল তিরস্কারযোগ্য। সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণাকারীদের একজন না হত, তবে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত তার পেটেই থেকে যেত। তারপর আমি তাকে এক জনশূন্য তীরে নিক্ষেপ করলাম, তখন সে ছিল অসুস্থ, আর আমি তার উপর এক লাউগাছ উদ্গত করলাম। আর আমি তাকে এক লক্ষ বা তারও বেশি লোকের কাছে পাঠিয়েছিলাম; তারা ঈমান আনল, ফলে আমি তাদের কিছুকাল জীবন উপভোগ করতে দিলাম। (133–148)

সুতরাং তাদের জিজ্ঞাসা করো: তোমার প্রতিপালকের জন্য কি কন্যা, আর তাদের জন্য পুত্র? নাকি আমি ফেরেশতাদের নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম আর তারা তা দেখছিল? জেনে রাখো, তারা তো নিজেদের মনগড়া মিথ্যা থেকেই বলে, 'আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।' তারা নিশ্চিতই মিথ্যাবাদী। তিনি কি পুত্রদের বদলে কন্যাদের বেছে নিয়েছেন? তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেমন ফয়সালা করছ? তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? নাকি তোমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে? তবে তোমাদের কিতাব নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা তাঁর ও জিনদের মধ্যে বংশ-সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে, অথচ জিনরা ভালোভাবেই জানে যে তাদের বিচারের জন্য হাজির করা হবে। তারা যা বর্ণনা করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, বহু ঊর্ধ্বে!—তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দারা ছাড়া। তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদত করো, তোমরা কাউকেই তাঁর থেকে বিভ্রান্ত করে সরিয়ে নিতে পারবে না, তাকে ছাড়া যে জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হবে। 'আমাদের প্রত্যেকেরই একটি নির্ধারিত স্থান রয়েছে; আমরাই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াই; আর আমরাই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করি।' (149–166)

তারা তো বলত, 'আমাদের কাছে যদি পূর্ববর্তীদের মতো কোনো উপদেশ থাকত, তবে আমরা অবশ্যই আল্লাহর মনোনীত বান্দা হতাম।' অথচ এখন তারা তা অস্বীকার করছে। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এ কথা আগেই স্থির হয়ে আছে: তাদেরই সাহায্য করা হবে, আর আমার বাহিনীই—তারাই বিজয়ী হবে। সুতরাং কিছুকালের জন্য

তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, আর তাদের দেখতে থাকো; শীঘ্রই তারা দেখতে পাবে। তারা কি আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়? যখন তা তাদের আঙিনায় নেমে আসবে, তখন যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের সকাল হবে কতই না মন্দ। সুতরাং কিছুকালের জন্য তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, আর দেখতে থাকো; শীঘ্রই তারা দেখতে পাবে। তারা যা বর্ণনা করে, তোমার প্রতিপালক, সকল ক্ষমতা ও সম্মানের অধিপতি, তা থেকে পবিত্র, বহু ঊর্ধ্বে! আর শান্তি রাসূলদের উপর, আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক। (167–182)

38. সাদ (সাদ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

সাদ। উপদেশপূর্ণ কুরআনের শপথ! অথচ যারা সত্য অস্বীকার করে তারা অহংকার ও বিরোধিতায় ডুবে আছে। তাদের আগে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি! তখন তারা আর্তনাদ করেছিল, কিন্তু তখন আর পালানোর সময় ছিল না। তারা বিস্মিত হয় যে তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসেছে, আর যারা সত্য অস্বীকার করে তারা বলে, 'এ তো এক জাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি সব উপাস্যকে এক ইলাহ বানিয়ে ফেলেছে? এ তো সত্যিই এক আশ্চর্য ব্যাপার!' তাদের নেতারা এ কথা বলতে বলতে চলে যায়, 'চলো, আর তোমাদের উপাস্যদের উপর অবিচল থাকো। এ তো নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার। সর্বশেষ ধর্মে আমরা এমন কথা কখনো শুনিনি; এ তো মনগড়া বানোয়াট ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের সবার মধ্য থেকে কি তারই উপর উপদেশবাণী নাযিল হল?' না—বরং তারা আমার উপদেশবাণী সম্পর্কে সন্দেহে আছে; না—বরং তারা এখনও আমার শাস্তির স্বাদ পায়নি। (1–8)

নাকি তাদের কাছে তোমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডার রয়েছে, যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা? নাকি আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রাজত্ব তাদেরই? তবে তারা রশি বেয়ে উপরে উঠে যাক! এ তো এক বাহিনী মাত্র, তোমার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ দলগুলোরই একটি, যা এখানেই পরাজিত হবে। তাদের আগে সত্য অস্বীকার করেছিল নূহের সম্প্রদায়, আদ, কীলকওয়ালা ফিরআউন, সামূদ, লূতের সম্প্রদায় এবং আইকার অধিবাসীরা—এরাই ছিল সেই দলগুলো। তাদের প্রত্যেকেই রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে আমার শাস্তি যথার্থভাবেই নেমে এসেছিল। এরা তো কেবল একটিমাত্র বিকট আওয়াজের অপেক্ষা করছে, যাতে কোনো বিরতি থাকবে না। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, হিসাবের দিনের আগেই আমাদের অংশ আমাদের তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও!' তারা যা বলে তাতে ধৈর্য ধরো, আর স্মরণ করো আমার বান্দা দাঊদকে, যে ছিল শক্তির অধিকারী; সে সর্বদা আল্লাহর অভিমুখী থাকত। (9–17)

আমি পর্বতমালাকে তার সঙ্গী করে দিয়েছিলাম, তারা সন্ধ্যায় ও সূর্যোদয়ে তার সঙ্গে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করত, আর পাখিদেরও, যারা একত্র হত: সবাই ছিল তাঁর অভিমুখী। আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম, আর তাকে দিয়েছিলাম হিকমত ও মীমাংসাকারী বাগ্মিতা। তোমার কাছে কি সেই বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে, যখন তারা প্রাচীর টপকে তার নিভৃত কক্ষে ঢুকে পড়েছিল? যখন তারা দাঊদের কাছে প্রবেশ করল, সে তাদের দেখে ঘাবড়ে গেল। তারা বলল, 'ভয় করবেন না। আমরা বিবদমান দুই পক্ষ, আমাদের একজন অন্যজনের উপর যুলুম করেছে; সুতরাং আমাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করে দিন, অবিচার করবেন না, আর আমাদের সরল পথ দেখিয়ে দিন। এ আমার ভাই। এর আছে নিরানব্বইটি ভেড়ী, আর আমার

আছে একটিমাত্র ভেড়ী; তবু সে বলল, "এটিও আমার জিম্মায় দিয়ে দাও," আর তর্কে সে আমাকে পরাস্ত করেছে।' সে বলল, 'তোমার ভেড়ীটিকে তার ভেড়ীগুলোর সঙ্গে যুক্ত করার দাবি করে সে তোমার উপর যুলুম করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের উপর যুলুম করে থাকে—তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আর তারা সংখ্যায় অল্প।' আর দাঊদ বুঝতে পারল যে আমি তাকে পরীক্ষা করেছি; তাই সে তার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাইল, নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল, এবং তওবা করে তাঁর অভিমুখী হল। তখন আমি তার সে বিষয় ক্ষমা করে দিলাম; আর আমার কাছে তার জন্য রয়েছে নৈকট্য ও সুন্দর প্রত্যাবর্তনস্থল। 'হে দাঊদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছি, সুতরাং মানুষের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করো, আর খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, পাছে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে। যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা হিসাবের দিনকে ভুলে গিয়েছিল।' (18–26)

আমি আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এ তো তাদের ধারণা যারা সত্য অস্বীকার করে—সুতরাং সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য আগুনের দুর্ভোগ! যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আমি কি তাদের ওদের মতো গণ্য করব যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়ায়? নাকি আমি আল্লাহ-সচেতনদের পাপাচারীদের মতো গণ্য করব? এ এক বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, আর যাতে বোধশক্তিসম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে। (27–29)

আর আমি দাঊদকে দান করেছিলাম সুলাইমান—কতই না উত্তম বান্দা! সে সর্বদা আল্লাহর অভিমুখী থাকত। যখন বিকেলের দিকে তার সামনে পেশ করা হল তিন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো দ্রুতগামী ঘোড়া, সে বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের স্মরণের ঊর্ধ্বে উত্তম সম্পদের ভালোবাসাকে ভালোবেসে ফেলেছি,' অবশেষে সূর্য পর্দার আড়ালে লুকিয়ে গেল। 'এগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো!' তারপর সে সেগুলোর পা ও ঘাড়ে হাত বুলাতে লাগল। আমি অবশ্যই সুলাইমানকে পরীক্ষা করেছিলাম, আর তার সিংহাসনের উপর রেখে দিয়েছিলাম একটি নিছক দেহ; তারপর সে আল্লাহর অভিমুখী হল। সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করো, আর আমাকে এমন এক রাজত্ব দান করো যা আমার পরে আর কারও হবে না। নিশ্চয়ই তুমিই মহান দাতা।' তখন আমি বাতাসকে তার বশীভূত করে দিলাম, যা তার আদেশে মৃদুমন্দ গতিতে বয়ে যেত যেদিকে সে চাইত, আর শয়তানদেরও, প্রত্যেক নির্মাতা ও ডুবুরিকে, আর শিকলে আবদ্ধ আরও অনেককে। 'এ আমার দান: সুতরাং অকাতরে দাও কিংবা রেখে দাও, এর কোনো হিসাব নেই।' আর আমার কাছে তার জন্য রয়েছে নৈকট্য ও সুন্দর প্রত্যাবর্তনস্থল। (30–40)

আর স্মরণ করো আমার বান্দা আইয়ূবকে, যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলল, 'শয়তান আমাকে ক্লান্তি ও যন্ত্রণায় ফেলেছে।' 'তোমার পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করো! এই তো গোসলের শীতল পানি, আর পানীয়।' আর আমি তাকে তার পরিবার ফিরিয়ে দিলাম, এবং তাদের সঙ্গে তাদের সমপরিমাণ আরও, আমার পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে এবং বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য উপদেশ হিসেবে। 'তোমার হাতে এক মুঠো ডালপালা নাও এবং তা দিয়ে আঘাত করো, আর শপথ ভঙ্গ করো না।' আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি—কতই না উত্তম বান্দা! সে সর্বদা আল্লাহর অভিমুখী থাকত। (41–44)

আর স্মরণ করো আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবকে, যারা ছিল শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। আমি তাদের এক বিশুদ্ধ গুণ দিয়ে পরিশুদ্ধ করেছিলাম: পরকালের আবাসের স্মরণ। তারা আমার কাছে মনোনীত, উত্তমদের অন্তর্ভুক্ত। আর স্মরণ করো ইসমাঈল, আল-ইয়াসা ও যুলকিফলকে; তাদের সবাই ছিল উত্তমদের অন্তর্ভুক্ত। এ এক উপদেশ। আর আল্লাহ-সচেতনদের জন্য রয়েছে সুন্দর প্রত্যাবর্তনস্থল: (45–49)

চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাগুলো তাদের জন্য খোলা থাকবে। সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসে প্রচুর ফলমূল ও পানীয় চেয়ে নেবে, আর তাদের কাছে থাকবে আনত-নয়না, সমবয়সী সঙ্গিনীরা। 'এ-ই তা, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের হিসাবের দিনের জন্য দেওয়া হচ্ছে। এ আমার দেওয়া জীবিকা; এ কখনো ফুরাবে না।' (50–54)

এ তো গেল এক দিক। আর সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল: জাহান্নাম, যেখানে তারা দগ্ধ হবে—কতই না নিকৃষ্ট সেই শয্যা। এ-ই তাদের পাওনা। সুতরাং তারা তার স্বাদ গ্রহণ করুক: ফুটন্ত পানি ও পুঁজ, আর এ ধরনের আরও নানা জোড়া জোড়া শাস্তি। 'এ এক দল, যারা তোমাদের সঙ্গে হুড়মুড় করে ঢুকছে। তাদের জন্য কোনো অভিনন্দন নেই! তারা আগুনে দগ্ধ হবে।' তারা বলবে, 'না—বরং তোমাদের জন্যই কোনো অভিনন্দন নেই! তোমরাই তো আমাদের জন্য এ ডেকে এনেছ—কতই না নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!' তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, যে আমাদের জন্য এ ডেকে এনেছে, তাকে আগুনে দ্বিগুণ শাস্তি দাও।' আর তারা বলবে, 'আমাদের কী হল যে আমরা সেই লোকদের দেখছি না, যাদের আমরা মন্দ লোকদের মধ্যে গণ্য করতাম? আমরা কি অন্যায়ভাবে তাদের ঠাট্টার পাত্র বানিয়েছিলাম, নাকি আমাদের চোখ তাদের খুঁজে পাচ্ছে না?' এ-ই সত্য: আগুনের অধিবাসীদের পারস্পরিক বাদানুবাদ। (55–64)

বলো, 'আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি এক, মহাপ্রতাপশালী, আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রতিপালক, পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।' বলো, 'এ এক মহা সংবাদ, অথচ তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। ঊর্ধ্বজগতের

মজলিস সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না, যখন তারা বাদানুবাদ করছিল। আমার প্রতি কেবল এ ওহীই করা হয় যে, আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।' (65–70)

যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি কাদামাটি থেকে এক মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ো।' তখন ফেরেশতারা সবাই একসঙ্গে সিজদা করল—ইবলীস ছাড়া। সে অহংকার করল, আর সত্য অস্বীকারকারীদের একজন হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'হে ইবলীস, যাকে আমি নিজের দুই হাতে সৃষ্টি করেছি তার সামনে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি অহংকার করলে, নাকি তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্নদের একজন?' সে বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ: তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ, আর তাকে সৃষ্টি করেছ কাদামাটি থেকে।' তিনি বললেন, 'তবে এখান থেকে বেরিয়ে যাও, কারণ তুমি বিতাড়িত, আর বিচারের দিন পর্যন্ত তোমার উপর আমার অভিশাপ।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, তবে আমাকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যেদিন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে।' তিনি বললেন, 'তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত, সেই নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।' সে বলল, 'তবে তোমার ক্ষমতার শপথ, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব, তাদের মধ্যে তোমার মনোনীত বান্দারা ছাড়া।' তিনি বললেন, 'তবে এ-ই সত্য—আর আমি সত্যই বলি: আমি অবশ্যই তোমাকে দিয়ে এবং তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেব।' (71–85)

বলো, 'আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, আর আমি ভান করা লোকদের একজনও নই। এ তো সকল জগতের জন্য কেবল এক উপদেশ, আর কিছুকাল পরে তোমরা অবশ্যই এর সংবাদ জানতে পারবে।' (86–88)

39. দলে দলে (আয-যুমার)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

এই কিতাবের অবতরণ আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আমি তোমার প্রতি এই কিতাব সত্যসহ নাযিল করেছি; সুতরাং আল্লাহর ইবাদত করো, দ্বীনকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে। জেনে রাখো, একনিষ্ঠ দ্বীন কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য। আর যারা তাঁকে ছেড়ে অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, এই বলে যে, 'আমরা তো তাদের ইবাদত করি কেবল এজন্য যে তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে'—তারা যে বিষয়ে মতভেদ করছে আল্লাহ তাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী, অকৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাকে পথ দেখান না। আল্লাহ যদি সন্তান গ্রহণ করতে চাইতেন, তবে তিনি যা সৃষ্টি করেন তা থেকে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারতেন। তিনি মহাপবিত্র! তিনিই আল্লাহ, এক, মহাপ্রতাপশালী। তিনি আসমানসমূহ ও যমীন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিনের উপর জড়িয়ে দেন এবং দিনকে রাতের উপর জড়িয়ে দেন; তিনি সূর্য ও চাঁদকে বশীভূত করেছেন, প্রত্যেকে এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত চলছে। জেনে রাখো, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। (1–5)

তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটিমাত্র প্রাণ থেকে, তারপর তা থেকে তার জোড়া বানিয়েছেন, আর তিনি তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন আট জোড়া গবাদি পশু। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃগর্ভে, এক সৃষ্টির পর আরেক সৃষ্টিরূপে, তিন অন্ধকারের মধ্যে। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; রাজত্ব তাঁরই। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তবে তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? তোমরা যদি সত্য অস্বীকার করো, তবে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন; তবু তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। আর তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন তোমরা কী করতে। অন্তরে যা আছে তিনি তা ভালোভাবেই জানেন। (6–7)

যখন মানুষকে কোনো দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, সে তার প্রতিপালককে ডাকে, তাঁরই অভিমুখী হয়ে; কিন্তু যখন তিনি তাকে নিজের পক্ষ থেকে কোনো নিয়ামত দান করেন, তখন সে আগে যে জন্য ডাকছিল তা ভুলে যায়, আর আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়, যাতে অন্যদের তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে। বলো, 'তোমার এই অস্বীকার নিয়ে অল্প কিছুকাল ভোগ করে নাও; তুমি তো আগুনের অধিবাসীদের একজন।' যে রাতের প্রহরগুলোতে সিজদারত ও দণ্ডায়মান থেকে একান্ত অনুগত হয়ে ইবাদত করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের রহমতের আশা রাখে, সে কি তার মতো যে তা করে না? বলো, 'যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?' কেবল বোধশক্তিসম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে। (8–9)

বলো, 'আল্লাহ বলেন: হে আমার মুমিন বান্দারা, তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে সচেতন থাকো। যারা এই দুনিয়ায় কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ; আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত। নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান পুরোপুরি দেওয়া হবে, বিনা হিসাবে।' বলো, 'আমাকে আদেশ করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদত করতে, দ্বীনকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে, আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম হই।' বলো, 'আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি এক মহা দিনের শাস্তির ভয় করি।' বলো, 'আমি আল্লাহরই ইবাদত করি, আমার দ্বীনকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে; সুতরাং তোমরা তাঁকে ছেড়ে যার ইচ্ছা ইবাদত করো।' বলো, 'প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিবার-পরিজনকে হারাবে। জেনে রাখো, এ-ই সুস্পষ্ট ক্ষতি। তাদের জন্য তাদের উপরে থাকবে আগুনের আচ্ছাদন এবং তাদের নিচেও আচ্ছাদন।' এ দিয়েই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ভয় দেখান: 'হে আমার বান্দারা, আমার সম্পর্কে সচেতন থাকো।' (10–16)

যারা মিথ্যা উপাস্যদের ইবাদত থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমুখী হয়—তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। সুতরাং সুসংবাদ দাও আমার সেই বান্দাদের, যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তার অনুসরণ করে। এরাই তারা যাদের আল্লাহ পথ দেখিয়েছেন; আর এরাই বোধশক্তিসম্পন্ন। তবে যার বিরুদ্ধে শাস্তির কথা অবধারিত হয়ে গেছে তার কী হবে? যে আগুনে আছে তুমি কি তাকে উদ্ধার করতে পারবে? তবে যারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে সচেতন থাকে তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ প্রাসাদ, যার উপরে আরও প্রাসাদ নির্মিত, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত: এ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি—আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। (17–20)

তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তা ঝরনারূপে যমীনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করেন; তারপর তা দিয়ে নানা বর্ণের ফসল উদ্গত করেন; তারপর তা শুকিয়ে যায়, আর তুমি তাকে হলুদ হয়ে যেতে দেখো; তারপর তিনি তাকে খড়কুটোয় পরিণত করেন? নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য উপদেশ রয়েছে। (21)

আল্লাহ যার বক্ষ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, ফলে সে তার প্রতিপালকের দেওয়া আলোর মধ্যে চলে, সে কি তার মতো যার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে? সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠিন হয়ে গেছে! তারা সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় আছে। আল্লাহ নাযিল করেছেন সর্বোত্তম বাণী: এমন এক কিতাব যার অংশগুলো পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার শিক্ষা বারবার পুনরাবৃত্ত। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, এতে তাদের শরীর শিউরে ওঠে; তারপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণে কোমল হয়ে আসে। এ-ই আল্লাহর হিদায়াত: এ দিয়ে তিনি যাকে চান পথ দেখান; আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই। (22–23)

যে কিয়ামতের দিন নিজের মুখমণ্ডল দিয়ে নিকৃষ্টতম শাস্তি ঠেকাতে চাইবে, সে কি তার মতো যে নিরাপদ? যালিমদের বলা হবে, 'তোমরা যা অর্জন করতে তার স্বাদ গ্রহণ করো।' তাদের পূর্ববর্তীরাও সত্য অস্বীকার করেছিল, ফলে শাস্তি তাদের উপর এমন দিক থেকে এসেছিল যা তারা কল্পনাও করেনি। এভাবে আল্লাহ তাদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করালেন; আর আখিরাতের শাস্তি তো আরও বড়, যদি তারা জানত। (24–26)

আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সব রকমের দৃষ্টান্ত পেশ করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে: আরবী ভাষার কুরআন, যাতে কোনো বক্রতা নেই, যাতে তারা আল্লাহ-সচেতন হয়। আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন: এক ব্যক্তি, যার মালিক কয়েকজন শরীক, যারা তাকে নিয়ে পরস্পর ঝগড়া করে, আর আরেক ব্যক্তি, যে সম্পূর্ণরূপে এক মালিকের। দুজনের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই! কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (27–29)

তুমিও মরবে, তারাও মরবে; তারপর কিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে পরস্পর বাদানুবাদ করবে। তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে এবং সত্য তার কাছে আসার পর তাকে মিথ্যা বলে? জাহান্নামে কি সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য আবাস নেই? আর যে সত্য নিয়ে এসেছে, এবং যে তার সত্যায়ন করেছে—এরাই আল্লাহ-সচেতন। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে তারা যা চাইবে তা-ই। এ-ই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার, যাতে আল্লাহ তাদের থেকে তাদের নিকৃষ্টতম কাজগুলো মোচন করে দেন, এবং তারা যা করত তার সর্বোত্তমটি অনুযায়ী তাদের প্রতিদান দেন। (30–35)

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে ভয় দেখায় তাঁকে ছাড়া অন্যদের দিয়ে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই; আর আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো কে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' বলো, 'তবে তোমরা কি ভেবে দেখেছ তাদের কথা, যাদের তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে ডাকো? আল্লাহ যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে চান, তারা কি তাঁর দেওয়া সে ক্ষতি দূর করতে পারবে? কিংবা তিনি যদি আমার প্রতি রহমত করতে চান, তারা কি তাঁর রহমত আটকে রাখতে পারবে?' বলো, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; ভরসাকারীরা তাঁরই উপর ভরসা করে।' বলো, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করে যাও; আমিও কাজ করছি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কার উপর লাঞ্ছনাকর শাস্তি আসে, আর কার উপর স্থায়ী শাস্তি নেমে আসে।' (36–40)

আমি মানুষের জন্য তোমার প্রতি এই কিতাব সত্যসহ নাযিল করেছি। সুতরাং যে হিদায়াত গ্রহণ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে; আর যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের ক্ষতির জন্যই পথভ্রষ্ট

হয়। তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও। আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময়, আর যারা মরেনি তাদের প্রাণও, তাদের ঘুমের মধ্যে। তারপর যাদের জন্য তিনি মৃত্যুর ফয়সালা করেছেন তাদের প্রাণ তিনি রেখে দেন, আর অন্যগুলো এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত ফেরত পাঠান। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। নাকি তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে? বলো, 'তারা কোনো কিছুর ক্ষমতা না রাখলেও, এবং কিছু না বুঝলেও কি?' বলো, 'সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই এখতিয়ারে। আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব তাঁরই; তারপর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।' (41–44)

যখন একমাত্র আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হয়, তখন যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়ে যায়; কিন্তু যখন তাঁকে ছাড়া অন্যদের কথা উল্লেখ করা হয়, অমনি তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বলো, 'হে আল্লাহ, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা! তোমার বান্দারা যে বিষয়ে মতভেদ করত তুমিই তাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দেবে।' যারা যুলুম করেছে, যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাদের হত, আর তার সঙ্গে আরও সমপরিমাণ, তবে কিয়ামতের দিন নিকৃষ্টতম শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তারা তা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিত। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সামনে এমন কিছু প্রকাশ পাবে যা তারা কখনো ধারণাও করেনি; তাদের কামাইয়ের মন্দ পরিণাম তাদের সামনে প্রকাশ পাবে, আর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত তা-ই তাদের ঘিরে ফেলবে। (45–48)

যখন মানুষকে কোনো দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, সে আমাকে ডাকে; তারপর যখন আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে কোনো নিয়ামত দান করি, সে বলে, 'এ তো আমাকে দেওয়া হয়েছে কেবল জ্ঞানের কারণে।' না—বরং এ এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। তাদের পূর্ববর্তীরাও এ কথাই বলেছিল, কিন্তু তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের কোনো কাজে আসেনি। ফলে তাদের কামাইয়ের মন্দ পরিণাম তাদের উপর আপতিত হয়েছিল; আর এদের মধ্যে যারা যুলুম করে—তাদের কামাইয়ের মন্দ পরিণামও তাদের উপর আপতিত হবে, আর তারা এড়িয়ে যেতে পারবে না। তারা কি জানে না যে, আল্লাহ যার জন্য চান জীবিকা প্রশস্ত করেন, আর পরিমিত করে দেন? নিশ্চয়ই এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (49–52)

বলো, 'আল্লাহ বলেন: হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন; তিনিই পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও, এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো, তোমাদের উপর শাস্তি আসার আগে; তার পর আর তোমাদের সাহায্য করা হবে না। তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার মধ্যে যা সর্বোত্তম তার অনুসরণ করো, তোমাদের অজান্তে অকস্মাৎ তোমাদের উপর শাস্তি আসার আগে, পাছে কোনো প্রাণ বলে ওঠে, "হায় আফসোস, আল্লাহর ব্যাপারে আমি যে অবহেলা করেছি তার

জন্য, আর আমি তো ছিলাম ঠাট্টাকারীদেরই একজন!" কিংবা বলে, "আল্লাহ যদি আমাকে পথ দেখাতেন, তবে আমি অবশ্যই আল্লাহ-সচেতনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!" কিংবা শাস্তি দেখার সময় বলে, "হায়, যদি আমার আরেকবার সুযোগ হত, তবে আমি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!"' কখনো নয়! আমার আয়াতসমূহ তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে এবং অহংকার করেছিলে, আর তুমি ছিলে সত্য অস্বীকারকারীদের একজন। (53–59)

কিয়ামতের দিন তুমি তাদের দেখবে যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা বলেছিল, তাদের মুখ কালো হয়ে গেছে। জাহান্নামে কি অহংকারীদের জন্য আবাস নেই? আর যারা আল্লাহ-সচেতন ছিল আল্লাহ তাদের তাদের সাফল্যের স্থানে পৌঁছে দিয়ে উদ্ধার করবেন: কোনো অমঙ্গল তাদের স্পর্শ করবে না, আর তারা দুঃখিতও হবে না। আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা, আর তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। আসমানসমূহ ও যমীনের চাবি তাঁরই কাছে; আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে—তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (60–63)

বলো, 'হে অজ্ঞরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করতে বলছ?' তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি এ ওহী করা হয়েছে: 'তুমি যদি আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করো, তবে তোমার কাজ অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে, আর তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' না—বরং কেবল আল্লাহরই ইবাদত করো, আর কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও। তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা দেয়নি। কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর মুঠোয়, আর আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। তিনি মহাপবিত্র! তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখন আসমানসমূহে যারা আছে এবং যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে, তবে তারা ছাড়া যাদের আল্লাহ চান। তারপর তাতে আবার ফুঁ দেওয়া হবে, অমনি তারা দাঁড়িয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকবে। যমীন তার প্রতিপালকের নূরে উদ্ভাসিত হবে; আমলনামা সামনে রাখা হবে; নবীগণ ও সাক্ষীদের হাজির করা হবে; তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করা হবে, আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। প্রত্যেক প্রাণকে তার কৃতকর্মের পুরো প্রতিদান দেওয়া হবে; আর তারা যা করে তিনি তা সবচেয়ে ভালো জানেন। (64–70)

যারা সত্য অস্বীকার করেছিল তাদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে; অবশেষে যখন তারা সেখানে পৌঁছবে, তার দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে, আর তার প্রহরীরা তাদের বলবে, 'তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করত এবং তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করত?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই এসেছিল'—কিন্তু সত্য অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা অবধারিত হয়ে গেছে। বলা হবে, 'জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে প্রবেশ করো, সেখানে চিরকাল থাকার জন্য।' অহংকারীদের আবাস কতই না নিকৃষ্ট! (71–72)

আর যারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে সচেতন ছিল তাদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে; অবশেষে যখন তারা সেখানে পৌঁছবে, তার দরজাগুলো আগে থেকেই খোলা, আর তার প্রহরীরা তাদের বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম! তোমরা উত্তম ছিলে, সুতরাং এতে প্রবেশ করো, চিরকাল থাকার জন্য।' তারা বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের এই ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন, আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারি।' কর্মীদের প্রতিদান কতই না উত্তম! আর তুমি ফেরেশতাদের দেখবে, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছে। তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করা হবে, আর বলা হবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।' (73–75)

40. ক্ষমাকারী (গাফির)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হা মীম। (1)

এই কিতাবের অবতরণ আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, পাপ ক্ষমাকারী ও তওবা কবুলকারী, শাস্তিদানে কঠোর, অশেষ অনুগ্রহের অধিকারী। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তাঁরই কাছে শেষ প্রত্যাবর্তন। সত্য অস্বীকারকারীরা ছাড়া কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে বিতর্ক করে না; সুতরাং হে নবী, দেশে দেশে তাদের অবাধ চলাফেরা যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। তাদের আগে নূহের সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল, আর তাদের পরের দলগুলোও; প্রত্যেক উম্মত তাদের রাসূলকে পাকড়াও করার চক্রান্ত করেছিল, আর বাতিল দিয়ে তর্ক করেছিল, যাতে তা দিয়ে সত্যকে খণ্ডন করতে পারে—ফলে আমি তাদের পাকড়াও করলাম, আর কেমন ছিল আমার শাস্তি! এভাবেই সত্য অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের এ কথা সত্য হয়ে গেল: তারা আগুনের অধিবাসী। (2–6)

যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে, তাঁর প্রতি ঈমান রাখে, এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে: ‘হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি রহমত ও জ্ঞান দিয়ে সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন; সুতরাং যারা তওবা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে তাদের ক্ষমা করুন, আর তাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের প্রবেশ করান সেই চিরস্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদের দিয়েছেন, আর তাদের পিতৃপুরুষ, জীবনসঙ্গী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদেরও: নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর তাদের মন্দ কাজের পরিণাম থেকে রক্ষা করুন; সেদিন আপনি যাকে মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি তো আপনি দয়াই করলেন—আর এ-ই মহা সাফল্য।’ যারা সত্য অস্বীকার করেছিল তাদের ডেকে বলা হবে: ‘আজ তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের যে ঘৃণা, তোমাদের প্রতি আল্লাহর ঘৃণা ছিল তার চেয়েও বেশি; কারণ যখন তোমাদের ঈমানের দিকে ডাকা হত, তোমরা অস্বীকার করতে।’ তারা বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের দু’বার প্রাণহীন রেখেছ এবং দু’বার প্রাণ দিয়েছ; এখন আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করছি। বের হওয়ার কোনো পথ আছে কি?’ ‘এ এজন্য যে, যখন একমাত্র আল্লাহকে ডাকা হত, তোমরা অস্বীকার করতে; অথচ যখন তাঁর সঙ্গে শরীক করা হত, তোমরা বিশ্বাস করতে। সুতরাং ফয়সালা আল্লাহরই, যিনি সমুচ্চ, সুমহান।’ (7–12)

তিনিই তোমাদের তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখান এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য জীবিকা নাযিল করেন; অথচ যারা তাঁর অভিমুখী হয় তারা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। সুতরাং আল্লাহকে

ডাকো, দ্বীনকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে, যদিও সত্য অস্বীকারকারীরা তা অপছন্দ করে। তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি চান নিজ আদেশের রূহ নিক্ষেপ করেন, যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে—যেদিন তারা বেরিয়ে আসবে, তাদের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকবে না। 'আজ রাজত্ব কার?' 'আল্লাহরই, যিনি এক, মহাপ্রতাপশালী। আজ প্রত্যেক প্রাণকে তার কামাইয়ের প্রতিফল দেওয়া হবে; আজ কোনো যুলুম নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।' (13–17)

তাদের সতর্ক করো সেই দিন সম্পর্কে যা ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে দম বন্ধ করে দেবে; যালিমদের কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না, এমন কোনো সুপারিশকারীও না যার কথা মানা হবে। তিনি জানেন চোখের খেয়ানত এবং বুক যা গোপন করে সবই। আল্লাহ ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করেন, আর তাঁকে ছেড়ে তারা যাদের ডাকে তারা কোনো কিছুরই ফয়সালা করতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ—তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (18–20)

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল? তারা শক্তিতে এবং পৃথিবীতে রেখে যাওয়া কীর্তিতে এদের চেয়ে প্রবল ছিল, তবু আল্লাহ তাদের পাপের কারণে তাদের পাকড়াও করলেন, আর আল্লাহর হাত থেকে তাদের রক্ষা করার কেউ ছিল না। এর কারণ, তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসতেই থাকত, কিন্তু তারা অস্বীকার করত; তাই আল্লাহ তাদের পাকড়াও করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর। (21–22)

আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম ফিরআউন, হামান ও কারূনের কাছে, কিন্তু তারা বলল, 'এক মিথ্যাবাদী জাদুকর!' যখন সে আমার পক্ষ থেকে তাদের কাছে সত্য নিয়ে এল, তারা বলল, 'তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্রদের হত্যা করো, আর তাদের নারীদের জীবিত রাখো।' কিন্তু সত্য অস্বীকারকারীদের চক্রান্ত ব্যর্থই হয়ে থাকে। ফিরআউন বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি, আর সে তার প্রতিপালককে ডাকুক! আমার ভয় হয়, সে তোমাদের ধর্ম বদলে দেবে, কিংবা দেশে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে।' মূসা বলল, 'আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় নিচ্ছি প্রত্যেক অহংকারী থেকে, যে হিসাবের দিনে ঈমান রাখে না।' (23–27)

ফিরআউনের পরিবারের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখছিল, বলল, 'তোমরা কি একজন লোককে শুধু এজন্য হত্যা করবে যে সে বলে, "আমার প্রতিপালক আল্লাহ," অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছে? সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যার দায় তারই উপর; আর সে যদি সত্যবাদী হয়, তবে সে তোমাদের যে বিষয়ে ভয় দেখাচ্ছে তার কিছু অংশ তোমাদের উপর আপতিত হবেই। আল্লাহ তাকে পথ

দেখান না যে সীমালঙ্ঘনকারী, মিথ্যাবাদী। হে আমার সম্প্রদায়, আজ রাজত্ব তোমাদেরই, আর দেশে তোমরাই প্রবল—কিন্তু আল্লাহর শাস্তি আমাদের উপর এসে পড়লে কে আমাদের তা থেকে সাহায্য করবে?' ফিরআউন বলল, 'আমি তোমাদের তা-ই দেখাচ্ছি যা আমি নিজে দেখছি, আর আমি তোমাদের কেবল সঠিক পথই দেখাচ্ছি।' (28–29)

যে ঈমান এনেছিল সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি পূর্ববর্তী দলগুলোর দিনের মতো কিছুর—নূহের সম্প্রদায়, আদ, সামূদ এবং তাদের পরে যারা এসেছিল তাদের পরিণতির মতো। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি কোনো যুলুম চান না। হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি পরস্পর ডাকাডাকির দিনের, যেদিন তোমরা পিঠ ফিরিয়ে পালাবে, আল্লাহর হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই। এর আগে ইউসুফ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, কিন্তু সে তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছিল সে বিষয়ে তোমরা বরাবর সন্দেহই করে গেছ, অবশেষে যখন তার মৃত্যু হল, তোমরা বললে, "তার পরে আল্লাহ আর কখনো কোনো রাসূল পাঠাবেন না।" এভাবেই আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন যে সীমালঙ্ঘনকারী, সংশয়ী— (30–34)

যারা নিজেদের কাছে আসা কোনো প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে বিতর্ক করে। আল্লাহর কাছে এবং মুমিনদের কাছে এ অত্যন্ত ঘৃণিত। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী, স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর মেরে দেন।' ফিরআউন বলল, 'হে হামান, আমার জন্য এক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, যাতে আমি পথগুলোতে পৌঁছতে পারি—আসমানসমূহের পথে—আর মূসার ইলাহকে উঁকি দিয়ে দেখতে পারি; আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।' এভাবেই ফিরআউনের কাছে তার মন্দ কাজ শোভন করে দেখানো হয়েছিল, আর তাকে সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছিল; আর ফিরআউনের চক্রান্ত কেবল ধ্বংসেই শেষ হল। (35–37)

যে ঈমান এনেছিল সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আমার অনুসরণ করো: আমি তোমাদের সঠিক পথ দেখাব। হে আমার সম্প্রদায়, এই পার্থিব জীবন তো কেবল ক্ষণস্থায়ী ভোগ; আর আখিরাতই স্থায়ী আবাস। যে মন্দ কাজ করে তাকে কেবল তার সমপরিমাণ প্রতিফলই দেওয়া হবে; আর পুরুষ হোক বা নারী, যে মুমিন অবস্থায় সৎকাজ করে—তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদের বিনা হিসাবে জীবিকা দেওয়া হবে। হে আমার সম্প্রদায়, এ কেমন কথা, আমি তোমাদের ডাকছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছ আগুনের দিকে? তোমরা আমাকে ডাকছ আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সঙ্গে এমন কিছুকে শরীক করতে যার সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই, আর আমি তোমাদের ডাকছি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীলের দিকে। নিঃসন্দেহে, তোমরা আমাকে যার দিকে ডাকছ, দুনিয়াতেও তাকে ডাকার কোনো ভিত্তি নেই, আখিরাতেও না; আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহরই কাছে, আর সীমালঙ্ঘনকারীরাই আগুনের

অধিবাসী। আমি তোমাদের যা বলছি তা তোমরা শীঘ্রই স্মরণ করবে; আর আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দেখেন।' তারপর আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন, আর ফিরআউনের দলবলকে ঘিরে ফেলল নিকৃষ্ট শাস্তি: (38–45)

আগুন—সকাল-সন্ধ্যায় তাদের তার সামনে পেশ করা হয়; আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, বলা হবে, 'ফিরআউনের দলবলকে কঠোরতম শাস্তিতে প্রবেশ করাও।' আর যখন তারা আগুনের মধ্যে পরস্পর বাদানুবাদ করবে, তখন দুর্বলরা অহংকারীদের বলবে, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম; এখন কি তোমরা আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে লাঘব করবে?' অহংকারীরা বলবে, 'আমরা সবাই তো এর মধ্যেই আছি; আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিয়েছেন।' আর যারা আগুনে আছে তারা জাহান্নামের প্রহরীদের বলবে, 'তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো, তিনি যেন আমাদের থেকে একটি দিনের জন্য শাস্তি হালকা করে দেন।' তারা বলবে, 'তোমাদের রাসূলগণ কি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসতে থাকেনি?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ।' তারা বলবে, 'তবে তোমরাই ডাকো—কিন্তু সত্য অস্বীকারকারীদের ডাক কেবল ব্যর্থই হয়।' (46–50)

আমি অবশ্যই আমার রাসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের সাহায্য করব, পার্থিব জীবনে এবং সেই দিনে যেদিন সাক্ষীরা দাঁড়াবে—যেদিন যালিমদের ওজর-আপত্তি তাদের কোনো কাজে আসবে না: তাদের জন্য রয়েছে অভিশাপ, আর তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস। আমি মূসাকে হিদায়াত দিয়েছিলাম, আর বনী ইসরাঈলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম, যা বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ। সুতরাং ধৈর্য ধরো: আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাও, আর সন্ধ্যায় ও ভোরে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করো। যারা নিজেদের কাছে আসা কোনো প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে বিতর্ক করে, তাদের বুকে আছে কেবল বড়ত্বের এমন এক অহমিকা, যার নাগাল তারা কখনো পাবে না। সুতরাং আল্লাহর আশ্রয় চাও: নিশ্চয়ই তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (51–56)

নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টির চেয়ে বড় ব্যাপার, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারা এবং দুষ্কর্মকারীও সমান নয়। তোমরা কত অল্পই চিন্তা-ভাবনা করো! কিয়ামত অবশ্যই আসছে; তাতে কোনো সন্দেহ নেই; তবু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না। তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, 'আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহংকারবশে আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (57–60)

আল্লাহই তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম নাও, আর দিনকে বানিয়েছেন আলোকময়। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা; তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তবে তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? এভাবেই বিপথে ফিরিয়ে নেওয়া হয় তাদের যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহই তোমাদের জন্য যমীনকে বানিয়েছেন স্থির বাসস্থান আর আকাশকে ছাদ, তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন, আর তোমাদের উত্তম জিনিস থেকে জীবিকা দিয়েছেন। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক: সুতরাং কতই না বরকতময় আল্লাহ, সকল জগতের প্রতিপালক। তিনি চিরঞ্জীব; তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তাঁকেই ডাকো, দ্বীনকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক। (61–65)

বলো, 'আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ডাকো তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, যখন আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমার কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে, আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে সকল জগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে।' তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর এক বিন্দু থেকে, তারপর ঝুলে থাকা এক পিণ্ড থেকে; তারপর তিনি তোমাদের শিশুরূপে বের করে আনেন; তারপর তোমাদের বাঁচিয়ে রাখেন যাতে তোমরা পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছো, তারপর যাতে বৃদ্ধ হও—যদিও তোমাদের কাউকে কাউকে তার আগেই তুলে নেওয়া হয়—আর যাতে তোমরা এক নির্ধারিত মেয়াদে পৌঁছো, এবং যাতে তোমরা বুঝতে পারো। তিনিই জীবন দেন এবং মৃত্যু ঘটান; আর যখন তিনি কোনো বিষয়ের ফয়সালা করেন, তখন তাকে কেবল বলেন, 'হও,' অমনি তা হয়ে যায়। (66–68)

তুমি কি তাদের দেখো না যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে বিতর্ক করে—তাদের কীভাবে বিপথে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে? যারা এই কিতাবকে এবং আমি আমার রাসূলদের যা দিয়ে পাঠিয়েছি তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে, যখন তাদের গলায় থাকবে লোহার বেড়ি ও শিকল, তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানির মধ্যে, তারপর তাদের আগুনে ইন্ধন হিসেবে ঝোঁকা হবে। তারপর তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, 'এখন কোথায় তারা, যাদের তোমরা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করতে?' তারা বলবে, 'তারা আমাদের ছেড়ে হারিয়ে গেছে; না—বরং আগে আমরা যাকে ডাকতাম তা তো কিছুই ছিল না।' এভাবেই আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের পথভ্রষ্ট হতে দেন। 'এ এজন্য যে, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে উল্লাস করতে, আর এজন্য যে তোমরা দম্ভ করতে। জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে প্রবেশ করো, সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। অহংকারীদের আবাস কতই না নিকৃষ্ট।' (69–76)

সুতরাং ধৈর্য ধরো: আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি তাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার কিছু অংশ যদি তোমাকে দেখাই, কিংবা তার আগেই তোমাকে আমার কাছে তুলে নিই, তাদের তো আমারই

কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। আমি তোমার আগেও বহু রাসূল পাঠিয়েছি; তাদের কারও কারও কথা আমি তোমাকে বলেছি, আর কারও কারও কথা তোমাকে বলিনি। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন নিয়ে আসা কোনো রাসূলের কাজ ছিল না। তারপর যখন আল্লাহর আদেশ আসে, তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করে দেওয়া হয়, আর সেখানে বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (77–78)

আল্লাহই তোমাদের জন্য গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা এগুলোর কতকের উপর আরোহণ করো আর কতক থেকে খাও; আর এগুলোতে তোমাদের জন্য রয়েছে আরও নানা উপকার, আর এগুলোর সাহায্যে তোমরা তোমাদের মনের যেকোনো প্রয়োজনে পৌঁছতে পারো; এগুলোর উপর এবং নৌযানের উপর তোমাদের বহন করা হয়। তিনি তোমাদের তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখান: তবে তোমরা আল্লাহর কোন কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? (79–81)

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল? তারা সংখ্যায় এদের চেয়ে বেশি ছিল, শক্তিতে এবং পৃথিবীতে রেখে যাওয়া কীর্তিতেও ছিল প্রবল; তবু তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের কোনো কাজে আসেনি। যখন তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এল, তারা নিজেদের কাছে থাকা জ্ঞান নিয়েই উল্লসিত হল; আর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত তা-ই তাদের ঘিরে ধরল। তারপর যখন তারা আমার শাস্তি দেখল, বলল, 'আমরা একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, আর আমরা যাদের তাঁর সঙ্গে শরীক করতাম তাদের প্রত্যাখ্যান করলাম।' কিন্তু আমার শাস্তি দেখার পর তাদের ঈমান তাদের কোনো উপকারে আসেনি—এ-ই আল্লাহর রীতি, যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে বরাবর চলে এসেছে—আর সেখানে সত্য অস্বীকারকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হল। (82–85)

41. বিশদভাবে বর্ণিত (ফুসসিলাত)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হা মীম। (1)

এ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালুর পক্ষ থেকে নাযিল করা: এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, আরবী কুরআনরূপে, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। তবু তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ফলে তারা শোনে না। তারা বলে, 'তুমি আমাদের যার দিকে ডাকছ তা থেকে আমাদের অন্তর পর্দায় ঢাকা, আমাদের কানে বধিরতা, আর আমাদের ও তোমার মাঝে রয়েছে এক আড়াল। সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো; আমরাও আমাদের কাজ করছি।' বলো, 'আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ; সুতরাং সোজা তাঁরই দিকে চলো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও।' আর দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য, যারা যাকাত দেয় না, আর যারা আখিরাতকে অস্বীকার করে। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে এমন পুরস্কার যা কখনো শেষ হবে না। (2–8)

বলো, 'তোমরা কি সত্যিই তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই মহাকালে, আর তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছ? তিনিই সকল জগতের প্রতিপালক।' তিনি তার উপর থেকে তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে বরকত দিয়েছেন, এবং চার মহাকালে তাতে তার জীবনোপকরণ পরিমিতভাবে নির্ধারণ করেছেন, সকল প্রার্থীর জন্য সমানভাবে। তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যখন তা ছিল ধোঁয়া, আর তাকে ও যমীনকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে এসো, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়।' তারা বলল, 'আমরা স্বেচ্ছায় এলাম।' তারপর তিনি দুই মহাকালে সেগুলোকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করলেন, এবং প্রত্যেক আসমানে তার কাজের নির্দেশ ওহী করলেন। আর আমি নিকটতম আসমানকে প্রদীপমালা দিয়ে সাজালাম এবং তাকে সুরক্ষিত করলাম। এ পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নির্ধারণ। (9–12)

তবু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলো, 'আমি তোমাদের সতর্ক করছি এক বজ্রাঘাত সম্পর্কে, আদ ও সামূদের বজ্রাঘাতের মতো।' যখন তাদের কাছে রাসূলগণ এসেছিল তাদের সামনে থেকে ও পিছন থেকে, এই বলে যে, 'আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করো না,' তারা বলেছিল, 'আমাদের প্রতিপালক চাইলে অবশ্যই ফেরেশতা নাযিল করতেন; সুতরাং তোমাদের যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তা অস্বীকার করি।' আর আদ জাতি, তারা দেশে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছিল, আর বলেছিল, 'শক্তিতে আমাদের চেয়ে প্রবল কে?' তারা কি দেখেনি যে, আল্লাহ, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, শক্তিতে তাদের চেয়ে প্রবল? আর তারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেই চলছিল।

তাই আমি তাদের উপর কয়েকটি অশুভ দিনে পাঠালাম এক গর্জনকারী ঝড়ো হাওয়া, যাতে আমি তাদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার শাস্তি আস্বাদন করাই; আর আখিরাতের শাস্তি তো আরও বেশি লাঞ্ছনাকর, আর তাদের সাহায্য করা হবে না। আর সামূদ জাতি, আমি তাদের পথ দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তারা হিদায়াতের বদলে অন্ধত্বকেই পছন্দ করল; ফলে তাদের কামাইয়ের কারণে অপমানজনক শাস্তির বজ্রাঘাত তাদের পাকড়াও করল। আর আমি তাদের রক্ষা করলাম যারা ঈমান এনেছিল এবং আল্লাহ-সচেতন ছিল। (13–18)

যেদিন আল্লাহর শত্রুদের আগুনের দিকে সমবেত করা হবে, তখন তাদের সারি সারি করে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে, অবশেষে যখন তারা সেখানে পৌঁছবে, তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তারা যা করত সে সম্পর্কে। তারা তাদের চামড়াকে বলবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন?' তারা বলবে, 'আল্লাহ, যিনি সব কিছুকে বাকশক্তি দেন, তিনিই আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তোমরা তো এ ভয়ে কিছু লুকাতে না যে, তোমাদের কান, তোমাদের চোখ ও তোমাদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে; বরং তোমরা মনে করতে যে তোমরা যা করো তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। আর তোমাদের সেই ধারণাই, যা তোমরা তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে করেছিলে, তোমাদের ধ্বংস করেছে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ।' এখন তারা যদি ধৈর্য ধরে, তবু আগুনই তাদের আবাস; আর যদি তারা সংশোধনের সুযোগ চায়, তবে তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না যাদের সে সুযোগ দেওয়া হয়। (19–24)

আমি তাদের জন্য এমন সঙ্গী নিযুক্ত করে দিয়েছিলাম, যারা তাদের সামনের ও পিছনের সব কিছু তাদের কাছে শোভন করে দেখিয়েছিল; আর তাদের বিরুদ্ধেও সেই কথা সত্য হয়ে গেল, যা তাদের আগে গত হওয়া জিন ও মানুষের বহু উম্মতের বিরুদ্ধে সত্য হয়েছিল। নিশ্চয়ই তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। যারা সত্য অস্বীকার করে তারা বলে, 'এই কুরআন শুনো না; বরং হট্টগোল করে একে চাপা দাও, যাতে তোমরা বিজয়ী হও।' সুতরাং আমি অবশ্যই সত্য অস্বীকারকারীদের কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব, আর তারা যা করত তার নিকৃষ্টতম কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদের প্রতিফল দেব। এ-ই আল্লাহর শত্রুদের প্রতিফল: আগুন, সেখানে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আবাস—আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করার প্রতিফল হিসেবে। যারা সত্য অস্বীকার করেছিল তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, জিন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের আমাদের দেখিয়ে দাও; আমরা তাদের আমাদের পায়ের নিচে রাখব, যাতে তারা সবচেয়ে নিচুদের অন্তর্ভুক্ত হয়।' যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ,' তারপর তাতে অবিচল থাকে—তাদের উপর ফেরেশতারা নাযিল হয়: 'ভয় করো না, দুঃখও করো না, বরং সেই জান্নাতের সুসংবাদে আনন্দিত হও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল। পার্থিব জীবনে এবং আখিরাতে আমরাই

তোমাদের বন্ধু; সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে তোমাদের মন যা চায় তা-ই, আর সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে তোমরা যা চেয়ে নেবে তা-ই, পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালুর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন হিসেবে।' (25–32)

তার চেয়ে উত্তম কথা কার, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকাজ করে, এবং বলে, 'আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারীদের একজন'? ভালো ও মন্দ সমান নয়। মন্দকে প্রতিহত করো তা দিয়ে যা উত্তম, তখন যার সঙ্গে তোমার শত্রুতা ছিল সে এমন হয়ে যাবে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু এ গুণ কেবল তাদেরই দেওয়া হয় যারা ধৈর্য ধরে, আর এ গুণ কেবল তাকেই দেওয়া হয় যে মহা ভাগ্যবান। আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর আশ্রয় চাও: নিশ্চয়ই তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (33–36)

তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চাঁদকেও না, বরং সিজদা করো আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। তবু যদি তারা অহংকার করে—তবে যারা তোমার প্রতিপালকের কাছে আছে তারা রাত-দিন তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, আর তারা কখনো ক্লান্ত হয় না। আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই: তুমি যমীনকে দেখো বিনীত ও নিস্তেজ, কিন্তু যখন আমি তার উপর পানি বর্ষণ করি, তা আন্দোলিত হয়ে ওঠে এবং ফুলে ওঠে। নিশ্চয়ই যিনি তাকে জীবিত করেন তিনিই মৃতদের জীবনদাতা: নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (37–39)

যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার কাছে গোপন নয়। যাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে সে-ই কি উত্তম, না সে, যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে আসবে? তোমরা যা ইচ্ছা করো: নিশ্চয়ই তোমরা যা করো তিনি তা দেখেন। যারা উপদেশবাণী তাদের কাছে আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে—অথচ এ এক অপরাজেয় মর্যাদার কিতাব: বাতিল এর কাছে আসতে পারে না, এর সামনে থেকেও না, এর পিছন থেকেও না; এ প্রজ্ঞাময়, সকল প্রশংসার যোগ্য সত্তার পক্ষ থেকে নাযিল করা। হে নবী, তোমাকে তা-ই বলা হচ্ছে যা তোমার আগের রাসূলদের বলা হয়েছিল। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ক্ষমার অধিকারী, আবার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিরও অধিকারী। আমি যদি একে অনারব ভাষার কুরআন বানাতাম, তবে তারা বলত, 'এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করা হল না কেন? কী—কিতাব অনারব ভাষায় আর রাসূল আরব?' বলো, 'যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এ পথনির্দেশ ও আরোগ্য; আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে রয়েছে বধিরতা, আর এ তাদের জন্য অন্ধত্ব। তাদের যেন বহু দূরের কোনো স্থান থেকে ডাকা হচ্ছে।' আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারপর তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিল; আর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি কথা আগেই স্থির না হয়ে থাকলে তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়েই যেত। অথচ তারা এ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে আছে। (40–45)

যে সৎকাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে, আর যে মন্দ কাজ করে তার দায় তারই উপর; আর তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের প্রতি কখনো যুলুম করেন না। কিয়ামতের জ্ঞান তাঁরই কাছে সমর্পিত। তাঁর জ্ঞান ছাড়া কোনো ফল তার আবরণ থেকে বের হয় না, কোনো নারী গর্ভ ধারণ করে না, সন্তান প্রসবও করে না। যেদিন তিনি তাদের ডেকে বলবেন, 'কোথায় আমার শরীকরা?' তারা বলবে, 'আমরা তোমার কাছে ঘোষণা করছি: আমাদের মধ্যে কেউ সাক্ষী নেই।' আগে তারা যাদের ডাকত তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে, আর তারা বুঝতে পারবে যে তাদের পালানোর কোনো জায়গা নেই। (46–48)

মানুষ কল্যাণ প্রার্থনা করতে কখনো ক্লান্ত হয় না; কিন্তু অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করলে সে হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে। আর দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, সে অবশ্যই বলবে, 'এ তো আমার প্রাপ্য; আমি মনে করি না যে কিয়ামত কখনো সংঘটিত হবে, আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নেওয়াও হয়, তবে তাঁর কাছে আমার জন্য অবশ্যই সর্বোত্তম পুরস্কারই থাকবে।' কিন্তু যারা সত্য অস্বীকার করেছে আমি অবশ্যই তাদের জানিয়ে দেব তারা কী করেছিল, আর অবশ্যই তাদের এক কঠোর শাস্তি আস্বাদন করাব। যখন আমি মানুষের উপর অনুগ্রহ করি, সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পাশ কাটিয়ে সরে যায়; কিন্তু যখন অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, তখন সে দীর্ঘ দোয়ায় মগ্ন হয়। বলো, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ: যদি এ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, আর তোমরা তা অস্বীকার করো, তবে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে, যে ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত?' আমি তাদের আমার নিদর্শনসমূহ দেখাব দিগন্তে দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও, যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এ-ই সত্য। এ কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সব কিছুর সাক্ষী? জেনে রাখো, তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্পর্কে সন্দেহে আছে। জেনে রাখো, তিনি সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। (49–54)

42. পরামর্শ (আশ-শূরা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হা মীম। আইন সীন কাফ। (1–2)

হে নবী, এভাবেই আল্লাহ, যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, তোমার প্রতি ওহী করেন, যেমন তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি করেছিলেন। আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর; তিনিই সমুচ্চ, মহান। আসমানসমূহ উপর থেকে প্রায় বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়, যখন ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখো, আল্লাহই পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। আর যারা তাঁকে ছেড়ে অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন; তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও। (3–6)

এভাবেই আমি তোমার প্রতি আরবী কুরআন ওহী করেছি, যাতে তুমি সতর্ক করো জনপদসমূহের জননীকে এবং তার চারপাশের সবাইকে, আর সতর্ক করো সমবেত হওয়ার দিন সম্পর্কে, যাতে কোনো সন্দেহ নেই: একদল থাকবে জান্নাতে, আর একদল জ্বলন্ত আগুনে। আল্লাহ চাইলে তাদের এক উম্মত বানাতে পারতেন; কিন্তু তিনি যাকে চান নিজ রহমতে প্রবেশ করান, আর যালিমদের কোনো অভিভাবক নেই, কোনো সাহায্যকারীও নেই। নাকি তারা তাঁকে ছেড়ে অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে? অথচ আল্লাহই তো প্রকৃত অভিভাবক; তিনিই মৃতদের জীবিত করেন, আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো, তার ফয়সালা আল্লাহরই কাছে। 'তিনিই আল্লাহ, আমার প্রতিপালক; তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি, আর তাঁরই অভিমুখী হই। তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা: তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন, আর গবাদি পশুর মধ্যেও জোড়া, এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। তাঁর মতো কিছুই নেই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। আসমানসমূহ ও যমীনের চাবি তাঁরই কাছে; তিনি যার জন্য চান জীবিকা প্রশস্ত করেন, আর পরিমিত করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।' (7–12)

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে তা-ই নির্ধারণ করেছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, আর যা আমি তোমার প্রতি ওহী করেছি, এবং যার নির্দেশ আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম: 'দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো, আর তাতে বিভক্ত হয়ো না।' তুমি মুশরিকদের যার দিকে ডাকছ তা তাদের কাছে বড়ই কঠিন ঠেকে। আল্লাহ যাকে চান নিজের জন্য মনোনীত করেন, আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে নিজের দিকে পথ দেখান। তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই কেবল তারা বিভক্ত হয়েছিল, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবশত। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে

এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশের কথা আগেই স্থির না হয়ে থাকলে তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়েই যেত। আর তাদের পরে যাদের কিতাবের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে, তারা এ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে আছে। সুতরাং তুমি এরই দিকে ডাকো, আর অবিচল থাকো যেমন তোমাকে আদেশ করা হয়েছে। তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, বরং বলো, 'আল্লাহ যে কিতাবই নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি, আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে। আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কাজ আমাদের জন্য, তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদের একত্র করবেন, আর তাঁরই কাছে শেষ গন্তব্য।' আর আল্লাহকে মেনে নেওয়ার পর যারা তাঁর সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের যুক্তি তাদের প্রতিপালকের কাছে বাতিল; তাদের উপর রয়েছে ক্রোধ, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহই সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন, এবং মীযানও। আর কিসে তোমাকে জানাবে? হয়তো কিয়ামত নিকটেই। যারা এতে ঈমান রাখে না তারাই একে ত্বরান্বিত করতে চায়, আর যারা ঈমান এনেছে তারা একে ভয় করে এবং জানে যে এ সত্য। জেনে রাখো, যারা কিয়ামত সম্পর্কে বিতর্ক করে তারা সুদূর ভ্রষ্টতায় আছে। (13–18)

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি কোমল; তিনি যাকে চান জীবিকা দেন; তিনি মহাশক্তিমান, পরাক্রমশালী। যে আখিরাতের ফসল চায়, আমি তার জন্য তার ফসল বাড়িয়ে দিই; আর যে দুনিয়ার ফসল চায়, আমি তাকে তা থেকে কিছু দিই, কিন্তু আখিরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না। নাকি তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীন হিসেবে এমন কিছু নির্ধারণ করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? ফয়সালার কথা স্থির না হয়ে থাকলে তাদের মধ্যে বিচার হয়েই যেত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তুমি যালিমদের দেখবে তাদের কামাইয়ের কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত, আর তা তাদের উপর আপতিত হবেই। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারা থাকবে জান্নাতের বাগিচায়; তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে তারা যা চাইবে তা-ই। এ-ই মহা অনুগ্রহ। এরই সুসংবাদ আল্লাহ তাঁর সেই বান্দাদের দেন যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে। বলো, 'আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, কেবল আত্মীয়তার ভালোবাসা ছাড়া।' যে কোনো ভালো কাজ অর্জন করে, আমি তার জন্য তাতে কল্যাণ বাড়িয়ে দিই। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (19–23)

নাকি তারা বলে, 'সে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করেছে'? আল্লাহ চাইলে তোমার অন্তরে মোহর মেরে দিতে পারতেন। আল্লাহ বাতিলকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে তিনি তা ভালোভাবেই জানেন। তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং মন্দ কাজগুলো মাফ করে দেন, আর তোমরা যা করো তিনি তা জানেন। তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আর নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদের আরও বাড়িয়ে দেন;

আর সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ যদি তাঁর সব বান্দার জন্য জীবিকা প্রশস্ত করে দিতেন, তবে তারা দেশে সীমালঙ্ঘন করে বেড়াত; কিন্তু তিনি যা চান পরিমিতভাবে নাযিল করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত, তাদের দেখেন। তারা নিরাশ হয়ে পড়ার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই অভিভাবক, সকল প্রশংসার যোগ্য। (24–28)

তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি, এবং এ দুয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো; আর তিনি যখন চাইবেন তাদের একত্র করতে সক্ষম। তোমাদের উপর যে বিপদই আসে তা তোমাদের নিজেদের হাতের কামাইয়েরই ফল—আর অনেক কিছু তো তিনি মাফ করে দেন। তোমরা পৃথিবীতে তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারবে না, আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, কোনো সাহায্যকারীও নেই। আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে সমুদ্রে চলমান পর্বতসদৃশ নৌযান। তিনি চাইলে বাতাসকে থামিয়ে দেন, তখন সেগুলো সমুদ্রের বুকে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে। কিংবা তিনি তাদের কামাইয়ের কারণে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেন—আর অনেক কিছু তিনি মাফ করে দেন—আর যাতে যারা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে বিতর্ক করে তারা জানতে পারে যে তাদের পালানোর কোনো জায়গা নেই। (29–35)

তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ মাত্র; আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও অধিক স্থায়ী, তাদের জন্য যারা ঈমান আনে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে, যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে, আর যখন রাগান্বিত হয় তখন ক্ষমা করে দেয়; যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, নামায কায়েম করে, যাদের কাজকর্ম নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়, আর আমি তাদের যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে; আর যারা, তাদের উপর যুলুম হলে, আত্মরক্ষা করে। মন্দের প্রতিফল তার অনুরূপ মন্দই; তবে যে ক্ষমা করে দেয় এবং মীমাংসা করে নেয়, তার পুরস্কার আল্লাহর যিম্মায়। নিশ্চয়ই তিনি যালিমদের ভালোবাসেন না। আর যে তার উপর যুলুম হওয়ার পর আত্মরক্ষা করে—তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো পথ নেই; অভিযোগের পথ তো কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং দেশে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যে ধৈর্য ধরে এবং ক্ষমা করে দেয়—নিশ্চয়ই তা দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (36–43)

আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন, তাঁর পরে তার কোনো অভিভাবক নেই। তুমি যালিমদের দেখবে, যখন তারা শাস্তি দেখবে তখন বলবে, ‘ফিরে যাওয়ার কোনো পথ আছে কি?’ আর তুমি তাদের দেখবে, তাদের আগুনের সামনে হাজির করা হচ্ছে, লাঞ্ছনায় অবনত, তারা আড়চোখে তাকাচ্ছে; আর যারা ঈমান এনেছিল তারা বলবে, ‘প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের

ও নিজেদের পরিবার-পরিজনকে হারিয়েছে।' জেনে রাখো, যালিমরা থাকবে স্থায়ী শাস্তিতে। আল্লাহ ছাড়া তাদের এমন কোনো অভিভাবক থাকবে না যারা তাদের সাহায্য করবে; আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন তার জন্য কোনো পথ নেই। (44–46)

তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও, আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই দিন আসার আগে যা ফিরিয়ে দেওয়ার নয়। সেদিন তোমাদের কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না, আর অস্বীকার করার কোনো উপায়ও থাকবে না। তবু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়—আমি তো তোমাকে তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি; তোমার দায়িত্ব কেবল বার্তা পৌঁছে দেওয়া। যখন আমি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, সে তাতে উল্লসিত হয়; কিন্তু তাদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে তার কারণে যখন তাদের উপর কোনো অকল্যাণ আসে, তখন মানুষ হয়ে পড়ে বড়ই অকৃতজ্ঞ। আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন: যাকে চান কন্যা দান করেন, আর যাকে চান পুত্র দান করেন, কিংবা তাদের পুত্র ও কন্যা উভয়ই দেন; আর যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (47–50)

কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলবেন, ওহীর মাধ্যমে ছাড়া, কিংবা পর্দার আড়াল থেকে, কিংবা এমন কোনো দূত পাঠিয়ে, যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করে। নিশ্চয়ই তিনি সমুচ্চ, প্রজ্ঞাময়। আর এভাবেই আমি তোমার প্রতি আমার আদেশের এক রূহ ওহী করেছি। তুমি তো জানতে না কিতাব কী, আর ঈমানই বা কী; কিন্তু আমি একে এক নূর বানিয়েছি, যা দিয়ে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে চাই পথ দেখাই। আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথের দিকে পথ দেখাও, আল্লাহর পথ, আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই যাঁর। জেনে রাখো, সব বিষয় আল্লাহরই কাছে ফিরে যায়। (51–53)

43. স্বর্ণালংকার (আয-যুখরুফ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হা মীম। (1)

সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ, আমি একে আরবী কুরআন বানিয়েছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো; আর নিশ্চয়ই এ আমার কাছে মূল কিতাবে রয়েছে, অতি সমুন্নত, প্রজ্ঞায় পূর্ণ। (2–4)

তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় বলে কি আমি তোমাদের থেকে এই উপদেশবাণী সম্পূর্ণ সরিয়ে নেব? পূর্ববর্তীদের মধ্যে আমি কত নবী পাঠিয়েছি! অথচ তাদের কাছে এমন কোনো নবী আসেনি যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি। ফলে আমি এদের চেয়ে শক্তিতে প্রবল লোকদের ধ্বংস করে দিয়েছি, আর পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত গত হয়ে গেছে। যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো, 'কে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন?' তারা অবশ্যই বলবে, 'এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ'—যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন দোলনা, আর তাতে তোমাদের জন্য পথ বানিয়েছেন, যাতে তোমরা পথ খুঁজে পাও; যিনি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করেন—আর তা দিয়ে আমি মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করি; এভাবেই তোমাদের বের করে আনা হবে—যিনি সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদের জন্য নৌযান ও গবাদি পশু বানিয়েছেন যাতে তোমরা আরোহণ করো, যাতে তোমরা তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসতে পারো, তারপর যখন তাদের উপর স্থির হয়ে বসো তখন তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং বলো, 'মহাপবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, নইলে আমরা নিজেরা একে কখনো বশ করতে পারতাম না; আর আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যাব।' (5–14)

তবু তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকেই তাঁর জন্য অংশ সাব্যস্ত করে। মানুষ তো স্পষ্টতই অকৃতজ্ঞ। নাকি তিনি নিজের সৃষ্টি থেকে কন্যাদের গ্রহণ করেছেন, আর তোমাদের জন্য পুত্রদের বেছে দিয়েছেন? অথচ তাদের কাউকে যখন সেই সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় যা সে পরম করুণাময়ের প্রতি আরোপ করে, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায়, আর সে মনের দুঃখে দম বন্ধ হয়ে আসে: 'যে অলংকারের মধ্যে লালিত-পালিত হয়, আর বিতর্কে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করতে পারে না, সে?' তারা ফেরেশতাদের, যারা পরম করুণাময়ের বান্দা, নারী সাব্যস্ত করেছে। তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের এ সাক্ষ্য লিখে রাখা হবে, আর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (15–19)

তারা বলে, 'পরম করুণাময় চাইলে আমরা এদের ইবাদত করতাম না।' এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই; তারা কেবল অনুমানই করে। নাকি আমি এর আগে তাদের কোনো কিতাব দিয়েছি, যা

তারা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে আছে? না; বরং তারা বলে, 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এক পথের অনুসারী পেয়েছি, আর আমরা তাদেরই পদচিহ্ন ধরে পথ পাচ্ছি।' এভাবেই, তোমার আগে আমি যখনই কোনো জনপদে কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি, সেখানকার বিত্তবান লোকেরা বলেছে, 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এক পথের অনুসারী পেয়েছি, আর আমরা তাদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করছি।' সে বলল, 'তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের যার অনুসারী পেয়েছ, আমি যদি তার চেয়ে উত্তম পথনির্দেশ তোমাদের কাছে নিয়ে আসি, তবুও কি?' তারা বলল, 'তোমাদের যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তা অস্বীকার করি।' ফলে আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম: সুতরাং দেখো, অস্বীকারকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল। আর স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, 'তোমরা যাদের ইবাদত করো আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত—তিনি ছাড়া যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন; আর তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।' আর সে এ কথাকে তার বংশধরদের মধ্যে এক স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গেল, যাতে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। (20–28)

বরং আমি এদের এবং এদের বাপ-দাদাদের জীবন উপভোগ করতে দিয়েছি, অবশেষে তাদের কাছে সত্য এল, এবং একজন সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল। কিন্তু যখন তাদের কাছে সত্য এল, তারা বলল, 'এ তো জাদু, আর আমরা একে অস্বীকার করি।' আর তারা বলে, 'এই কুরআন দুই জনপদের কোনো বড় লোকের উপর নাযিল হল না কেন?' তোমার প্রতিপালকের রহমত কি তারাই বণ্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দিয়েছি, আর মর্যাদায় তাদের কাউকে কারও উপরে তুলেছি, যাতে তাদের একে অপরকে কাজে লাগাতে পারে। আর তারা যা জমা করে তোমার প্রতিপালকের রহমত তার চেয়ে উত্তম। যদি এ আশঙ্কা না থাকত যে সব মানুষ অস্বীকারকারীদের একই দলে পরিণত হবে, তবে যারা পরম করুণাময়কে অস্বীকার করে আমি তাদের ঘরের জন্য দিতাম রুপার ছাদ, আর সিঁড়ি যা বেয়ে তারা উপরে উঠত, আর তাদের ঘরের জন্য দরজা, আর পালঙ্ক যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত, আর স্বর্ণালংকার। অথচ এ সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়; আর আখিরাত তোমার প্রতিপালকের কাছে আল্লাহ-সচেতনদেরই জন্য। (29–35)

যে পরম করুণাময়ের স্মরণ থেকে অন্ধের মতো মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিযুক্ত করে দিই, তখন সে-ই হয় তার সঙ্গী। এরাই তাদের সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, অথচ তারা মনে করে যে তারা হিদায়াতের উপর আছে। অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে, বলবে, 'হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি দুই পূর্ব দিগন্তের দূরত্ব থাকত! কতই না নিকৃষ্ট সঙ্গী!' আর যেহেতু তোমরা যুলুম করেছিলে, আজ এ কথা তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না যে তোমরা শাস্তিতে পরস্পর শরীক। (36–39)

তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে, কিংবা পথ দেখাতে পারবে অন্ধকে এবং তাকে যে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় আছে? আমি যদি তোমাকে তুলে নিই, তবু অবশ্যই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব, কিংবা আমি তাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা তোমাকে দেখিয়ে দেব—কারণ তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং তোমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো: নিশ্চয়ই তুমি সরল পথের উপর আছ। নিশ্চয়ই এ তোমার জন্য এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য এক উপদেশ, আর তোমাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তোমার আগে আমি আমার যে রাসূলদের পাঠিয়েছিলাম তাদের জিজ্ঞাসা করো: আমি কি কখনো পরম করুণাময় ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নির্ধারণ করেছিলাম, যাদের ইবাদত করা হবে? (40–45)

আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ দিয়ে ফিরআউন ও তার সভাসদদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, তখন সে বলেছিল, 'আমি সকল জগতের প্রতিপালকের রাসূল।' কিন্তু যখন সে আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে তাদের কাছে এল, তারা তা নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল। অথচ আমি তাদের যে নিদর্শনই দেখিয়েছি তা তার আগেরটির চেয়ে বড় ছিল; আর আমি তাদের শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে। তারা বলল, 'হে জাদুকর, তোমার প্রতিপালক তোমার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছেন তার ভিত্তিতে আমাদের জন্য তাঁকে ডাকো; আমরা অবশ্যই হিদায়াত গ্রহণ করব।' কিন্তু যখন আমি তাদের থেকে শাস্তি সরিয়ে নিলাম, অমনি তারা তাদের কথা ভঙ্গ করল। ফিরআউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোষণা করল, 'হে আমার সম্প্রদায়, মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়, আর এই নদীগুলো যা আমার পায়ের নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে? তোমরা কি দেখো না? আমি কি এই লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই, যে হীন, আর নিজের কথা স্পষ্ট করে বলতেও পারে না? তবে তার উপর সোনার কাঁকন কেন ফেলা হল না, কিংবা তার সঙ্গে ফেরেশতারা দল বেঁধে কেন এল না?' এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হালকা করে ফেলল, আর তারা তার আনুগত্য করল; নিশ্চয়ই তারা ছিল এক অবাধ্য সম্প্রদায়। তারপর যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল, আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম, আর তাদের অতীতের বস্তু এবং পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়ে রাখলাম। (46–56)

যখন মারইয়ামের পুত্রকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় তাতে শোরগোল শুরু করে দেয়, আর বলে, 'আমাদের উপাস্যরা উত্তম, না সে?' তারা তোমার সামনে এ কথা তোলে কেবল তর্কের খাতিরে: বরং তারা এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়। সে তো ছিল কেবল এক বান্দা, যার উপর আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, আর যাকে বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়েছিলাম। আমি চাইলে তোমাদের মধ্য থেকে ফেরেশতা বানাতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হত। (57–60)

আর নিশ্চয়ই সে কিয়ামতের এক নিদর্শন; সুতরাং তোমরা এতে কোনো সন্দেহ করো না, বরং আমার অনুসরণ করো: এ-ই সরল পথ। শয়তান যেন তোমাদের বাধা দিতে না পারে; নিশ্চয়ই সে

তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। যখন ঈসা সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এল, সে বলল, 'আমি তোমাদের কাছে হিকমত নিয়ে এসেছি, আর এসেছি তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তার কিছু তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে দিতে। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, এবং আমার আনুগত্য করো। আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক; সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো। এ-ই সরল পথ।' কিন্তু দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতভেদ করল। সুতরাং যারা যুলুম করেছে তাদের জন্য দুর্ভোগ, এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির কারণে! তারা কি কেবল কিয়ামতেরই অপেক্ষা করছে, যে তা তাদের অজান্তে অকস্মাৎ তাদের উপর এসে পড়বে? সেদিন অন্তরঙ্গ বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে—তবে আল্লাহ-সচেতনরা ছাড়া। 'হে আমার বান্দারা, আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই, আর তোমরা দুঃখিতও হবে না—তোমরা, যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান এনেছিলে এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলে। জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমরা ও তোমাদের জীবনসঙ্গীরা, সানন্দে।' তাদের মাঝে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে সোনার থালা ও পানপাত্র; সেখানে রয়েছে মন যা চায় এবং চোখ যাতে জুড়ায় সবই; আর সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এ-ই সেই জান্নাত, তোমাদের যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে; সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, যা থেকে তোমরা খাবে। আর অপরাধীরা থাকবে জাহান্নামের শাস্তিতে চিরকাল; তাদের থেকে তা হালকা করা হবে না, আর তাতে তারা হতাশ হয়ে পড়ে থাকবে। আমি তাদের উপর যুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম। তারা চিৎকার করে বলবে, 'হে মালিক, তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের শেষ করে দেন!' সে বলবে, 'তোমরা এখানেই থাকবে।' আমি তো তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে। (61–78)

নাকি তারা কোনো ফন্দি চূড়ান্ত করে ফেলেছে? তবে আমিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। নাকি তারা মনে করে যে আমি তাদের গোপন কথা ও গোপন পরামর্শ শুনতে পাই না? অবশ্যই শুনি, আর আমার দূতেরা তাদের পাশে থেকে সব লিখে রাখছে। (79–80)

বলো, 'পরম করুণাময়ের যদি কোনো সন্তান থাকত, তবে আমিই হতাম তার প্রথম ইবাদতকারী।' তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে পবিত্র, বহু ঊর্ধ্বে আসমান ও যমীনের প্রতিপালক, আরশের অধিপতি! সুতরাং তাদের ছেড়ে দাও, তারা বাজে কথায় ডুবে থাকুক ও খেলাধুলা করুক, যতক্ষণ না তারা তাদের সেই দিনের সম্মুখীন হয় যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হচ্ছে। তিনিই আসমানে ইলাহ এবং যমীনেও ইলাহ; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। বরকতময় তিনি, আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রাজত্ব যাঁর; কিয়ামতের জ্ঞান তাঁরই কাছে, আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তাঁকে ছেড়ে তারা যাদের ডাকে তারা সুপারিশের কোনো ক্ষমতা রাখে না—তবে তারা ছাড়া যারা জেনেশুনে সত্যের সাক্ষ্য দেয়। যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো কে তাদের সৃষ্টি করেছেন, তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' তবে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? আর আল্লাহ তার

এই ফরিয়াদ শোনেন, ‘হে আমার প্রতিপালক, এরা এমন সম্প্রদায় যারা ঈমান আনে না।’ সুতরাং তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং বলো, ‘সালাম।’ শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (81–89)

44. ধোঁয়া (আদ-দুখান)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হা মীম। (1)

সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ, আমি একে এক বরকতময় রাতে নাযিল করেছি—আমি তো বরাবরই সতর্ক করে আসছি—এমন এক রাত, যাতে প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় আলাদা করে স্থির করা হয়, আমার পক্ষ থেকে আদেশ হিসেবে—আমি তো বরাবরই রাসূল পাঠিয়ে আসছি—তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে। নিশ্চয়ই তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হতে। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনিই জীবন দেন এবং মৃত্যু ঘটান—তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদেরও প্রতিপালক। তবু তারা সন্দেহের মধ্যে পড়ে খেলাধুলা করছে। (2–9)

সুতরাং অপেক্ষা করো সেই দিনের, যেদিন আকাশ এক সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে, যা মানুষকে ঢেকে ফেলবে: এ এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের থেকে এ শাস্তি সরিয়ে নাও; আমরা ঈমান আনছি।' উপদেশ তাদের কী কাজে আসবে, অথচ তাদের কাছে একজন সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল আগেই এসেছিল, তারপর তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং বলেছিল, 'অন্যদের শেখানো বুলি আওড়ায়, এক পাগল'? আমি অল্প কিছুকালের জন্য শাস্তি সরিয়ে নেব; তোমরা অবশ্যই আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। যেদিন আমি সবচেয়ে বড় পাকড়াওয়ে পাকড়াও করব, সেদিন আমি অবশ্যই প্রতিশোধ নেব। (10–16)

তাদের আগে আমি ফিরআউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম, যখন তাদের কাছে একজন সম্মানিত রাসূল এসেছিল: 'আল্লাহর বান্দাদের আমার হাতে তুলে দাও: আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য দেখিয়ো না: আমি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি। তোমরা যাতে আমাকে পাথর মেরে হত্যা করতে না পারো, সেজন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় নিচ্ছি; আর যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আনো, তবে আমার থেকে দূরে থাকো।' (17–21)

তারপর সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলল: 'এরা তো পাপে নিমজ্জিত এক সম্প্রদায়।' 'আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের বেলায় বেরিয়ে পড়ো, কারণ তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে। সমুদ্রকে বিভক্ত ও শান্ত অবস্থায় রেখে দাও: তারা এমন এক বাহিনী যাদের ডুবিয়ে দেওয়া হবে।' কত বাগান ও ঝরনা তারা পিছনে ফেলে গিয়েছিল, কত শস্যক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদ, আর কত ভোগ-সামগ্রী যাতে তারা আনন্দে মেতে থাকত! এমনই হয়েছিল; আর আমি অন্য এক সম্প্রদায়কে এগুলোর উত্তরাধিকারী করে দিলাম। তাদের জন্য আসমানও কাঁদেনি, যমীনও না, আর তাদের অবকাশও

দেওয়া হয়নি। আর আমি বনী ইসরাঈলকে রক্ষা করেছিলাম অপমানজনক শাস্তি থেকে, ফিরআউনের হাত থেকে; সে তো ছিল এক উদ্ধত লোক, সীমালঙ্ঘনকারীদের একজন। আমি জেনেশুনেই তাদের সকল জাতির উপর মনোনীত করেছিলাম, আর তাদের এমন সব নিদর্শন দিয়েছিলাম যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা। (22–33)

তবু এরা বলে, 'আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই; আমাদের আর পুনরুত্থিত করা হবে না। তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের বাপ-দাদাদের ফিরিয়ে আনো!' এরা শ্রেষ্ঠ, না তুব্বার সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি: তারা ছিল অপরাধী। আমি আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এগুলো যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (34–39)

নিশ্চয়ই ফয়সালার দিনই তাদের সবার জন্য নির্ধারিত সময়—যেদিন কোনো বন্ধু কোনো বন্ধুর কোনো কাজে আসবে না, আর তাদের সাহায্যও করা হবে না, তবে তারা ছাড়া যাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেন। নিশ্চয়ই তিনিই পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু। নিশ্চয়ই যাক্কূম গাছ হবে পাপীর খাদ্য; গলিত তামার মতো তা পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে, যেমন ফোটে ফুটন্ত পানি। 'তাকে ধরো, আর টেনে নিয়ে যাও জ্বলন্ত আগুনের মাঝখানে; তারপর তার মাথার উপর ঢেলে দাও ফুটন্ত পানির শাস্তি। স্বাদ গ্রহণ করো! তুমিই তো ছিলে পরাক্রমশালী, সম্মানিত! এ-ই তা, যা নিয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।' যারা আল্লাহ-সচেতন তারা থাকবে নিরাপদ স্থানে, বাগান ও ঝরনার মাঝে, তারা পরবে মিহি ও পুরু রেশমের পোশাক, বসবে মুখোমুখি হয়ে। এমনই হবে; আর আমি তাদের জোড়া মিলিয়ে দেব সুন্দর, ডাগর-চোখা সঙ্গিনীদের সঙ্গে। সেখানে তারা নিশ্চিন্তে সব রকমের ফল চেয়ে নেবে। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না; আর তিনি তাদের জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন—তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ হিসেবে। এ-ই মহা সাফল্য। (40–57)

আমি একে তোমার নিজের ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। সুতরাং অপেক্ষা করো; তারাও অপেক্ষা করছে। (58–59)

45. নতজানু (আল-জাসিয়া)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হা মীম। (1)

এই কিতাবের অবতরণ আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। নিশ্চয়ই আসমানসমূহে ও যমীনে মুমিনদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে; আর তোমাদের নিজেদের সৃষ্টিতে, এবং তিনি যে জীবজন্তু ছড়িয়ে দেন তাতে, দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে; আর রাত ও দিনের পালাবদলে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে জীবিকা নাযিল করেন, তারপর তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন তাতে, এবং বাতাসের গতি পরিবর্তনে, নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা বুদ্ধি খাটায়। এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমার কাছে যথাযথভাবে তিলাওয়াত করছি। তবে আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহের পর তারা আর কোন বাণীতে ঈমান আনবে? (2–6)

দুর্ভোগ প্রত্যেক পাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদীর জন্য, যে আল্লাহর আয়াতসমূহ তার কাছে তিলাওয়াত হতে শোনে, তারপর অহংকারবশে অটল থাকে, যেন সে তা শোনেইনি। তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। যখন সে আমার আয়াতসমূহের কিছু জানতে পারে, তাকে ঠাট্টার বস্তু বানায়। এমন লোকদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি: তাদের পিছনে রয়েছে জাহান্নাম। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের কোনো কাজে আসবে না, আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে তারাও না; আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। এ হল হিদায়াত; আর যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের শাস্তি। (7–11)

আল্লাহই তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযান চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করো, এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আর তিনি তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (12–13)

মুমিনদের বলো, তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয় যারা আল্লাহর দিনগুলোর প্রত্যাশা রাখে না, যাতে তিনি এক সম্প্রদায়কে তাদের কামাইয়ের প্রতিফল দেন। যে সৎকাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে, আর যে মন্দ কাজ করে তার দায় তারই উপর; তারপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। (14–15)

আমি বনী ইসরাঈলকে দিয়েছিলাম কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত; আমি তাদের উত্তম জিনিস থেকে জীবিকা দিয়েছিলাম, আর সকল জাতির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। আমি তাদের দ্বীনের

বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলাম; আর তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই কেবল তারা মতভেদ করেছিল, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবশত। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন। তারপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক সুস্পষ্ট পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, সুতরাং তারই অনুসরণ করো, আর যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। আল্লাহর মোকাবিলায় তারা তোমার কোনো কাজেই আসবে না। যালিমরা একে অপরের অভিভাবক, আর আল্লাহ তাদের অভিভাবক যারা তাঁর সম্পর্কে সচেতন। এ মানুষের জন্য স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি, আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত। (16–20)

নাকি যারা মন্দ কাজ করে তারা মনে করে যে, আমি তাদের ওদের মতো করে দেব যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জীবন ও তাদের মরণ সমান হবে? তারা কতই না মন্দ ফয়সালা করে! আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, আর যাতে প্রত্যেক প্রাণকে তার কামাইয়ের প্রতিফল দেওয়া হয়; আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। তুমি কি তাকে দেখেছ, যে নিজের খেয়াল-খুশিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দিয়েছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তার চোখের উপর পর্দা রেখে দিয়েছেন? তবে আল্লাহর পরে কে তাকে পথ দেখাবে? তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (21–23)

তারা বলে, 'আমাদের এই পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছুই নেই: আমরা মরি ও বাঁচি, আর কাল ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না।' এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই; তারা কেবল অনুমানই করে। যখন তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের একমাত্র যুক্তি থাকে এ কথা বলা, 'তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের বাপ-দাদাদের ফিরিয়ে আনো।' বলো, 'আল্লাহই তোমাদের জীবন দেন, তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান, তারপর তোমাদের কিয়ামতের দিনে একত্র করবেন, যাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।'[43] (24–26)

আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই; আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তুমি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবে নতজানু অবস্থায়; প্রত্যেক উম্মতকে তার আমলনামার দিকে ডাকা হবে: 'আজ তোমাদের তারই প্রতিফল দেওয়া হবে যা তোমরা করতে। এ আমার লিপি, যা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলছে: তোমরা যা করতে আমি

[43] নাস্তিক্যবাদ অনুমানের (যান) উপর প্রতিষ্ঠিত: একটি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য
নাস্তিক্যবাদ, অনুমান, এবং জ্ঞানের জন্য কুরআনের দাবি
নাস্তিক্যবাদ, পরকাল ও অনুমান: কুরআনের আলোকে একটি অনুসন্ধান

তা লিখিয়ে রাখছিলাম।' যারা ঈমান এনেছিল ও সৎকাজ করেছিল, তাদের প্রতিপালক তাদের নিজ রহমতে প্রবেশ করাবেন। এ-ই সুস্পষ্ট সাফল্য। আর যারা সত্য অস্বীকার করেছিল: 'তোমাদের কাছে কি আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়নি? অথচ তোমরা অহংকার করেছিলে, আর তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়। যখন বলা হত, "আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, আর কিয়ামত—তাতে কোনো সন্দেহ নেই," তোমরা বলতে, "আমরা জানি না কিয়ামত কী; আমরা একে একটি ধারণা মাত্র মনে করি, আর আমরা নিশ্চিত নই।"' (27–32)

তারা যা করেছিল তার মন্দ পরিণাম তাদের সামনে প্রকাশ পাবে, আর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত তা-ই তাদের ঘিরে ধরবে। বলা হবে, 'আজ আমি তোমাদের ভুলে যাব, যেমন তোমরা তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আবাস আগুন, আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। এ এজন্য যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ঠাট্টার বস্তু বানিয়েছিলে, আর পার্থিব জীবন তোমাদের ধোঁকায় ফেলেছিল।' সুতরাং আজ তাদের তা থেকে বের করা হবে না, আর তাদের সংশোধনের সুযোগও দেওয়া হবে না। (33–35)

সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আসমানসমূহের প্রতিপালক ও যমীনের প্রতিপালক, সকল জগতের প্রতিপালক। আসমানসমূহে ও যমীনে সমস্ত মহিমা তাঁরই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (36–37)

46. বালুর টিলা (আল-আহকাফ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হা মীম। (1)

এই কিতাবের অবতরণ আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আমি আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু যথাযথভাবে এবং এক নির্ধারিত মেয়াদের জন্যই সৃষ্টি করেছি; অথচ যারা সত্য অস্বীকার করে তারা যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলো, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ডাকো তাদের কথা? আমাকে দেখাও তারা যমীনের কোন অংশ সৃষ্টি করেছে; নাকি আসমানসমূহে তাদের কোনো অংশ আছে? এর আগের কোনো কিতাব, কিংবা জ্ঞানের কোনো অবশিষ্ট চিহ্ন আমার কাছে নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন কাউকে ডাকে যে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দেবে না, আর যারা তাদের ডাক সম্পর্কে বেখবর? যখন মানুষকে সমবেত করা হবে, তখন তারা হবে তাদের শত্রু, আর তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে। (2–6)

যখন তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে তিলাওয়াত করা হয়, তখন যারা সত্য অস্বীকার করে তারা সত্য তাদের কাছে আসার পর তার সম্পর্কে বলে, 'এ তো প্রকাশ্য জাদু।' নাকি তারা বলে, 'সে এটি নিজে রচনা করেছে'? বলো, 'আমি যদি এটি রচনা করে থাকি, তবে আল্লাহর মোকাবিলায় আমাকে সাহায্য করার কোনো ক্ষমতা তোমাদের নেই। তোমরা এ সম্পর্কে যেসব কথায় মেতে আছ তিনি তা সবচেয়ে ভালো জানেন; আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। তিনিই পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।' বলো, 'আমি রাসূলদের মধ্যে নতুন কেউ নই; আমি জানি না আমার সঙ্গে কী করা হবে, তোমাদের সঙ্গেই বা কী করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি ওহী করা হয়, আর আমি কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।' বলো, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ: যদি এ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর তোমরা তা অস্বীকার করো, অথচ বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী এর অনুরূপ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং ঈমান এনেছে, আর তোমরা অহংকার করছ—' নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (7–10)

যারা সত্য অস্বীকার করে তারা মুমিনদের সম্পর্কে বলে, 'এ যদি ভালো কিছু হত, তবে তারা আমাদের আগে এর কাছে পৌঁছতে পারত না।' আর যেহেতু তারা এ থেকে হিদায়াত পায়নি, তারা বলবে, 'এ তো এক পুরোনো মিথ্যা।' এর আগে ছিল মূসার কিতাব, পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ; আর এ হল তারই সত্যায়নকারী কিতাব, আরবী ভাষায়, যাতে এ যালিমদের সতর্ক করে, এবং সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদ হয়। নিশ্চয়ই যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ,' তারপর

তাতে অবিচল থাকে—তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা দুঃখিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, তারা যা করত তার পুরস্কার হিসেবে। (11–14)

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট করেই প্রসব করেছে; আর তাকে গর্ভে ধারণ ও তার দুধ ছাড়ানোয় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে তৌফিক দাও যেন আমি তোমার সেই নিয়ামতের শোকর আদায় করি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ, আর যেন এমন সৎকাজ করি যা তুমি পছন্দ করো; আর আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্মশীল করে দাও। আমি তওবা করে তোমারই অভিমুখী হলাম, আর আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণকারীদের একজন।' এরাই তারা, যাদের থেকে আমি তাদের সর্বোত্তম কাজগুলো কবুল করি, আর তাদের মন্দ কাজগুলো উপেক্ষা করি, তারা জান্নাতের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত: এ সেই সত্য প্রতিশ্রুতি যা তাদের দেওয়া হত। (15–16)

আর এমনও কেউ আছে যে তার পিতা-মাতাকে বলে, 'ধিক তোমাদের দুজনকে! তোমরা কি আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ যে আমাকে আবার বের করে আনা হবে, অথচ আমার আগে কত প্রজন্ম গত হয়ে গেছে?' আর তারা দুজন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে: 'দুর্ভোগ তোমার! ঈমান আনো! নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।' কিন্তু সে বলে, 'এ তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।' এরাই তারা, যাদের বিরুদ্ধেও সেই কথা সত্য হয়ে গেছে, যা তাদের আগে গত হওয়া জিন ও মানুষের বহু উম্মতের বিরুদ্ধে সত্য হয়েছিল। নিশ্চয়ই তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। প্রত্যেকের জন্য তাদের কাজ অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর রয়েছে, যাতে তিনি তাদের কাজের পুরো প্রতিফল দেন; আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। যেদিন সত্য অস্বীকারকারীদের আগুনের সামনে হাজির করা হবে: 'তোমরা তো তোমাদের পার্থিব জীবনেই তোমাদের উত্তম জিনিসগুলো নিঃশেষ করে ফেলেছ এবং সেগুলো ভোগ করে নিয়েছ; সুতরাং আজ তোমাদের লাঞ্ছনার শাস্তি প্রতিফল হিসেবে দেওয়া হবে, কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে, আর কারণ তোমরা অবাধ্য ছিলে।' (17–20)

স্মরণ করো আদ জাতির ভাইকে, যখন সে বালুর টিলার মাঝে তার সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল—আর তার আগেও এবং তার পরেও বহু সতর্ককারী এসে চলে গেছে—এই বলে যে, 'আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করো না: আমি তোমাদের জন্য এক মহা দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।' তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের উপাস্যদের থেকে আমাদের ফিরিয়ে রাখতে এসেছ? তবে তুমি আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।' সে বলল, 'জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই কাছে। আমাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমি তোমাদের কাছে তা-ই পৌঁছে দিচ্ছি, কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।' তারপর যখন তারা তাকে দেখল মেঘের

আকারে তাদের উপত্যকাগুলোর দিকে এগিয়ে আসছে, তারা বলল, 'এ তো মেঘ, যা আমাদের বৃষ্টি দেবে।' না—বরং এ তা-ই যা তোমরা তাড়াতাড়ি চাইছিলে: এক ঝড়, যাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যা তার প্রতিপালকের আদেশে সব কিছু ধ্বংস করে দেয়। ফলে সকালে তাদের বাসস্থানগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। অপরাধী সম্প্রদায়কে আমি এভাবেই প্রতিফল দিই। (21–25)

আমি তাদের এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেভাবে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করিনি, আর তাদের দিয়েছিলাম কান, চোখ ও অন্তর; কিন্তু তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের অন্তর তাদের কোনো কাজেই আসেনি, কারণ তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেই চলছিল; আর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত তা-ই তাদের ঘিরে ধরল। আমি তোমাদের চারপাশের জনপদগুলোকে ধ্বংস করেছি, আর নিদর্শনসমূহ নানাভাবে পেশ করেছি, যাতে তারা ফিরে আসে। তবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল, তারা কেন তাদের সাহায্য করল না? না—বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এ-ই ছিল তাদের মিথ্যা, আর তারা যা মনগড়া রচনা করত। (26–28)

আর স্মরণ করো, যখন আমি একদল জিনকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, তারা কুরআন শুনছিল। যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল, বলল, 'চুপ করো!' তারপর যখন তা শেষ হল, তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারী হয়ে। তারা বলল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে, তার আগে যা ছিল তার সত্যায়নকারী, যা সত্যের দিকে এবং সরল পথের দিকে পথ দেখায়। হে আমাদের সম্প্রদায়, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনো: তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। আর যে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয় না, সে পৃথিবীতে তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারবে না, আর তিনি ছাড়া তার কোনো অভিভাবকও থাকবে না। এরাই সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় আছে।' (29–32)

তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো সৃষ্টি করতে ক্লান্ত হননি, তিনি মৃতদের জীবিত করতে সক্ষম? অবশ্যই: তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। যেদিন সত্য অস্বীকারকারীদের আগুনের সামনে হাজির করা হবে: 'এ কি সত্য নয়?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের শপথ।' তিনি বলবেন, 'তবে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো, কারণ তোমরা সত্য অস্বীকার করতে।' (33–34)

সুতরাং ধৈর্য ধরো, যেমন ধৈর্য ধরেছিল দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ, আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না। যেদিন তারা দেখবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হচ্ছে, সেদিন মনে হবে

যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এ এক বার্তা, যা পৌঁছে দেওয়া হল: অবাধ্য সম্প্রদায় ছাড়া আর কাউকে কি ধ্বংস করা হবে? (35)

47. মুহাম্মাদ (মুহাম্মাদ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

যারা সত্য অস্বীকার করে এবং অন্যদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে—তিনি তাদের কাজকর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে ঈমান আনে—আর তা-ই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য—তিনি তাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দিয়েছেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন। এর কারণ, যারা সত্য অস্বীকার করে তারা বাতিলের অনুসরণ করে, আর যারা ঈমান আনে তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সত্যের অনুসরণ করে। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। (1–3)

সুতরাং যখন তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে সত্য অস্বীকারকারীদের মুখোমুখি হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত হানো; অবশেষে যখন তোমরা তাদের সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করবে, তখন বন্দীদের শক্ত করে বাঁধো। তারপর তাদের ছেড়ে দাও, হয় অনুগ্রহ করে, নয় মুক্তিপণ নিয়ে, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা নামিয়ে রাখে। এ-ই বিধান। আল্লাহ চাইলে নিজেই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কিন্তু এ এজন্য যে, তিনি তোমাদের একদলকে অন্যদল দিয়ে পরীক্ষা করবেন। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তিনি কখনো তাদের কাজকর্ম নিষ্ফল হতে দেবেন না: তিনি তাদের পথ দেখাবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন, আর তাদের সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পরিচয় তিনি তাদের জানিয়ে দিয়েছেন। হে মুমিনগণ, তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করে দেবেন। (4–7)

আর যারা সত্য অস্বীকার করে—তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস, আর তিনি তাদের কাজকর্ম নিষ্ফল করে দেবেন। এর কারণ, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে, তাই তিনি তাদের কাজকর্ম মূল্যহীন করে দিয়েছেন। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল? আল্লাহ তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন, আর সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে তারই অনুরূপ পরিণাম। এর কারণ, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক, আর সত্য অস্বীকারকারীদের কোনো অভিভাবক নেই। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত; আর যারা সত্য অস্বীকার করে তারা ভোগ-বিলাস করে এবং খায় যেমন গবাদি পশু খায়, আর আগুনই হবে তাদের আবাস। তোমার যে জনপদ তোমাকে বের করে দিয়েছে, তার চেয়ে শক্তিতে প্রবল কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, আর তাদের সাহায্য করার কেউ ছিল না! (8–13)

যে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তার মতো যার মন্দ কাজ তার কাছে শোভন করে দেখানো হয়েছে, আর যারা নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে? আল্লাহ-সচেতনদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার চিত্র এই: তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহর, এমন দুধের নহর যার স্বাদ কখনো বদলায় না, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর, আর পরিশোধিত মধুর নহর; সেখানে তাদের জন্য রয়েছে সব রকমের ফলমূল, আর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা। তারা কি ওদের মতো যারা চিরকাল আগুনে থাকবে এবং যাদের পান করানো হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে? (14–15)

হে নবী, তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা তোমার কথা কান পেতে শোনে, কিন্তু যখন তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে যায়, তখন যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের বলে, 'এইমাত্র সে কী বলল?' এরাই তারা যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন, আর যারা নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। আর যারা হিদায়াত গ্রহণ করে—তিনি তাদের হিদায়াত আরও বাড়িয়ে দেন এবং তাদের দান করেন তাদের আল্লাহ-সচেতনতা। তারা কি কেবল কিয়ামতেরই অপেক্ষা করছে, যে তা তাদের উপর অকস্মাৎ এসে পড়বে? তার লক্ষণগুলো তো এসেই গেছে। আর যখন তা তাদের উপর এসেই পড়বে, তখন তাদের উপদেশ গ্রহণ তাদের কী কাজে আসবে? সুতরাং জেনে রাখো যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আর ক্ষমা চাও তোমার ত্রুটির জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য। আল্লাহ জানেন তোমাদের চলাফেরা ও তোমাদের অবস্থানস্থল। (16–19)

মুমিনরা বলে, 'একটি সূরা নাযিল হলে কতই না ভালো হত!' কিন্তু যখন কোনো দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল করা হয় এবং তাতে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে, তখন তুমি দেখো যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে তার মতো দৃষ্টিতে, যে মৃত্যু ঘনিয়ে আসায় মূর্ছা যায়। তাদের জন্য উত্তম হত আনুগত্য ও সংগত কথা। তারপর যখন বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে যায়, তখন তারা যদি আল্লাহর সঙ্গে সত্যনিষ্ঠ থাকত তবে তা তাদের জন্য উত্তম হত। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে কি এ-ই প্রত্যাশিত নয় যে তোমরা দেশে বিপর্যয় ছড়াবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে? এরাই তারা যাদের আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন, তাদের বধির করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন। তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তরে তালা লাগানো? যারা তাদের কাছে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়—শয়তান তাদের প্রলুব্ধ করেছে এবং তাদের মিথ্যা আশা দিয়েছে। এর কারণ, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা যারা অপছন্দ করে, এরা তাদের বলেছে, 'কিছু কিছু বিষয়ে আমরা তোমাদের আনুগত্য করব।' কিন্তু আল্লাহ তাদের গোপন কথা জানেন। (20–26)

তখন কেমন হবে, যখন ফেরেশতারা তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করতে করতে তাদের প্রাণ হরণ করবে? এর কারণ, তারা তারই অনুসরণ করেছে যা আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে, আর যা

তাঁকে সন্তুষ্ট করে তা অপছন্দ করেছে, তাই তিনি তাদের কাজকর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন। (27–28)

নাকি যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা মনে করে যে, আল্লাহ কখনো তাদের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না? আমি চাইলে তোমাকে তাদের দেখিয়ে দিতে পারতাম, তখন তুমি তাদের লক্ষণ দেখেই চিনে নিতে; তবে তুমি অবশ্যই তাদের কথার ভঙ্গিতে তাদের চিনতে পারবে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা জানেন। আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নিই তোমাদের মধ্যে কারা সাধনা করে এবং কারা ধৈর্যশীল, আর যতক্ষণ না তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিই। যারা সত্য অস্বীকার করে, অন্যদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, এবং তাদের কাছে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না, আর তিনি তাদের কাজকর্ম নিষ্ফল করে দেবেন। হে মুমিনগণ, আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, আর তোমাদের কাজকর্ম বিনষ্ট করো না। যারা সত্য অস্বীকার করে এবং অন্যদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তারপর অস্বীকারকারী অবস্থায়ই মারা যায়—আল্লাহ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না। (29–34)

সুতরাং তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং সন্ধির জন্য ডেকো না, যখন তোমরাই প্রবল, কারণ আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তিনি কখনো তোমাদের কাজের প্রতিদান থেকে তোমাদের বঞ্চিত করবেন না। পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ; আর তোমরা যদি ঈমান আনো ও আল্লাহ-সচেতন হও, তিনি তোমাদের তোমাদের পুরস্কার দেবেন, আর তোমাদের কাছে তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না। তিনি যদি তোমাদের কাছে তা চাইতেন এবং তোমাদের উপর চাপ দিতেন, তবে তোমরা কৃপণতা করতে, আর তিনি তোমাদের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দিতেন। দেখো, তোমরাই তো তারা, যাদের আল্লাহর পথে ব্যয় করতে ডাকা হচ্ছে, অথচ তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে—আর যে কৃপণতা করে সে নিজেরই প্রতি কৃপণতা করে। আল্লাহ অভাবমুক্ত, আর তোমরাই অভাবগ্রস্ত। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের বদলে অন্য এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন, আর তারা তোমাদের মতো হবে না। (35–38)

48. বিজয় (আল-ফাতহ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হে নবী, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, যাতে আল্লাহ তোমার আগের ও পরের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করেন, তোমার উপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করেন, তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন, এবং তোমাকে এক বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন। তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছেন, যাতে তারা তাদের ঈমানের সঙ্গে আরও ঈমান বাড়িয়ে নেয়। আসমানসমূহ ও যমীনের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এ এজন্য যে, তিনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে, আর তাদের থেকে তাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দেবেন—আল্লাহর কাছে এ-ই মহা সাফল্য—আর যাতে তিনি শাস্তি দেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। অমঙ্গলের চক্র তাদেরই উপর: আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাদের অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন—কতই না নিকৃষ্ট সেই গন্তব্য। আসমানসমূহ ও যমীনের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। হে নবী, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, যাতে হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, তাকে সাহায্য করো ও সম্মান করো, আর সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো। (1–9)

যারা তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করে তারা তো আল্লাহরই কাছে আনুগত্যের শপথ করে: আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে তার শপথ ভঙ্গ করে সে নিজের ক্ষতির জন্যই তা ভঙ্গ করে, আর যে আল্লাহর সঙ্গে করা অঙ্গীকার পূর্ণ করে—তিনি তাকে মহা পুরস্কার দেবেন। পিছনে রয়ে যাওয়া বেদুঈনরা তোমাকে বলবে, 'আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদের ব্যস্ত রেখেছিল, সুতরাং আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।' তারা মুখে তা-ই বলে যা তাদের অন্তরে নেই। বলো, 'আল্লাহ যদি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে চান কিংবা কোনো উপকার করতে চান, তবে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদের জন্য কিছু করার ক্ষমতা কার আছে? না—বরং তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।' না; বরং তোমরা মনে করেছিলে যে রাসূল ও মুমিনরা আর কখনো তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসবে না, আর এ ধারণা তোমাদের অন্তরে শোভন মনে হয়েছিল। তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে, আর তোমরা ছিলে এক ধ্বংসমুখী সম্প্রদায়। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না—আমি সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি। আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব

আল্লাহরই: তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (10–14)

যখন তোমরা গনীমত নিতে রওনা হবে, তখন পিছনে রয়ে যাওয়া লোকেরা বলবে, 'আমাদেরও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও,' তারা আল্লাহর কথা বদলে দিতে চায়। বলো, 'তোমরা আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না: আল্লাহ আগেই এমন বলে দিয়েছেন।' তখন তারা বলবে, 'না, বরং তোমরা আমাদের হিংসা করছ।' বরং তারা সামান্যই বোঝে। (15)

পিছনে রয়ে যাওয়া বেদুঈনদের বলো, 'শীঘ্রই তোমাদের ডাকা হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা যদি আনুগত্য করো, আল্লাহ তোমাদের উত্তম পুরস্কার দেবেন; আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও যেমন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে, তবে তিনি তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।' অন্ধের কোনো দোষ নেই, খোঁড়ারও কোনো দোষ নেই, রোগীরও কোনো দোষ নেই। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত; আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। (16–17)

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, যখন তারা গাছের নিচে তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করছিল। তাদের অন্তরে যা ছিল তিনি তা জানতেন, তাই তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের পুরস্কার দিলেন এক আসন্ন বিজয়, আর বিপুল গনীমত যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তোমাদের বিপুল গনীমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা তোমরা লাভ করবে, আর এটি তিনি তোমাদের আগেভাগেই দিয়ে দিয়েছেন, আর মানুষের হাত তোমাদের থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন, যাতে এ মুমিনদের জন্য এক নিদর্শন হয় এবং তিনি তোমাদের সরল পথে পরিচালিত করেন; আর আরও কিছু আছে যা তোমরা এখনও হস্তগত করতে পারোনি, কিন্তু আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (18–21)

যারা সত্য অস্বীকার করে তারা যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করত, তবে তারা পিঠ দেখিয়ে পালাত; তারপর তারা কোনো অভিভাবক পেত না, কোনো সাহায্যকারীও না। এ-ই আল্লাহর রীতি, যা বরাবর চলে এসেছে; আর তুমি আল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না। তিনিই মক্কার উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলেন, তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর। তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন। তারাই তো সত্য অস্বীকার করেছিল, তোমাদের মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দিয়েছিল, আর কুরবানির পশুকে তার কুরবানির স্থানে পৌঁছতে আটকে রেখেছিল। যদি এমন কিছু মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী না থাকত, যাদের তোমরা জানতে না, যাদের তোমরা পদদলিত করে ফেলতে, ফলে অজান্তেই

তাদের কারণে তোমরা দোষী হতে—তবে আল্লাহ তোমাদের যুদ্ধ করতে দিতেন; এ এজন্য যে, আল্লাহ যাকে চান নিজ রহমতে প্রবেশ করাবেন। তারা যদি স্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে থাকত, তবে তাদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকার করেছিল আমি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম। যখন সত্য অস্বীকারকারীরা তাদের অন্তরে জাহিলিয়াতের যুগের উগ্র অহমিকা পোষণ করল, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করলেন, আর তাদের আল্লাহ-সচেতনতার বাণীতে অবিচল রাখলেন, আর তারাই ছিল এর অধিক হকদার ও যোগ্য। আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। (22–26)

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্নকে যথাযথভাবে সত্য করে দেখিয়েছেন: আল্লাহ চাইলে তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, মাথা মুণ্ডন করে কিংবা চুল ছোট করে, নির্ভয়ে। তোমরা যা জানতে না তিনি তা জানতেন, আর তার আগেই তিনি দান করেছেন এক আসন্ন বিজয়। তিনিই তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে, যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আর যারা তার সঙ্গে আছে তারা সত্য অস্বীকারকারীদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। তুমি তাদের দেখবে রুকূ ও সিজদায় অবনত, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করছে; তাদের চিহ্ন তাদের মুখমণ্ডলে, সিজদার প্রভাবে। তাওরাতে তাদের বর্ণনা এ রকম; আর ইনজীলে তাদের বর্ণনা যেন একটি বীজ, যা তার অঙ্কুর বের করে, তারপর তাকে শক্তিশালী করে, ফলে তা পুষ্ট হয় এবং নিজ কাণ্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যায়, যা চাষিদের মুগ্ধ করে—যাতে তিনি তাদের দিয়ে সত্য অস্বীকারকারীদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (27–29)

49. হুজরাসমূহ (আল-হুজুরাত)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে আগ বাড়িয়ে কিছু করো না, আর আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো: নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না, আর তার সঙ্গে সেভাবে উঁচু গলায় কথা বলো না যেভাবে তোমরা একে অপরের সঙ্গে বলো, পাছে তোমাদের অজান্তেই তোমাদের কাজকর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু রাখে, তারাই সেই লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাঁর সচেতনতার জন্য যাচাই করে নিয়েছেন: তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। যারা হুজরাগুলোর পিছন থেকে তোমাকে উঁচু গলায় ডাকে—তাদের অধিকাংশই বোঝে না। তুমি তাদের কাছে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধরত, তবে তা তাদের জন্য উত্তম হত। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (1–5)

হে মুমিনগণ, কোনো পাপাচারী যদি তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে, তবে তা যাচাই করে নাও, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে বসো, তারপর নিজেদের কাজের জন্য অনুতপ্ত হও। জেনে রাখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছে। সে যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিত, তবে তোমরা অবশ্যই কষ্টে পড়তে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে তাকে সুশোভিত করেছেন, আর অস্বীকার, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে ঘৃণ্য করে দিয়েছেন। এরাই সঠিক পথপ্রাপ্ত, আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও নিয়ামত হিসেবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (6–8)

মুমিনদের দুই দল যদি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তারপর যদি তাদের একদল অন্যদলের উপর যুলুম করে, তবে যে দল যুলুম করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না সে আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরে আসে; তারপর যদি সে ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে মীমাংসা করে দাও, আর সুবিচার করো: নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও, আর আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। (9–10)

হে মুমিনগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস না করে, হতে পারে তারা এদের চেয়ে উত্তম; আর নারীরাও যেন অন্য নারীদের উপহাস না করে, হতে পারে তারা এদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরের দোষ খুঁজো না, আর একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর পাপাচারের নাম কতই না মন্দ! আর যারা তওবা করে না—তারাই যালিম। হে মুমিনগণ, তোমরা বেশি বেশি ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ কোনো কোনো ধারণা পাপ।

তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় খুঁজে বেড়িয়ো না, আর একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা ঘৃণাই করবে। আর আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো: নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু। হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, আর তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ-সচেতন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। (11–13)

বেদুঈনরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি।' বলো, 'তোমরা ঈমান আনোনি; বরং বলো যে আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি, কারণ ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তবে তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, তিনি তোমাদের কাজের কিছুই কমাবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।' মুমিন তো কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, তারপর কোনো সন্দেহ করে না, আর নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সাধনা করে। তারাই সত্যবাদী। বলো, 'তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে জানাতে চাও, অথচ আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ সবই জানেন? আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।' তারা বশ্যতা স্বীকার করেছে বলে একে তোমার প্রতি অনুগ্রহ মনে করে। বলো, 'তোমাদের বশ্যতা স্বীকারকে আমার প্রতি অনুগ্রহ মনে করো না। বরং আল্লাহই তোমাদের ঈমানের পথ দেখিয়ে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় জানেন, আর তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন। (14–18)

50. কাফ (কাফ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

কাফ। মহিমান্বিত কুরআনের শপথ! বরং তারা বিস্মিত হয়েছে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসেছে, আর যারা সত্য অস্বীকার করে তারা বলে, 'এ তো এক অদ্‌ভুত ব্যাপার। আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি হয়ে যাব, তখন কি? সে ফিরে আসা তো সুদূরপরাহত।' মাটি তাদের কতটুকু ক্ষয় করে তা আমি ভালোভাবেই জানি, আর আমার কাছে রয়েছে এক কিতাব যা সব কিছু সংরক্ষণ করে। না—বরং তাদের কাছে সত্য আসার পর তারা তা অস্বীকার করেছে, তাই তারা দোদুল্যমান অবস্থায় পড়ে আছে। তারা কি তাদের উপরের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনি—আমি কীভাবে তা নির্মাণ করেছি ও সাজিয়েছি, আর তাতে কোনো ফাটল নেই? আর যমীন—আমি তাকে বিছিয়ে দিয়েছি, তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছি, আর তাতে সব রকমের নয়নাভিরাম জোড়া উদ্গত করেছি, প্রত্যেক আল্লাহ-অভিমুখী বান্দার জন্য অন্তর্দৃষ্টি ও উপদেশ হিসেবে। আর আমি আকাশ থেকে বরকতময় পানি বর্ষণ করি, তারপর তা দিয়ে উদ্গত করি বাগান ও কাটার উপযোগী শস্য, আর সুউচ্চ খেজুরগাছ, যাতে থাকে থরে থরে সাজানো খেজুরের কাঁদি, বান্দাদের জীবিকা হিসেবে; আর তা দিয়ে আমি মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করি। এভাবেই হবে বেরিয়ে আসা। তাদের আগে সত্য অস্বীকার করেছিল নূহের সম্প্রদায়, কূপের অধিবাসীরা ও সামূদ, আর আদ, ফিরআউন ও লূতের ভাইয়েরা, আর আইকার অধিবাসীরা ও তুব্বার সম্প্রদায়: তাদের প্রত্যেকেই রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে আমার হুঁশিয়ারি সত্য হয়ে গেল। (1–14)

তবে কি আমি প্রথম সৃষ্টিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? না—বরং তারা নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে সন্দেহে আছে। আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি, আর তার মন তাকে কী কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি: আমি তার ঘাড়ের শিরার চেয়েও তার অধিক নিকটে। যখন দুই গ্রহণকারী গ্রহণ করতে থাকে, ডানে ও বাঁয়ে বসে, তখন সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তার কাছে এক সদাপ্রস্তুত প্রহরী থাকে। মৃত্যুর ঘোর সত্য নিয়ে আসবে: 'এ-ই তা, যা থেকে তুমি পালাতে চাইতে।' (15–19)

আর শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে: 'এ-ই সেই হুঁশিয়ারির দিন।' প্রত্যেক প্রাণ আসবে, তার সঙ্গে থাকবে একজন চালক ও একজন সাক্ষী। 'তুমি এ সম্পর্কে গাফিল ছিলে; এখন আমি তোমার থেকে তোমার পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, তাই আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর।' তার সঙ্গী বলবে, 'এই তো, যা আমার কাছে প্রস্তুত আছে।' 'তোমরা দুজন জাহান্নামে নিক্ষেপ করো প্রত্যেক হঠকারী অস্বীকারকারীকে, যে কল্যাণে বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারী, যে আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ দাঁড় করিয়েছিল। তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করো।' তার সঙ্গী বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমি তাকে অবাধ্য করিনি; বরং সে নিজেই ছিল সুদূর ভ্রষ্টতায়।' তিনি বলবেন,

‘আমার সামনে ঝগড়া করো না; আমি তো আগেই তোমাদের কাছে হুঁশিয়ারি পাঠিয়েছিলাম। আমার কাছে কথা বদলানো হয় না, আর আমি বান্দাদের প্রতি কখনো যুলুমকারী নই।’ যেদিন আমি জাহান্নামকে বলব, ‘তুমি কি ভরে গেছ?’ আর সে বলবে, ‘আরও কিছু আছে কি?’ আর জান্নাতকে আল্লাহ-সচেতনদের নিকটবর্তী করা হবে, দূরে নয়: ‘এ-ই তা, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হত—প্রত্যেকের জন্য যে আল্লাহর অভিমুখী হত এবং তাঁর সীমারেখা রক্ষা করত, যে না দেখেও পরম করুণাময়কে ভয় করত এবং আল্লাহ-অভিমুখী অন্তর নিয়ে এসেছে। এতে শান্তির সঙ্গে প্রবেশ করো। এ-ই অনন্ত জীবনের দিন।’ সেখানে তাদের জন্য থাকবে তারা যা চাইবে সবই, আর আমার কাছে আছে আরও বেশি। (20–35)

তাদের আগে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, যারা শক্তিতে এদের চেয়ে প্রবল ছিল! তারা দেশে দেশে খুঁজে বেড়িয়েছিল—কোথাও পালানোর জায়গা ছিল কি? নিশ্চয়ই এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার অন্তর আছে, কিংবা যে মনোযোগ দিয়ে কান পাতে। আমি আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় মহাকালে সৃষ্টি করেছি, আর কোনো ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি। সুতরাং তারা যা বলে তাতে ধৈর্য ধরো, আর সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করো; আর রাতের কিছু অংশেও তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো, এবং সিজদাসমূহের পরেও। আর কান পেতে শোনো সেই দিনের কথা, যেদিন আহ্বানকারী খুব কাছের জায়গা থেকে ডাক দেবে—যেদিন তারা সত্যিই সেই বিকট আওয়াজ শুনবে: সেটিই বেরিয়ে আসার দিন। আমিই জীবন দিই এবং মৃত্যু ঘটাই, আর আমারই কাছে শেষ গন্তব্য—যেদিন যমীন তাদের উপর থেকে বিদীর্ণ হবে আর তারা দ্রুত বেরিয়ে আসবে। এ সমাবেশ আমার জন্য সহজ। তারা যা বলে আমি তা সবচেয়ে ভালো জানি, আর তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও। সুতরাং কুরআনের মাধ্যমে তাকে উপদেশ দাও, যে আমার হুঁশিয়ারিকে ভয় করে। (36–45)

51. ধুলো-ওড়ানো বাতাস (আয-যারিয়াত)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

শপথ সেই বাতাসের যা ধুলোবালি দূর-দূরান্তে উড়িয়ে দেয়, আর সেই মেঘের যা ভারী বোঝা বহন করে, আর সেই নৌযানের যা স্বচ্ছন্দে ভেসে চলে, আর সেই ফেরেশতাদের যারা আদেশ অনুযায়ী বণ্টন করে: তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা অবশ্যই সত্য, আর বিচার অবশ্যই সংঘটিত হবে। শপথ বহু পথবিশিষ্ট আকাশের, তোমরা এ সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী কথায় লিপ্ত; যে এ থেকে ফিরে গেছে সে নিজেই ফিরে যেতে চেয়েছে। ধ্বংস হোক তারা যারা অনুমানের উপর চলে, যারা গাফিলতির বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে![44] তারা জিজ্ঞাসা করে, 'বিচারের দিন কবে?' সেদিন, যেদিন তাদের আগুনের উপর তাপানো হবে: 'তোমাদের এ পরীক্ষার স্বাদ গ্রহণ করো! এ-ই তা, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চাইতে।' যারা আল্লাহ-সচেতন ছিল তারা থাকবে বাগান ও ঝরনার মাঝে, তাদের প্রতিপালক তাদের যা দেবেন তা গ্রহণ করতে থাকবে, কারণ এর আগে তারা ছিল সৎকর্মশীল: তারা রাতের সামান্য অংশই ঘুমাত, আর ভোররাতে ক্ষমা প্রার্থনা করত, আর তাদের ধন-সম্পদে ছিল প্রার্থী ও বঞ্চিতের ন্যায্য অংশ। দৃঢ় বিশ্বাস-সন্ধানীদের জন্য যমীনে রয়েছে বহু নিদর্শন, আর তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তবু কি তোমরা দেখবে না? আর আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা, এবং যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হচ্ছে তা সবই। সুতরাং আসমান ও যমীনের প্রতিপালকের শপথ, এ একেবারেই সত্য—যেমন সত্য এই যে তোমরা কথা বলছ। (1–23)

তোমার কাছে কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? যখন তারা তার কাছে প্রবেশ করে বলল, 'সালাম,' সে বলল, 'সালাম'—মনে মনে ভাবল, 'এরা তো অপরিচিত লোক।' তারপর সে চুপিসারে তার পরিবারের কাছে গেল এবং একটি মোটাতাজা বাছুর নিয়ে এল, আর তা তাদের সামনে রাখল। সে বলল, 'তোমরা খাচ্ছ না কেন?' আর তাদের সম্পর্কে তার মনে কিছুটা ভয় জাগল। তারা বলল, 'ভয় করো না,' আর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিল। তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে এগিয়ে এল, নিজের মুখ চাপড়াল এবং বলল, 'এক বন্ধ্যা বৃদ্ধা!' তারা বলল, 'তোমার প্রতিপালক এ রকমই বলেছেন; নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।' সে বলল, 'হে প্রেরিত দূতগণ, তবে তোমাদের বিশেষ কাজটি কী?' তারা বলল, 'আমাদের পাঠানো হয়েছে পাপে নিমজ্জিত এক সম্প্রদায়ের কাছে, যাতে আমরা তাদের উপর পোড়ামাটির পাথর বর্ষণ করি, যা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নিত।' তারপর সেখানে যারা মুমিন ছিল আমি তাদের বের করে আনলাম, কিন্তু সেখানে আল্লাহর কাছে

[44] নাস্তিক্যবাদ অনুমানের (যান্) উপর প্রতিষ্ঠিত: একটি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য

আত্মসমর্পণকারীদের একটিমাত্র পরিবার ছাড়া আর কাউকে পাইনি, আর যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে তাদের জন্য আমি সেখানে একটি নিদর্শন রেখে দিলাম। (24–37)

আর মূসার মধ্যেও নিদর্শন রয়েছে: আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে ফিরআউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরআউন নিজ শক্তির উপর ভর করে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'এ এক জাদুকর, নয়তো পাগল!' তাই আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, আর সে-ই ছিল নিন্দার যোগ্য। আর আদ জাতির মধ্যেও: আমি তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম অকল্যাণকর বাতাস, যা যার উপর দিয়েই গিয়েছিল তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়ের মতো না করে ছাড়েনি। আর সামূদ জাতির মধ্যেও: তাদের বলা হয়েছিল, 'কিছুকাল ভোগ করে নাও,' কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল, ফলে তারা চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকা অবস্থায় বজ্রাঘাত তাদের পাকড়াও করল, তখন তারা উঠে দাঁড়াতেও পারল না, আত্মরক্ষাও করতে পারল না। আর তাদের আগে নূহের সম্প্রদায়: তারা ছিল এক অবাধ্য সম্প্রদায়। আর আকাশ—আমি তা নির্মাণ করেছি শক্তিবলে, আর আমি অবশ্যই একে সম্প্রসারিত করছি। আর যমীন—আমি তাকে বিছিয়ে দিয়েছি; কতই না সুন্দরভাবে আমি তা সমতল করেছি! আর প্রতিটি বস্তু আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। সুতরাং আল্লাহর দিকে ছুটে এসো: আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। আর আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ দাঁড় করিয়ো না: আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (38–51)

এভাবেই, তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোনো রাসূল এসেছে, তারা বলেছে, 'এ এক জাদুকর, নয়তো পাগল!' তারা কি একে অপরকে এ কথারই অসিয়ত করে গেছে? না—বরং তারা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। সুতরাং তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও; তোমার কোনো দোষ নেই। আর উপদেশ দিতে থাকো, কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে। (52–55)

আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে। আমি তাদের কাছে কোনো জীবিকা চাই না, আর এও চাই না যে তারা আমাকে খাওয়াবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজেই জীবিকাদাতা, শক্তির অধিকারী, অটল। সুতরাং যারা যুলুম করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের সমগোত্রীয়দের প্রাপ্য অংশের মতো অংশ—তারা যেন আমার কাছে তা তাড়াতাড়ি না চায়। সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা সত্য অস্বীকার করে, তাদের সেই দিনে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হচ্ছে। (56–60)

52. পাহাড় (আত-তূর)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

শপথ তূর পাহাড়ের, আর উন্মুক্ত পাতায় লিখিত কিতাবের, আর সেই ঘরের যেখানে সদা সমাগম হয়, আর সমুন্নত ছাদের, আর কানায় কানায় ভরা সমুদ্রের: তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যই সংঘটিত হবে—তা ঠেকানোর কেউ নেই—যেদিন আকাশ প্রবলভাবে দুলতে থাকবে, আর পর্বতমালা দ্রুত চলতে থাকবে। সেদিন দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা সত্য অস্বীকার করত, যারা অনর্থক কথায় মেতে খেলাধুলা করে। যেদিন তাদের ধাক্কা মেরে মেরে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে: 'এ-ই সেই আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। এ কি তবে জাদু? নাকি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না? এতে দগ্ধ হও! তোমরা ধৈর্য ধরো বা না ধরো, তোমাদের জন্য উভয়ই সমান: তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল তোমাদের দেওয়া হচ্ছে।' (1–16)

আল্লাহ-সচেতনরা থাকবে বাগান ও নিয়ামতের মাঝে, তাদের প্রতিপালক তাদের যা দিয়েছেন তা নিয়ে তারা আনন্দিত, আর তাদের প্রতিপালক তাদের জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। 'তৃপ্তির সঙ্গে খাও ও পান করো, তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে,' তারা হেলান দিয়ে বসবে সারি সারি সাজানো আসনে। আর আমি তাদের জোড়া মিলিয়ে দেব সুন্দর-চোখা সঙ্গিনীদের সঙ্গে। আর যারা ঈমান এনেছে, এবং যাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুসরণ করেছে—আমি তাদের সঙ্গে তাদের সন্তান-সন্ততিকে মিলিয়ে দেব, আর তাদের কাজ থেকে কিছুই কমাব না: প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামাইয়ের জন্য দায়বদ্ধ। আমি তাদের ফলমূল ও গোশত দিতে থাকব, যা তারা চায়। সেখানে তারা একে অপরের হাতে এমন পানপাত্র তুলে দেবে যাতে না থাকবে কোনো অনর্থক কথা, না কোনো পাপ। আর তাদের সেবায় তাদের চারপাশে ঘুরবে কিশোররা, যেন তারা সযত্নে রাখা মুক্তা। তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে, 'এর আগে আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে ভয়ে ভয়ে থাকতাম, কিন্তু আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের ঝলসানো বাতাসের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা আগে থেকেই তাঁকে ডাকতাম: নিশ্চয়ই তিনি কল্যাণময়, অসীম দয়ালু।' সুতরাং হে নবী, উপদেশ দিতে থাকো: তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি গণকও নও, পাগলও নও। নাকি তারা বলে, 'সে এক কবি—আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করছি'? বলো, 'তবে অপেক্ষা করো; আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।' তাদের বিবেক-বুদ্ধি কি তাদের এ নির্দেশ দেয়, নাকি তারা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়? নাকি তারা বলে, 'সে এটি নিজে রচনা করেছে'? না—বরং তারা ঈমান আনে না। তারা সত্যবাদী হলে এর মতো কোনো বাণী নিয়ে আসুক। (17–34)

নাকি তারা কোনো কিছু ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে? নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? না—বরং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস নেই।[45] (35–36)

নাকি তাদের কাছে তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার রয়েছে? নাকি তারাই নিয়ন্ত্রক? নাকি তাদের কোনো সিঁড়ি আছে যাতে চড়ে তারা কান পেতে শোনে? তবে তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসুক। নাকি তাঁর জন্য কন্যা, আর তোমাদের জন্য পুত্র? নাকি তুমি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইছ, ফলে তারা ঋণের ভারে নুয়ে পড়েছে? নাকি তাদের কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, ফলে তারা তা লিখে রাখে? নাকি তারা কোনো চক্রান্ত করতে চায়? তবে যারা সত্য অস্বীকার করে তারাই চক্রান্তের শিকার হবে। নাকি আল্লাহ ছাড়া তাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে? তারা যা শরীক করে আল্লাহ তা থেকে মহাপবিত্র! (37–43)

তারা যদি আকাশের কোনো খণ্ডকে ভেঙে পড়তে দেখে, তবে বলবে, ‘এ তো স্তূপীকৃত মেঘ।’ সুতরাং তাদের ছেড়ে দাও, যতক্ষণ না তারা তাদের সেই দিনের সম্মুখীন হয় যেদিন তারা বজ্রাহত হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়বে—যেদিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোনো কাজে আসবে না, আর তাদের সাহায্যও করা হবে না। আর যারা যুলুম করে তাদের জন্য এর আগেও এক শাস্তি রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের ফয়সালার জন্য ধৈর্য ধরো, কারণ তুমি আমার চোখের সামনেই আছ; আর তুমি যখন ওঠো তখন তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করো, আর রাতের কিছু অংশেও তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো, এবং নক্ষত্ররাজি অস্ত যাওয়ার সময়েও। (44–49)

[45] পবিত্র কুরআন: আল্লাহই প্রথম এবং সব কিছুর আদি স্রষ্টা! – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স
ভিডিও: শূন্যতা নয়, কেন আল্লাহ?
ভিডিও: শূন্যতার নয়টি স্তর কী কী? | রবার্ট লরেন্স কুন – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স
চূড়ান্ত প্রশ্নগুলো যথাযথভাবে তুললেই নাস্তিক্যবাদ খণ্ডিত হয়
ভিডিও: পরম শূন্যতা কল্পনা করে আল্লাহকে খুঁজে পাওয়া

53. নক্ষত্র (আন-নাজম)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্ত যায়! তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হয়নি, বিভ্রান্তও হয়নি, আর সে নিজের খেয়াল-খুশি থেকে কথা বলে না। এ তো ওহী ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তার প্রতি নাযিল করা হয়, তাকে শিখিয়েছে প্রবল শক্তিধর একজন, যে সামর্থ্যের অধিকারী, সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন সে ছিল ঊর্ধ্ব দিগন্তে; তারপর সে নিকটবর্তী হল এবং নেমে এল, এমনকি দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, কিংবা তারও কম, তখন তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন। সে যা দেখেছে অন্তর তা মিথ্যা বলেনি। তবে সে যা দেখে তা নিয়ে কি তোমরা তার সঙ্গে বিতর্ক করবে? আর নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, শেষ সীমানার কুলগাছের কাছে, যার কাছেই রয়েছে বসবাসের জান্নাত, যখন কুলগাছটিকে ঢেকে ফেলছিল যা ঢেকে ফেলার। তার দৃষ্টি এদিক-ওদিক সরেনি, সীমাও ছাড়ায়নি। নিশ্চয়ই সে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনসমূহের কিছু দেখেছে। (1–18)

তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উযযা সম্পর্কে, আর তৃতীয় আরেকটি, মানাত সম্পর্কে? তোমাদের জন্য পুত্র, আর তাঁর জন্য কন্যা? তবে এ তো বড়ই অন্যায় বণ্টন! এগুলো তো কেবল কিছু নাম, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছ, যার পক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। তারা তো কেবল অনুমানের এবং নিজেদের মন যা চায় তারই অনুসরণ করে—অথচ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের কাছে হিদায়াত এসে গেছে। নাকি মানুষ যা চায় তা-ই পাবে? আখিরাত ও দুনিয়া আল্লাহরই। আসমানসমূহে কত ফেরেশতা আছে, যাদের সুপারিশ কোনো কাজেই আসে না, তবে আল্লাহ যাকে চান ও পছন্দ করেন তার জন্য অনুমতি দেওয়ার পর ছাড়া! (19–27)

যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না তারা ফেরেশতাদের নারীবাচক নামে অভিহিত করে। এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই; তারা কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে, আর অনুমান সত্যের বিকল্প হতে পারে না।[46] (28)

সুতরাং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছুই চায় না।[47] তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই। তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আর তিনিই ভালো জানেন কে হিদায়াত পেয়েছে। আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর, যাতে তিনি মন্দ

[46] **নাস্তিক্যবাদ অনুমানের (যান্) উপর প্রতিষ্ঠিত: একটি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য**

[47] আল্লাহকে অস্বীকার করা এবং পরকালকে অস্বীকার করা হাত ধরাধরি করে চলে, আর কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কর্মকারীদের তাদের কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেন, আর সৎকর্মশীলদের দেন সর্বোত্তম পুরস্কার—যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে, ছোটখাটো ত্রুটি ছাড়া। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা সুবিশাল। তিনি তোমাদের ভালোভাবেই জানেন, যখন তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। সুতরাং নিজেদের পবিত্র বলে দাবি করো না: কে আল্লাহ-সচেতন তা তিনিই ভালো জানেন। (29–32)

তুমি কি তাকে দেখেছ যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সামান্য দিয়েছে, তারপর হাত গুটিয়ে নিয়েছে? তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে সে দেখতে পায়? নাকি তাকে জানানো হয়নি যা আছে মূসার সহীফায়, এবং ইবরাহীমের সহীফায়, যে তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছিল: যে, কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না; যে, মানুষ তা-ই পাবে যার জন্য সে চেষ্টা করে; যে, তার চেষ্টা অবশ্যই দেখা হবে, তারপর তাকে তার পুরো প্রতিদান দেওয়া হবে; যে, শেষ গন্তব্য তোমার প্রতিপালকেরই কাছে; যে, তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান; যে, তিনিই মৃত্যু ঘটান এবং তিনিই জীবন দেন; যে, তিনিই সৃষ্টি করেছেন জোড়া, পুরুষ ও নারী, এক বিন্দু থেকে যখন তা নিক্ষিপ্ত হয়; যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁরই দায়িত্ব; যে, তিনিই ধন দেন ও সম্পদ দেন; যে, তিনিই শি'রা নক্ষত্রের প্রতিপালক; যে, তিনিই ধ্বংস করেছেন প্রাচীন আদ জাতিকে এবং সামূদকেও, কাউকে বাকি রাখেননি, আর তাদের আগে নূহের সম্প্রদায়কেও—তারা ছিল সবচেয়ে বড় যালিম ও সবচেয়ে অবাধ্য; আর তিনি উল্টে দেওয়া জনপদগুলোকে আছড়ে ফেলেছিলেন, তারপর তাকে ঢেকে ফেলেছিল যা ঢেকে ফেলার। তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ নিয়ে সন্দেহ করবে? (33–55)

এ হল আগেকার সতর্ককারীদের মতোই একজন সতর্ককারী। আসন্ন কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে: আল্লাহ ছাড়া কেউ তা প্রকাশ করতে পারে না। তবে কি তোমরা এই বাণীতে বিস্মিত হচ্ছ, আর হাসছ এবং কাঁদছ না, অথচ তোমরা গাফিল হয়ে আমোদ-প্রমোদে মেতে আছ? সুতরাং আল্লাহর সামনে সিজদা করো এবং ইবাদত করো! (56–62)

54. চাঁদ (আল-কামার)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে, আর চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। (1)

তবু তারা কোনো নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'এ তো চিরাচরিত জাদু।' তারা অস্বীকার করে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে—অথচ প্রতিটি বিষয়েরই মীমাংসা হবে। তাদের কাছে এমন সব সংবাদ এসেছে যা তাদের বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট—পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা—কিন্তু সতর্কবাণী কোনো কাজে আসছে না। সুতরাং তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। যেদিন আহ্বানকারী এক ভয়াবহ বিষয়ের দিকে ডাক দেবে, সেদিন তারা অবনত চোখে কবর থেকে বেরিয়ে আসবে ছড়িয়ে পড়া পঙ্গপালের মতো, আহ্বানকারীর দিকে ছুটতে ছুটতে। সত্য অস্বীকারকারীরা বলবে, 'এ এক কঠিন দিন।' (2–8)

তাদের আগে নূহের সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল: তারা আমার বান্দাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং বলেছিল, 'এক পাগল!' আর তাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলল, 'আমি পরাভূত, সুতরাং তুমি সাহায্য করো!' তখন আমি মুষলধারার পানি দিয়ে আকাশের দরজাগুলো খুলে দিলাম, আর যমীনকে ঝরনায় ঝরনায় বিদীর্ণ করে দিলাম, ফলে সব পানি মিলিত হল এমন এক কাজের জন্য যা আগেই নির্ধারিত হয়ে ছিল। আর আমি তাকে বহন করলাম তক্তা ও পেরেকে তৈরি এক নৌযানে, যা আমার চোখের সামনে ভেসে চলল—তার জন্য পুরস্কার হিসেবে, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি: তবে উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি? সুতরাং কেমন ভয়ংকর ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী! আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি: তবে উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি? (9–17)

আদ জাতি অস্বীকার করেছিল। সুতরাং কেমন ভয়ংকর ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী! আমি তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম এক প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া, অবিরাম অমঙ্গলের এক দিনে, যা মানুষকে উপড়ে ফেলছিল যেন তারা উৎপাটিত খেজুরগাছের কাণ্ড। সুতরাং কেমন ভয়ংকর ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী! আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি: তবে উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি? (18–22)

সামূদ জাতি সতর্কবাণীকে অস্বীকার করেছিল। তারা বলেছিল, 'আমরা কি আমাদেরই মধ্যকার একজন মানুষের অনুসরণ করব? তবে তো আমরা অবশ্যই ভ্রষ্টতা ও পাগলামিতে পড়ব। আমাদের সবার মধ্য থেকে কি তারই উপর উপদেশবাণী নাযিল করা হল? না—বরং সে এক দাম্ভিক মিথ্যাবাদী।' আগামীকালই তারা জানতে পারবে কে দাম্ভিক মিথ্যাবাদী! আমি তাদের

পরীক্ষার জন্য উটনী পাঠাচ্ছি, সুতরাং তাদের দেখতে থাকো এবং ধৈর্য ধরো। আর তাদের জানিয়ে দাও যে, পানি তাদের মধ্যে ভাগ করা থাকবে: প্রত্যেকে পালা অনুযায়ী পানি পানের জন্য উপস্থিত হবে। কিন্তু তারা তাদের সঙ্গীকে ডাকল, আর সে অস্ত্র নিয়ে উটনীর পায়ের রগ কেটে দিল। সুতরাং কেমন ভয়ংকর ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী! আমি তাদের উপর পাঠালাম একটিমাত্র বিকট আওয়াজ, ফলে তারা খোঁয়াড়-নির্মাতার শুকনো খড়কুটোর মতো হয়ে গেল। আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি: তবে উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি? (23–32)

লূতের সম্প্রদায় সতর্কবাণীকে অস্বীকার করেছিল। আমি তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম পাথর-বর্ষী ঝড়—লূতের পরিবার ছাড়া সবার উপর, যাদের আমি ভোররাতে রক্ষা করেছিলাম, আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ হিসেবে। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাকে আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি। সে তাদের আমার কঠোর পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করেছিল, কিন্তু তারা সতর্কবাণী নিয়ে বিতণ্ডা করেছিল। তারা তার কাছে তার মেহমানদেরও দাবি করেছিল, তখন আমি তাদের চোখ মুছে দিলাম: 'আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ করো!' আর ভোরবেলায় এক স্থায়ী শাস্তি তাদের উপর এসে পড়ল: 'আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ করো!' আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি: তবে উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি? (33–40)

ফিরআউনের সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্কবাণী এসেছিল। তারা আমার সব নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিল, তাই আমি তাদের পাকড়াও করলাম, যেমন পাকড়াও করেন এক পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান সত্তা। (41–42)

তোমাদের মধ্যকার সত্য অস্বীকারকারীরা কি ওদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? নাকি কিতাবসমূহে তোমাদের জন্য অব্যাহতি লেখা আছে? নাকি তারা বলে, 'আমরা এক ঐক্যবদ্ধ দল, বিজয় আমাদেরই'? এই দল শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখিয়ে পালাবে। না—বরং কিয়ামতই তাদের নির্ধারিত সময়, আর কিয়ামত আরও ভয়াবহ ও আরও তিক্ত। অপরাধীরা ভ্রষ্টতা ও পাগলামিতে আছে। যেদিন তাদের উপুড় করে আগুনের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে: 'জাহান্নামের ছোঁয়ার স্বাদ গ্রহণ করো!' আমি প্রতিটি জিনিস নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি। আমার আদেশ তো কেবল একটিমাত্র কথা, চোখের পলকের মতো। আমি তোমাদের মতো অনেককে ধ্বংস করেছি—তবে উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি? (43–51)

তারা যা কিছু করেছে সবই আমলনামায় আছে: ছোট-বড় প্রতিটি বিষয় লিপিবদ্ধ। আল্লাহ-সচেতনরা থাকবে বাগান ও নহরের মাঝে, সত্যের আসনে, সর্বশক্তিমান অধিপতির সান্নিধ্যে। (52–55)

55. পরম করুণাময় (আর-রাহমান)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

পরম করুণাময়: তিনিই কুরআন শিখিয়েছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এবং তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন। সূর্য ও চাঁদ সুনির্দিষ্ট হিসাব অনুযায়ী চলে, আর তারকা ও গাছপালা সিজদা করে। আর আকাশ—তিনি তাকে সমুন্নত করেছেন, এবং স্থাপন করেছেন মীযান, যাতে তোমরা মীযানে সীমালঙ্ঘন না করো: ন্যায়ের সঙ্গে ওজন করো, আর মীযানে কম দিয়ো না। আর যমীন—তিনি তাকে বিছিয়ে দিয়েছেন সকল জীবের জন্য, তাতে রয়েছে ফলমূল, আবরণে ঢাকা কাঁদিওয়ালা খেজুরগাছ, খোসায় মোড়া শস্য, আর সুগন্ধি লতাগুল্ম। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (1–13)

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়ামাটির মতো শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে, আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াহীন অগ্নিশিখা থেকে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তিনি দুই উদয়াচলের প্রতিপালক এবং দুই অস্তাচলের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন, তারা পরস্পর মিলিত হয়, তবু তাদের মাঝে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয়টি থেকেই বের হয় মুক্তা ও প্রবাল। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? সমুদ্রে পর্বতের মতো উঁচু হয়ে চলা নৌযানগুলো তাঁরই। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (14–25)

পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে সবই নশ্বর, আর অবশিষ্ট থাকবে কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? আসমানসমূহে ও যমীনে যারা আছে সবাই তাঁরই কাছে প্রার্থনা করে; প্রতিদিন তিনি কোনো না কোনো কাজে রত। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? হে দুই ভারী সৃষ্টি, শীঘ্রই আমি তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব! সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? হে জিন ও মানবগোষ্ঠী, তোমরা যদি আসমানসমূহ ও যমীনের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারো, তবে ছাড়িয়ে যাও! কিন্তু ক্ষমতা ছাড়া তোমরা ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তোমাদের উভয়ের উপর পাঠানো হবে অগ্নিশিখা ও গলিত তামা, তখন তোমরা আত্মরক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং

পাকা চামড়ার মতো লাল হয়ে যাবে—সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? সেদিন কোনো মানুষ বা জিনকে তার পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের লক্ষণ দেখে, তারপর তাদের পাকড়াও করা হবে কপালের চুল ও পা ধরে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? এ-ই সেই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলে; তারা এর এবং টগবগে ফুটন্ত পানির মাঝে ঘুরপাক খাবে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (26–45)

আর যে তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয়টিই ঘন শাখা-প্রশাখায় ভরা। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয়টিতে রয়েছে দুটি প্রবহমান ঝরনা। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয়টিতে রয়েছে প্রতিটি ফলের দুই দুই প্রকার। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তারা হেলান দিয়ে বসবে এমন বিছানায় যার আস্তর পুরু রেশমের, আর দুই উদ্যানের ফল ঝুলে থাকবে হাতের নাগালে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? সেখানে থাকবে আনত-নয়না সঙ্গিনীরা, যাদের এদের আগে কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া আর কী হতে পারে? সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (46–61)

আর এ দুটি ছাড়াও রয়েছে আরও দুটি উদ্যান—সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? ঘন পত্রপল্লবে গাঢ় সবুজ। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয়টিতে রয়েছে দুটি উচ্ছলিত ঝরনা। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয়টিতে রয়েছে ফলমূল, খেজুরগাছ ও ডালিম। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? সেখানে রয়েছে উত্তম স্বভাবের সুন্দরীরা। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? সুন্দর-চোখা সঙ্গিনীরা, তাঁবুতে সুরক্ষিত। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? যাদের এদের আগে কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তারা হেলান দিয়ে

বসবে সবুজ তাকিয়া ও সুন্দর মিহি গালিচার উপর। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? বরকতময় তোমার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।[48] (62–78)

[48] **একটি ছবি দিয়ে এবং মাত্র একটি অনুচ্ছেদে সূরা রহমানের ভাষ্য**
সূরা আর-রহমান: দয়া ও করুণার প্রতিপালক
ইবরাহীমী ধর্মসমূহের প্রতিপালনকারী আল্লাহ: সাধারণ পানিই আপনাকে সে কাহিনি বলে দেবে
সামান্য এক বাঁক ডেভিড অ্যাটেনবরোকে ইবরাহীমী ধর্মসমূহের আল্লাহর এক মহান শিক্ষক বানিয়ে দেয়
আমাদের করুণাময় আল্লাহর পক্ষে দশের ঘাত পাঁচশো সংখ্যক যুক্তি

56. অবশ্যম্ভাবী ঘটনা (আল-ওয়াকিআ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

যখন সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা সংঘটিত হবে—তার সংঘটনকে অস্বীকার করার কেউ থাকবে না—তা কাউকে নিচু করবে, কাউকে উঁচু করবে। যখন যমীন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে, আর পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তারপর হয়ে যাবে উড়ন্ত ধূলিকণা, তখন তোমরা হবে তিন শ্রেণির: ডান দিকের লোকেরা—কতই না ভাগ্যবান ডান দিকের লোকেরা! আর বাম দিকের লোকেরা—কতই না হতভাগ্য বাম দিকের লোকেরা! আর অগ্রগামীরা তো অগ্রগামীই: তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত, নিয়ামতে ভরা জান্নাতে—পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে বিরাট একদল আর পরবর্তীদের মধ্য থেকে অল্প কয়েকজন। তারা থাকবে স্বর্ণখচিত আসনে, তাতে হেলান দিয়ে, মুখোমুখি বসে। তাদের মাঝে ঘুরে বেড়াবে চির-কিশোররা, পানপাত্র, জগ ও প্রবহমান ঝরনার পেয়ালা নিয়ে—তা থেকে তাদের মাথাব্যথা হবে না, তারা মাতালও হবে না—আর তাদের পছন্দের ফলমূল নিয়ে, আর পাখির গোশত নিয়ে, যা তারা চায়, আর থাকবে সুন্দর-চোখা সঙ্গিনীরা, যেন তারা সযত্নে রাখা মুক্তা: তারা যা করত তার পুরস্কার হিসেবে। সেখানে তারা শুনবে না কোনো অনর্থক কথা, না কোনো পাপের কথা, কেবল এই বাণী, 'সালাম, সালাম।' (1–26)

আর ডান দিকের লোকেরা—কতই না ভাগ্যবান ডান দিকের লোকেরা! তারা থাকবে কাঁটাবিহীন কুলগাছ আর থরে থরে ফলভরা কলাগাছের মাঝে, বিস্তৃত ছায়ায়, সদা প্রবহমান পানির ধারে, আর প্রচুর ফলমূলের মাঝে, যা কখনো শেষ হবে না, নিষিদ্ধও হবে না, আর সমুন্নত শয্যায়। আমি তাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছি নতুন এক সৃষ্টিরূপে, আর তাদের করেছি কুমারী, প্রেমময়ী, সমবয়সী, ডান দিকের লোকদের জন্য: পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে বিরাট একদল আর পরবর্তীদের মধ্য থেকেও বিরাট একদল। (27–40)

আর বাম দিকের লোকেরা—কতই না হতভাগ্য বাম দিকের লোকেরা! তারা থাকবে ঝলসানো বাতাস ও ফুটন্ত পানির মধ্যে, আর কালো ধোঁয়ার ছায়ায়, যা না শীতল, না আরামদায়ক। এর আগে তারা বিলাসিতায় মগ্ন ছিল, আর গুরুতর পাপে অটল থাকত, আর বলত, 'কী! আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি সত্যিই আমাদের আবার পুনরুত্থিত করা হবে, আর আমাদের পূর্বপুরুষদেরও?' বলো, 'পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে অবশ্যই একত্র করা হবে এক জানা দিনের নির্ধারিত সময়ে। তারপর হে পথভ্রষ্ট, সত্য অস্বীকারকারীরা, তোমরা অবশ্যই যাক্কূম গাছ থেকে খাবে, তা দিয়ে পেট ভরবে, তারপর তার উপর ফুটন্ত পানি পান করবে, পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের মতো।' বিচারের দিনে এ-ই হবে তাদের আপ্যায়ন। (41–56)

আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি—তবে তোমরা কেন বিশ্বাস করছ না? তোমরা কি ভেবে দেখেছ সেই বীর্য সম্পর্কে যা তোমরা নিক্ষেপ করো? তা কি তোমরা সৃষ্টি করো, না আমিই স্রষ্টা? আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারণ করেছি, আর আমাকে ঠেকানো যাবে না তোমাদের আকৃতি বদলে দিতে এবং তোমাদের এমন রূপে আবার সৃষ্টি করতে যা তোমরা জানো না। তোমরা তো প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জেনেছ—তবে তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ করো না? তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমরা যা বপন করো সে সম্পর্কে? তা কি তোমরা উৎপন্ন করো, না আমিই উৎপন্নকারী? আমি চাইলে তাকে খড়কুটোয় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হা-হুতাশ করতে থাকবে: 'আমরা তো ঋণের বোঝায় পড়ে গেলাম; না, বরং আমরা বঞ্চিত!' তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমরা যে পানি পান করো সে সম্পর্কে? তা কি তোমরা মেঘ থেকে নামিয়ে আনো, না আমিই বর্ষণকারী? আমি চাইলে তাকে লোনা করে দিতে পারি: তবে তোমরা কেন শোকর করো না? তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে সম্পর্কে? তার গাছ কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমিই স্রষ্টা? আমি একে করেছি এক স্মারক, আর মরুচারী মুসাফিরদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। সুতরাং তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো! (57–74)

আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অবস্থানস্থলের—আর নিশ্চয়ই এ এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে—যে, এ অবশ্যই এক সম্মানিত কুরআন, এক সুরক্ষিত কিতাবে, যা পবিত্ররা ছাড়া কেউ স্পর্শ করে না: সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল করা। তবে কি এই বাণীকেই তোমরা তুচ্ছ মনে করছ? আর একে অস্বীকার করাকেই তোমরা নিজেদের জীবিকা বানিয়ে নিচ্ছ? (75–82)

তবে কেন নয়, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, আর তোমরা সেই মুহূর্তে তাকিয়ে থাকো—আর আমি তোমাদের চেয়ে তার অধিক নিকটে, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না—তোমরা যদি কারও বিচারাধীন না হও, তবে তোমরা তা ফিরিয়ে আনো না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?[49] (83–87)

তারপর সে যদি নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়, তবে তার জন্য রয়েছে আরাম, সুগন্ধ ও নিয়ামতে ভরা জান্নাত; আর যদি সে ডান দিকের লোকদের একজন হয়, তবে 'তোমার প্রতি সালাম,' ডান

[49] এই মৌলিক আয়াতগুলো আমার কাছে এক গভীর উপলব্ধি বয়ে আনে, কারণ কেবল ঘুমের রোগের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়ার আগে আমি এক দশক বা তারও বেশি সময় ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছি। এই আয়াতগুলোর একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য এই লিংকগুলোতে পাওয়া যাবে: **মৃত্যুশয্যার চ্যালেঞ্জ: কুরআন 56:83–87-এর একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য**
যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়: কুরআন 56:75–89 (সূরা আল-ওয়াকিআ)-এর আয়াত ধরে ধরে একটি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য
অন্তিম শারীরবৃত্ত ও ইসলামে রূহ
সূরা ওয়াকিআ: মরণশীলতার কণ্ঠনালিতে

দিকের লোকদের পক্ষ থেকে। কিন্তু সে যদি পথভ্রষ্ট অস্বীকারকারীদের একজন হয়, তবে তার আপ্যায়ন হবে ফুটন্ত পানি দিয়ে, আর জাহান্নামে দহন। নিশ্চয়ই এ-ই সুনিশ্চিত সত্য। সুতরাং তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো! (88–96)

57. লোহা (আল-হাদীদ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব তাঁরই: তিনি জীবন দেন এবং মৃত্যু ঘটান, আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনিই প্রথম ও শেষ, প্রকাশ্য ও গোপন, আর তিনি সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।[50] তিনিই আসমানসমূহ ও যমীন ছয় মহাকালে সৃষ্টি করেছেন, তারপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে বের হয়, যা আকাশ থেকে নেমে আসে এবং যা তাতে উঠে যায়; আর তোমরা যেখানেই থাকো তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন। আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব তাঁরই, আর সব বিষয় আল্লাহরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান, আর অন্তরে যা আছে তিনি তা জানেন।[51] (1–6)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, আর তিনি তোমাদের যে সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় করো: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। তোমাদের কী হল যে তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছ না, অথচ রাসূল তোমাদের ডাকছে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনতে, আর তিনি তোমাদের অঙ্গীকারও নিয়েছেন—যদি তোমরা মুমিন হও? তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেন, যাতে তিনি তোমাদের গভীর অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, দয়ালু। তোমাদের কী হল যে তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করছ না, অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই? তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা অন্যদের সমান নয়: তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে উঁচু, যারা পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ সবাইকেই উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (7–10)

কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তা তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তাকে সম্মানজনক পুরস্কার দেবেন? যেদিন তুমি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের দেখবে, তাদের

---

[50] পবিত্র কুরআন: আল্লাহই প্রথম এবং সব কিছুর আদি স্রষ্টা! – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স
ভিডিও: শূন্যতা নয়, কেন আল্লাহ?
ভিডিও: শূন্যতার নয়টি স্তর কী কী? | রবার্ট লরেন্স কুন – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স
চূড়ান্ত প্রশ্নগুলো যথাযথভাবে তুললেই নাস্তিক্যবাদ খণ্ডিত হয়
ভিডিও: পরম শূন্যতা কল্পনা করে আল্লাহকে খুঁজে পাওয়া

[51] অকেশনালিজম (উপলক্ষবাদ) – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স

নূর তাদের সামনে ও তাদের ডানে ছুটে চলছে: 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ—এমন উদ্যান, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এ-ই মহা সাফল্য।' সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদের বলবে, 'আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করো, যাতে আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছু নিতে পারি।' বলা হবে, 'তোমরা পিছনে ফিরে যাও এবং নূর খোঁজো।' তারপর তাদের মাঝে এক প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে, যাতে থাকবে একটি দরজা: তার ভিতরে থাকবে রহমত, আর বাইরে, তার সামনের দিকে, শাস্তি। তারা তাদের ডেকে বলবে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদের ফিতনায় ফেলেছিলে, তোমরা অপেক্ষায় ছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে, আর মিথ্যা আশা তোমাদের ধোঁকায় রেখেছিল, অবশেষে আল্লাহর আদেশ এসে গেল—আর সেই প্রতারক তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকা দিয়েছিল। সুতরাং আজ তোমাদের কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না, যারা সত্য অস্বীকার করেছিল তাদের কাছ থেকেও না। তোমাদের আশ্রয়স্থল আগুন: সে-ই তোমাদের যোগ্য অভিভাবক—কতই না নিকৃষ্ট সেই গন্তব্য।' (11–15)

যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তাতে বিগলিত হবে, আর তারা তাদের মতো হবে না যাদের আগে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারপর তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হল, ফলে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, আর তাদের অনেকেই অবাধ্য? জেনে রাখো, আল্লাহই যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন। আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে দিয়েছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়—তাদের জন্য তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে, আর তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনে—তারাই তাদের প্রতিপালকের কাছে সত্যনিষ্ঠ ও সাক্ষী: তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার ও তাদের নূর। আর যারা সত্য অস্বীকার করে এবং আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তারাই জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী। জেনে রাখো, পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ, সাজসজ্জা ও পারস্পরিক অহংকার, আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। এ যেন এমন বৃষ্টি, যার ফলে উৎপন্ন ফসল চাষিদের মুগ্ধ করে; তারপর তা শুকিয়ে যায়, আর তুমি তাকে হলুদ হয়ে যেতে দেখো; তারপর তা খড়কুটোয় পরিণত হয়। আর আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি, এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি; আর পার্থিব জীবন তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা প্রতিযোগিতা করে ছুটে চলো তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং এমন এক জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মতো, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনে। এ আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান তা দান করেন; আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী। (16–21)

পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের নিজেদের উপর এমন কোনো বিপদ আসে না, যা আমি তা অস্তিত্বে আনার আগেই এক কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই—নিশ্চয়ই এ আল্লাহর জন্য সহজ।[52] (22)

এ এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তার জন্য যেন দুঃখ না করো, আর তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা নিয়ে যেন উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোনো উদ্ধত, অহংকারীকে ভালোবাসেন না—যারা নিজেরা কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয়। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়—তবে আল্লাহই অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। আমি আমার রাসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে পাঠিয়েছি, আর তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি কিতাব ও মীযান, যাতে মানুষ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লোহা, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য নানা উপকার, আর যাতে আল্লাহ জেনে নেন কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান, পরাক্রমশালী। (23–25)

আমি নূহ ও ইবরাহীমকে পাঠিয়েছিলাম, আর তাদের বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব রেখে দিয়েছিলাম: তাদের কেউ কেউ হিদায়াতপ্রাপ্ত, কিন্তু তাদের অনেকেই অবাধ্য। তারপর আমি তাদের পদচিহ্ন ধরে আমার রাসূলদের একের পর এক পাঠিয়েছি, আর তাদের পরে পাঠিয়েছি মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে এবং তাকে দিয়েছি ইনজীল, আর যারা তার অনুসরণ করেছিল তাদের অন্তরে দিয়েছি কোমলতা ও দয়া। কিন্তু সন্ন্যাসবাদ তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছিল—আমি তাদের উপর তা ফরয করিনি—কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য; অথচ তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাই তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল আমি তাদের পুরস্কার দিয়েছি, কিন্তু তাদের অনেকেই অবাধ্য। হে মুমিনগণ, আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো: তিনি তোমাদের তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দেবেন, তোমাদের এমন এক নূর দেবেন যার সাহায্যে তোমরা চলবে, আর তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। এ এজন্য যে, আহলে কিতাব যেন জানতে পারে, আল্লাহর অনুগ্রহের কোনো কিছুর উপর তাদের কোনো ক্ষমতা নেই, আর অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে: তিনি যাকে চান তা দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী। (26–29)

[52] অকেশনালিজম (উপলক্ষবাদ) – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স

58. বাদানুবাদ (আল-মুজাদিলা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হে নবী, আল্লাহ সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার কাছে কাকুতি-মিনতি করছিল এবং আল্লাহর কাছে তার অভিযোগ পেশ করছিল; আর আল্লাহ তোমাদের দুজনের কথোপকথন শুনছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের মায়ের মতো বলে ঘোষণা করে তাদের দূরে সরিয়ে দেয়—তারা তাদের মা নয়; তাদের মা তো কেবল তারাই যারা তাদের জন্ম দিয়েছে। তারা যা বলে তা আপত্তিকর ও মিথ্যা। তবু আল্লাহ পরম মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল। যারা এভাবে নিজেদের স্ত্রীদের দূরে সরিয়ে দেয়, তারপর নিজেদের কথা থেকে ফিরে আসে, তাদের একে অপরকে আবার স্পর্শ করার আগে একটি দাস মুক্ত করতে হবে। এ দিয়েই তোমাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। আর যে মুক্ত করার মতো দাস পায় না, তাকে একে অপরকে স্পর্শ করার আগে একটানা দুই মাস রোযা রাখতে হবে; আর যে তাতেও অক্ষম, তাকে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াতে হবে। এ এজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখো। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, আর সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তাদের লাঞ্ছিত করা হবে, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের লাঞ্ছিত করা হয়েছিল। আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, আর সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি, সেই দিনে যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে একসঙ্গে পুনরুত্থিত করবেন এবং তারা যা করেছিল তা তাদের জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ তা গুনে রেখেছেন, অথচ তারা তা ভুলে গেছে; আল্লাহ সব কিছুর সাক্ষী। (1–6)

তুমি কি দেখো না যে, আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ সবই জানেন? তিনজনের এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি তাদের চতুর্থজন নন, পাঁচজনেরও হয় না যাতে তিনি তাদের ষষ্ঠজন নন; তার চেয়ে কম হোক বা বেশি, তারা যেখানেই থাকুক তিনি তাদের সঙ্গেই আছেন।[53] (7)

তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদের জানিয়ে দেবেন তারা কী করেছিল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। তুমি কি তাদের দেখোনি যাদের গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তবু তারা তাতেই ফিরে যায় যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল, আর তারা গোপনে পরামর্শ করে পাপ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের অবাধ্যতা নিয়ে? যখন তারা তোমার কাছে আসে, তোমাকে এমন কথায় অভিবাদন জানায় যা দিয়ে আল্লাহ কখনো তোমাকে অভিবাদন জানাননি,

[53] **ঐশী সর্বব্যাপিতার মাত্রিক স্থাপত্য: কুরআন 58:7-এর একটি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য** অকেশনালিজম (উপলক্ষবাদ) – দ্য গ্লোরিয়াস কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স

আর তারা মনে মনে বলে, 'আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেন না কেন?' তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট: তারা তাতে দগ্ধ হবে—কতই না নিকৃষ্ট সেই গন্তব্য! (8)

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা গোপনে পরামর্শ করো, তখন পাপ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের অবাধ্যতা নিয়ে পরামর্শ করো না, বরং পরামর্শ করো সৎকর্ম ও আল্লাহ-সচেতনতা নিয়ে; আর আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, যাঁর কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে। গোপন পরামর্শ তো কেবল শয়তানের কাজ, যাতে সে মুমিনদের দুঃখ দেয়; কিন্তু আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সে তাদের সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারে না। আর মুমিনরা যেন আল্লাহরই উপর ভরসা করে। (9–10)

হে মুমিনগণ, যখন তোমাদের বলা হয় মজলিসে জায়গা করে দাও, তখন জায়গা করে দিয়ো, আল্লাহ তোমাদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দেবেন; আর যখন বলা হয় উঠে দাঁড়াও, তখন উঠে দাঁড়িয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদায় উঁচু করবেন। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। হে মুমিনগণ, যখন তোমরা রাসূলের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাও, তখন তোমাদের একান্ত আলাপের আগে কিছু সদকা দিয়ো: এ তোমাদের জন্য উত্তম ও অধিক পবিত্র। তবে যদি তোমরা সামর্থ্য না পাও, তবে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (11–12)

তোমরা কি তোমাদের একান্ত আলাপের আগে সদকা দিতে কুণ্ঠিত হলে? যেহেতু তোমরা তা করোনি, আর আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন, সুতরাং নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (13)

তুমি কি তাদের দেখোনি যারা এমন এক সম্প্রদায়কে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে যাদের প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ? তারা না তোমাদের দলভুক্ত, না ওদের, আর তারা জেনেশুনে মিথ্যা শপথ করে। আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন: তারা যা করে আসছে তা কতই না মন্দ। তারা নিজেদের শপথগুলোকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে, আর এভাবে অন্যদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে; তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের সন্তান-সন্ততি তাদের সামান্যতম কাজেও আসবে না। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে একসঙ্গে পুনরুত্থিত করবেন, তারা তাঁর সামনেও শপথ করবে যেমন এখন তোমাদের সামনে শপথ করে, আর মনে করবে যে তারা কোনো ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। জেনে রাখো, তারাই মিথ্যাবাদী। শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে এবং তাদের আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারাই শয়তানের দল—জেনে রাখো, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা

করে তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ লিখে দিয়েছেন: 'আমি অবশ্যই বিজয়ী হব, আমি ও আমার রাসূলগণ।' নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান, পরাক্রমশালী। (14–21)

তুমি আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে এমন কোনো সম্প্রদায়কে পাবে না যে তারা তাদের ভালোবাসে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, যদিও তারা হয় তাদের পিতা, তাদের পুত্র, তাদের ভাই কিংবা তাদের স্বজন। এদেরই অন্তরে তিনি ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে এক রূহ দিয়ে তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল—জেনে রাখো, আল্লাহর দলই সফলকাম। (22)

59. বাহিনীর সমাবেশ (আল-হাশর)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনিই আহলে কিতাবের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকার করেছিল তাদের প্রথম সমাবেশের সময়ই তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। তোমরা ভাবোনি যে তারা বেরিয়ে যাবে, আর তারা ভেবেছিল যে তাদের দুর্গগুলো তাদের আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করবে; কিন্তু আল্লাহ তাদের উপর এমন দিক থেকে এলেন যা তারা কল্পনাও করেনি, আর তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করলেন, ফলে তারা নিজেদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করতে লাগল নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতেও। সুতরাং হে চক্ষুষ্মানেরা, শিক্ষা গ্রহণ করো। আল্লাহ যদি তাদের জন্য নির্বাসনের ফয়সালা না করতেন, তবে তিনি তাদের দুনিয়াতেই শাস্তি দিতেন; আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি। এর কারণ, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল; আর যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে—তবে আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (1–4)

তোমরা যে খেজুরগাছই কেটেছ কিংবা তার শিকড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ, তা আল্লাহর অনুমতিক্রমেই হয়েছে, আর যাতে তিনি অবাধ্যদের লাঞ্ছিত করেন। আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা ফিরিয়ে দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়াও ছোটাওনি, উটও না; বরং আল্লাহ তাঁর রাসূলদের যার উপর চান কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু ফিরিয়ে দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, তার নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের ও মুসাফিরের, যাতে তা কেবল তোমাদের মধ্যকার বিত্তবানদের মধ্যেই ঘুরপাক না খায়। রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ করো; আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো: নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (5–7)

এ সম্পদ সেই দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য, যাদের নিজেদের ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে: এরাই সত্যনিষ্ঠ। আর যারা তাদের আগেই এই নগরীতে ও ঈমানে নিজেদের আবাস গড়ে নিয়েছিল, তারা তাদের ভালোবাসে যারা হিজরত করে তাদের কাছে আসে, আর তাদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য নিজেদের অন্তরে কোনো আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে না, বরং নিজেদের উপর তাদের অগ্রাধিকার দেয়, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। আর যাদের নিজেদের মনের লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে—তারাই সফলকাম। আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ক্ষমা করো এবং আমাদের সেই ভাইদেরও যারা ঈমানে আমাদের

অগ্রবর্তী হয়েছে, আর মুমিনদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত স্নেহশীল, অসীম দয়ালু।' (8–10)

তুমি কি মুনাফিকদের দেখোনি, যারা আহলে কিতাবের মধ্যকার তাদের সত্য অস্বীকারকারী ভাইদের বলে, 'তোমাদের যদি বের করে দেওয়া হয়, তবে আমরাও অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে বেরিয়ে যাব, আর তোমাদের বিরুদ্ধে আমরা কখনো কারও কথা মানব না; আর যদি তোমাদের উপর আক্রমণ করা হয়, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব'? আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা মিথ্যাবাদী। তাদের বের করে দেওয়া হলে এরা তাদের সঙ্গে বেরোবে না; তাদের উপর আক্রমণ করা হলে এরা তাদের সাহায্য করবে না; আর সাহায্য করলেও অবশ্যই পিঠ দেখিয়ে পালাবে, তারপর তাদের আর সাহায্য করা হবে না। হে মুমিনগণ, তাদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশি: এর কারণ, তারা এমন সম্প্রদায় যারা বোঝে না। তারা সবাই মিলে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, সুরক্ষিত জনপদের ভিতর থেকে কিংবা প্রাচীরের আড়াল থেকে ছাড়া। তাদের নিজেদের মধ্যে শত্রুতা প্রচণ্ড: তুমি তাদের ঐক্যবদ্ধ মনে করো, অথচ তাদের অন্তর বিভক্ত। এর কারণ, তারা এমন সম্প্রদায় যারা বুদ্ধি খাটায় না। তারা তাদের মতো যারা তাদের অল্প আগেই গত হয়েছে: তারা নিজেদের কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম ভোগ করেছে, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা শয়তানের মতো, যখন সে মানুষকে বলে, 'সত্য অস্বীকার করো,' তারপর যখন সে অস্বীকার করে, তখন বলে, 'আমি তোমার থেকে দায়মুক্ত; আমি আল্লাহকে ভয় করি, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।' ফলে উভয়ের পরিণাম এই যে, তারা আগুনে থাকবে, সেখানে স্থায়ীভাবে: এ-ই যালিমদের প্রতিফল। (11–17)

হে মুমিনগণ, আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, আর প্রত্যেক প্রাণ যেন ভেবে দেখে সে আগামীকালের জন্য কী আগে পাঠিয়েছে। আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো: তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। আর তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল, ফলে তিনি তাদের আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন: তারাই অবাধ্য। আগুনের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসীরা সমান নয়: জান্নাতের অধিবাসীরাই সফল। আমি যদি এই কুরআন কোনো পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তবে তুমি তাকে দেখতে আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। এসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য পেশ করি, যাতে তারা চিন্তা করে। (18–21)

তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই: অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা, তিনিই পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই: তিনি অধিপতি, মহাপবিত্র, শান্তির উৎস, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, পরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, মহিমান্বিত। তারা যা শরীক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, বহু ঊর্ধ্বে। তিনিই আল্লাহ: স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা; সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই। আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (22–24)

60. পরীক্ষিতা নারী (আল-মুমতাহিনা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হে মুমিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তাদের প্রতি ভালোবাসা নিবেদন করে, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তা অস্বীকার করেছে, আর রাসূলকে ও তোমাদের বের করে দিয়েছে এ কারণে যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে সাধনা করতে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বেরিয়ে থাকো, তবে কী করে গোপনে তাদের প্রতি ভালোবাসা দেখাও? তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো আমি তা ভালোভাবেই জানি। তোমাদের মধ্যে যে এ কাজ করে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তারা যদি তোমাদের বাগে পায়, তবে তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে, আর মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের দিকে তাদের হাত ও জিভ বাড়িয়ে দেবে: তারা চায় তোমরাও যেন সত্য অস্বীকার করো। (1–2)

কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোনো কাজে আসবে না: তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন। তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে, যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত করো তাদের থেকে দায়মুক্ত। আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করলাম, আর আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়ে গেল, যতক্ষণ না তোমরা একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো'—তবে ইবরাহীমের তার পিতাকে বলা এ কথাটি ব্যতিক্রম, 'আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, যদিও আল্লাহর কাছ থেকে আপনার জন্য কিছু আদায় করার ক্ষমতা আমার নেই।' 'হে আমাদের প্রতিপালক, তোমারই উপর আমরা ভরসা করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি, আর তোমারই কাছে শেষ প্রত্যাবর্তন। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য পরীক্ষার পাত্র বানিয়ো না, আর আমাদের ক্ষমা করো, হে আমাদের প্রতিপালক। নিশ্চয়ই তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে, তার জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়—তবে আল্লাহই অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (3–6)

হতে পারে, আল্লাহ তোমাদের এবং তাদের মধ্যে যাদের তোমরা এখন শত্রু মনে করো তাদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন: আল্লাহ সর্বশক্তিমান, আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে তোমাদের বের করে দেয়নি, তাদের সঙ্গে সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না: নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। আল্লাহ তো তোমাদের কেবল তাদের

বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে তোমাদের বের করে দিয়েছে, কিংবা তোমাদের বের করে দিতে সাহায্য করেছে। আর যারা তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে—তারাই যালিম। (7–9)

হে মুমিনগণ, যখন মুমিন নারীরা হিজরত করে তোমাদের কাছে আসে, তখন তাদের পরীক্ষা করে নাও—তাদের ঈমান সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন—তারপর যদি তোমরা তাদের মুমিন বলে জানতে পারো, তবে তাদের সত্য অস্বীকারকারীদের কাছে ফেরত পাঠিয়ো না: এরা ওই পুরুষদের জন্য হালাল নয়, আর ওই পুরুষরাও এদের জন্য হালাল নয়। ওই পুরুষরা মোহর হিসেবে যা ব্যয় করেছে তা তাদের দিয়ে দাও; আর তোমরা এদের বিয়ে করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই, যখন তোমরা এদের মোহর দিয়ে দাও। আর সত্য অস্বীকারকারী নারীদের সঙ্গে বিয়ের বন্ধন আঁকড়ে থেকো না; তোমরা যা ব্যয় করেছ তা চেয়ে নাও, আর তারাও যা ব্যয় করেছে তা চেয়ে নিক। এ-ই আল্লাহর বিধান: তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের কেউ যদি সত্য অস্বীকারকারীদের কাছে চলে যায়, তারপর তোমাদের সুযোগ আসে, তবে যাদের স্ত্রীরা চলে গেছে তাদের তারা যা ব্যয় করেছিল তার সমপরিমাণ দিয়ে দাও; আর আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো, যাঁর প্রতি তোমরা ঈমান রাখো। (10–11)

হে নবী, যখন মুমিন নারীরা তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করতে আসে—এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, নিজেদের হাত ও পায়ের মাঝখানে বানানো কোনো অপবাদ নিয়ে আসবে না, আর কোনো সৎকাজে তোমার অবাধ্য হবে না—তখন তাদের শপথ গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (12)

হে মুমিনগণ, তোমরা এমন সম্প্রদায়কে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না যাদের প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ: তারা আখিরাত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে, যেমন সত্য অস্বীকারকারীরা কবরবাসীদের সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে। (13)

61. সুদৃঢ় সারি (আস-সাফ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। হে মুমিনগণ, তোমরা এমন কথা কেন বলো যা তোমরা করো না? তোমরা যা করো না তা বলা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে, যেন তারা এক সুদৃঢ় প্রাচীর। (1–4)

আর স্মরণ করো, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জানো যে আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল?' তারপর যখন তারা বেঁকে গেল, আল্লাহ তাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিলেন: আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। আর যখন মারইয়ামের পুত্র ঈসা বলল, 'হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল, আমার আগে আসা তাওরাতের সত্যায়নকারী, আর এমন এক রাসূলের সুসংবাদদাতা, যে আমার পরে আসবে, যার নাম হবে আহমাদ।' কিন্তু যখন সে তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এল, তারা বলল, 'এ তো প্রকাশ্য জাদু।' (5–6)

তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে, অথচ তাকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের দিকে ডাকা হচ্ছে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। তারা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দেবেনই, সত্য অস্বীকারকারীরা তা যতই অপছন্দ করুক। তিনিই তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে, যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, মুশরিকরা তা যতই অপছন্দ করুক। (7–9)

হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, আর নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সাধনা করো: এ-ই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, আর চিরস্থায়ী জান্নাতের মনোরম বাসস্থানে। এ-ই মহা সাফল্য। আর আরও একটি জিনিস, যা তোমরা ভালোবাসো: আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও এক আসন্ন বিজয়। সুতরাং মুমিনদের সুসংবাদ দাও। হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন মারইয়ামের পুত্র ঈসা হাওয়ারীদের বলেছিল, 'আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে?' হাওয়ারীরা বলেছিল, 'আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী।' তারপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান

আনল আর একদল অস্বীকার করল; তখন যারা ঈমান এনেছিল আমি তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের শক্তিশালী করলাম, ফলে তারাই বিজয়ী হল। (10–14)

62. জুমুআর দিন (আল-জুমুআ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, যিনি অধিপতি, মহাপবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদের পরিশুদ্ধ করে, এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়—যদিও এর আগে তারা ছিল সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায়—আর তাদের মধ্যকার অন্যদের জন্যও, যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এ আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান তা দান করেন: আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী। যাদের উপর তাওরাতের ভার দেওয়া হয়েছিল, তারপর তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধার মতো যে বড় বড় কিতাবের বোঝা বহন করে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত কতই না নিকৃষ্ট: আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (1–5)

হে নবী, বলো, ‘হে ইহুদী ধর্মের অনুসারীরা, তোমরা যদি দাবি করো যে সব মানুষের মধ্যে কেবল তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, তবে মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’ কিন্তু তাদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে তার কারণে তারা কখনো তা কামনা করবে না। আল্লাহ যালিমদের ভালোভাবেই জানেন। বলো, ‘যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছ, তা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। তারপর তোমাদের অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতার কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন তোমরা কী করতে।’ (6–8)

হে মুমিনগণ, যখন জুমুআর দিনে নামাযের জন্য ডাকা হয়, তখন আল্লাহর স্মরণের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও: এ-ই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। তারপর যখন নামায শেষ হয়, তখন যমীনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো, আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। অথচ যখন তারা কোনো ব্যবসার পণ্য বা আমোদ-প্রমোদ দেখে, তখন সেদিকে ছুটে যায় এবং তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় ফেলে রাখে। বলো, ‘আল্লাহর কাছে যা আছে তা আমোদ-প্রমোদ ও ব্যবসার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।’ (9–11)

63. মুনাফিকরা (আল-মুনাফিকূন)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হে নবী, যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে, তারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল।' আল্লাহ জানেন যে তুমি অবশ্যই তাঁর রাসূল, আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা নিজেদের শপথগুলোকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে, আর এভাবে অন্যদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। তারা যা করে আসছে তা কতই না মন্দ। এর কারণ, তারা ঈমান এনেছিল, তারপর অস্বীকার করেছে, ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে, তাই তারা বোঝে না। যখন তুমি তাদের দেখো, তাদের বাহ্যিক চেহারা তোমাকে মুগ্ধ করে; আর যখন তারা কথা বলে, তুমি তাদের কথা মন দিয়ে শোনো। অথচ তারা যেন দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কাঠের গুঁড়ি। প্রতিটি চিৎকারকেই তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু—সুতরাং তাদের থেকে সাবধান থাকো। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন! তাদের কীভাবে সত্য থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে! (1–4)

যখন তাদের বলা হয়, 'এসো, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে,' তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয়, আর তুমি তাদের দেখো তারা অহংকারভরে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো বা না করো, তাদের জন্য উভয়ই সমান: আল্লাহ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। তারাই বলে, 'যারা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে আছে তাদের জন্য ব্যয় করো না, যাতে তারা সরে পড়ে।' অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের ভাণ্ডার আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা বোঝে না। তারা বলে, 'আমরা যদি শহরে ফিরে যাই, তবে সেখান থেকে প্রবলরা অবশ্যই হীনদের বের করে দেবে।' অথচ সমস্ত সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের ও মুমিনদেরই; কিন্তু মুনাফিকরা জানে না। (5–8)

হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না করে। যারা এমন করে—তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আর আমি তোমাদের যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো, তোমাদের কারও কাছে মৃত্যু আসার আগে, যখন সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি যদি আমাকে আর অল্প কিছুকাল অবকাশ দিতে, তবে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' কিন্তু কোনো প্রাণের নির্ধারিত সময় এসে গেলে আল্লাহ কখনো তাকে অবকাশ দেন না। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (9–11)

64. পারস্পরিক উপেক্ষা (আত-তাগাবুন)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই; তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তবু তোমাদের কেউ সত্য অস্বীকারকারী আর কেউ মুমিন। তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন। তিনি আসমানসমূহ ও যমীন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন; তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন; আর তাঁরই কাছে শেষ প্রত্যাবর্তন। আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে তিনি সবই জানেন, আর তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো তা-ও তিনি জানেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। (1–4)

তোমাদের কাছে কি তাদের সংবাদ পৌঁছেনি যারা আগে সত্য অস্বীকার করেছিল, তারপর নিজেদের কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম ভোগ করেছিল? তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এর কারণ, তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসতেই থাকত, কিন্তু তারা বলত, ‘নিছক মানুষই কি আমাদের পথ দেখাবে?’ তাই তারা অস্বীকার করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল; আর আল্লাহরও তাদের কোনো প্রয়োজন ছিল না। আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (5–6)

যারা সত্য অস্বীকার করে তারা দাবি করে যে তাদের কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না। বলো, ‘অবশ্যই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ, তোমাদের অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে, তারপর তোমরা যা করেছিলে তা অবশ্যই তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে। আর এ আল্লাহর জন্য সহজ।’ (7)

সুতরাং ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি যা আমি নাযিল করেছি। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। যেদিন তিনি তোমাদের একত্র করবেন সমাবেশের দিনের জন্য—সেটিই হবে পারস্পরিক উপেক্ষার দিন। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তিনি তার মন্দ কাজগুলো মুছে দেবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ-ই মহা সাফল্য। আর যারা সত্য অস্বীকার করে এবং আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে—তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। কতই না নিকৃষ্ট সেই গন্তব্য! (8–10)

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আপতিত হয় না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে পথ দেখান। আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ: তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আর মুমিনরা যেন

আল্লাহরই উপর ভরসা করে। হে মুমিনগণ, তোমাদের জীবনসঙ্গী ও তোমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকো। তবে তোমরা যদি মাফ করে দাও, উপেক্ষা করো ও ক্ষমা করো—তবে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (11–14)

তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো কেবল এক পরীক্ষা, আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে মহা পুরস্কার। সুতরাং তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো; শোনো, আনুগত্য করো, এবং ব্যয় করো: এ তোমাদের নিজেদের জন্যই উত্তম। আর যাদের নিজেদের মনের লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে—তারাই সফলকাম। তোমরা যদি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তিনি তা তোমাদের জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, পরম সহনশীল, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (15–18)

65. তালাক (আত-তালাক)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হে নবী, তোমরা যখন নারীদের তালাক দাও, তখন তাদের ইদ্দতের শুরুতে তালাক দিয়ো, আর ইদ্দত যত্নের সঙ্গে গণনা করো; আর তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো। তাদের তাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ো না, তারা নিজেরাও যেন বের না হয়, যদি না তারা কোনো প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করে। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা; যে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে সে নিজের উপরই যুলুম করে। তুমি জানো না: হয়তো আল্লাহ এর পর কোনো নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেবেন। (1)

তারপর যখন তারা তাদের মেয়াদের শেষ সীমায় পৌঁছে, তখন হয় তাদের সম্মানের সঙ্গে রেখে দাও, নয় সম্মানের সঙ্গে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও। তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখো, আর আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করো। এ দিয়ে তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে। আর যে আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকে—তিনি তার জন্য বেরোনোর পথ করে দেবেন, আর তাকে এমন জায়গা থেকে জীবিকা দেবেন যা সে কল্পনাও করে না। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে—তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করেই থাকেন; আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য একটি পরিমাপ নির্ধারণ করে রেখেছেন। (2–3)

তোমাদের নারীদের মধ্যে যাদের ঋতুস্রাবের বয়স পার হয়ে গেছে, তোমাদের যদি সন্দেহ হয়, তবে তাদের ইদ্দত তিন মাস, আর যাদের এখনও ঋতুস্রাব হয়নি তাদেরও তা-ই। আর গর্ভবতী নারীদের মেয়াদ তাদের সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আর যে আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকে—তিনি তার জন্য তার কাজ সহজ করে দেবেন। এ আল্লাহর আদেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকে—তিনি তার মন্দ কাজগুলো মুছে দেবেন এবং তার পুরস্কার বড় করে দেবেন। (4–5)

তোমরা নিজেরা যেখানে বসবাস করো, তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরও সেখানে রাখো, আর তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলার জন্য তাদের কষ্ট দিয়ো না। তারা যদি গর্ভবতী হয়, তবে তাদের সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ভরণ-পোষণ দাও; আর তারা যদি তোমাদের জন্য সন্তানকে দুধ পান করায়, তবে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও, আর নিজেদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে পরামর্শ করে নাও। আর তোমরা যদি একে অপরের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করো, তবে পিতার পক্ষে অন্য কোনো নারী সন্তানকে দুধ পান করাবে। সচ্ছল ব্যক্তি যেন তার সচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয় করে; আর যার জীবিকা

সীমিত, সে যেন আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করে। আল্লাহ কোনো প্রাণের উপর, তাকে যা দিয়েছেন তার বেশি বোঝা চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দেবেন। (6–7)

কত জনপদ তাদের প্রতিপালকের ও তাঁর রাসূলদের আদেশের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল! ফলে আমি তাদের কাছ থেকে কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদের ভয়াবহ শাস্তি দিয়েছিলাম। তারা নিজেদের কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম ভোগ করেছিল, আর তাদের কাজের শেষ পরিণতি ছিল ধ্বংস। আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। সুতরাং হে বোধশক্তিসম্পন্নরা, যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকো: আল্লাহ তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন এক উপদেশ, একজন রাসূল, যে তোমাদের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, যাতে সে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের গভীর অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনে। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার জন্য উত্তম জীবিকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। (8–11)

আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান, আর যমীন থেকেও তাদের অনুরূপ। এগুলোর মধ্যে তাঁর আদেশ নেমে আসে, যাতে তোমরা জানতে পারো যে আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান, আর আল্লাহ জ্ঞান দিয়ে সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। (12)

66. নিষিদ্ধকরণ (আত-তাহরীম)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হে নবী, আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তুমি তা কেন হারাম করছ, তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চেয়ে? আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। হে মুমিনগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের শপথ থেকে মুক্ত হওয়ার পথ আগেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (1–2)

যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিল, তারপর সে তা অন্যকে জানিয়ে দিল, আর আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী তার কিছু অংশ জানাল আর কিছু অংশ এড়িয়ে গেল। যখন সে তাকে তা জানাল, সে বলল, 'আপনাকে এ কথা কে জানাল?' সে বলল, 'আমাকে জানিয়েছেন সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত সত্তা।' তোমরা দুজন যদি তওবা করে আল্লাহর অভিমুখী হও, কারণ তোমাদের অন্তর তো ঝুঁকেই পড়েছে, তবে তা-ই ভালো; আর যদি তোমরা তার বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করো, তবে আল্লাহই তার অভিভাবক, আর জিবরাঈল ও সৎকর্মশীল মুমিনগণ; আর এর পরেও ফেরেশতারা তার সাহায্যকারী। হতে পারে, সে যদি তোমাদের তালাক দেয়, তবে তার প্রতিপালক তোমাদের বদলে তাকে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দেবেন: যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী, মুমিন, অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী ও রোযাদার, পূর্বে বিবাহিতা এবং কুমারী উভয় রকমই। (3–5)

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যার উপর নিযুক্ত রয়েছে কঠোর স্বভাব ও রূঢ় ফেরেশতারা, যারা আল্লাহ তাদের যা আদেশ করেন তাতে তাঁর অবাধ্য হয় না, বরং যা আদেশ করা হয় তা-ই করে। 'হে সত্য অস্বীকারকারীরা, আজ কোনো ওজর পেশ করো না: তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল তোমাদের দেওয়া হচ্ছে।' (6–7)

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা করো। আশা করা যায়, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দেবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেই দিনে যেদিন আল্লাহ নবীকে এবং যারা তার সঙ্গে ঈমান এনেছে তাদের লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও তাদের ডানে ছুটে চলবে, আর তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দাও এবং আমাদের ক্ষমা করো: নিশ্চয়ই তুমি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।' (8)

হে নবী, সত্য অস্বীকারকারী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করো, আর তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম—কতই না নিকৃষ্ট সেই গন্তব্য! আল্লাহ সত্য

অস্বীকারকারীদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন: নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রী। তারা ছিল আমার দুই সৎকর্মশীল বান্দার অধীনে, কিন্তু তারা তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের স্বামীরা তাদের কোনো কাজেই আসেনি। তাদের বলা হল, 'যারা প্রবেশ করছে তাদের সঙ্গে তোমরাও আগুনে প্রবেশ করো।' আর আল্লাহ মুমিনদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন: ফিরআউনের স্ত্রী, যখন সে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক, তোমার কাছে জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করো; আমাকে ফিরআউন ও তার কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ধার করো, আর আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের হাত থেকে উদ্ধার করো।' আর ইমরানের কন্যা মারইয়াম, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল: আমি তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছিলাম, আর সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল, আর সে ছিল একান্ত অনুগতদের একজন। (9–12)

67. রাজত্ব (আল-মুলক)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

বরকতময় তিনি, যাঁর হাতে সমস্ত রাজত্ব, আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান—যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে কাজে সর্বোত্তম। তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান, স্তরে স্তরে। তুমি পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে কোনো অসংগতি দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখো: কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি? তারপর আবার তাকাও, বারবার তাকাও: তোমার দৃষ্টি তোমার কাছে ফিরে আসবে ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে। (1–4)

আমি নিকটতম আসমানকে প্রদীপমালা দিয়ে সাজিয়েছি, আর সেগুলোকে শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ বানিয়েছি, আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। আর যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি—কতই না নিকৃষ্ট সেই গন্তব্য! যখন তাদের তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তারা তার গর্জন শুনতে পাবে, আর তা টগবগ করে ফুটতে থাকবে, ক্রোধে যেন ফেটে পড়ার উপক্রম। যখনই কোনো দলকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তার প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেনি?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিলাম এবং বলেছিলাম যে আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, আর তোমরা তো ঘোর ভ্রষ্টতায়ই আছ।' আর তারা বলবে, 'আমরা যদি শুনতাম, কিংবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।' এভাবে তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে—সুতরাং দূর হোক জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীরা! আর যারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (5–12)

তোমরা তোমাদের কথা গোপন রাখো বা প্রকাশ্যে বলো, অন্তরে যা আছে তিনি তা ভালোভাবেই জানেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত। তিনিই তোমাদের জন্য যমীনকে অনুগত করে দিয়েছেন: সুতরাং তার প্রশস্ত পথে পথে চলো এবং তাঁর দেওয়া জীবিকা থেকে খাও—আর তাঁরই কাছে পুনরুত্থান। তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের ভূগর্ভে ধসিয়ে দেবেন না, যখন তা থরথর করে কাঁপতে থাকবে? নাকি তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর-বর্ষী ঝড় পাঠাবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী। তাদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করেছিল: ফলে কেমন ভয়ংকর ছিল আমার পাকড়াও! তারা কি তাদের উপরে পাখিদের দেখে না, যারা ডানা মেলে দেয় আবার গুটিয়ে নেয়? পরম করুণাময় ছাড়া কেউ তাদের ধরে রাখে না: নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু দেখেন। কে আছে তোমাদের এমন

বাহিনী, যে পরম করুণাময়ের মোকাবিলায় তোমাদের সাহায্য করবে? সত্য অস্বীকারকারীরা তো কেবল ধোঁকার মধ্যেই আছে। কে আছে এমন, যে তোমাদের জীবিকা দেবে, যদি তিনি তাঁর জীবিকা বন্ধ করে দেন? বরং তারা ঔদ্ধত্য ও বিমুখতায় অটল হয়ে আছে। যে মুখ থুবড়ে চলে সে-ই কি অধিক পথপ্রাপ্ত, না সে, যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে? (13–22)

বলো, 'তিনিই তোমাদের অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং তোমাদের দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর—তোমরা কত অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো!' বলো, 'তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।' তারা বলে, 'তোমরা সত্যবাদী হলে এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?' বলো, 'তার জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে; আমি তো কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।' কিন্তু যখন তারা তা কাছে এসে গেছে দেখবে, তখন সত্য অস্বীকারকারীদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে, আর বলা হবে, 'এ-ই তা, যা তোমরা চেয়ে চেয়ে ডাকতে।' বলো, 'তোমরা ভেবে দেখো: আল্লাহ যদি আমাকে ও আমার সঙ্গীদের ধ্বংস করে দেন, কিংবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে সত্য অস্বীকারকারীদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে?' বলো, 'তিনিই পরম করুণাময়: আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর ভরসা করেছি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় আছে।' (23–29)

বলো, 'তোমরা ভেবে দেখো: তোমাদের পানি যদি ভূগর্ভে তলিয়ে যায়, তবে কে তোমাদের প্রবহমান পানি এনে দেবে?'[54] (30)

[54] **যে পানি তলিয়ে যেতে পারত: কুরআন 67:30-এর একটি দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য**

68. কলম (আল-কালাম)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

নূন। শপথ কলমের এবং তারা যা লেখে তার, হে নবী, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও। আর নিশ্চয়ই তোমার জন্য রয়েছে এমন পুরস্কার যা কখনো শেষ হবে না, আর নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী। শীঘ্রই তুমি দেখবে, তারাও দেখবে, তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত। তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আর তিনিই ভালো জানেন কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত। সুতরাং সত্য অস্বীকারকারীদের কথা মেনে নিয়ো না: তারা চায় তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে। আর কথা মেনো না এমন কারও, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে হীন, নিন্দুক, চোগলখোরি করে বেড়ায়, কল্যাণে বাধা দেয়, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ় স্বভাবের, আর তার উপর জন্মপরিচয়ও সন্দেহজনক—কেবল এ কারণে যে সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। যখন তার কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, সে বলে, 'পূর্ববর্তীদের উপকথা!' শীঘ্রই আমি তার শুঁড়ের উপর দাগ দিয়ে দেব। (1–16)

আমি তাদের পরীক্ষা করেছি যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদের, যখন তারা শপথ করেছিল যে তারা অবশ্যই সকালবেলায় তার ফল পেড়ে নেবে, আর আল্লাহর ইচ্ছার কথা কিছুই বলেনি। তারপর তারা যখন ঘুমিয়ে ছিল, তখন তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক বিপর্যয় তার উপর দিয়ে বয়ে গেল, ফলে সকালে তা হয়ে গেল ফসল কাটা ক্ষেতের মতো। ভোর হতেই তারা একে অপরকে ডেকে বলল: 'তোমরা যদি ফল পাড়তে চাও, তবে সকাল সকাল তোমাদের ক্ষেতে চলো।' তারপর তারা চলল, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে বলতে বলতে: 'আজ তোমাদের উপস্থিতিতে কোনো অভাবগ্রস্ত যেন সেখানে ঢুকতে না পারে।' আর তারা সকাল সকাল রওনা হল, নিজেদের উদ্দেশ্যে দৃঢ়সংকল্প হয়ে, নিজেদের সক্ষম মনে করে। কিন্তু যখন তারা বাগানটি দেখল, বলল, 'আমরা নিশ্চয়ই পথ ভুল করেছি! না—বরং আমরা বঞ্চিত হয়েছি!' তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিবেচক ব্যক্তি বলল, 'আমি কি তোমাদের বলিনি, তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছ না কেন?' তারা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক মহাপবিত্র! নিশ্চয়ই আমরা যালিম ছিলাম।' তারপর তারা একে অপরের দিকে ফিরে পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগল। তারা বলল, 'হায়, আমাদের দুর্ভোগ! আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম। হয়তো আমাদের প্রতিপালক এর বদলে আমাদের এর চেয়ে উত্তম কিছু দেবেন: আমরা আমাদের প্রতিপালকেরই অভিমুখী।' শাস্তি এ রকমই হয়; আর আখিরাতের শাস্তি তো আরও অনেক বড়, যদি তারা জানত। (17–33)

আল্লাহ-সচেতনদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে নিয়ামতে ভরা জান্নাত। তবে কি আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারীদের অপরাধীদের মতো গণ্য করব? তোমাদের কী

হয়েছে? তোমরা কেমন ফয়সালা করছ? নাকি তোমাদের কাছে কোনো কিতাব আছে যাতে তোমরা পড়ো যে, সেখানে তোমাদের জন্য তা-ই থাকবে যা তোমরা পছন্দ করো? নাকি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বলবৎ আমার উপর তোমাদের কোনো শপথ আছে যে, তোমরা যা ফয়সালা করবে তা-ই পাবে? তাদের জিজ্ঞাসা করো, তাদের মধ্যে কে এর যিম্মাদার! নাকি তাদের কোনো শরীক আছে? তবে তারা তাদের শরীকদের নিয়ে আসুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়। যেদিন পায়ের গোছা অনাবৃত করা হবে এবং তাদের সিজদা করতে ডাকা হবে, সেদিন তারা তা করতে পারবে না; তাদের চোখ থাকবে অবনত, লাঞ্ছনা তাদের ঢেকে ফেলবে। অথচ তাদের সিজদা করতে ডাকা হত যখন তারা সুস্থ-সবল ছিল। (34–43)

সুতরাং যারা এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের আমার হাতে ছেড়ে দাও: আমি তাদের ধাপে ধাপে এমনভাবে নিয়ে যাব যে তারা টেরও পাবে না। আমি তাদের অবকাশ দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আমার কৌশল অত্যন্ত মজবুত। নাকি তুমি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইছ, ফলে তারা ঋণের ভারে নুয়ে পড়েছে? নাকি তাদের কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, ফলে তারা তা লিখে রাখে? সুতরাং তোমার প্রতিপালকের ফয়সালার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো, আর মাছওয়ালার মতো হয়ো না, যখন সে মনের দুঃখে রুদ্ধশ্বাস হয়ে ডেকেছিল। তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যদি তার কাছে না পৌঁছত, তবে তাকে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য তীরে নিক্ষেপ করা হত। কিন্তু তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। যারা সত্য অস্বীকার করে তারা যখন উপদেশবাণী শোনে, তখন যেন তাদের চোখ দিয়ে তোমাকে বিদ্ধ করে ফেলবে, আর তারা বলে, 'সে তো নিশ্চয়ই পাগল!' অথচ এ তো সকল জগতের জন্য এক উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। (44–52)

69. অবশ্যম্ভাবী মুহূর্ত (আল-হাক্কা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

সেই অবশ্যম্ভাবী মুহূর্ত! কী সেই অবশ্যম্ভাবী মুহূর্ত? আর কিসে তোমাকে বোঝাবে সেই অবশ্যম্ভাবী মুহূর্ত কী? (1–3)

সামূদ ও আদ সেই আঘাতকারী মহাবিপদকে অস্বীকার করেছিল। সামূদ জাতি, তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিকট আওয়াজে; আর আদ জাতি, তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড গর্জনকারী ঝড়ো হাওয়ায়, যা তিনি তাদের উপর চাপিয়ে রেখেছিলেন সাত রাত ও আট দিন একটানা, তখন তুমি দেখতে পেতে লোকগুলো সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে, যেন তারা পড়ে থাকা খেজুরগাছের ফাঁপা কাণ্ড। এখন কি তুমি তাদের কোনো অবশিষ্ট দেখতে পাও? ফিরআউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে দেওয়া জনপদগুলো, সবাই গুরুতর পাপে লিপ্ত হয়েছিল; তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলের অবাধ্য হয়েছিল, তাই তিনি তাদের পাকড়াও করলেন অত্যন্ত কঠোর পাকড়াওয়ে। যখন পানি উথলে উঠেছিল, আমি তোমাদের ভাসমান নৌযানে বহন করেছিলাম, যাতে আমি একে তোমাদের জন্য এক স্মারক বানাই, আর যাতে মনোযোগী কান তা সংরক্ষণ করে। (4–12)

তারপর যখন শিঙায় একটিমাত্র ফুঁ দেওয়া হবে, আর যমীন ও পর্বতমালাকে তুলে একটিমাত্র আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, সেদিন সেই মহাঘটনা সংঘটিত হবে; আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, কারণ সেদিন তা হবে দুর্বল; ফেরেশতারা থাকবে তার প্রান্তে প্রান্তে, আর সেদিন আটজন তোমার প্রতিপালকের আরশকে তাদের উপরে বহন করবে। সেদিন তোমাদের পেশ করা হবে: তোমাদের কোনো গোপন বিষয়ই গোপন থাকবে না। তখন যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, ‘এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো! আমি বরাবরই জানতাম যে আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।’ সুতরাং সে থাকবে সন্তোষজনক জীবনে, সুউচ্চ জান্নাতে, যার ফলের থোকাগুলো ঝুলে থাকবে হাতের নাগালে। ‘তৃপ্তির সঙ্গে খাও ও পান করো, বিগত দিনগুলোতে তোমরা যা আগে পাঠিয়েছিলে তার বিনিময়ে।’ আর যাকে তার আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, ‘হায়, আমাকে যদি আমার আমলনামা না-ই দেওয়া হত, আর আমি যদি না-ই জানতাম আমার হিসাব কী! হায়, মৃত্যুই যদি শেষ হত! আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো কাজেই এল না; আমার ক্ষমতাও আমার থেকে বিলীন হয়ে গেছে।’ ‘তাকে ধরো এবং তার গলায় বেড়ি পরাও, তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো, তারপর সত্তর হাত লম্বা এক শিকলে তাকে বেঁধে ফেলো!’ কারণ সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখত না, আর অভাবগ্রস্তকে খাওয়াতে উৎসাহও দিত না। সুতরাং আজ এখানে তার কোনো বন্ধু নেই, আর ক্ষতের দূষিত নিঃসরণ ছাড়া কোনো খাদ্যও নেই, যা কেবল পাপীরাই খাবে। (13–37)

সুতরাং আমি শপথ করছি তার, যা তোমরা দেখো, এবং তার, যা তোমরা দেখো না: এ অবশ্যই এক সম্মানিত রাসূলের বাণী, এ কোনো কবির বাণী নয়—তোমরা কত অল্পই ঈমান আনো!—আর কোনো গণকের বাণীও নয়—তোমরা কত অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো! এ সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল করা। সে যদি আমার নামে কোনো কথা বানিয়ে বলত, তবে আমি তাকে ডান হাতে পাকড়াও করতাম, তারপর তার জীবন-ধমনি কেটে দিতাম, আর তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারত না। নিশ্চয়ই এ আল্লাহ-সচেতনদের জন্য এক উপদেশ। আর আমি জানি যে তোমাদের কেউ কেউ একে মিথ্যা বলবে; নিশ্চয়ই এ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে; অথচ এ তো সুনিশ্চিত সত্য। সুতরাং তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো। (38–52)

70. ঊর্ধ্বারোহণের পথসমূহ (আল-মাআরিজ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

এক প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করল এমন এক শাস্তি সম্পর্কে, যা সত্য অস্বীকারকারীদের উপর আপতিত হবেই—তা ঠেকানোর কেউ নেই—আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি ঊর্ধ্বারোহণের পথসমূহের অধিপতি। ফেরেশতারা ও রূহ তাঁর দিকে ঊর্ধ্বে ওঠে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। সুতরাং ধৈর্য ধরো, সুন্দর ধৈর্য। তারা একে দূরে মনে করে, কিন্তু আমি একে নিকটে দেখছি: যেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মতো, আর পর্বতমালা হবে পশমের গুচ্ছের মতো, আর কোনো বন্ধু কোনো বন্ধুর খোঁজ নেবে না, যদিও তারা একে অপরের দৃষ্টিসীমার মধ্যেই থাকবে। অপরাধী সেদিন কামনা করবে, সেদিনের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সে যদি মুক্তিপণ হিসেবে দিতে পারত তার সন্তানদের, তার স্ত্রীকে, তার ভাইকে, তার সেই স্বজনদের যারা তাকে আশ্রয় দিত, আর পৃথিবীর সবাইকে—তাতেও যদি সে রক্ষা পেত। কখনো নয়! এ তো এক লেলিহান অগ্নিশিখা, যা মাথার চামড়া খসিয়ে দেয়, যা ডাকবে তাকে, যে পিঠ ফিরিয়েছিল ও মুখ ঘুরিয়ে চলে গিয়েছিল, আর ধন-সম্পদ জমা করে আগলে রেখেছিল। (1–18)

নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থিরচিত্ত করে: যখন তাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে, আর যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে কৃপণতা করে—তবে তারা নয় যারা নামায পড়ে, যারা নিজেদের নামাযে সদা নিষ্ঠাবান; যাদের ধন-সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের নির্ধারিত হক; যারা বিচারের দিনকে সত্য বলে মানে; যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত থাকে—কারণ তাদের প্রতিপালকের শাস্তি থেকে কেউই নিশ্চিন্ত হতে পারে না—যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, তাদের স্ত্রী কিংবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ছাড়া, কারণ এতে তারা নিন্দনীয় নয়—তবে যারা এর বাইরে কিছু চায়, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী—যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে; যারা নিজেদের সাক্ষ্যে অটল থাকে; এবং যারা নিজেদের নামাযের প্রতি যত্নবান। এরাই জান্নাতে সম্মানিত হবে। (19–35)

হে নবী, তবে সত্য অস্বীকারকারীদের কী হল যে তারা তোমার দিকে ছুটে আসছে, ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে, দলে দলে? তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে তাকে নিয়ামতে ভরা জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে? কখনো নয়! আমি তাদের সৃষ্টি করেছি তা থেকে যা তারা জানে। সুতরাং আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই আমি সক্ষম তাদের বদলে তাদের চেয়ে উত্তম লোক নিয়ে আসতে, আর আমাকে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। সুতরাং তাদের ছেড়ে দাও, তারা বাজে কথায় ডুবে থাকুক ও খেলাধুলা করুক, যতক্ষণ না তারা সেই দিনের সম্মুখীন হয় যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হচ্ছে: যেদিন তারা কবর থেকে দ্রুত

বেরিয়ে আসবে, যেন কোনো লক্ষ্যস্থলের দিকে দৌড়াচ্ছে, তাদের চোখ থাকবে অবনত, লাঞ্ছনা তাদের ঢেকে ফেলবে। এ-ই সেই দিন, যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হত। (36–44)

71. নূহ (নূহ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম: 'তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক করো, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার আগে।' সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী: আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সম্পর্কে সচেতন থাকো, এবং আমার আনুগত্য করো। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেবেন। আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন এসে যায় তখন তা পিছানো যায় না, যদি তোমরা জানতে।' (1–4)

সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার সম্প্রদায়কে রাত-দিন ডেকেছি, কিন্তু আমার ডাক তাদের পলায়নই কেবল বাড়িয়েছে। যখনই আমি তাদের ডেকেছি, যাতে তুমি তাদের ক্ষমা করো, তারা নিজেদের কানে আঙুল গুঁজে দিয়েছে, কাপড়ে নিজেদের ঢেকে নিয়েছে, জেদ ধরে থেকেছে আর চরম অহংকার দেখিয়েছে। তারপর আমি তাদের উচ্চস্বরে ডেকেছি; তারপর তাদের প্রকাশ্যে বলেছি এবং গোপনেও বলেছি। আমি বলেছি, তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও: তিনি পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে তোমাদের শক্তিশালী করবেন, তোমাদের জন্য বাগান দেবেন এবং তোমাদের জন্য নদী-নালা দেবেন। তোমাদের কী হল যে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্বের পরোয়া করো না, অথচ তিনি তোমাদের ধাপে ধাপে সৃষ্টি করেছেন? তোমরা কি দেখো না আল্লাহ কীভাবে সাত আসমান স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের মাঝে চাঁদকে করেছেন আলো এবং সূর্যকে করেছেন প্রদীপ? আর আল্লাহ তোমাদের যমীন থেকে উদ্ভিদের মতো উদ্গত করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের তাতেই ফিরিয়ে নেবেন, এবং নতুন করে আবার বের করে আনবেন। আর আল্লাহ তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিস্তৃত বিছানা, যাতে তোমরা তার প্রশস্ত পথে পথে চলতে পারো।' (5–20)

নূহ বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, তারা আমার অবাধ্য হয়েছে এবং তাদের অনুসরণ করেছে যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের ক্ষতিই কেবল বাড়িয়েছে। তারা এক বিরাট চক্রান্ত করেছে, আর বলেছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ছেড়ো না: ছেড়ো না ওয়াদ্দকে, সুওয়াকেও না, ইয়াগূস, ইয়াঊক ও নাসরকেও না। তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। হে আমার প্রতিপালক, তুমি যালিমদের ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ো না।' (21–24)

তাদের পাপের কারণেই তাদের ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারপর আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছিল, আর তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পায়নি। আর নূহ বলল, 'হে

আমার প্রতিপালক, সত্য অস্বীকারকারীদের মধ্য থেকে একজন বাসিন্দাকেও পৃথিবীতে রেখো না। তুমি যদি তাদের রেখে দাও, তবে তারা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে, আর জন্ম দেবে কেবল পাপাচারী, অস্বীকারকারী। হে আমার প্রতিপালক, ক্ষমা করো আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, আর যে মুমিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাকে, এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের; আর যালিমদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ো না।' (25–28)

72. জিন (আল-জিন)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হে নবী, বলো, 'আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে শুনেছে, তারপর বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ দেখায়, তাই আমরা তাতে ঈমান এনেছি: আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরীক করব না। আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতি সমুচ্চ: তিনি না কোনো স্ত্রী গ্রহণ করেছেন, না কোনো সন্তান। আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ সম্পর্কে সীমাছাড়া কথা বলত, অথচ আমরা মনে করেছিলাম যে মানুষ ও জিন কখনো আল্লাহর নামে মিথ্যা বলবে না। আর মানুষের মধ্যে কিছু পুরুষ জিনদের মধ্যকার কিছু পুরুষের আশ্রয় চাইত, ফলে তারা তাদের ঔদ্ধত্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারাও মনে করেছিল, যেমন তোমরা মনে করেছিলে, যে আল্লাহ কখনো কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। আমরা আকাশের নাগাল পেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাকে পেলাম কঠোর প্রহরী ও জ্বলন্ত উল্কায় পরিপূর্ণ। আমরা সেখানে কান পাতার জায়গাগুলোতে বসতাম, কিন্তু এখন যে কান পাতে সে তার জন্য ওত পেতে থাকা এক জ্বলন্ত উল্কা দেখতে পায়। আমরা জানি না, পৃথিবীবাসীদের জন্য অমঙ্গলই চাওয়া হয়েছে, নাকি তাদের প্রতিপালক তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে চান। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সৎকর্মশীল, আর কেউ কেউ অন্য রকম: আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী। আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে কখনো অক্ষম করতে পারব না, পালিয়ে গিয়েও তাঁকে অক্ষম করতে পারব না। আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনলাম, তাতে ঈমান আনলাম; আর যে তার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে তার না কোনো ক্ষতির ভয় থাকে, না যুলুমের। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী, আর কেউ কেউ পথচ্যুত। যারা আত্মসমর্পণ করেছে তারাই সঠিক পথ খুঁজে নিয়েছে; আর যারা পথচ্যুত তারা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।' (1–15)

তারা যদি সরল পথে অবিচল থাকত, তবে আমি তাদের প্রচুর পানি পান করাতাম, যাতে তা দিয়ে তাদের পরীক্ষা করি; আর যে তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে ক্রমবর্ধমান কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন। ইবাদতের স্থানগুলো আল্লাহরই, সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকে ডেকো না। অথচ যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়াল, তারা তার চারপাশে এমন ভিড় জমাল যেন তাকে চেপে ধরবে। বলো, 'আমি কেবল আমার প্রতিপালককেই ডাকি, আর তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করি না।' বলো, 'তোমাদের ক্ষতি করার কিংবা তোমাদের সঠিক পথে আনার কোনো ক্ষমতা আমার নেই।' বলো, 'আল্লাহর হাত থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না, আর তিনি ছাড়া আমি কোনো আশ্রয়স্থলও পাব না—আমার কাজ কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে যা আসে তা এবং তাঁর বার্তাসমূহ পৌঁছে দেওয়া। আর যে আল্লাহ ও তাঁর

রাসূলের অবাধ্য হয় তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।' অবশেষে যখন তারা দেখবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হচ্ছে, তখন তারা জানতে পারবে কার সাহায্যকারী অধিক দুর্বল এবং কে সংখ্যায় কম। বলো, 'আমি জানি না, তোমাদের যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা নিকটে, নাকি আমার প্রতিপালক তার জন্য কোনো দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন। তিনি অদৃশ্যের জ্ঞাতা, আর তিনি তাঁর অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত কোনো রাসূল ছাড়া; আর তখন তিনি তার সামনে ও তার পিছনে প্রহরী নিযুক্ত করেন, যাতে তিনি জেনে নেন যে তারা তাদের প্রতিপালকের বার্তাসমূহ পৌঁছে দিয়েছে। তাদের কাছে যা কিছু আছে তিনি তা পরিবেষ্টন করে আছেন, আর তিনি প্রতিটি জিনিস গুনে গুনে হিসাব করে রেখেছেন।' (16–28)

73. বস্ত্রাবৃত (আল-মুযযাম্মিল)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হে বস্ত্রাবৃত, রাতে নামাযে দাঁড়াও, সামান্য অংশ ছাড়া—তার অর্ধেক, কিংবা তার চেয়ে কিছু কম, কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি—আর কুরআন তিলাওয়াত করো ধীরে ধীরে, স্পষ্ট করে। আমি শীঘ্রই তোমার উপর এক ভারী বাণী নাযিল করব। নিশ্চয়ই রাতে জেগে ওঠা মনে গভীর ছাপ ফেলে এবং কথাকে অধিক সঠিক করে, কারণ দিনে তোমার রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁরই প্রতি মগ্ন হও। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সুতরাং তাঁকেই কর্মবিধায়ক হিসেবে গ্রহণ করো। তারা যা বলে তাতে ধৈর্য ধরো, আর সৌজন্যের সঙ্গে তাদের এড়িয়ে চলো। আমার হাতে ছেড়ে দাও তাদের, যারা সত্য অস্বীকার করে এবং আরাম-আয়েশে থাকে, আর তাদের অল্প কিছুকাল অবকাশ দাও। আমার কাছে রয়েছে শিকল ও জ্বলন্ত আগুন, গলায় আটকে যাওয়া খাদ্য, এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, সেই দিনে যেদিন যমীন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে, আর পর্বতমালা হয়ে যাবে ঝুরঝুরে বালুর স্তূপ। (1–14)

আমি তোমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছি তোমাদের উপর সাক্ষী হিসেবে, যেমন আমি ফিরআউনের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরআউন সেই রাসূলের অবাধ্য হল, ফলে আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলাম। তবে তোমরা যদি সত্য অস্বীকার করো, তাহলে কী করে নিজেদের রক্ষা করবে সেই দিন থেকে যা শিশুদের বৃদ্ধ করে দেবে, যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে? তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। নিশ্চয়ই এ এক উপদেশ: সুতরাং যে চায় সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ ধরুক। (15–19)

হে নবী, তোমার প্রতিপালক জানেন যে তুমি রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কিংবা তার অর্ধেক, কিংবা তার এক-তৃতীয়াংশ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকো, আর তোমার সঙ্গীদের একটি দলও। আল্লাহই রাত ও দিনের পরিমাপ নির্ধারণ করেন; তিনি জানেন যে তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারবে না, তাই তিনি দয়াপরবশ হয়ে তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন। সুতরাং কুরআন থেকে যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু তিলাওয়াত করো। তিনি জানেন যে তোমাদের কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে দেশে সফর করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে। সুতরাং তা থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু তিলাওয়াত করো, নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্য যে কল্যাণই আগে পাঠাবে তা আল্লাহর কাছে পাবে, আরও উত্তম ও পুরস্কারে আরও বড় রূপে। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও: নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (20)

74. চাদরাবৃত (আল-মুদ্দাসসির)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হে চাদরাবৃত, ওঠো এবং সতর্ক করো! তোমার প্রতিপালক—তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করো; তোমার পোশাক—তা পবিত্র রাখো; সব অপবিত্রতা—তা থেকে দূরে থাকো; বেশি পাওয়ার আশায় দান করো না; আর তোমার প্রতিপালকের জন্য ধৈর্য ধরো। (1–7)

যখন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, সেই দিনটি হবে এক কঠিন দিন, সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য মোটেই সহজ নয়। আমার হাতে ছেড়ে দাও তাকে, যাকে আমি একাকী সৃষ্টি করেছি, যাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ এবং তার পাশে উপস্থিত থাকা পুত্রগণ, আর যার জন্য আমি সব কিছু সুগম করে দিয়েছি—তবু সে লোভ করে যে আমি আরও দিই। কখনো নয়! সে আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে হঠকারী হয়েছে। আমি তাকে এক দুর্গম চড়াইয়ে চড়াব। সে চিন্তা করল এবং হিসাব কষল—সুতরাং সে ধ্বংস হোক, কেমন হিসাব সে কষল! আবারও, সে ধ্বংস হোক, কেমন হিসাব সে কষল! তারপর সে তাকাল; তারপর ভ্রু কুঁচকাল ও মুখ বিকৃত করল; তারপর পিঠ ফিরিয়ে নিল ও অহংকার করল, আর বলল, ‘এ তো পরম্পরায় চলে আসা জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়; এ তো মানুষের কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।’ (8–25)

আমি তাকে সাকারে নিক্ষেপ করব। আর কিসে তোমাকে বোঝাবে সাকার কী? তা কিছুই বাকি রাখে না, কিছুই ছাড়ে না, মানুষের চামড়া ঝলসে দেয়। তার উপর নিযুক্ত রয়েছে উনিশজন। আমি আগুনের প্রহরী হিসেবে কেবল ফেরেশতাদেরই রেখেছি, আর তাদের এই সংখ্যাকে আমি সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য কেবল এক পরীক্ষা বানিয়েছি, যাতে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করে, আর মুমিনদের ঈমান বেড়ে যায়, আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা ও মুমিনরা সন্দেহ পোষণ না করে; আর যাতে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও সত্য অস্বীকারকারীরা বলে, ‘এই দৃষ্টান্ত দিয়ে আল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন?’ এভাবেই আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট হতে দেন এবং যাকে চান পথ দেখান; আর তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানে না। এ তো মানুষের জন্য এক উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কখনো নয়! শপথ চাঁদের, শপথ রাতের যখন তা পিছু হটে, আর শপথ ভোরের যখন তা আলোকিত হয়, নিশ্চয়ই এ সবচেয়ে বড় বিষয়গুলোর একটি, মানুষের জন্য সতর্কবাণী, তোমাদের মধ্যে যে সামনে এগোতে চায় কিংবা পিছিয়ে থাকতে চায় তার জন্য। (26–37)

প্রত্যেক প্রাণ নিজ কামাইয়ের জন্য দায়বদ্ধ, তবে ডান দিকের লোকেরা ছাড়া, তারা থাকবে জান্নাতে, জিজ্ঞাসা করবে অপরাধীদের সম্পর্কে: ‘কিসে তোমাদের সাকারে নিয়ে এল?’ তারা বলবে, ‘আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, অভাবগ্রস্তকে খাওয়াতামও না; যারা বাজে কথায়

ডুবে থাকত আমরাও তাদের সঙ্গে ডুবে থাকতাম, আর আমরা বিচারের দিনকে অস্বীকার করতাম, অবশেষে আমাদের কাছে সেই সুনিশ্চিত বিষয় এসে গেল।' সুতরাং সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো কাজে আসবে না। (38–48)

তাদের কী হল যে তারা উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, যেন তারা ভয়ে চমকে ওঠা গাধা, যারা সিংহের সামনে থেকে পালাচ্ছে? তাদের প্রত্যেকেই চায় যে তাকে আসমান থেকে খোলা সহীফা দেওয়া হোক। কখনো নয়! আসল কথা হল, তারা আখিরাতকে ভয় করে না। কখনো নয়! নিশ্চয়ই এ এক উপদেশ: সুতরাং যে চায় সে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক। তবে আল্লাহ না চাইলে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না। তিনিই ভয়ের যোগ্য, আর তিনিই ক্ষমার অধিকারী। (49–56)

75. কিয়ামত (আল-কিয়ামা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের, আর শপথ করছি আত্মভর্ৎসনাকারী প্রাণের! মানুষ কি মনে করে যে আমি তার হাড়গুলো একত্র করব না? অবশ্যই করব: আমি তার আঙুলের ডগাগুলো পর্যন্ত আবার ঠিকঠাক করে দিতে সক্ষম। বরং মানুষ চায় তার সামনের দিনগুলোতেও পাপ করে যেতে; সে জিজ্ঞাসা করে, 'এই কিয়ামতের দিন কবে?' (1–6)

যখন দৃষ্টি ধাঁধিয়ে যাবে, আর চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে, আর সূর্য ও চাঁদকে একত্র করা হবে—সেদিন মানুষ বলবে, 'পালানোর জায়গা কোথায়?' কখনো নয়! কোনো আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই কেবল তোমার প্রতিপালকেরই কাছে। সেদিন মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে আর কী পিছনে রেখে গেছে। বরং মানুষ নিজেই নিজের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট সাক্ষী হবে, যদিও সে নানা ওজর পেশ করে। (7–15)

হে নবী, এ তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার জন্য এর সঙ্গে তোমার জিভ নাড়িয়ো না: একে একত্র করা এবং পাঠ করানো আমারই দায়িত্ব, সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি, তুমি সেই পাঠের অনুসরণ করো; তারপর একে স্পষ্ট করে দেওয়াও আমারই দায়িত্ব। (16–19)

কখনো নয়! বরং তোমরা ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ভালোবাসো আর আখিরাতকে উপেক্ষা করো। সেদিন কিছু মুখ হবে উজ্জ্বল, তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে; আর সেদিন কিছু মুখ হবে মলিন, তারা আশঙ্কা করবে যে তাদের উপর কোমর-ভাঙা এক বিপর্যয় নেমে আসবে। (20–25)

কখনো নয়! যখন প্রাণ কণ্ঠাস্থিতে এসে পৌঁছবে, আর বলা হবে, 'কে আছে ঝাড়ফুঁক করে সারাবে?' আর সে বুঝতে পারবে যে এ-ই বিদায়ের ক্ষণ, আর পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে—সেদিন তোমার প্রতিপালকের দিকেই হবে যাত্রা। সে না সত্যকে মেনে নিয়েছিল, না নামায পড়েছিল, বরং অস্বীকার করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, তারপর দম্ভভরে তার পরিবার-পরিজনের কাছে চলে গিয়েছিল। (26–33)

দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! আবারও, দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! মানুষ কি মনে করে যে তাকে অনর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে? সে কি নিক্ষিপ্ত তরলের এক বিন্দু ছিল না, তারপর ঝুলে থাকা এক পিণ্ড, তারপর তিনি তাকে সৃষ্টি করলেন ও সুঠাম করলেন, আর তা থেকে বানালেন জোড়া, পুরুষ ও নারী? সেই তিনি কি মৃতদের জীবিত করতে সক্ষম নন? (34–40)

76. মানুষ (আল-ইনসান)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

মানুষের উপর কি কালের এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়নি, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না? আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত তরলের এক বিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; তাই আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করেছি। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, সে কৃতজ্ঞ হোক বা অকৃতজ্ঞ। (1–3)

সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি শিকল, লোহার বেড়ি ও জ্বলন্ত আগুন। সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানপাত্র থেকে যার মিশ্রণ হবে কর্পূর, এমন এক ঝরনা থেকে যা থেকে আল্লাহর বান্দারা পান করবে, তারা তাকে যেমন ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। তারা মানত পূর্ণ করে, আর এমন এক দিনকে ভয় করে যার অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী; আর তারা তাঁর ভালোবাসায় খাবার দান করে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে: 'আমরা তো তোমাদের খাওয়াই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য: আমরা তোমাদের কাছে না কোনো প্রতিদান চাই, না কৃতজ্ঞতা। আমরা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক ভ্রুকুটিময়, দুঃসহ দিনের ভয় করি।' সুতরাং আল্লাহ তাদের সেই দিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, তাদের দান করবেন উজ্জ্বলতা ও আনন্দ, আর তাদের ধৈর্যের পুরস্কার হিসেবে দেবেন জান্নাত ও রেশম। সেখানে তারা আসনে হেলান দিয়ে বসবে, সেখানে তারা দেখবে না প্রখর রোদ, না তীব্র শীত; তার ছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে, আর তার ফলের থোকাগুলো নামিয়ে হাতের নাগালে এনে দেওয়া হবে। তাদের মাঝে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে রুপার পাত্র, আর স্ফটিকের পানপাত্র—স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, অথচ রুপার—যা তারা নিজেদের ইচ্ছামতো পরিমাপ করে নেবে। সেখানে তাদের পান করানো হবে এমন পানপাত্র যার মিশ্রণ হবে আদা, সেখানকার এক ঝরনা থেকে যার নাম সালসাবীল। তাদের সেবায় ঘুরে বেড়াবে চির-কিশোররা: তুমি তাদের দেখলে মনে করবে তারা ছড়ানো মুক্তা। তুমি যখন সেখানে তাকাবে, দেখতে পাবে অফুরন্ত নিয়ামত ও এক বিশাল রাজ্য। তাদের পরনে থাকবে মিহি সবুজ রেশম ও পুরু রেশমের পোশাক, আর তাদের সাজানো হবে রুপার কাঁকন দিয়ে; আর তাদের প্রতিপালক তাদের পান করাবেন পবিত্র পানীয়। 'এ তোমাদের পুরস্কার: তোমাদের প্রচেষ্টা সমাদৃত হয়েছে।' (4–22)

হে নবী, আমিই তোমার প্রতি কুরআন অল্প অল্প করে নাযিল করেছি। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের ফয়সালার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো, আর তাদের মধ্যকার কোনো পাপী বা অস্বীকারকারীর কথা মেনে নিয়ো না। সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো, আর রাতে তাঁর সামনে সিজদা করো, এবং দীর্ঘ রাত ধরে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো। (23–26)

এরা ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ভালোবাসে, আর এক ভারী দিনকে নিজেদের পিছনে ফেলে রাখে। আমিই তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গ্রন্থিগুলো মজবুত করেছি; আর আমি যখন চাইব, তাদের বদলে তাদেরই মতো অন্যদের নিয়ে আসব। (27–28)

নিশ্চয়ই এ এক উপদেশ: সুতরাং যে চায় সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ ধরুক। তবে আল্লাহ না চাইলে তোমরা চাইবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তিনি যাকে চান নিজ রহমতে প্রবেশ করান; আর যালিমদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (29–31)

77. প্রেরিতগণ (আল-মুরসালাত)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

শপথ তাদের যাদের একের পর এক পাঠানো হয়, আর যারা ঝড়ের বেগে বয়ে যায়, আর যারা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দেয়, আর যারা আলাদা করে পার্থক্য স্পষ্ট করে, আর যারা উপদেশ পৌঁছে দেয়, ওজর দূর করার জন্য কিংবা সতর্ক করার জন্য: তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। যখন নক্ষত্ররাজি নিভিয়ে দেওয়া হবে, যখন আকাশ বিদীর্ণ করা হবে, যখন পর্বতমালা ধুলো করে উড়িয়ে দেওয়া হবে, আর যখন রাসূলদের নির্ধারিত সময়ে একত্র করা হবে—এ সব কিছু কোন দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে? ফয়সালার দিনের জন্য। আর কিসে তোমাকে বোঝাবে ফয়সালার দিন কী? সেদিন দুর্ভোগ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য! আমি কি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করিনি? তারপর পরবর্তীদেরও আমি তাদের অনুগামী করব: অপরাধীদের সঙ্গে আমি এমনই করি। সেদিন দুর্ভোগ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য! (1–19)

আমি কি তোমাদের এক তুচ্ছ তরল থেকে সৃষ্টি করিনি, তারপর তা রেখেছি এক সুরক্ষিত আধারে, এক জানা মেয়াদ পর্যন্ত? তারপর আমি পরিমাপ নির্ধারণ করেছি—আর আমি কতই না উত্তম পরিমাপ নির্ধারণকারী! সেদিন দুর্ভোগ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য! আমি কি যমীনকে বানাইনি জীবিত ও মৃতদের ধারণকারী, আর তাতে স্থাপন করিনি সুদৃঢ়, সুউচ্চ পর্বতমালা, আর তোমাদের পান করাইনি মিঠা পানি? সেদিন দুর্ভোগ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য! (20–28)

‘চলো তার দিকে, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে! চলো তিন শাখাবিশিষ্ট এক ছায়ার দিকে, যা না ছায়া দেয়, না অগ্নিশিখা থেকে রক্ষা করে।’ তা প্রাসাদের মতো বিশাল বিশাল স্ফুলিঙ্গ ছুড়ে মারে, যেন সেগুলো হলদে রঙের উট। সেদিন দুর্ভোগ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য! এ এমন এক দিন যেদিন তারা কথা বলবে না, আর তাদের ওজর পেশ করার অনুমতিও দেওয়া হবে না। সেদিন দুর্ভোগ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য! ‘এ-ই ফয়সালার দিন: আমি তোমাদের ও পূর্ববর্তীদের একত্র করেছি। এখন তোমাদের কোনো কৌশল থাকলে আমার বিরুদ্ধে তা খাটাও!’ সেদিন দুর্ভোগ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য! যারা আল্লাহ-সচেতন তারা থাকবে ছায়া ও ঝরনার মাঝে, আর এমন ফলমূলের মাঝে যা তারা চায়: ‘তৃপ্তির সঙ্গে খাও ও পান করো, তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে।’ এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি। সেদিন দুর্ভোগ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য! (29–45)

‘খাও এবং অল্প কিছুকাল ভোগ করে নাও: তোমরা তো অপরাধী।’ সেদিন দুর্ভোগ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য! যখন তাদের বলা হয়, ‘রুকূ করো,’ তারা রুকূ করে না। সেদিন দুর্ভোগ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য! তবে এর পর তারা আর কোন বাণীতে ঈমান আনবে? (46–50)

78. মহা সংবাদ (আন-নাবা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

তারা একে অপরকে কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? সেই মহা সংবাদ সম্পর্কে, যা নিয়ে তারা মতভেদ করছে। কখনো নয়! তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। আবারও, কখনো নয়! তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। (1–5)

আমি কি যমীনকে দোলনা বানাইনি, আর পর্বতমালাকে কীলক? আমি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, তোমাদের ঘুমকে করেছি বিশ্রাম, রাতকে করেছি আবরণ, আর দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়। আমি তোমাদের উপরে নির্মাণ করেছি সাতটি সুদৃঢ় আসমান, আর সেখানে স্থাপন করেছি এক প্রোজ্জ্বল প্রদীপ, আর বৃষ্টিভরা মেঘ থেকে বর্ষণ করেছি মুষলধারার পানি, যাতে তা দিয়ে উদ্গত করি শস্য ও উদ্ভিদ, আর ঘন সন্নিবিষ্ট বাগান। (6–16)

নিশ্চয়ই ফয়সালার দিন এক নির্ধারিত সময়: যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে আসবে, আর আকাশ খুলে দেওয়া হবে, ফলে তা হয়ে যাবে বহু দরজা, আর পর্বতমালাকে চালিয়ে দেওয়া হবে, ফলে তা হয়ে যাবে মরীচিকা। নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওত পেতে আছে, সীমালঙ্ঘনকারীদের আবাস হিসেবে, সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে থাকবে, সেখানে তারা আস্বাদন করবে না কোনো শীতলতা, না কোনো পানীয়, ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া—উপযুক্ত প্রতিফল হিসেবে। কারণ তারা কোনো হিসাবের আশা করত না, আর আমার আয়াতসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করত; অথচ আমি প্রতিটি জিনিস এক কিতাবে লিখে রেখেছি। ‘সুতরাং স্বাদ গ্রহণ করো! আমি তোমাদের জন্য শাস্তি ছাড়া আর কিছুই বাড়াব না।’ (17–30)

আল্লাহ-সচেতনদের জন্য রয়েছে সাফল্য: বাগান ও আঙুরের ক্ষেত, আর পূর্ণ যৌবনা, সমবয়সী সঙ্গিনীরা, আর কানায় কানায় ভরা পানপাত্র। সেখানে তারা শুনবে না কোনো অনর্থক কথা, না কোনো মিথ্যা: তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পুরস্কার, পূর্ণ হিসাবে দেওয়া এক দান, যিনি আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রতিপালক, পরম করুণাময়, যাঁর সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা কারও থাকবে না—যেদিন রূহ ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। কেউ কথা বলবে না, তবে সে ছাড়া যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দেবেন, আর যে সঠিক কথা বলবে। সেই দিনটি সত্য। সুতরাং যে চায় সে তার প্রতিপালকের কাছে ফেরার পথ ধরুক। আমি তোমাদের এক আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম: যেদিন মানুষ দেখবে তার নিজের দুই হাত কী আগে পাঠিয়েছে, আর সত্য অস্বীকারকারী বলবে, ‘হায়, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!’[55] (31–40)

[55] সূরা আন-নাবা: মহা সংবাদ
সূরা আন-নাবা: সৃষ্টি, ঐশী খতিয়ান ও চূড়ান্ত প্রকাশের দিন

79. সজোরে উৎপাটনকারীরা (আন-নাযিআত)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

শপথ তাদের যারা সজোরে টেনে বের করে, আর যারা মৃদুভাবে বের করে আনে, আর যারা দ্রুত সাঁতরে চলে, আর যারা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যায়, আর যারা সব কাজ পরিচালনা করে: যেদিন প্রথম প্রকম্পন সব কিছুকে কাঁপিয়ে তুলবে, তার পিছনে আসবে দ্বিতীয়টি, সেদিন কত হৃদয় ধড়ফড় করবে, আর চোখগুলো থাকবে অবনত। তারা বলে, 'আমাদের কি সত্যিই আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে, আমরা গলিত হাড়ে পরিণত হওয়ার পরেও?' তারা বলে, 'তবে তো সে ফিরে আসা হবে লোকসানের!' অথচ তা হবে কেবল একটিমাত্র হুংকার, অমনি তারা খোলা ময়দানে এসে হাজির হবে। (1–14)

তোমার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? যখন তার প্রতিপালক তাকে পবিত্র উপত্যকা তুওয়ায় ডেকে বলেছিলেন: 'ফিরআউনের কাছে যাও, সে সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে, আর বলো, "তোমার কি নিজেকে পরিশুদ্ধ করার ইচ্ছা আছে, আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ দেখাই, যাতে তুমি তাঁকে ভয় করো?"' তারপর সে তাকে সেই মহা নিদর্শন দেখাল, কিন্তু সে অস্বীকার করল ও অবাধ্য হল। তারপর সে পিঠ ফিরিয়ে দ্রুত চলে গেল, আর তার লোকজনকে একত্র করে ঘোষণা দিল, বলল, 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক!' ফলে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিতে, পরকালে এবং ইহকালেও। নিশ্চয়ই এতে তার জন্য শিক্ষা রয়েছে যে আল্লাহকে ভয় করে। (15–26)

সৃষ্টি হিসেবে তোমরা অধিক কঠিন, না আকাশ, যা তিনি নির্মাণ করেছেন? তিনি তার ছাদকে সুউচ্চ করেছেন এবং তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, তার রাতকে অন্ধকার করেছেন এবং তার দিনের আলো প্রকাশ করেছেন; আর এর পর তিনি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন, তা থেকে বের করেছেন তার পানি ও তার চারণভূমি, আর পর্বতমালাকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন—তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর জীবনোপকরণ হিসেবে। তারপর যখন সেই মহা বিপর্যয় আসবে, যেদিন মানুষ স্মরণ করবে সে যা কিছুর জন্য চেষ্টা করেছিল, আর যারা দেখে তাদের সবার সামনে জ্বলন্ত আগুনকে প্রকাশ করা হবে: তখন যে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছিল, জ্বলন্ত আগুনই হবে তার ঠিকানা; আর যে তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছিল এবং নিজের মনকে হীন কামনা থেকে বিরত রেখেছিল, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা। (27–41)

হে নবী, তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে: 'তা কখন এসে নোঙর করবে?' কিন্তু তার হিসাব নিয়ে তোমার কী কাজ? তার চূড়ান্ত পরিণতি তোমার প্রতিপালকেরই কাছে। তুমি তো

কেবল তার জন্য সতর্ককারী যে তাকে ভয় করে। যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়ায় এক সন্ধ্যা কিংবা তার পরের সকালের বেশি অবস্থান করেনি। (42–46)

৪০. সে ভ্রু কুঁচকাল (আবাসা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

সে ভ্রু কুঁচকাল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি এসেছিল। আর তুমি কী করে জানবে? হয়তো সে পরিশুদ্ধ হত, কিংবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত। আর যে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে, তার প্রতি তুমি পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছ, অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তাতে তোমার কোনো দায় নেই; আর যে তোমার কাছে সাগ্রহে ছুটে এল, আর সে আল্লাহকে ভয়ও করে—তার থেকে তুমি অমনোযোগী হচ্ছ। কখনো নয়! এ তো এক উপদেশ, সুতরাং যে চায় সে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক, যা লিপিবদ্ধ রয়েছে সম্মানিত সহীফায়, সমুন্নত ও পবিত্র, এমন লেখকদের হাতে যারা সম্মানিত ও পুণ্যবান। (1–16)

ধ্বংস হোক মানুষ! সে কতই না সত্য অস্বীকারকারী! তিনি তাকে কী থেকে সৃষ্টি করেছেন? এক বিন্দু থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন; তারপর তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন; তারপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরে শোয়ান; তারপর যখন তিনি চাইবেন, তাকে আবার পুনরুত্থিত করবেন। কখনো নয়! তিনি তাকে যা আদেশ করেছিলেন সে এখনও তা পালন করেনি। মানুষ তার খাদ্যের দিকে তাকিয়ে দেখুক: আমি প্রচুর পানি ঢেলে দিই, তারপর যমীনকে চিরে ফালি ফালি করি, আর তাতে উদ্গত করি শস্য, আঙুর ও সবুজ শাকসবজি, জলপাই ও খেজুরগাছ, ঘন গাছপালায় ভরা বাগান, আর ফলমূল ও ঘাস—তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর জীবনোপকরণ হিসেবে। (17–32)

তারপর যখন সেই কান-ফাটানো আওয়াজ আসবে, সেদিন মানুষ পালাবে তার নিজের ভাই থেকে, তার মা ও তার বাবা থেকে, তার স্ত্রী ও তার সন্তানদের থেকে: সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন এক চিন্তা থাকবে যা তাকে ব্যস্ত রাখার জন্য যথেষ্ট। সেদিন কিছু মুখ হবে উজ্জ্বল, হাস্যোজ্জ্বল ও আনন্দিত; আর সেদিন কিছু মুখ হবে ধূলিধূসর, কালিমায় আচ্ছন্ন: তারাই সত্য অস্বীকারকারী, পাপাচারী। (33–42)

81. অন্ধকারে আচ্ছন্ন (আত-তাকভীর)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

যখন সূর্যকে অন্ধকারে গুটিয়ে ফেলা হবে, যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়ে আলো হারাবে, যখন পর্বতমালাকে চালিয়ে দেওয়া হবে, যখন গর্ভবতী উটনীগুলো অযত্নে পড়ে থাকবে, যখন বন্য পশুদের একত্র করা হবে, যখন সমুদ্রগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে, যখন প্রাণগুলোকে তাদের সমগোত্রীয়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে, যখন জীবন্ত কবর দেওয়া শিশুকন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল, যখন আমলনামাগুলো খুলে ধরা হবে, যখন আকাশের আবরণ সরিয়ে ফেলা হবে, যখন জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হবে, আর যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে—তখন প্রত্যেক প্রাণ জানতে পারবে সে কী নিয়ে এসেছে। (1–14)

সুতরাং আমি শপথ করছি সেই গ্রহগুলোর যা পিছিয়ে যায়, যা চলতে থাকে তারপর লুকিয়ে পড়ে, আর শপথ রাতের যখন তা ঘনিয়ে আসে, আর শপথ ভোরের যখন তা শ্বাস নেয়: এ অবশ্যই এক সম্মানিত বার্তাবাহকের বাণী, যে শক্তির অধিকারী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে তার আদেশ মানা হয়, আর সে বিশ্বস্ত। তোমাদের সঙ্গী পাগল নয়: সে তাকে সুস্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে, আর সে অদৃশ্য বিষয়ে কৃপণ নয়। আর এ কোনো বিতাড়িত শয়তানের বাণীও নয়। (15–25)

সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছ? এ তো সকল জগতের জন্য এক উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়, তোমাদের মধ্যে তার জন্য যে সরল পথে চলতে চায়—তবে সকল জগতের প্রতিপালক আল্লাহ না চাইলে তোমরা চাইবে না। (26–29)

82. বিদীর্ণ (আল-ইনফিতার)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্ররাজি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে, যখন সমুদ্রগুলো উথলে উঠবে, যখন কবরগুলো উল্টে দেওয়া হবে, তখন প্রত্যেক প্রাণ জানতে পারবে সে কী আগে পাঠিয়েছে আর কী পিছনে রেখে গেছে। হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহানুভব প্রতিপালক সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলল, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং তোমাকে সুষম করেছেন, যে আকৃতিতে তিনি চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন? কখনো নয়! বরং তোমরা বিচারকে অস্বীকার করো। অথচ তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে তত্ত্বাবধায়কগণ, সম্মানিত লেখকগণ, তোমরা যা করো তারা তা জানে। নিশ্চয়ই পুণ্যবানরা থাকবে পরম সুখে, আর পাপাচারীরা থাকবে জ্বলন্ত আগুনে, বিচারের দিন তারা তাতে প্রবেশ করবে, আর তারা তা থেকে কখনো অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। কিসে তোমাকে জানাবে বিচারের দিন কী? আবারও, কিসে তোমাকে জানাবে বিচারের দিন কী? সেদিন কোনো প্রাণ অন্য কোনো প্রাণের জন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখবে না: সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহরই। (1–19)

83. মাপে কম দানকারীরা (আল-মুতাফফিফীন)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা অন্য লোকদের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পুরোপুরি নেয়, কিন্তু যখন তাদের মেপে দেয় বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। এরা কি মনে করে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে এক মহা দিনে, যেদিন মানুষ সকল জগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে? (1–6)

কখনো নয়! নিশ্চয়ই পাপাচারীদের আমলনামা রয়েছে সিজ্জীনে—আর কিসে তোমাকে জানাবে সিজ্জীন কী?—এক লিখিত খাতা। সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য, যারা বিচারের দিনকে অস্বীকার করে! প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালঙ্ঘনকারী ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করে না, যার কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হলে সে বলে, 'পূর্ববর্তীদের উপকথা!' কখনো নয়! বরং তারা যা অর্জন করত তা-ই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। কখনো নয়! সেদিন তারা তাদের প্রতিপালক থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে; তারপর তারা জাহান্নামে দগ্ধ হবে; তারপর বলা হবে, 'এ-ই তা, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।' (7–17)

কখনো নয়! নিশ্চয়ই পুণ্যবানদের আমলনামা রয়েছে ইল্লিয়্যীনে—আর কিসে তোমাকে জানাবে ইল্লিয়্যীন কী?—এক লিখিত খাতা, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তরা যার সাক্ষী। নিশ্চয়ই পুণ্যবানরা থাকবে পরম সুখে, আসনে বসে চারদিক দেখতে থাকবে; তুমি তাদের মুখমণ্ডলে সুখের দীপ্তি চিনতে পারবে। তাদের পান করানো হবে মোহর করা বিশুদ্ধ শরাব, যার মোহর হবে কস্তুরী—এরই জন্য প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক—তাতে মেশানো থাকবে তাসনীম, এমন এক ঝরনা যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে। (18–28)

যারা অপরাধ করত তারা মুমিনদের দেখে হাসত; তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একে অপরকে চোখ টিপে ইশারা করত, আর নিজেদের লোকজনের কাছে ফিরে গিয়ে ঠাট্টা-তামাশায় মেতে উঠত, আর তাদের দেখলে বলত, 'এরা তো নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট'—অথচ তাদের এদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি। সুতরাং আজ মুমিনরাই সত্য অস্বীকারকারীদের দেখে হাসবে, আসনে বসে চারদিক দেখতে দেখতে: সত্য অস্বীকারকারীরা যা করত তার প্রতিফল কি তারা পেয়ে গেল? (29–36)

84. চৌচির (আল-ইনশিকাক)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

যখন আকাশ ফেটে চৌচির হবে এবং তার প্রতিপালকের আদেশ মান্য করবে, আর তা-ই তার কর্তব্য; যখন যমীনকে টেনে সমতল করা হবে, আর সে তার ভিতরে যা আছে তা বের করে দিয়ে শূন্য হয়ে যাবে, এবং তার প্রতিপালকের আদেশ মান্য করবে, আর তা-ই তার কর্তব্য—হে মানুষ, তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে কঠোর পরিশ্রম করে এগিয়ে চলেছ, আর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। তারপর যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, তার হিসাব নেওয়া হবে সহজভাবে, আর সে তার আপনজনদের কাছে ফিরে যাবে আনন্দিত হয়ে; আর যাকে তার আমলনামা পিঠের পিছন দিক থেকে দেওয়া হবে, সে ধ্বংসকে ডাকবে, আর জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হবে। সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দে মেতে ছিল; সে মনে করেছিল যে তাকে কখনো আল্লাহর কাছে ফিরতে হবে না। কিন্তু অবশ্যই, তার প্রতিপালক তাকে সর্বদা দেখছিলেন। সুতরাং আমি শপথ করছি সন্ধ্যার লালিমার, আর রাতের এবং তা যা কিছু গুটিয়ে নেয় তার, আর চাঁদের যখন তা পূর্ণ হয়: তোমরা অবশ্যই এক স্তর থেকে আরেক স্তরে আরোহণ করবে। (1–19)

তবে তাদের কী হল যে তারা ঈমান আনে না, আর যখন তাদের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন সিজদা করে না? বরং যারা সত্য অস্বীকার করে তারা একে মিথ্যা বলে, অথচ তারা ভিতরে যা জমা করে রাখছে আল্লাহ তা সবচেয়ে ভালো জানেন। সুতরাং তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও—তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে: তাদের জন্য রয়েছে এমন পুরস্কার যা কখনো শেষ হবে না। (20–25)

85. সুউচ্চ নক্ষত্রপুঞ্জ (আল-বুরূজ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

শপথ সুউচ্চ নক্ষত্রপুঞ্জে শোভিত আকাশের, আর প্রতিশ্রুত দিনের, আর শপথ সাক্ষীর এবং যার সাক্ষ্য দেওয়া হয় তার: ধ্বংস হোক গর্তওয়ালারা, ইন্ধনে ভরা সেই আগুনের মালিকেরা, যখন তারা তার পাশে বসে ছিল, আর মুমিনদের সঙ্গে তারা যা করছিল তা চেয়ে চেয়ে দেখছিল। তাদের বিরুদ্ধে ওদের একমাত্র আক্রোশ ছিল এই যে, তারা ঈমান এনেছিল আল্লাহর প্রতি, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত, আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব যাঁর। আর আল্লাহ সব কিছুর সাক্ষী। (1–9)

যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের নির্যাতন করে, তারপর তওবা করে না, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, রয়েছে দহনের শাস্তি। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে এমন উদ্যান, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত: এ-ই বিরাট সাফল্য। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন এবং পুনরাবৃত্তি করেন, আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশের অধিপতি, মহিমান্বিত, যা চান তা-ই করেন। তোমার কাছে কি সেই বাহিনীগুলোর বৃত্তান্ত পৌঁছেছে, ফিরআউন ও সামূদের? তবু যারা সত্য অস্বীকার করে তারা মিথ্যা বলাতেই অটল, অথচ আল্লাহ তাদের পিছন দিক থেকে ঘিরে রেখেছেন। (10–20)

বরং এ এক মহিমান্বিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।[56] (21–22)

[56] **কুরআন কেন একটি সূরার নাম নক্ষত্রপুঞ্জের নামে রেখেছে?**

৪৬. রাতে আগমনকারী (আত-তারিক)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

শপথ আকাশের এবং রাতে আগমনকারীর—আর কিসে তোমাকে জানাবে রাতে আগমনকারী কী?—তা এক ভেদকারী উজ্জ্বল নক্ষত্র: এমন কোনো প্রাণ নেই যার উপর কোনো তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত নেই। (1–4)

সুতরাং মানুষ ভেবে দেখুক তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে: তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত এক তরল থেকে, যা বের হয় মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মাঝখান থেকে। নিশ্চয়ই তিনি তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম, সেই দিনে যেদিন গোপন বিষয়গুলো প্রকাশ করে দেওয়া হবে, তখন তার কোনো শক্তি থাকবে না, কোনো সাহায্যকারীও না। (5–10)

শপথ আকাশের, যা বারবার বৃষ্টি ফিরিয়ে আনে, আর যমীনের, যা উদ্ভিদ গজাতে বিদীর্ণ হয়: নিশ্চয়ই এ এক মীমাংসাকারী বাণী, আর এ কোনো হাসি-তামাশা নয়। তারা এক চক্রান্ত আঁটছে, আর আমিও এক কৌশল করছি। সুতরাং সত্য অস্বীকারকারীদের অবকাশ দাও; অল্প কিছুকালের জন্য তাদের ছেড়ে দাও। (11–17)

87. সমুচ্চ (আল-আ'লা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

তোমার সমুচ্চ প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো, যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুঠাম করেছেন, যিনি পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন তারপর পথ দেখিয়েছেন, যিনি চারণভূমির তৃণ উদ্গত করেন, তারপর তাকে কালচে, শুকনো খড়কুটোয় পরিণত করেন। আমি তোমাকে পাঠ করাব, ফলে তুমি ভুলবে না—তবে আল্লাহ যা চান তা ছাড়া। তিনি জানেন যা প্রকাশ্য এবং যা গোপন। আর আমি তোমার জন্য সহজ পথকে সুগম করে দেব। সুতরাং উপদেশ দাও, যদি উপদেশ উপকারে আসে। যে আল্লাহকে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে, আর সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি তা থেকে দূরে থাকবে—যে সবচেয়ে বড় আগুনে দগ্ধ হবে, সেখানে সে না মরবে, না বাঁচবে। সফল হয়েছে সে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে, এবং নামায পড়ে। অথচ তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, যদিও আখিরাত উত্তম ও অধিক স্থায়ী। নিশ্চয়ই এ কথা আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে, ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে। (1–19)

৪৪. আচ্ছন্নকারী মহাঘটনা (আল-গাশিয়া)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

তোমার কাছে কি সেই আচ্ছন্নকারী মহাঘটনার সংবাদ পৌঁছেছে? সেদিন কিছু মুখ হবে অবনত, পরিশ্রমে ক্লান্ত-শ্রান্ত, তারা দগ্ধ হবে জ্বলন্ত আগুনে, তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ঝরনা থেকে। তাদের জন্য কোনো খাদ্য থাকবে না, এক কাঁটাযুক্ত তেতো উদ্ভিদ ছাড়া, যা না পুষ্টি জোগায়, না ক্ষুধা মেটায়। সেদিন অন্য কিছু মুখ হবে উজ্জ্বল, নিজেদের প্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট, সুউচ্চ জান্নাতে, সেখানে তারা কোনো অনর্থক কথা শুনবে না। সেখানে রয়েছে প্রবহমান ঝরনা; সেখানে রয়েছে সমুন্নত আসন, সাজিয়ে রাখা পানপাত্র, সারি সারি বালিশ, আর বিছানো উৎকৃষ্ট গালিচা। তারা কি উটের দিকে তাকিয়ে দেখে না, কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আর আকাশের দিকে, কীভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে? আর পর্বতমালার দিকে, কীভাবে তাকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা হয়েছে? আর যমীনের দিকে, কীভাবে তাকে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে? (1–20)

সুতরাং তাদের উপদেশ দাও, তুমি তো কেবল একজন উপদেশদাতা; তুমি তাদের উপর দারোগা নও। তবে যে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সত্য অস্বীকার করে, আল্লাহ তাকে সবচেয়ে বড় শাস্তি দেবেন। নিশ্চয়ই আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন; তারপর নিশ্চয়ই তাদের হিসাব নেওয়া আমারই দায়িত্ব। (21–26)

৪৯. ভোর (আল-ফাজর)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

শপথ ভোরের, আর দশ রাতের, আর জোড় ও বেজোড়ের, আর রাতের যখন তা বিদায় নেয়—এতে কি বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট শপথ নেই? (1–5)

তুমি কি দেখোনি তোমার প্রতিপালক কী করেছিলেন আদ জাতির সঙ্গে, সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী ইরামের সঙ্গে, যার মতো আর কিছু কোনো দেশে সৃষ্টি করা হয়নি; আর সামূদের সঙ্গে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে ঘর বানিয়েছিল; আর কীলকওয়ালা ফিরআউনের সঙ্গে? তারা সবাই দেশে দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং সেখানে বিপর্যয় খুব বাড়িয়ে দিয়েছিল, তাই তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির চাবুক হানলেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (6–14)

আর মানুষ, যখনই তার প্রতিপালক তাকে পরীক্ষা করেন তাকে সম্মান ও নিয়ামত দান করে, সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন'; আর যখনই তিনি তাকে পরীক্ষা করেন তার জীবিকা সংকুচিত করে, সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করেছেন।' কখনো নয়! বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করো না, আর অভাবগ্রস্তকে খাওয়াতে একে অপরকে উৎসাহও দাও না; তোমরা উত্তরাধিকারের সম্পদ গোগ্রাসে খেয়ে ফেলো, আর ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালোবাসো। কখনো নয়! যখন যমীনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধুলো করে দেওয়া হবে, আর তোমার প্রতিপালক আসবেন, ফেরেশতারা থাকবে সারির পর সারি, আর সেদিন জাহান্নামকে কাছে নিয়ে আসা হবে—সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু তখন এ স্মরণ তার কী কাজে আসবে? সে বলবে, 'হায়, আমি যদি আমার এ জীবনের জন্য কিছু কল্যাণ আগে পাঠাতাম!' সেদিন তাঁর শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিতে পারবে না, আর তাঁর বাঁধনের মতো কেউ বাঁধতেও পারবে না। 'হে প্রশান্ত আত্মা, তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো, সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে; আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।' (15–30)

90. নগরী (আল-বালাদ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আমি শপথ করছি এই নগরীর—আর হে নবী, এই নগরীতে তুমি বাধামুক্ত—আর শপথ জন্মদাতার এবং সে যা জন্ম দিয়েছে তার: আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে। সে কি মনে করে যে তার উপর কারও ক্ষমতা চলবে না? সে বলে, 'আমি রাশি রাশি সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি।' সে কি মনে করে যে তাকে কেউ দেখেনি? আমি কি তাকে দিইনি দুটি চোখ, একটি জিভ ও দুটি ঠোঁট, আর তাকে দেখাইনি দুটি সুস্পষ্ট পথ? তবু সে দুর্গম গিরিপথে পা বাড়ায়নি। আর কিসে তোমাকে জানাবে সেই দুর্গম গিরিপথ কী? তা হল কোনো দাসকে মুক্ত করা, কিংবা ক্ষুধার দিনে খাবার দেওয়া কোনো নিকটাত্মীয় ইয়াতীমকে, কিংবা ধুলোয় লুটিয়ে থাকা কোনো অভাবগ্রস্তকে; তারপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যারা ঈমান আনে, একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়, আর একে অপরকে দয়ার উপদেশ দেয়। তারাই ডান দিকের লোক। আর যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তারাই বাম দিকের লোক: তাদের উপর থাকবে অবরুদ্ধ আগুন। (1–20)

91. সূর্য (আশ-শামস)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

শপথ সূর্যের ও তার সকালবেলার কিরণের, আর চাঁদের যখন তা তার পিছনে আসে, আর দিনের যখন তা তাকে প্রকাশ করে, আর রাতের যখন তা তাকে ঢেকে ফেলে, আর শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর, আর যমীনের এবং যিনি তা বিছিয়ে দিয়েছেন তাঁর, আর প্রাণের এবং যিনি তাকে সুঠাম করেছেন তাঁর, তারপর তাকে তার পাপাচার ও তার আল্লাহ-সচেতনতার জ্ঞান দিয়েছেন: যে তাকে পরিশুদ্ধ করে সে-ই সফল হয়েছে, আর যে তাকে কলুষতায় চাপা দেয় সে-ই ব্যর্থ হয়েছে। সামূদ জাতি তাদের অবাধ্যতাবশত সত্য অস্বীকার করেছিল, যখন তাদের সবচেয়ে হতভাগা লোকটি উঠে দাঁড়াল। তখন আল্লাহর রাসূল তাদের বলল, 'আল্লাহর উটনী—আর তার পানি পানের পালা!' কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল এবং উটনীর পায়ের রগ কেটে দিল। ফলে তাদের প্রতিপালক তাদের পাপের কারণে তাদের পিষে ফেললেন এবং সব সমান করে দিলেন, আর তিনি এর পরিণামের কোনো ভয় করেন না। (1–15)

92. রাত (আল-লাইল)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

শপথ রাতের যখন তা ঢেকে ফেলে, আর দিনের যখন তা উদ্ভাসিত হয়, আর শপথ তাঁর যিনি পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন: নিশ্চয়ই তোমাদের প্রচেষ্টা নানা রকমের। সুতরাং যে দান করে, আল্লাহ-সচেতন থাকে, এবং সর্বোত্তম প্রতিদানকে সত্য বলে মানে, আমি তার জন্য সহজ পথকে সুগম করে দেব; আর যে কৃপণতা করে, নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে, এবং সর্বোত্তম প্রতিদানকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য কঠিন পথকে সুগম করে দেব, আর যখন সে পতিত হবে তখন তার ধন-সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না। (1–11)

নিশ্চয়ই পথ দেখানো আমারই দায়িত্ব, আর নিশ্চয়ই আখিরাত ও দুনিয়া আমারই। সুতরাং আমি তোমাদের সতর্ক করছি এক লেলিহান আগুন সম্পর্কে; তাতে দগ্ধ হবে কেবল সেই চরম হতভাগা, যে অস্বীকার করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে; আর তা থেকে দূরে রাখা হবে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিকে—যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য নিজের সম্পদ দান করে, তার প্রতি কারও এমন কোনো অনুগ্রহের বদলা হিসেবে নয় যার প্রতিদান দিতে হবে, বরং কেবল তার সমুচ্চ প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য। আর সে অবশ্যই সন্তুষ্ট হবে। (12–21)

93. সকালের উজ্জ্বল আলো (আদ-দুহা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

শপথ সকালবেলার উজ্জ্বল আলোর, আর শপথ রাতের যখন তা নিঝুম হয়ে আসে: তোমার প্রতিপালক তোমাকে ছেড়ে দেননি, তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি; আর তোমার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে উত্তম হবে; আর শীঘ্রই তোমার প্রতিপালক তোমাকে এত দেবেন যে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি, তারপর আশ্রয় দেননি? তিনি কি তোমাকে পথের সন্ধানী পাননি, তারপর পথ দেখাননি? তিনি কি তোমাকে অভাবগ্রস্ত পাননি, তারপর সচ্ছল করেননি? (1–8)

সুতরাং ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ো না; আর প্রার্থীকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়ো না; আর তোমার প্রতিপালকের নিয়ামতের কথা বর্ণনা করতে থাকো। (9–11)

94. স্বস্তি (আশ-শারহ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আমি কি তোমার জন্য তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিইনি, আর তোমার থেকে নামিয়ে দিইনি তোমার সেই বোঝা, যা তোমার পিঠ নুইয়ে দিচ্ছিল, আর তোমার সুখ্যাতিকে সমুন্নত করিনি? সুতরাং নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গেই রয়েছে স্বস্তি; নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গেই রয়েছে স্বস্তি। সুতরাং যখন তুমি অবসর পাও, তখন সাধনায় লেগে যাও, আর তোমার প্রতিপালকের দিকেই আকুল হয়ে মনোনিবেশ করো। (1–8)

95. ডুমুর (আত-তীন)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

শপথ ডুমুর ও জলপাইয়ের, আর সিনাই পর্বতের, আর এই নিরাপদ নগরীর: আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে, তারপর আমি তাকে নামিয়ে দিই নিচুদের চেয়েও নিচুতে—তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে: তাদের জন্য রয়েছে এমন পুরস্কার যা কখনো শেষ হবে না। তবে এর পর কিসে তোমাকে বিচারকে অস্বীকার করাতে পারে? আল্লাহ কি সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? (1–8)

96. ঝুলে থাকা পিণ্ড (আল-আলাক)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

পড়ো! তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন—সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ঝুলে থাকা এক পিণ্ড থেকে। পড়ো! আর তোমার প্রতিপালক মহা মহানুভব, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। (1–5)

অথচ মানুষ সীমালঙ্ঘন করেই থাকে, যেই সে নিজেকে অভাবমুক্ত দেখে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের কাছেই প্রত্যাবর্তন। তুমি কি তাকে দেখেছ, যে আল্লাহর এক বান্দাকে নিষেধ করে যখন সে নামায পড়ে? তুমি কি ভেবে দেখেছ, সে যদি হিদায়াতের উপর থাকে, কিংবা আল্লাহ-সচেতনতার নির্দেশ দেয়? তুমি কি ভেবে দেখেছ, সে যদি অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়? সে কি জানে না যে আল্লাহ দেখছেন? কখনো নয়! সে যদি বিরত না হয়, তবে আমি তাকে কপালের চুল ধরে হেঁচড়ে নিয়ে যাব—মিথ্যাবাদী, পাপী সেই কপাল। তারপর সে তার পারিষদদের ডাকুক; আমিও ডাকব জাহান্নামের প্রহরীদের। কখনো নয়! তার কথা মেনো না। সিজদা করো, আর নিকটবর্তী হও। (6–19)

97. মহিমান্বিত রাত (আল-কদর)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আমি একে নাযিল করেছি মহিমান্বিত রাতে। আর কিসে তোমাকে জানাবে মহিমান্বিত রাত কী? মহিমান্বিত রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। সে রাতে ফেরেশতারা ও রূহ নেমে আসে, তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে, প্রতিটি আদেশ নিয়ে। শান্তিই শান্তি সে রাত, ভোরের উদয় পর্যন্ত। (1–5)

৯৪. সুস্পষ্ট প্রমাণ (আল-বাইয়িনা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকার করেছিল, তারা বিরত হওয়ার ছিল না, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসে: আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল, যে পবিত্র সহীফাসমূহ তিলাওয়াত করে, যাতে রয়েছে সঠিক ও সত্য বিধানসমূহ। আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়েছিল কেবল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই। অথচ তাদের কেবল এ আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, দ্বীনকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে, খাঁটি বিশ্বাসী হয়ে, আর নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে: আর এ-ই সরল সঠিক দ্বীন। আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকার করে তারা থাকবে জাহান্নামের আগুনে, সেখানে স্থায়ীভাবে। তারাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম। (1–6)

যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে—তারাই সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের পুরস্কার চিরস্থায়ী জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এ তার জন্য যে তার প্রতিপালককে ভয় করে। (7–8)

99. ভূমিকম্প (আয-যালযালা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

যখন যমীন তার চূড়ান্ত কম্পনে প্রকম্পিত হবে, আর যমীন তার বোঝাগুলো বের করে দেবে, আর মানুষ বলবে, 'এর কী হল?'—সেদিন সে তার সব খবর বলে দেবে, কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে তারই নির্দেশ দিয়েছেন। সেদিন মানুষ বিচ্ছিন্ন দলে দলে বেরিয়ে আসবে, যাতে তাদের তাদের কাজগুলো দেখানো হয়: যে অণু পরিমাণ ভালো কাজ করেছে সে তা দেখতে পাবে, আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করেছে সে-ও তা দেখতে পাবে। (1–8)

100. ধাবমান ঘোড়া (আল-আদিয়াত)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

শপথ সেই ঘোড়াগুলোর যারা হাঁপাতে হাঁপাতে ছোটে, খুরের আঘাতে আগুনের ফুলকি ছোটায়, ভোরের আলো ফুটতেই হানা দেয়, ধুলোর মেঘ ওড়ায়, আর শত্রুদলের মাঝখানে ঢুকে পড়ে: নিশ্চয়ই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ, আর নিশ্চয়ই সে নিজেই এর সাক্ষী; আর নিশ্চয়ই সে ধন-সম্পদের ভালোবাসায় অত্যন্ত প্রবল। (1–8)

সে কি জানে না যে, যখন কবরে যা আছে তা বের করে আনা হবে, আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করে দেওয়া হবে, সেদিন তাদের প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকবেন? (9–11)

101. প্রচণ্ড আঘাত (আল-কারিআ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

সেই প্রচণ্ড আঘাত! কী সেই প্রচণ্ড আঘাত? আর কিসে তোমাকে জানাবে সেই প্রচণ্ড আঘাত কী? যেদিন মানুষ হবে ছড়িয়ে পড়া পতঙ্গের মতো, আর পর্বতমালা হবে ধুনা রঙিন পশমের মতো। তারপর যার পাল্লা ভারী হবে, সে থাকবে সন্তোষজনক জীবনে; আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে অতল গহ্বর—আর কিসে তোমাকে জানাবে তা কী?—এক জ্বলন্ত আগুন। (1–11)

102. বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা (আত-তাকাসুর)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

বেশি বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা তোমাদের ভুলিয়ে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে গিয়ে পৌঁছো। কখনো নয়! তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। আবারও, কখনো নয়! তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। কখনো নয়! তোমরা যদি সুনিশ্চিত জ্ঞানে জানতে! তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে; তারপর তোমরা অবশ্যই তা দেখবে নিশ্চিত বিশ্বাসের চোখে; তারপর সেদিন তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা যেসব নিয়ামত ভোগ করেছ সে সম্পর্কে। (1–8)

103. ঢলে পড়া দিন (আল-আসর)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

শপথ ঢলে পড়া দিনের, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে—তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয়, আর একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়। (1–3)

104. নিন্দুক (আল-হুমাযা)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

দুর্ভোগ প্রত্যেক নিন্দুক, অপবাদ রটনাকারীর জন্য, যে ধন-সম্পদ জমা করে এবং বারবার তা গুনে রাখে, সে মনে করে যে তার সম্পদ তাকে চিরজীবী করে রাখবে। কখনো নয়! তাকে অবশ্যই নিক্ষেপ করা হবে চূর্ণকারীর মধ্যে—আর কিসে তোমাকে জানাবে চূর্ণকারী কী?—আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তা তাদের উপর অবরুদ্ধ করে দেওয়া হবে, লম্বা লম্বা স্তম্ভে। (1–9)

105. হাতি (আল-ফীল)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

তুমি কি দেখোনি তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সঙ্গে কী করেছিলেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি, আর তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠাননি, যারা তাদের উপর পোড়ামাটির পাথর নিক্ষেপ করছিল, ফলে তিনি তাদের চিবানো খড়ের মতো করে দিলেন?[57] (1–5)

[57] **জেদ্দা অবরোধ, 1517: পর্তুগাল, লোহিত সাগর ও পবিত্র নগরীদ্বয়ের প্রতিরক্ষা**
“হে আমার প্রতিপালক, এই নগরীকে নিরাপদ করো”: কুরআন 14:35–41-এর একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য, সেই সঙ্গে ইবরাহীম থেকে 2026 সালের মক্কা প্রতিরক্ষা জোট পর্যন্ত মক্কার নিরাপত্তার শতাব্দীওয়ারি ইতিহাস

106. কুরাইশ (কুরাইশ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

কুরাইশের নিরাপত্তার জন্য, শীত ও গ্রীষ্মের সফরে তাদের নিরাপত্তার জন্য—তারা যেন এই ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করে, যিনি তাদের ক্ষুধায় খাবার দিয়েছেন এবং ভয় থেকে তাদের নিরাপদ করেছেন। (1–4)

107. ছোটখাটো সাহায্য (আল-মাঊন)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বিচারকে অস্বীকার করে? সে-ই তো ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, আর অভাবগ্রস্তকে খাওয়াতে উৎসাহ দেয় না। সুতরাং দুর্ভোগ সেই নামাযীদের জন্য, যারা নিজেদের নামায সম্পর্কে গাফিল, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, আর ছোটখাটো সাহায্যটুকুও দিতে বিরত থাকে।[58] (1–7)

[58] **সূরা আল-মাঊন – ছোটখাটো সাহায্য**

108. অফুরন্ত কল্যাণ (আল-কাওসার)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দান করেছি অফুরন্ত কল্যাণ। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়ো এবং কুরবানি করো। নিশ্চয়ই যে তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে-ই নির্বংশ। (1–3)

109. অবিশ্বাসীরা (আল-কাফিরূন)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

বলো, ‘হে সত্য অস্বীকারকারীরা, তোমরা যার ইবাদত করো আমি তার ইবাদত করি না, আর আমি যাঁর ইবাদত করি তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও। তোমরা যার ইবাদত করে এসেছ আমি কখনো তার ইবাদতকারী হব না, আর আমি যাঁর ইবাদত করি তোমরাও কখনো তাঁর ইবাদতকারী হবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।’[59] (1–6)

[59] **কুরআনের নিখুঁত 23 বছরের সাক্ষ্য: “বলো” এবং আল্লাহর কণ্ঠস্বর**

110. সাহায্য (আন-নাসর)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে, এবং বিজয়, আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও: নিশ্চয়ই তিনি সদা তওবা কবুলকারী। (1–3)

111. খেজুর-আঁশ (আল-মাসাদ)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত, আর সে নিজেও ধ্বংস হোক! তার ধন-সম্পদ এবং সে যা কিছু উপার্জন করেছে তা তার কোনো কাজে আসবে না। সে দগ্ধ হবে লেলিহান শিখার আগুনে, আর তার স্ত্রীও, যে জ্বালানি কাঠ বহন করে, তার গলায় থাকবে খেজুর-আঁশের পাকানো রশি। (1–5)

112. একনিষ্ঠ বিশ্বাস (আল-ইখলাস)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

বলো, 'তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ, চিরন্তন, সবাই যাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি, আর তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই।'[60] (1–4)

[60] **কুরআনের নিখুঁত 23 বছরের সাক্ষ্য: "বলো" এবং আল্লাহর কণ্ঠস্বর**

113. প্রভাত (আল-ফালাক)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

বলো, 'আমি আশ্রয় চাই ভোরের প্রতিপালকের কাছে, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা ঘনিয়ে আসে, গিঁটে গিঁটে ফুঁ দেওয়া নারীদের অনিষ্ট থেকে, আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।'[61] (1–5)

[61] **কুরআনের নিখুঁত 23 বছরের সাক্ষ্য: "বলো" এবং আল্লাহর কণ্ঠস্বর**

114. মানবজাতি (আন-নাস)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

বলো, ‘আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের কাছে, মানুষের অধিপতির কাছে, মানুষের ইলাহের কাছে, সেই কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে যে আত্মগোপন করে সরে যায়, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়—জিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।’[62] (1–6)

[62] **কুরআনের নিখুঁত 23 বছরের সাক্ষ্য: “বলো” এবং আল্লাহর কণ্ঠস্বর**